অষ্টধাতু

আট-টি ছোট নাটকের সংকলন

মনোজ মিত্র

কলাভৃৎ পাবলিশার্স

পরিবেশক
নব গ্রন্থ কুটির
৫৪/৫এ কলেজ স্ট্রিট কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০১০

কলাভৃৎ পাবলিশার্স-এর পক্ষে ৬৫ সূর্য সেন স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯, দূরালাপন +৯১-৯৪৩৩৩৩৩০৭০ থেকে সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত, লক্ষ্মী প্রেস, ৯/৭বি, প্যারীমোহন সুর লেন, কলকাতা ৭০০০০৬ থেকে বর্ণ সংস্থাপিত এবং নিউ জয়কালী প্রেস,৮এ দীনবন্ধু লেন, কলকাতা ৭০০০০৬ থেকে মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায়

ISBN 978-93-80181-19-6

OSHTODHATU

A collection of eight short plays in Bengali by MANOJ MITRA

First Edition **January 2010**

Published by Sourav Bandyopandhyay on behalf of Kalabhrit Publishers. 65, Surya Sen Street, Kolkata 700009, Telephone +91-9433333070. Type setting by Laxmi Press, 9/7B, Pearymohan Sur Lane, Kolkata 700006 and Printed by New Joykali Press, 8A Dinabandhu Lane, Kolkata 700006.

অষ্টধাতুঃ এক

গন্ধজালে

চরিত্রলিপি

তাপস

ফেলু

নীলকণ্ঠ

কুন্তী

পঙ্খী

বেবি

রচনা-২০০৯

প্রথম প্রকাশ-পূর্ব পশ্চিম বার্ষিক নাট্যপত্র ২০০৯

গন্ধজালে

এক

[সানাই বাজছিল। ঝাঁক ঝাঁক উলু আর শাঁখের আওয়াজ উঠল। সব ছাপিয়ে পুরোহিতের গলা-বলো, পাত্ররা যে যার গোত্র বলে যাও-সঙ্গে সঙ্গে বহু কণ্ঠের মিলিত গোত্রোচ্চারণে একতাল গোলমাল সৃষ্টি হল। পুরোহিতের দ্বিতীয় আদেশ-পাত্রীরা বলো, যার যার গোত্র বালো।-পাত্রীরা চুপ। পরক্ষণেই পাওয়া গেল পরোহিতের বিধান-ঠিক আছে। জানা না থাকলে তারও উপায় আছে। বলো গোত্র নারায়ণ!-অতঃপর একদল বিয়ের কনে'র সমবেত নারায়ণ উচ্চারণে মহাগুঞ্জন সৃষ্টি হল। আবার পুরোহিতের গলা-বলো, যদিদং হৃদয়ং তব...। পর্দা সরে গেল।

গাঁয়ের মাঠকোঠা। নিম্নবিত্ত সংসারের বাক্স প্যাঁটরা আর হাবিজাবি মালপত্র ঠাসা ঘরখানায় তক্তাপোষে বাসরশয্যা পাতা। বাইরের দরজাটি ছাড়া এ ঘরের দ্বিতীয় দরজার ওপারে ছোট এক টুকরো বারান্দা-তার লাগোয়া জঙ্গলের আভাস। ঘরের কুলুঙ্গিতে যে হ্যারিকেন লণ্ঠনটা জ্বলছে সেটা একটু খেপা গোছের। শান্তবাবে জ্বলতে জ্বলতে কখন যে দপদপিয়ে উঠবে, কেউ তা জানে না। সদয বিবাহিত পক্ষীকে ধরে নিয়ে কুন্তী ও বেবি ঘরে ঢুকলো। শস্তার ফিনফিনে জরির শাড়িতে মোড়া জন্মান্ধ পক্ষীর মুখটা থমথম করছে। মাথার টোপরটা একদিকে হেলে পড়েছে।]

কুন্তী ∫∫ হবে না- হবে না-পক্ষীর বিয়ে নাকি আর হবে না। এই তো রাত পোহালে চলে যাচ্ছে আমার বোন। (দু'চোখ জলে ভরে আসে) আমার সংসারে কত কষ্ট পেয়েছে! দেখিস পক্ষী এবার তুই সুখী হব! ভাগ্য কারুর সঙ্গে চিরকাল শত্রুতা করে না!

[কুন্তী আঁচলে চোখ মোছে। পক্ষী তক্তাপোষের কাছে পৌঁচেছে। বিছানার ওপর সস্তার গাঁদা ফুলের কুচি ছড়ানো রয়েছে। কুচিতে হাত ঠেকাতে পক্ষী সেগুলো মুঠো মুঠো তুলে নিয়ে মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলেছে। কুন্তীর চোখে আঁচল তাই দেখতে পাচ্ছে না।]

বেবি ∫∫ মা, দেখ মাসি কী করছে!

কুন্তী ∫∫ ওকি! বাসরশয্যের ফুলগুলো ও রকম ফেলছিস কেন? ও কি অলক্ষণ!

পক্ষী ∫∫ উঁ, ভারি তো বিয়ে, তার আবার বাসর! এখানে যেন কোন হইচই না হয়! আমি এখন ঘুমুবো!

বেবি ∫∫ বারে! আমরা বুঝি বাসর জাগবো না মাসি?

কুন্তী ∫∫ ঠিক আছে-বাসর না হয় নাই জাগলাম! কিন্তু 'ভারি তো বিয়ে' কেন? বিয়ের কোন্ অনুষ্ঠান তোর বাদ গেল শুনি? নেত্যগোপালবাবুদের পার্টি সব করেছে। সানাই বাজল, আলো জ্বলল, জামাই-মেয়ে বরণ হল...অতো পরিমাণ তত্ত্ব তালাশ করল-গাঁ-সুদ্ধ সব্বাইকে খিচুড়ি পায়েস মাছভাজা...আমাদের যাত্রাগাছির মতো এতো নিখুঁত আর এতো জাঁকের গণবিবাহ ভূ-ভারতে কোথায় হচ্ছে শুনি!

পক্ষী ∫∫ উঁ! ছাব্বিশজোড়া বরকনে'র সঙ্গে গোলে হরিবোল! ওটা বিয়ে নাকি! নিজের ওইরকম গণবিবাহ হলে নিজে তুই কি করতিস!

কুন্তী ∫∫ আমার সময়ে গণবিবাহ ওঠেনি। তখন বাবা মাও বেঁচে। তাঁরা নিজেরা হাতে করে কুন্তীর বিয়ে দিয়ে গেছেন। কিন্তু তাদের পক্ষীর কপালটাই যে খারাপ রে পক্ষী! আজ এক জামাইবাবু ছাড়া আর তো কেউ নেই রে। সেইবা একা কতো করবে?

পক্ষী ∫∫ মাথা ধরেছে! চুপ কর।

[বালিশে মাথা রেখে পক্ষী কাঁদে।]

কুন্তী ∫∫ ঐ তো মাছের ভেড়ির সামান্য নাইটগার্ডগিরি! বুঝিস না, কতো আয় করতে পারে মানুষটা! তাও ছাব্বিশজনের মধ্যে বিয়ে দিলেও সে কাকদ্বীপে গিয়ে পাত্তর দেখে পছন্দ করে এসেছে।

বেবি ∫∫ বাবাকে খুব যত্ন করেছিল নতুন মেসো-

কুন্তী ∫∫ নীলকণ্ঠ গোছানো ছেলে, কর্মঠ ছেলে। বাড়ি বসে জাল বুনছে, বেতের চেয়ার টেবিল বানাচ্ছে...

বেবি ∫∫ শেতলপাটিও বোনে-

কুন্তী ∫∫ নিজের আয়ে ছোট্ট একটা বাড়িও করেছে। সবচেয়ে বড় কথা, সংসারে তোরাই কেবল দুজন থাকবি! বিয়ে তোর ভালো হয়েছে রে পঙ্খী...

পঙ্খী ∫∫ (কাঁদতে কাঁদতে উঠে বসে) কী ভালো হয়েছে আমি জানি! নিজে আমি এক অন্ধ-তোরা দিলি আরেক অন্ধের গলায় ঝুলিয়ে! এই করার জন্যে বাবা আমাকে মরার সময় তোর হাতে দিয়ে গিয়েছিল! একটা চোখআলা মানুষ-একটা চোখে দেখতে পাওয়া পুরুষ মানুষ তোরা জোটাতে পারলি না!

[লণ্ঠনের দপদপানি শুরু হয় হঠাৎ।]

কিন্তু ∫∫ আমরা তো চেষ্টা কম করিনি রে-না পেলে কী করব!

পঙ্খী ∫∫ ঐ তো ঘটকপুকুরের-

কুন্তী ∫∫ ঘটকপুকুরের সুশান্ত জানিয়েছিল এক বছরের আগে কিছুতেই সে বিয়ের পিঁড়েতে বসবে না। তাছাড়া ছেলেটার এতো টাকার খাঁই-

পঙ্খী ∫∫ নজর-আলা ছেলের জন্য টাকা লাগবে না! বাবা তো আমার বিয়ের টাকা তোদের হাতে গুছিয়ে রেখে গেছে দিদি-

কুন্তী ∫∫ বেবি তোর বাবাকে ডাক-

বেবি ∫∫ বাবা সেই সমিতি হলে বিয়ের আসরে-বরযাত্রীদের সঙ্গে কথা বলছে। দেখে এলে না?

কুন্তী ∫∫ যা, গিয়ে এখুনি বাড়ি আসতে বল। ঠিক জানতাম, ঐ টাকা পয়সা নিয়ে একদিন কথা শুনতে হবে!

[ঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায় তাপস।]

তাপস ∫∫ (শঙ্কিত ভাবে) কী? কী হয়েছে?

কুন্তী ∫∫ ঐ শোনো-

[কুন্তী ও পঙ্খীর থমথমে মুখ দেখে ঘাবড়ে যায় তাপস।]

তাপস ∫∫ কী হয়েছে রে বেবি?

[বেবি ঠোঁট উল্টে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল। দেয়ালের লণ্ঠনটা তখনও দপদপ করছে।]

লণ্ঠনটার কী যে হলো!

কুন্তী ∫∫ থেকে থেকে খেপে উঠছে।

তাপস ∫∫ কেরোসিনে ভেজাল! (লণ্ঠন শান্ত হতে কুন্তীকে) বুঝলে নেত্যগোপালবাবুদের একেবারে পাকা কাজ! আলো ফুল দিয়ে

রিক্সোভ্যান এমন সাজিয়ে দিয়েছে-যেন ময়ূরপঙ্খী নাও। প্রত্যেকটা বরকনে'কে ময়ূরপঙ্খী ভ্যানে চাপিয়ে বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছে! তোমার ভগ্নীপতিও আসছে! আহ পঙ্খীকে তুমি আগেই বাড়িতে নিয়ে না এলে ওরা দুটি তে এক সঙ্গে আসতে পারত-(তাপস সহজ হবার চেষ্টা করে) নতুন বউ-এর মুখখানা দেখে ভয় লাগছে কেন? পঙ্খী কী বলছে কুন্তী?

কুন্তী ∫∫ শুধু ও কেন, আমিও বলছি। বরের চোখে নজর নেই!

তাপস ∫∫ নজর! (তাপস শব্দ করে হাসে) নজরের তোয়াক্কা করে নাকি নীলকণ্ঠ! ওর বাড়ি গিয়ে দেখে এসো, চারজন নজরআলোকে হাতে ধরে জালবোনা বেতবোনা শেখাচ্ছে! রীতিমতো লোক রেখে মাদুর বোনাচ্ছে! সাতটা নজরআলা নীলকণ্ঠের আন্ডারে খাটছে...

কুন্তী ∫∫ ওসব বলে লাভ হবে না! বাবা ওর বিয়েথার জন্যে টাকা রেকে গেছেন! তুমি সেই টাকা দিয়ে অনায়াসে ঘটকপুরের সুশান্তকে ধরতে পারতে! সে তো নিজের চোখে দেখেই ওকে পছন্দ করেছিল-

পঙ্খী ∫∫ চুপ করবি? পায়ে পড়ি তোর দিদি? আমায় নিয়ে ঝগড়া আর শুনতে পারছি না!

[পঙ্খী খাট থেকে নামে।]

কুন্তী ∫∫ কোথায় যাবি?

পঙ্খী ∫∫ যমের বাড়ি!

[পঙ্খী দ্বিতীয় দরজা দিয়ে পেছনের বারান্দায় এসে মেঝেতে শুয়ে পড়ে, ফুলে ফুলে কাঁদে।]

কুন্তী ∫∫ (বারান্দায় এসে) পঙ্খী-পঙ্খীরে, এখানে এভাবে বারান্দায় পড়ে থাকিসনে বোন-আয়-ঘরে আয়-

তাপস ∫∫ (ঘরের মধ্যে) সুশান্ত ছেলেটাকেও আমার বিশ্বাস হয়নি! ও যে পাওনাগণ্ডা হাতিয়ে নিয়ে দু'দিন বাদে তাড়িয়ে দিত না, তার গ্যারান্টি কে দেবে? এসব ক্ষেত্রে যা হামেশা হয়, হচ্ছে-

[কুন্তী একরাশ দুঃখ আর বিরক্তি নিয়ে বারান্দা ছেড়ে ঘরে তাপসের কাছে আসে। এই মুহূর্তে বাইরের বারান্দাটা অন্ধকারে ঢাকা পড়ল।]

কুন্তী ∫∫ হলে হতো, তাতে তোমার কী? বিয়েটা তো পরে পরে মিটিয়ে নিলে-আমার বোনের টাকা খরচ করে তুমি কেন এখন সাতপাঁচ সাফাই গাইবে?

তাপস ∫∫ (রাগ চেপে) খরচ করা হয়নি। তোমার বোনের টাকাটা খাটানো হচ্ছে! শেয়ার কিনে রাখা হয়েছে! শেয়ারের দাম চড়লে সব টাকা পেয়ে যাবে-ডবল তিন ডবলও পেতে পারে।

কুন্তী ∫∫ আর তিন ডবল পেতে হবে না। পঙ্খীর যা আছে, পঙ্খীকে দিয়ে দাও। শেয়ার বেচে দাও।

তাপস ∫∫ (দাঁতে দাঁত ঘষে) যা বোঝো না তা নিয়ে জ্বালাতেন করো না কুন্তী। শেয়ার বেচার একটা সময় আছে। বাজার এতোটাই পড়ে গেছে যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খাব।

কুন্তী ∫∫ মেয়েটার জীবনের ঐটুকুই তো সম্বল-যদি পুরোটাই মার খায়, আমরা ওর সামনে এ জীবনে আর দাঁড়াতে পারবো?

[লণ্টনটা দপদপ করছে।]

তাপস ∫∫ (তোর ওপর দৃষ্টি স্থির রেখে) টাকাটা শেয়াররে না খাটালে উপায়ও ছিল না। তোমাদের বাব যে কালে যে পরিমাণ টাকা রেখে গেছেন, সেদিনের হিসেবে তা হয়তো যতেষ্ট ছিল! আজ তাতে কী হয়! কিচ্ছু না! টাকার দাম পড়ে গেছে। বোঝ কিছু? টাকায়

ডিম না পাড়াতে পারলে-

কুন্তী ∫∫ এখন এসব কথা যদি নীলকণ্ঠের কানে যায়? সে ভাববে না, মেয়েটাকে ফতুর করে তুমি তাকে ঘর থেকে বিদায় করলে! যে শুনবে সেই তা বলবে-

তাপস ∫∫ (চাপা গলায়) বিদায় না করে উপায় ছিল? আমার বাড়ির ওপর অন্ধ মেয়েটার ওপর রাতদুপুরে পাশবিক অত্যাচার হলো। শয়তানটা ধরাও পড়েনি। সে যে আবার কোনদিন-(থেমে) না, এরপরে এক মুহূর্ত দেরি করা সম্ভব ছিল আমার! কিছু একটা হয়ে গেলে এ গাঁয়ে বাস করতে পারতাম! ঘটকপুকুরের সুশান্তর জন্যে দেরি করার উপায় ছিল না!

[গাঁয়ের পথে কোলাহল এগিয়ে আসছে-একটা রঙদার গান ভেসে আসছে-সেই সঙ্গে উলু শাঁখ। এদিকে লন্ঠনের দাপাদাপি থেমেছে।]

ঐ নীলকণ্ঠকে নিয়ে আসছে।

কুন্তী ∫∫ পঙ্খী, ও পঙ্খী। পায়ে পড়ি তোর ঘরে আয়। জামাই প্রথমবার বাড়ি আসছে। লোকজনের সামনে আর আমাদের মুখে কালি দিস না-

তাপস ∫∫ যাও, তুমি যাও। নীলকণ্ঠের হাতটা ধরে ঘরে আনো। আমি ওকে দেখছ-

[কোলাহল-গান-শাঁখ-হাস্যরোল পুরোদস্তুর চলছে। কুন্তী শাঁখ নিয়ে বাজাতে বাজাতে ছুটল। তাপস বারান্দায় এলো। তাপসও এলো, পেছনের বারান্দাও দৃষ্টিগোচর হল। আলোছায়াকাটা বারান্দায় পঙ্খী তিরখাওয়া পাখির মতো লুটিয়ে পড়ে আছে। তাপস একটুক্ষণ তার পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে হিসহিসে গলায় বলে-]

পঙ্খী, ওঠো! এখানে এই বারান্দাটায় এভাবে তোমায় শুয়ে থাকতে দেখে আমার ভালো লাগছে না, মোটে ভালো লাগছে না আমার! সেই রাতটায়-অবিকল সেই রাতটার সেই ভয়ংকর কাণ্ডটার পরে তোমাকে আমরা যেভাবে দেখতে পেয়েছিলাম! পঙ্খী-

[তাপস ওর বাহুমূল ধরে টেনে তুলতেই পঙ্খী হুড়মুড়িয়ে কাঁদতে থাকে।]

পঙ্খী ∫∫ তোমরা ছাড়া আমার কেউ নেই তাপসদা!

তাপস ∫∫ আমাদের কাছেই তোর সর্বনাশটা হয়ে গেল রে পঙ্খী! তাই সেই দুর্ঘটনার পর যেমন করে হোক তোকে যাত্রাগাছি থেকে সরাবার জন্যে ছটপট করছিলাম! পঞ্চায়েত সমিতির গণবিবাহের সুযোগটাও ধরলাম তাই। সারা গাঁয়ের লোক তোর বিয়ের সাক্ষী থাকল! কাঁদিসনে পঙ্খী, আরে বোকা আমরা কি তোকে একেবারে ছেড়ে দিচ্ছি রে-

[নতুন বর নীলকণ্ঠের হাত ধরে ঘরে ঢুকল ফেলুঠাকুর। পেছনে শাঁখ বাজাতে বাজাতে ঢুকল কুন্তী। ফেলুঠাকুরের বয়েস বেশি না-তবে পুরোহিতগিরি করে হাবভাব চালচলনে বেশ পেকে উঠেছে। কালো চশমা পরা নীলকণ্ঠর মুখে সারাক্ষণ একটা অদ্ভুত হাসির রেখা আঁকা।]

ফেলু ∫∫ কইরে তাপস, নে তার ভাইরাভাইকে ধর।

[তাপস বারান্দা থেকে ঘরে আসে। আলোছায়াকাটা বারান্দাটাও অন্ধকারে ডুবে যায়। তাপস নীলকণ্ঠের হাত ধরে। নীলকণ্ঠ তার পায়ের ধুলো নিতে নিচু হতেই তাপস বাধা দেয়।]

তাপস ∫∫ থাক! থাক! বারবার পেন্নাম করতে হবে না। বসো। (তক্তাপোষে বসায়) এই খাটেই আজ তোমার জায়গা। পা তুলে বসো ভাই।

কুন্তী ∫∫ বসুন দাদা-

[কুন্তী ফেলুঠাকুরকে মোড়া এগিয়ে দেয়।]

ফেলু ∫∫ বসি। খুব ভালো লাগছে বুঝলি তাপস। এই থার্ড টাইম আমি গণবিবাহে পৌরহিত্য করলাম। এটা কিন্তু আমার কেরিয়ারকে এক ধাক্কায় অনেকখানি তুলে দিল। বলো বউমা!

তাপস ∫∫ হ্যাঁগো, ফেলুদাকে চা দেবে তো-

ফেলু ∫∫ অ্যাভারেজে পঁচিশটা করে ধরলেও তিন দফায় যাত্রাগাছিতেই আমি এর মধ্যে পঁচাত্তরটা বিয়ে চুকিয়ে দিয়েছি! এখনো তো কেরিয়ারের থ্রি ফোর্থ পড়ে রয়েছে-

তাপস ∫∫ হবে ফেলুদা, তোমার অনেক হব! যাত্রাগাছিতে এখনই তুমি এক নম্বর!

ফেলু ∫∫ তুমি কিছু বলছ না কেন নীলকণ্ঠ? আচ্ছা, আমার গণ পৌরোহিত্য-মানে, গণমালাবদল অনুষ্ঠান পরিচালনা-যাকে বলে ঐ শাস্ত্রীয় ম্যানেজমেন্ট-কেমন লাগল তোমার? সবার সঙ্গে মন্ত্র পড়েই বা কী বুঝলে ভায়া-

নীলকণ্ঠ ∫∫ (জোড় হাতে) আজ্ঞে আমার একেবারে শিহরণ লেগেছে ঠাকুরমশাই!

ফেলু ∫∫ অ্যাঁ? শিহরণ!

নীলকণ্ঠ ∫∫ আজ্ঞে হ্যাঁ ঠাকুরমশাই, আমি একা মানুষ-অন্ধকারের মানুষ-এই যে আরো পঞ্চাশজনের মধ্যে বসে তাদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে এক মন্ত্র উচ্চারণ করে গেলাম-তাদের সঙ্গে ভাগ্য মিলিয়ে গেলাম-এটা ভাবতেই আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে ঠাকুরমসাই! আপনি আশীর্বাদ করুন-

ফেলু ∫∫ কী সুন্দর গুছিয়ে কথা বলে দ্যাখ তাপস! (খুশিতে হাসে) জয়স্তু, জয়স্তু! বুঝলে নীলকণ্ঠ, তাপসের সঙ্গে আমার আলাদা সম্পর্ক।

তাপস ∫∫ আমাদের পাশের বাড়িটাই ফেলুদার বাড়ি!

ফেলু ∫∫ আর তোমার পক্ষী, তার তো সকাল সন্ধে আমার ঠাকুরঘরে যাওয়া চাই-ই! মাতৃপূজা করি। পক্ষী রোজ মায়ের চন্দন ঘষে দিয়ে আসে-কতক্ষণ ধরে দুলে দুলে ঘষেই চলেছে...ঘষেই চলেছে...

[ইতিমধ্যে বার কয় নাক টেনে নিয়েছে নীলকণ্ঠ।]

নীলকণ্ঠ ∫∫ একটা আঁশটে গন্ধ পাচ্ছি যেন-

ফেলু ∫∫ অ্যাঁ?

কুন্তী ∫∫ গন্ধ?

ফেলু ∫∫ আঁশটে গন্ধ? (নাক টেনে) কই, না তো!

নীলকণ্ঠ ∫∫ হু-উ! কাঁচা মাছের গন্ধ! আচ্ছা আপনাদের বাড়িতে কি আজ পমফ্রেট মাছ এনেছেন দিদি!

তাপস ∫∫ না না পমফ্রেট আমাদের বাড়িতে ঢোকে না!

ফেলু ∫∫ আরে কী বলিস তাপস, পমফ্রেটের মতো মাছ আছে নাকি? আরে আমার বাড়িতেই পমফ্রেট এসেছে আজ।

নীলকণ্ঠ ∫∫ আর দেখতে হবে না। বেড়ালের কম্মো! আপনার রান্নাঘর থেকে টেনে এনেছে!

ফেলু ∫∫ সে কী! কাল শ্বশুরবাড়ির লোকজন আসবে বলে কিনে রাখলাম!

নীলকণ্ঠ ∫∫ এই খাটের নিচেটা একবার দেখুন তো!

[তাপস কুন্তী ফেলু তক্তাপোষের নিচে উঁকি দেয়।]

তিনজন ∫∫ কই, মাছ কই?

ফেলু ∫∫ হ্যারিকেনটা নামিয়ে নাও তো বউমা-

নীলকণ্ঠ ∫∫ খাটের নিচে হ্যারিকেন বাড়িয়ে কিছু দেখতে পাবেন না! চোখে আঁধি লাগবে! টর্চ জ্বালিয়ে দেখুন ঠাকুরমশাই-

[তাপস পকেটের টর্চ বার করে জ্বালে-তক্তাপোষের নিচেটা অনেক দুর পর্যন্ত দেখা যায়।]

কুন্তী ∫∫ (চেঁচায়) এই তো! তাই তো! পমফ্রেট!

[কুন্তী তক্তাপোষের নিচের হাবিজাবির মধ্যে থেকে আধখাওয়া পমফ্রেটটা বার করে আনে। ফেলুঠাকুরে ওঠে।]

ফেলু ∫∫ এই তো! আমাদের পমফ্রেট! সেই বড় পমফ্রটটা-(কুন্তী দু-আঙুলে মাছটা ধরে বাইরে নিয়ে যাচ্ছে) কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?

কুন্তী ∫∫ ফেরে দিই-

ফেলু ∫∫ ফেলে দেবে?

তাপস ∫∫ বেড়ালে মুখ দিয়েছে, আর কী করবে ফেলুদা?

ফেলু ∫∫ (দীর্ঘশ্বাস লুকিয়ে) দাও ফেলেই দাও! (কুন্তী মাছ হাতে বেরিয়ে যায়। ফেলু নীলকণ্ঠর দিকে ঘোরে) কিন্তু জামাই, তক্তাপোষের ওপরে বসে তুমি কি করে টের পেলে-নিচে পমফ্রেট!

নীলকণ্ঠ ∫∫ আজ্ঞে পাচ্ছি পমফ্রেটের গন্ধ-তা ভেটকির গন্ধ বলি কি করে ঠাকুরমশাই?

ফেলু ∫∫ বাব্বা! ভেটকি পমফ্রেটের আলাদা গন্ধ! তোদের জামাই-এর নাক আছে রে তাপস!

নীলকণ্ঠ ∫∫ (হাত নেড়ে) আচ্ছা, বাড়ির এদিকটা কী আছে?

তাপস ∫∫ ওদিকটা বাড়ির পেছন দিক। একটা দরজা আছে-তারপরে একটা ছোট বারান্দা-তারপরেই ফেলুদার বাগান-

[বারান্দায় আলোছায়া ফিরে এলো। দেখা যাচ্ছে, শুয়ে নয়-কৌতূহলে ওখানে উঠে বসে পক্ষী ঘরের কথায় কান পেতে আছে।]

নীলকণ্ঠ ∫∫ বাগানে বাঁশঝাড় আছে, তাই না?

তাপস ∫∫ তা আছে।

নীলকণ্ঠ ∫∫ বাঁশফুলের গন্ধ ছেড়েছে!

ফেলু ∫∫ বাঁশফুল!

তাপস ∫∫ বাঁশের আবার ফুল হয় নাকি?

ফেলু ∫∫ জন্মেও যা চোখে দেখেনি-তার গন্ধ!

নীলকণ্ঠ ∫∫ আজ্ঞে অনেক কিছুই চোখে ধরা পড়ে না, নাকে ধরা পড়ে ঠাকুরমশাই। যেমন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না, বাঁশফুলের গন্ধে একপাল ধেড়ে ইদুঁর আর ভুটকো একটা শিয়াল বাঁশঝাড়ের মধ্যে গুটি গুটি পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এখন-

[পঙ্খী এবার ভয়ে চিৎকার করে ঘরে ঢুকে পড়িমরি দরজা বন্ধ করে খাটে উঠে বসে। বারান্দায় আলো নিভে যায়।]

তাপস ∫∫ (হা হা করে হাসে) বাঁশফুল-শেয়াল ইঁদুর-নীলকণ্ঠ, এমম ছেড়েছ না-ঘরের বউ ঘরে ফিরে এলো।

ফেলু ∫∫ নীলকণ্ঠ, সব কিছুর আলাদা আলাদা গন্ধ পাও তুমি?

নীলকণ্ঠ ∫∫ হ্যাঁ ঠাকুরমশাই, যতো বস্তু তত গন্ধ এই যে আপনাদের পঙ্খী ঘরে ঢুকলো, ওটা কিন্তু না বলে দিলেও বুঝতে পারতাম!

তাপস ∫∫ (হেসে ওঠে) আরে কোথায় গেলে কুন্তী, শুনে যাও। নীলকণ্ঠ নাকি এর মধ্যেই তোমার বোনের গন্ধ চিনে রেখেছ-

নীলকণ্ঠ ∫∫ (বিনীত ভঙ্গিতে) কে পেরেছি বলুন তো তাপসদা?

তাপস ∫∫ (হাসতে হাসতে) কেন?

নীলকণ্ঠ ∫∫ আপনার শালি কোন রকম গন্ধ মাখেনি বলে।

তাপস ∫∫ তাই নাকি?

নীলকণ্ঠ ∫∫ হ্যাঁ তাপসদা, আজকাল লোকে ঘরের বাইরে পা বাড়ালে গায়ে সুরভি ছড়ায়! আর বিয়ে বাড়িতে তো কথাই নেই! কিন্তু আপনাদের পঙ্খী তার বিয়ের রাতেও ছিটে ফোঁটাও নেয় নি-

তাপস ∫∫ আরে পঙ্খী বিয়ের রাতেও তোর অতো প্রশংসা করছে-একটু হাস!

ফেলু ∫∫ (বোকার মতো হেসে) কতো রকম গন্ধ চেনো তুমি জামাই-

নীলকণ্ঠ ∫∫ আজ্ঞে তা মোটা গন্ধ সূক্ষ্ম গন্ধ-সব মিলিয়ে পাঁচ ছ হাজার তো হবেই ঠাকুরমশাই-

ফেলু ∫∫ ওরে বাবা! কী করে চিনে রাখো?

নীলকণ্ঠ ∫∫ আজ্ঞে চমকাচ্ছেন কেন? মানুষের পক্ষে দশ হাজারও সম্ভব। হিসেব কষে দেখুন, হাজার হাজার জীবজন্তু মানুষের মুখ আপনিও চিনে রাকেন! বলুন কী করে রাখেন?

ফেলু ∫∫ আরে বাবা তাদের আমরা দেখতে পাচ্ছি- চিনতে পারছি-

তাপস ∫∫ মুখের ছবিগুলো মাথায়া আটকে যাচ্ছে-

নীলকণ্ঠ ∫∫ আমারো তেমনি গায়ের গন্ধটা মাথায় আটকে যায় তাপসদা।

ফেলু ∫∫ আচ্ছা শেয়ালটা কি এখনো ঘুরঘুর করছে?

নীলকণ্ঠ ∫∫ হ্যাঁ ঠাকুরমশাই। ও এখন সহজ এদিক ছেড়ে যাবে না।

ফেলু ∫∫ কেন? যাবে না কেন?

নীলকণ্ঠ ∫∫ বাঁশফুলের টানে এদিকে এসে পচা জুতোর গন্ধ পেয়েছে যে! শেয়ালে পচা জুতো বড্ড পছন্দ করে।

ফেলু ∫∫ পচা জুতো! জঙ্গলে কি জুতো পচছে নাকি?

নীলকণ্ঠ ∫∫ আজ্ঞে জঙ্গলে না। কিছু মনে করবেন না ঠাকুরমশাই, আপনার পায়ের জুতোজোড়া পচে গেছে।

ফেলু ∫∫ ও মা সে কী! পচা নাকি? দশ বছর ধরে পায়ে দিচ্ছি। কোনদিন টের পাইনি তো! ও তাপস-

তাপস ∫∫ সেটা হতে পারে ফেলুদা। সব সময় ফুলচন্দন নিয়ে থাকো তো! পায়ে যে এদিকে দশ বছরের সোল হাফসোল পচে ঢোল-

ফেলু ∫∫ (কথা খুঁজে না পেয়ে) তুমি বলছ আমায় টার্গেট করেই ও এধারে ঘুরে বেড়াচ্ছে?

নীলকণ্ঠ ∫∫ আপনার জুতোই টার্গেট! আর একবার টার্গেট করলে ওরা কিন্তু লেগেই থাকে ঠাকুরমশাই!

ফেলু ∫∫ ওমা, সে কী! অ্যাঁ! এসব জন্তুজানোয়ারের কার মনে কী আছে আমরা কিছুই জানিনে। বাড়ি যাই।

[কুন্তী আসে। হাতের রেকাবিতে কয়েকটা মিষ্টি মেঠাই।]

কুন্তী ∫∫ শুভদিন আমার ঘরে মিষ্টিমুখ করে যান দাদা-

ফেলু ∫∫ অ্যাঁ! না না এখন খাওয়াদাওয়া না।-আর কতো খাবো? বিয়ের ভোজ তো খাওয়া হয়ে গেল সমিতিবাড়িতে! (পেটে ঘা মেরে) একটা হোমিওপ্যাথি গুলিরও জায়গা পড়ে নেই। আচ্ছা বলছ যখন একটা...(একটা মিষ্টি তুলতে গিয়ে নীলকণ্ঠর দিকে তাকিয়ে থামে) না! পা না ধুয়ে খাবো না! বাপরে! বাঁশফুল-জুতো! (নীলকণ্ঠের দিকে চেয়ে) দৈবশক্তি!

[ফেলু বেরিয়ে যায়।]

তাপস ∫∫ (হা হা করে হাসে) কী খেলটাই দেখালে ভাই নীলকণ্ঠ, পেটুক ফেলুদা কিনা মিষ্টি ফেলে পালালো!

কুন্তী ∫∫ কিন্তু তুমি যে এখনো বসে আছো, ডিউটিতে যাবে না!

তাপস ∫∫ আরে হ্যাঁ! তাই তো! আমাদের নীলকণ্ঠ ডিউটি ভুলিয়ে দিয়েছে কুন্তী-

নীলকণ্ঠ ∫∫ তাপসদার কি এখন নাইট ডিউটি চলছে?

কুন্তী ∫∫ সারা বছরই চলে! বারো মাসে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন মেছো ভেড়িতে রাতজাগা-

তাপস ∫∫ এনেকগুলো ভেড়ি একটা কো-অপারেটিভ বুঝলে! তিন বছর একটানা নাইট ডিউটি দিতে পারলে-কো-অপারেটিভের ফুল-মেম্বার করে নেবে। তখন আর রাত জেগে পাহারাদারি থাকবে না!

কুন্তী ∫∫ এখনো ছ'মাস টানতে হবে। একা একা বাড়ি থাকা যায়?

তাপস ∫∫ আরে ছ-টা মাস একটু কষ্টেসৃষ্টে চালিয়ে নাও, তারপর তো আমাকে পাচ্ছোই-

[কুন্তী নীরবে হেসে তাপসকে ধাক্কা দেয়। তাপস বেরুতে গিয়ে থামে।]

একটা কথা বিল নীলকণ্ঠ, আমি যখন ভাই তোমায় দেখতে গিয়েছিলাম, তোমার এই আশ্চর্য ক্ষমতার কথা কিন্তু তুমি আমায় বলোনি-

নীলকণ্ঠ ∫∫ (হেসে) এ আর আশ্চর্য কি? কেউ চোখে দেখে মনে রাখে, কেউ কানে শুনে মনে রাখে, কেউ নাকে শুঁকে....

তাপস ∫∫ আমার মাথায় একটা প্ল্যান আসছে! প্ল্যানটা তোমায় নিয়ে। একটু মাথা খাটালে আমরা দু ভায়রাভাই কিন্তু লাখোপতি হয়ে উঠতে পারি! কাল সাকলে ডিউটি থেকে ফিরে বলব।

[তাপস বেরিয়ে যায়।]

নীলকণ্ঠ ∫∫ আমাদের কিন্তু ন'টায় যাত্রা দিদি।

কুন্তী ∫∫ ও ভোরেই ফিরে আসবে!

নীলকণ্ঠ ∫∫ বেবি কোথায়? অনেকক্ষণ তার কোনো সাড়াশব্দ পাচ্ছিনে-

কুন্তী ∫∫ বেবির মাসি কাল চলে যাবে! বিছানার মধ্যে চাদর মুড়ি দিয়ে কাঁদছে। মাসির কাছে শুতো।

নীলকণ্ঠ ∫∫ আহারে!-ওকে একবার নিয়ে আসুন না দিদ!

কুন্তী ∫∫ না, তুমি এখন তোমার বেবিরে সামলাও ভাই, আমি আমার জনেরে দেখছি। হ্যাঁ ভাই ভোজ তো বাইরে বাইরে চুকিয়ে দিলে-কাল সকালে আমার কাছে কী খেয়ে যাবে বলতো?

নীলকণ্ঠ ∫∫ যা বলব, দিতে পারবেন তো?

কন্তী ∫∫ সাতসকালে পোলাও কালিয়া চেয়ো না। দিতে পারবো না!

নীলকণ্ঠ ∫∫ ওসব শস্তা খাবারদাবার আমার সয় না দিদি। আমারে দিতে হবে লাল চালের গরম ফ্যানাভাত, কাঁঠালবীচি ভাতে, কুচো চিংড়ি ভাজা আর এক চামচ গাওয়া ঘি।

কুন্তী ∫∫ (ঠোঁট উল্টে) এ আর এমন কি? এক্ষুনি তোমায় দিতে পারি-

নীলকণ্ঠ ∫∫ (হাত পেতে) দিন-

[পক্ষ্মীর হাত দুটো টেনে নিয়ে নীলকণ্ঠের হাতের মধ্যে রাখে কুন্তী।]

কুন্তী ∫∫ লালচালের গরম ফ্যানাভাত, কাঁঠালবীচি ভাতে, কুচো চিংড়ি ভাজা আর গাওয়া ঘি-নাও. সব এক সঙ্গে পেলে! সকাল পর্যন্ত আর অপেক্ষা করতে হল না!

[হাসতে গিয়ে যুগল দৃষ্টিহারার দিকে চেয়ে কুন্তীর চোখের পাতা ভারী হয়ে আসে। কোনও রকমে নিজেকে সামলে নেয়।]

আমি দরজা ভেজিয়ে দিয়ে যাচ্ছি। তোমরা কিন্তু আজ খিলটিল দিয়ো না। ভয় করলে ডাকিস রে পক্ষ্মী! আমি জেগে থাকব-

[কুন্তী নীরবে চোখের জল ফেলতে ফেলতে দরজাটা ভেজিয়ে বেরিয়ে গেল। লণ্ঠনটা বার কয় দপদপ করে যেতে যেতে নিভে আবার জ্বলে।]

নীলকণ্ঠ ∫∫ (পক্ষীর হাতের ওপর হাত বুলোতে বুলোতে) তোমায় দেখতে নাকি খবু ভালো? ঘটকপুকুরের সুশান্ত তাই তোমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। জামাইবাবু রাজি হয়নি বলে তুমি খুব কান্নাকাটি করেছ...

পক্ষী ∫∫ (চমকে) কে বললে?

নীলকণ্ঠ ∫∫ যারে নাকি তুমি প্রাণের কথা বলো-যার ঠাকুরঘরে দুলে দুলে চন্দন ঘষো-

পক্ষী ∫∫ ও, ফেলুদা-

নীলকণ্ঠ ∫∫ সুশান্ত বছরখানেক দেরি করতে বলেছিল। কোনও একটা বিশেষ কারণে তাপসদা দেরি করতে চাননি!

পক্ষী ∫∫ (শক্ত গলায়) হ্যাঁ!

নীলকণ্ঠ ∫∫ রাজি না হয়ে ভালোই করেছেন তাপসদা-

পক্ষী ∫∫ কেন? ভাল করেছেন কেন?

নীলকণ্ঠ ∫∫ রাজি হয়ে গেলে যাত্রাগাছির পক্ষীর হাতখানা ছুঁতেই তো পেতো না কাকদ্বীপের নীলকণ্ঠ।

পক্ষী ∫∫ স্বার্থপর!

[পক্ষী হাতখানা টেনে সরাতে চায়-নীলকণ্ঠ ছাড়ে না।]

নীলকণ্ঠ ∫∫ তা সে যা বলো, বিয়েথার ব্যাপারে কোনও চক্ষুলজ্জা নেই। একটা ছোট্ট জিনিস দেব তোমারে...

[নীলকণ্ঠ পকেটের কৌটোর ভিতরে থাকা আংটিটা নেড়েচেড়ে নানা ভাবে অনুভব করে পক্ষীর আঙুলে পরায়।]

পক্ষী ∫∫ লাগছে-লাগছে-উঃ লাগছে!

নীলকণ্ঠ ∫∫ একটু-আরেকটু-আরে আঙুলটা এমন শক্ত করলে পরাই কী করে? নরম করো...এই যে হয়ে গেছে...

[পক্ষীর আঙুলে যন্ত্রণা হচ্ছে। আংটিটা খুলে একদিকে ছুঁড়ে ফেলে দিল।]

পক্ষী ∫∫ দুচ্ছাই!

নীলকণ্ঠ ∫∫ ফেলে দিলে পক্ষী?

পক্ষী ∫∫ দিলাম।

[পক্ষী বালিশ টেনে নিয়ে শুয়ে পড়ে।]

নীলকণ্ঠ ∫∫ কোনদিকে পড়ল সেটা?

[নীলকণ্ঠ তক্তপোষ থেকে নেমে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে খানিক নাক টানে। সুবিধা করতে পারে না। একটু ভেবে নিয়ে গয়নার কৌটোটাই শোঁকে। এবার বাতাসে গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে নিঃসাড়ে এগিয়ে যায়। নীলকণ্ঠ পায়ে লেগে কিছু একটা পড়ে যায়।]

পক্ষী ∫∫ (খাটের ওপর নীলকণ্ঠকে খোঁজে) কোথায়-আরে কোথায়?

নীলকণ্ঠ ∫∫ খুঁজে দেখি।

পক্ষী ∫∫ পাওয়া যাবে না। দিদি কাল ঘর ঝাঁট দিতে গিয়ে যদি পায়-

নীলকণ্ঠ ∫∫ সোনার জিনিস, ততক্ষণ হাতছাড়া করে রাখতে হয় বুঝি?

পক্ষী ∫∫ তালে সারা রাত্তির খোঁজাই চলুক-

[পক্ষী উল্টোদিকে ফিরে আবার শুয়ে পড়ল। নীলকণ্ঠ কিন্তু বাতাসে টুঁড়তে টুঁড়তে রঙ করা একটা মাটির হাঁড়ির মধ্যে আংটিটা পেয়ে গেল। নিঃশব্দ পায়ে পক্ষীর কাছে ফিরে এসে ওর কাঁধ ধরে নিজের দিকে টানে।]

পক্ষী ∫∫ (খিঁচিয়ে ওঠে) আবার কী চাই?

নীলকণ্ঠ ∫∫ পরিয়ে দি-

পক্ষী ∫∫ (চমকে) কী?

নীলকণ্ঠ ∫∫ আংটিটা।

পক্ষী ∫∫ অ্যাঁ?

নীলকণ্ঠ ∫∫ এই তো!

পক্ষী ∫∫ কী করে পাওয়া গেল? গন্ধে?

নীলকণ্ঠ ∫∫ সোনার কোনো গন্ধ নেই। যে কৌটোয় ছিল, সেটার গন্ধ আংটির অঙ্গে লেগেছে।

পক্ষী ∫∫ আবার ছুঁড়ে ফেলে দিলে আবার খুঁজে আনা যাবে? যদি বারবার ফেলি...দশবার ফেলি? আনা যাবে? দশ বার?

নীলকণ্ঠ ∫∫ ...বারবার ফেলবে কেন? হাতের একটা পক্ষী বনের দশটা পক্ষীর চেয়ে দামি।

[নীলকণ্ঠের হাত থেকে আংটিটা পক্ষী ছিনিয়ে নিল।]

পক্ষী ∫∫ যাঃ!

নীলকণ্ঠ ∫∫ সত্যি ফেলে দিলে নাকি!

পক্ষী ∫∫ খুঁজে আনতে পারলে উস্তাদি বুঝব।

[নীলকণ্ঠ খাট ছেড়ে নেমে যায়। পক্ষী মুঠির আংটিটা জামা সরিয়ে বুকের মধ্যে লুকোয়। এধার ওধার পাক খেয়ে পক্ষীর কাছেই ফিরে আসে নীলকণ্ঠ।]

পাওয়া গেল?

নীলকণ্ঠ ∫∫ পেয়েছি বোধহয়-

পক্ষী ∫∫ কই

[পত্মীর বুকের কাছেই নীলকণ্ঠের নাকটা চলে আসে।]

নীলকণ্ঠ ∫∫ মনে হচ্ছে সে এবার একটা নিশ্চিন্তি জায়গায় গা ঢাকা দিয়েছে। যদি বলো বার করে আনতে পারি....আনবো?

[বাইরের দাজায় ঠুকঠাক শব্দ। তাপসের গলা শোনা গেল।]

তাপস ∫∫ (নেপথ্যে) নীলকণ্ঠ! নীলকণ্ঠ!

পত্মী ∫∫ (নীলকণ্ঠকে) তাপসদা!

নীলকণ্ঠ ∫∫ আসুন দাদা-

[দরজা ঠেলে মুখ বাড়ায় তাপস।]

তাপস ∫∫ জেগে আছো নীলকণ্ঠ?

নীলকণ্ঠ ∫∫ হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমরা গপ্পো করছি! তা আপনি ডিউটিতে গেলেন না?

তাপস ∫∫ যাচ্ছিলাম...(হাতের ব্যাগটা নিজের সামনে তুলে ধরে) এই ফুলকপিটা বাড়ি রেখে আবার যাব। বুঝলে, পথের মধ্যে পেয়ে গেলাম। আমাদের যাত্রাগাছির ফুলকপির কিন্তু হেভি নামডাক!

নীলকণ্ঠ ∫∫ উঁহু। ফুলকপি না দাদা। নলেন পাটালি।

তাপস ∫∫ নাঃ, তোমাকে কেউ ঠকাতে পারবে না।

[তাপস নীলকণ্ঠ হাসে।]

পাটালি খুব ভালবাসে পত্মী। ফুরিয়ে যাবে বলে চিবিয়ে খায় না। একদলা মুখে পুরে গাল ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়!

পত্মী ∫∫ আহা-

নীলকণ্ঠ ∫∫ মনে রাখবো। কাকদ্বীপেও মজুত থাকবে। আপনার শালির কোনো অযত্ন হবে না তাপসদা।

তাপস ∫∫ আমি জানি। কেন বলে পারবো না, প্রথম দিনই আমার মনে হয়েছিল তোমার কাছে পত্মী সুখে থাকবে। ভালো কথা ভাই, তখন থেকে একটা কথা জানার বড় লোভ হচ্ছে! এই তোমার হাজার হাজার গন্দ চেনার ব্যাপারটা-মানুষ যা পায় না, তুমি সেই গন্ধ পাচ্ছো-এই যে তোমার দৈবশক্তিটা-

নীলকণ্ঠ ∫∫ দৈবটের না দাদা-এটা আসলে পশুর শক্তি। ভাববেন না, চালাকি করছি...রাস্তার কুত্তারও এই শক্তি আছে-

তাপস ∫∫ হ্যাঁ জীবজন্তুর আছে ঠিকই-তবে কিনা তাদের বেলায় কী বলে যা অচেতন শক্তি-

নীলকণ্ঠ ∫∫ তখন আমার বয়েস কতো-তেরো কি চোদ্দো। কাকদ্বীপের লঞ্চঘাটে তেলেভাজার দোকানে কাজ করি-

তাপস ∫∫ ও, তখন তোমার চোখ ঠিক ছিল?

নীলকণ্ঠ ∫∫ খুব ঠিক দাদা, ঝকঝকে দেখতে পাই। আর ঐ দেখতে গিয়েই কাল হল। তেলর কড়াইয়ে ফুলুরি ছেড়ে নদীর দিকে তাকিয়ে দেখি, বকের মতো সাদা একটা জাহাজ ডায়মন্ড হারবারের দিকে যাচ্ছে-একটাও লোক দেখা যাচ্ছে না-আস্তে আস্তে ভেসে

যাচ্ছে-যাচ্ছে- যাচ্ছে-কতোক্ষণ ধরে দেখছি...

পক্ষী ∫∫ কড়াইয়ের ফুলুরি?

নীলকণ্ঠ ∫∫ ততক্ষণে কয়লার দলা হয়ে কড়াই ভরা তেলে ভেসে বেড়াচ্ছে-

পক্ষী ∫∫ (হেসে) যা!

নীলকণ্ঠ ∫∫ আমিও বললাম যাঃ! কিন্তু মালিক ছাড়ে? ঘাড় মুটকে ছুঁড়ে ফেলল রাস্তায়-একপাল নেড়িকুত্তার ঘাড়ের ওপর...(তাপস ও পক্ষী আঁতকে ওঠে) কুত্তাগুলো আবার আগে থেকেই বাসি তেলেভাজার দখল নিয়ে ওখানে নিজেদের মধ্যে কামড়াকামড়ি করছিল-আমি তাদের ঘাড়ের ওপর পড়তে ঝালটা মেটালো আমার ওপর। থাবা মেরে চোখ দুটো গেলেই দিলে!

তাপস ও পক্ষী ∫∫ অ্যাঁ!

নীলকণ্ঠ ∫∫ যমের দুয়ারে চলে গিয়েছিলাম তাপসদা। বাপ-মা আগেই গত হয়েছেন-চোখ হারাতে আত্মীয়স্বজনও দূরে সরে গেল! বাপের ভিটেও বেদখল হল। ভিক্ষে করে বেড়াই দাদা-চারদিকে ধূ ধূ অন্ধকার-অন্ধকারে আমি একা-

[নীলকণ্ঠ নীরব হয়। শ্রোতারাও নীরবে অপেক্ষা করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে...]

হঠাৎ যেন জেগে উঠতে লাগল গন্ধের জগত! নদীর বুকে যেমন করে জেগে ওঠে নতুন চর! কতো রকমের গন্ধ যে আমার জুটতে লাগল-যার খবর আগে ছিল না! আমি তখন গন্ধ ধরে ধরে পথ চলি...গন্ধ ধরে ধরে চোর ডাকাত খুনে ধরি...

তাপস ∫∫ ঠিক....ঠিক এই কথাটাই তখন ভাবছিলাম নীলকণ্ঠ! এমন একটা অসাধারণ ক্ষমতা তোমায় কাজে লাগাতে হবে ভাই তুমি যদি প্ল্যান করে এগোও.আমি প্রতি মাসে কী পরিমাণ টাকা যে তুমি ঘরে তুলতে পারো, ভাবতে পারবে না নীলকণ্ঠ। যেটা দরকার তা হল তোমার একজন গাইড! সে আমি তো আছিই! ভেড়িমেড়ি ছেড়ে দিয়ে এখনি তোমার সঙ্গে লেগে পড়ব!

নীলকণ্ঠ ∫∫ -কী বলেন দাদা, এই পশুর শক্তি খাটিয়ে টাকা আয় করব? মানুষের মধ্যে বাঁচব কিনা পশুর মূলধনে?

তাপস ∫∫ আহা নীলকণ্ঠ, ব্যাপারটা তুমি ঐভাবে দেখছ কেন? কজন তোমার মতো এই স্পেশাল ক্ষমতা পায়?

নীলকণ্ঠ ∫∫ না তাপসদা। মানুষের সমাজে আমি মানুষ হয়েই বাঁচব। ওসব ছেড়েছুড়ে আমি জালবোনা শিখলাম...বেতের কাজ ধরলাম...মাদুর শেতলপাটি...দেখেছেন তো বাড়িতে কতজন আমার ফার্মে করেকম্মে খাচ্ছে! এবার পক্ষীকে পেয়ে গেলাম...রাজার মতো জীবন কাটবে আমাদের....(হেসে) তাপসদা, আপনার নলেন পাটালিখানা পক্ষীর ব্যাগে ভরে দিতে দিদি ভুলে না যায় যেন!

তাপস ∫∫ হুঁ! তাই তো! অনেক রাত হয়েছে। তোরা ঘুমো পক্ষী। যাই, ডিউটিটা সেরে আসি।

[তাপস বেরিয়ে যেতেই পক্ষী পড়িমরি এগিয়ে বাইরে দরজায় খিল তুলে দিল।]

পক্ষী ∫∫ আমার একটা লোককে খুঁজে বার করে দিতে হবে তোমায়-

নীলকণ্ঠ ∫∫ ওই দ্যাখো! আবার সেই গন্ধ শুঁকে চোর ধরা!

পক্ষী ∫∫ তোমার সে ক্ষমতা আছে। শয়তানটা-

নীলকণ্ঠ ∫∫ শুনলে না, ও ক্ষমতা আমি খাটাই না!

পক্ষী ∫∫ (নীলকণ্ঠকে খামচে ধরে) শয়তানটা আমার সর্বনাশ করেছে নীলকণ্ঠ -

নীলকণ্ঠ ∫∫ ও যা করেছে, করেছে-কুকুরের কাজ কুকুর করেছে-তার সমাপ্তি হয়ে গেছে। আর কেউ তোমার কাছে ঘেঁষতে পারবে না! আমি তোমারে ঘিরে থাকব পক্ষী।

পক্ষী ∫∫ কোনো কথা শুনতে চাইনে! শয়তানটাকে ধরা চাই আমার-চাই-চাই-

[নীলকণ্ঠকে টেনে নিয়ে টালমাটাল পেছনের বারান্দায় এল পক্ষী।]

নীলকণ্ঠ ∫∫ কোথায় আনলে? বাঁশফুলের গন্ধ ও এই বুঝি সেই পেছনের বারান্দা-

পক্ষী ∫∫ (উত্তেজনায় হাঁপায়) এই বারান্দায়-এই ঠাঁই-সেই রাতে...

নীলকণ্ঠ ∫∫ (পক্ষীর মুখে হাত চাপা দেয়) হ্যাঁ, আজ কোনো সর্বনাশের কথা নয়। ও কথা বলার ঢের সময় পাবে। আজ আমাদের সুখের দিন।

পক্ষী ∫∫ সুখ! জানো না সুখের কথা আমাদের ভাবতে নেই নীলকণ্ঠ?....রাতে ঘুম আসছিল না। এই ঠাঁয় বসে আমি সুখের কথাই ভাবছিলাম। সুশান্তর গলাটা কানে বাজছিল। ভাবছিলাম ঘটকপুকুরে তার বাড়িতে গেলে আমার কতো কি সুখ হবে-

নীলকণ্ঠ ∫∫ চলো, ঘরে চলো, তোমার সুশান্তর কথা শুনবো!

পক্ষী ∫∫ সুশান্তর কথা না। সর্বনাশের কথা শোনো। কতোক্ষণ এই ঠাঁয় বসেছিলাম জানিনে। দিদি ঘুমিয়ে পড়েছে। তাপসদা ডিউটিতে। সব চুপচাপ। হঠাৎ মচমচ শব্দ। বাঁশপাতা মাড়িয়ে কে যেন আসছে।....কে! কে!...সাড়া দেয় না! মচমচ শব্দটা এগিয়ে আসছে! তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকতে যাবো-একখানা গামছা এসে পড়ল মুখের ওপর। গামছাটায় কেউ কষে বাঁধছে আমায়-আমি চিৎকার করতেও পারছিনে-মুখে ভকভক করছে মদের গন্ধ-তারপর এই ঠাঁয় যমদূতটা আমার সব কেড়ে নিয়ে গেল নীলকণ্ঠ।

[কাহিনির মাঝামাঝি নীলকণ্ঠ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে।]

নীলকণ্ঠ ∫∫ (গলা তুলে) কে ওখানে? জঙ্গলে কে?

[গাছাপালা সরিয়ে ভূতের মতো বারান্দার সামনে দেখা দেয় ফেলুঠাকুর। পক্ষীও তৎক্ষণাৎ ঘরে ঢুকে যায়।]

ফেলু ∫∫ আমি-আমি নীলকণ্ঠ-ফেলুদা-ফেলুঠাকুর-তোমাদের দুজনের বিয়ে দিলাম!

নীলকণ্ঠ ∫∫ ঠাকুরমশাই? রাতের বেলা চন্দন মেখেছেন?

ফেলু ∫∫ হেঁ-হেঁ জুতোটা পচে গেছে শুনে সর্বাঙ্গ কি রকম ঘিনঘিনিয়ে উঠল। জুতোজোড়া পরিত্যাগ করে চন্দন মেখে নিলাম-হেঁ-হেঁ-একটু বেশি করেই মেখে নিলাম...

নীলকণ্ঠ ∫∫ তা এতো রাতে ঝোপঝাড়ে কেন-

ফেলু ∫∫ কেন? কেন বলতে গেলে তোমাকে জিওগ্রাফিটা বলতে হয়। এই ঝোপঝাড় যেমন তাপসের বাড়ির পেছনে, তেমনি আমার বাড়িরও পেছনে। আবার আমার ঐ দোতলা থেকে পক্ষীর এই একতলা ঘরখানা পরিস্কার দেখা যায়। দেখলাম আলো জ্বলছে-বারান্দার দরজাও খোলা হলো- তোমাদের গলার আওয়াজ পেলাম। দুজনকে দেখতেও পেলাম বারান্দায়। তাই ভাবলাম, যাই নীলকণ্ঠকে কথাটা জানাই-

নীলকণ্ঠ ∫∫ কী কথা?

ফেলু ∫∫ ওই যে-যে কথাটা পক্ষী নিজেই এতক্ষণ ধরে তোমায় শোনাচ্ছিল।

[ঘরের ভেতর পঙ্খী দু-তিনটে বাক্স প্যাঁটরা খোলাখুলি করে কিছু খুঁজছে।]

হল কি জানো, সন্ধেবেলা তোমার ঐ অলৌকিক শক্তিটার পরিচয় পেয়ে আমার কি রকম মনে হল, পঙ্খীর জীবনের গোপন কথাটা একদিন না একদিন তুমি জানতে পারবেই! তার চেয়ে আগে ভাগে তোমায় জানিয়ে দেওয়া ভালো! ঐ যে খচরমচর আওয়াজের কথাটা বলছিল না-সে রাতে শব্দটা আমিও পেয়েছিলাম-একটা ধস্তাধস্তি হ্যাঁচড়া-পিঁচড়ির আওয়াজ-

নীলকণ্ঠ ∫∫ তো? আপনি কিছু করলেন না সেদিন?

ফেলু ∫∫ আরে আমি তো ভাবছি রাতদুপুরে শেয়াল-কুকুরের কাণ্ড! তারপর সব চুপচাপ। আমিও ভুলে গেছি। মাসখানেক পরে একদিন ঠাকুরঘরে চন্দন ঘষতে ঘষতে মেয়েটা কাঁদতে কাঁদতে যখন সব বললে, তখন আমি কানেক্ট করতে পারলাম- এ তো সেই রাতের কথা বলছে! তা নিয়ে আমি আর ওর দিদি-জামাইবাবুকে কিছু বলিনি। কেন বলবো, বেচারিরা লজ্জা পাবে। তাছাড়া তারা যখন আমার কাছে চেপে গেছে-আমিই বা কেন আগ বাড়িয়ে...বুঝলে না...

নীলকণ্ঠ ∫∫ আর কিছু বলবেন ঠাকুরমশাই-

ফেলু ∫∫ বলব....(নীলকণ্ঠের হাত ধরে) ওর ওপর যেন প্রতিশোধ নিয়ো না বাবা-ওর তো কোনো দোষ নেই-

নীলকণ্ঠ ∫∫ আজ্ঞে পৃথিবীতে একটা মার-খাওয়া আরেকটা মার-খাওয়ার ওপর প্রতিশোধ নেয় না। বাড়ি যান ঠাকুরমশাই। সঙ্গে টর্চ নিয়ে বেরিয়েছেন? না থাকলে (হাততালি দেয়) তালি দিতে দিতে জঙ্গলটা পেরিয়ে যান-

ফেলু ∫∫ হ্যাঁ যাই-

[ফেলু চলে গেল। নীলকণ্ঠ বারান্দা থেকে ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করল। পঙ্খী ততক্ষণে বাক্স-প্যাঁটরা ঘাঁটাঘাঁটি করে একটা কাগজের মোড়ক খুঁজে পেয়েছে।]

পঙ্খী ∫∫ (উত্তেজিত গলায়) এই যে! এই যে পেয়েছি গো, গেঞ্জিটা পেয়েছি....

নীলকণ্ঠ ∫∫ গেঞ্জি!

পঙ্খী ∫∫ যমদূতটা যখন আমায় বুকের চাপে নড়তে দিচ্ছিল না-খামচা মেরে ওর গেঞ্জির খানিকটা ছিঁড়ে নিয়েছিলাম-(মোড়ক খুলে গেঞ্জির একটা টুকরো বার করে পঙ্খী) দু'মাস আগে ছেঁড়া! এখন কি একটু গন্ধ নেই? দ্যাখো না দ্যাখো না-

[নীলকণ্ঠের ঠোঁটের কোণে অদ্ভুত সেই হাসির রেখাটা ফুটে ওঠে....]

নীলকণ্ঠ ∫∫ (ছেঁড়া টুকরো হাতে নিয়ে) ছেঁড়া টুকরোটা রেখেছ কেন গো? তুমি কি জানতে নাকি দু'মাস পরে তোমার সারা জীবনের সাথী হয়ে আসছে এমন একটা লোক-যার কুত্তার মতো ঘ্রাণশক্তি!

পঙ্খী ∫∫ না গো না, আমি কি করে জানবো, অতবড় ভাগ্যি আমার হবে? আমি তখন ভেবেছি- ময়লা তেনিটা গুছিয়ে রাখি। ওইটুকুই যে আমার সেদিনের জয়!

নীলকণ্ঠ ∫∫ তবে তো জয় হয়েই গেছে। আর কেন পঙ্খী? আবার কেন?

[পঙ্খীকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে মাথায় হাত বোলায় নীলকণ্ঠ।]

দুই

[পক্ষী স্বামীর ঘরে যাবে। সকাল বেলা কুন্তী তার মালপত্র গোছাচ্ছে। থেকে থেকে চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে কুন্তীর। পক্ষীকে ডাকতে ডাকতে ঘরে ঢুকল তাপস। তার হাতে নতুন জামাকাপড়ের বাক্স।]

তাপস ∫∫ কই, ওরা কোথায়? সব রেডি হয়ে গেছে?

কুন্তী ∫∫ হ্যাঁ খাওয়াদাওয়া হয়ে গেছে। তারপর দুজনে কোথায় বেরুলো। বোধহয় তোমার ফেলুদার কাছে। সেও তো অনেকক্ষণ। কে জানে ঠাকুরঘরে চন্দন ঘষতে বসল কিনা-

তাপস ∫∫ (হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে) ওঃ! চন্দন ঘষা আর শেষ হয় না! চন্দন ঘষে কী হয়? অ্যাদ্দিন ঘষে ঘষে হলটা কি? (চেঁচায়) বেবি! বেবিকে বলো, ওদের ডেকে আনতে....! বেবি!

কুন্তী ∫∫ চেঁচিয়ো না! বেবি ওদের সঙ্গে আছে। নাইট ডিউটি দিয়ে চোখ দুটো জবা ফুল হয়ে উঠেছে। বসো দিকিনি-

তাপস ∫∫ (ক্লান্ত গলায়) এই ন'টার লঞ্চটা ধরতে না পারলে, পরেরটা সেই বিকেল তিনটে। কাকদ্বীপ কি কমখানি পথ? দিনে দিনে পৌঁছতে না পারলে রাস্তাঘাটে ওরা বিপদে পড়বে-

কুন্তী ∫∫ সে চিন্তা নীলকণ্ঠর আছে। কিন্তু ওদের সঙ্গে তো কারুর যাওয়া দরকার! এতো মালপত্র নিয়ে-

তাপস ∫∫ আমারো সে ভাবনা আছে। নারাণকে ফিট করেছি। ঐ বাইরে ভ্যান নিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে। মালপত্র বয়ে নিয়ে ওদের সঙ্গেই লঞ্চে উঠবে, বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। ঘরে তুলে দিয়ে তবে ফিরবে।

কুন্তী ∫∫ তবু তুমি সঙ্গে গেলে ভালো হত....

তাপস ∫∫ কী করে যাবো? আমার তো ভেড়ি ছেড়ে নড়ার উপায় নেই! যদ্দিন ফুল মেম্বারসিপটা না পাই....

[তাপস কৌটো খুলে নতুন প্যান্ট গেঞ্জি আর টুপি বার করে।]

নাও, নীলকণ্ঠের জন্যে-

কুন্তী ∫∫ বাঃ প্যান্ট গেঞ্জি। কোথায় কিনলে গো? যাত্রাগাছিতে জামাকাপড়ের দোকান হয়েছে নাকি?

তাপস ∫∫ আরে না, কেনা না। ডিউটির পর সেক্রেটারির বাড়ি গিয়েছিলাম-পুজোর বোনাসটা যদি আগাম পাই। তা বোনাসও দিলে-পুজোয় নতন ড্রেসও পেলাম। ভালই হল। নীলকণ্ঠকে দেওয়া গেল! টুপি সমেত! (পকেট থেকে টাকা বার করে) ধরো, এই টাকাগুলো পক্ষীর আঁচল বেঁধে দিয়ো-

কুন্তী ∫∫ (অভিমানে) থাক, আমার বোনের জন্য তোমাকে ফতুর হতে হবে না!

তাপস ∫∫ এভাবে বলছ কেন? আমি তো বলছি, তার টাকাটা খাটাতে গিয়ে ফাঁপরে পড়ে গেছি। বুঝতে পারিনি বাজারের এই হাল হবে! কিন্তু বাজার বাড়বে! এভাবে চলে না। নাও-

[তাপস কুন্তীর হাতে নোটগুলো দেয়।]

কুন্তী ∫∫ বাবা যাবার সময় বলে গিয়েছিল আমার মেয়েটাকে তোর সংসারের মুড়োয় রেখে দিস কুন্তী! দুর করে দিস না!

তাপস ∫∫ এসব কথা কেন বলছ? আমি কি তা নিয়ে তোমায় কোনদিন কিছু বলেছি?

কুন্তী ∫∫ ঐ দুর্ঘটনার পর থেকে তুমি ওকে মোটে সহ্য করতে পারোনি। ভালো করে কথাও বলতে না-কিন্তু ওর কী দোষ!

[তাপস মাথা নিচু করে। বাইরে নীলকণ্ঠ র গল।]

নীলকণ্ঠ ∫∫ (নেপথ্যে) কই দিদি কোথায়? দিদি-

তাপস ∫∫ (বাইরে উঁকি দেয়) এই যে নীলকণ্ঠ! তোমাদের ঘরে! (কুন্তীকে) ঐ এসে গেছে। চ লো, চ লো-

[গোছানো মালপত্র তুলে নিয়ে তাপস বেরুতে যায়-তার আগেই বেবির হাত ধরে দরজায় উপস্থিত হয় নীলকণ্ঠ।]

আর দেরি করব না নীলকণ্ঠ। চ লো- তোমরা ভ্যানে উঠে পড়ো। আমি তোমার দিদিকে নিয়ে ঘাটে যাচ্ছি-

নীলকণ্ঠ ∫∫ কই, দিদি কই?

কুন্তী ∫∫ এই যে ভাই-

[কুন্তীকে প্রণাম করে নীলকণ্ঠ।]

থাক ভাই থাক! (চোখ মুছে) সাবধানে যেয়ো। পথে খিদে পেলে তোমরা রাস্তার কিছু খেয়ো না। আমি তোমার ব্যাগে জয়নগরের মোয়া আর নলেনগু ড়ের সন্দেশ দিয়েছি। আর পরোটা আর আলুভাজা....

নীলকণ্ঠ ∫∫ তালে আর বাদ গেল কোন্টা?

[পক্ষ্মী ঢুকে কুন্তীর পাশে এলো।]

কুন্তী ∫∫ বাদ রাখলাম-ব্যথাটা জ্বালাটা বিঘ্নটা! ওগু লো যেন কোনদিন তোমাদের দুজনকে না ছোঁয় ভাই-

তাপস ∫∫ নীলকণ্ঠ, তোমায় ক'টা কাগজ দি। এগু লো শেয়ার বন্ড। পক্ষ্মীর টাকায় কেনা। তোমার যখন ইচ্ছে হবে ভাঙি য়ে নিও। যে কোনো সময় দাম উঠতেও পারে-আবার পড়তেও পারে। সাবধানে রেখে দিয়ো।

নীলকণ্ঠ ∫∫ দাদা আজ থেকে আমরা এক পরিবার। আর আপনি হলেন আমাদের পরিবারের মাথা। ও সব আপনার কাছেই থাক। তবে ওগু লো ভাঙি য়ে টাকাটা কিন্তু বেবির বিয়েতে কাজে লাগাতে হবে দাদা-

[নীলকণ্ঠ বন্ড গু লো তাপসের হাতে ফেরত দেয়।]

তাপস ∫∫ কী যে বলব তোমায় ভাই....

কুন্তী ∫∫ (নীলকণ্ঠকে) তোমার তো মোবাইল আছে নীলকণ্ঠ। ফোন কোরো। আর মাঝে মাঝে ছুটি নিয়ে আমাদের কাছে চ লে এসো-

নীলকণ্ঠ ∫∫ আপনারাও আসবেন। সবাই মিলে ক'দিন আনন্দে কাটাবো-

তাপস ∫∫ (পক্ষ্মীকে) যাবার সময় কাঁদিসনে। কোনো ভয় নেই পক্ষ্মী। আমরা তো আছি-

কুন্তী ∫∫ (পক্ষ্মীকে) চ ল...আর দেরি করিসনে-দুর্গা দুর্গা...

[কুন্তী পক্ষ্মী বেবি বেরিয়ে গেল। প্রত্যেকেই একটা আধটা মালপত্তর নিয়ে বেরুলো।]

তাপস ∫∫ এসো নীলকণ্ঠ...

[দরজার দিকে পা বাড়িয়ে তাপস পেছন ফিরে দেখে নীলকণ্ঠ নড়ছে না, সেই অদ্ভুত হাসিটা ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।]

কিছু বলবে নীলকণ্ঠ ?

[নীলকণ্ঠ নীরবে সম্মতি জানায়।]

বলো-

নীলকণ্ঠ ∫∫ একটা ছোট্ট কাজ মিটিয়ে যাব দাদা-

[নীলকণ্ঠ কথাটা বলে বটে, তবে কাজের কোনো রকম লক্ষণ নেই। পাথরের মতো দাঁড়িয়েই থাকে।]

তাপস ∫∫ কই, কী করবে করো....

নীলকণ্ঠ ∫∫ এই মোড়কটা রাখুন দাদা-

[নীলকণ্ঠ পকেট থেকে সেই গেঞ্জির মোড়কটা বার করে তাপসের হাতে দেয়।]

এটা আপনার জিনিস।

তাপস ∫∫ কী জিনিস? কী আছে এতে?

[তাপস কাগজের মোড়কটা খুলছে।]

নীলকণ্ঠ ∫∫ দাদা আমি অন্ধকারের মানুষ, একা মানুষ। রাস্তার পশু গুলো সেই যে আমায় সমাজের বাইরে ঠেলে দিয়েছিল-তারপর আপনারাই আমাকে আবার সমাজে ফিরিয়ে আনলেন। আপনারা আমার পরমাত্মীয়-পরম আপনজন। কোনওদিন কোনও কারণে এ সম্পর্ক ছিন্ন করবেন না দাদা-আবার ঐ অন্ধকারে যেন ফিরে না যেতে হয় দাদা-

[তাপস মোড়কটা খুলেছে, গেঞ্জির টুকরোটা চিনতেও পেরেছে, মূঢ়ের মতো তাকিয়ে আছে কালো চশমা পরা মানুষটির হাসিমাখা করুণ মুখের দিকে।]

যবনিকা

অষ্টধাতুঃ দুই

হনুমতী পালা বা মন্দোদরী হরণ

চরিত্রলিপি

অধিকারী
রাবণ
কুম্ভকর্ণ
কালনেমি
আচারীবাবা
প্রহরী ১
প্রহরী ২
বাদ্যকর ১
বাদ্যকর ২
বাদ্যকর ৩
মন্দোদরী
বজ্রজ্বালা
সরমা
হনুমতী

রচনা-২০০৯
প্রথম প্রকাশ-প্রতীচী, শারদ সংখ্যা ২০০৯

হনুমতী পালা বা মন্দোদরী হরণ
প্রথম কাণ্ড

[চাঁদোয়ার নিচে রামায়ণী গানের আসর। আসর ঘিরে বাদ্যকরেরা। মাঝখানে গানের দলের অধিকারী। আসরের বাইরে অদূরে টুলের ওপর প্রমাণ সাইজের একটা চকচকে ঘড়া। প্রথম রাউন্ড বাজনার পরেই অধিকারী ঐ ঘড়াটকে একটা পেন্নাম ঠুকে হাত জোড় করে উঠে দাঁড়াল।]

অধিকারী ∫∫ অগ্রেতে বন্দনা করি মহাকবি বাল্মীকির চরণ...

পরেতে আদিপিতা মাধবচন্দ্রের গুণের কীর্তন....

কর্তাগিন্নি দাদাবউদি আর ভাবী বর-কনেরা শোনেন, কেমন করে এই রামায়ণী গান দলের প্রতিষ্ঠা হল। আমার ঠাকুর্দার যিনি বাবা-তাঁর বাবা ঈশ্বর মাধবচন্দ্র তস্কর...(থেমে, জিব কেটে শুধরে নেয়) ঈশ্বর মাধবচন্দ্র নস্করমশাই এই দলের প্রতিষ্ঠাতা, আদিপিতা। আদিতে তাঁর ছিল সোনা-রূপোর কারবার। তো তস্করমশাই-(থেমে নিজের কান মলে) নস্করমশাই কখনো খোলো বাজারে কাজ করতেন না। তাঁর কর্মক্ষেত্রে ছিল চোরাবাজারে...! (বাদ্যকরেরা ছোট্ট এক রাউন্ড বাজিয়ে দিল) একটা ফুটো ঘড়া ছিল তাঁর...

[বাদ্যকর ১ উঠে দাঁড়াল।]

বাদ্যকর ১ ∫∫ ঐ যে ওটা-

[টুলের ওপর ঘড়াটা দেখিয়ে বাদ্যকর ১ বসে পড়ে।]

অধিকারী ∫∫ মাধবচন্দ্র সারাদিন দোকানে বসে ঐ ঘড়াটা বাজাতেন!...এর মধ্যে যতো চোরডাকাত দুনিয়ার যতো চোরাই মাল তাঁর দোকানে জমা দিয়ে যেত... ওদিকে পায়ে পায়ে এসে পড়ত পুলিশও...

[বাদ্যকর ২উঠে দাঁড়াল।]

বাদ্যকর ২ ∫∫ (পুলিশের ঢঙে) মাল বার করো...মাল বার করো তস্করমশাই...

অধিকারী ∫∫ মাধবচন্দ্রের রা নেই। ও-ই ঘড়া বাজাচ্ছেন! (সুরে) আহা মরি মরি...বাজিয়ে চলেছে গাগরি...

বাদ্যকর ২ ∫∫ (পুলিশের ঢঙে) আরে অ্যাই শালে চোট্টা, ঘড়া থামা! হার চুড়ি বালা কণ্ঠি পৈঁছে গোট বিছে...জমিদারবাড়ির যত মাল ঝেঁপেছিস, কোথায় সরালি বল...

সমবেত ধুয়ো ∫∫ আহা মরি মরি...বাজিয়ে চলেছে গাগরি...

অধিকারী ∫∫ পুলিশে তল্লাশি শুরু করলে...এটা খোলে...ওটা ভাঙে...মাল আর পায় না!

বাদ্যকর ২ ∫∫ কী করে পাবে, ডাকাতে মাল রেখে যাওয়া-আর পুলিশের খুঁজতে আসা-ঐ একটুখানি ফাঁকের মধ্যেই মাধব তস্কর (নিজের গালে সাপটে চড় হাঁকিয়ে শুধরে নিয়ে) মাধব নস্কর সব মাল গালিয়ে ঘড়ার গায়ের ফুটোয় ফুটোয় ঝালিয়ে রেখেছেন! যেন মৌচাকের খোপে মধু জমানো হচ্ছে!

সমবেত ধুয়ো ∫∫ আহা মরি মরি...ঝালিয়ে রেখেছে মাধুরী...

বাদ্যকর ১ ∫∫ দেখছেন, ঘড়াটা কিরকম চকচক করছে!

বাদ্যকর ২ ∫∫ ঐ যে গা-ভর্তি অতোগুল চকচকে চাকতি দেখছেন না-তার মানে আদিতে অতগুলো ফুটো ছিল!

অধিকারী ∫∫ গয়না গালিয়ে আরেক গয়না গড়ার ফুরসুৎ ছি না, ক্ষ্যামতাও না। তস্কর মশায়ের যতো কিছু আহরণ...অতএব সবই ওই ফুটো ঘড়ায় সংরক্ষণ!

বাদ্যকর ৩ ∫∫ আবার কিন্তু তস্কর বলে ফেলেছেন!

অধিকারী ∫∫ আবার ফেলেছি?

[অধিকারী কান মুলতে হাত তোলে।]

বাদ্যকর ১ ∫∫ আপনার কান কিন্তু লাল হয়ে উঠেছে অধিকারী মশায়!

অধিকারী ∫∫ তবে থাক! (হাত নামিয়ে) আর কান দুটোরে জ্বালাবো না। আমি দেখেছি, মানুষের লিভার পিলে হার্ট লাংগ সব কারেকশান করা যায়, যায় না শুধু জিহ্বা! হাজার ঠেঙালেও ও শালা নিজের মতোই নড়াচড়া করে।

বাদ্যকর ৩ ∫∫ (অসহিষ্ণু হয়) ও অধিকারী, আজ বড্ড টাইম খাচ্ছো যে! তোমার তস্করমশায়ের কীর্তিকথা যদি শেষ হয়ে থাকে, আমরা হনুমতী পালা শুরু করতে পারি!

অধিকারী ∫∫ না না শেষ হয়নি! তস্করমশায়ের পরিণতি বলিনি!...(গলা ঝেড়ে) তা একবার এক সিঁধেল চোরের বামালের মধ্যে একখণ্ড বাল্মীকি রামায়ণ পেয়ে গেলেন তিনি!

বাদ্যকর ২ ∫∫ ব্যস! দস্যু রত্নাকরের মতোই পাল্টে গেল তস্কর মাধবচন্দ্রের জীবনধারা।

বাদ্যকর ৩ ∫∫ ঐ রামায়ণ গালিয়ে লিখে ফেললেন হরেক পালা...

বাদ্যকর ১ ∫∫ একখানা যেমন এই হনুমতী পালা...

বাদ্যকর ২ ∫∫ সপ্তকাণ্ড লন্ডভন্ড করে তবেই না ঝালিয়ে তোলা হয়েছে এই প্রকাণ্ড ঝালাপালা!

[আসরে বাজনা বেজে ওঠে। অধিকারী গান ধরে।]

অধিকারী ∫∫ এ রচন মহাকবির নয়...

হেথা সব নয়ছয়...
যেমন খুশি তেমন চলে
সবই ঝালাই হয়!

[গান শেষ করে অধিকারী ঘোষণা করে]

শুরু হচ্ছে আমাদের হনুমতী পালা! (হাঁক পাড়ে) হনুমতী...হনুমতী চলো এসো...হনুমতী...

[হনুমতী ছুটে আসে। কিস্কিন্ধা নগরীর এই কন্যা যেমন চটকদার তেমনি তার পোশাকখানিও নর্তকীদের মতো ঝলমলে। কাজলটানা বড়বড় চোখ, মাথায় নানা প্যাঁচের খোঁপা। আর তার জোড়া ভুরুর বাঁকা টান এবং মাঝেমধ্যেই দু ঠোঁট মুড়ে রাখার বিশেষ ভঙ্গিটি তাকে করে তুলেছে বিশেষ মোহময়ী।]

হনুমতী, তোমার পালা দেখতে কতো ভদ্রজনের সমাবেশ ঘটেছে। সবাইকে অভিবাদন জানাও। (আদেশমাত্র হনুমতী কয়েক কদম

নেচে নমস্কার জানায়) এবার কাজের কথায় এসো। তুমি জানো হনুমতী অযোধ্যার রাজপুত্র রামচন্দ্র...

হনুমতী ∫∫ (গড়গড় করে বলে চলে) পিতৃসত্য পালনে প্রিয়তমা পত্নী সীতা আর প্রিয়তম ভ্রাতা লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে চোদ্দো বছর বনবাসে বেরিয়ে পঞ্চবটী বনে এসে কুটির বাঁধলেন...

অধিকারী ∫∫ বেশ বেশ! তবে তো এও জানো যে লঙ্কেশ্বর দশানন রাবণ...

হনুমতী ∫∫ (খেইটা লুফে নিয়ে) সীতার রূপমাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে চুলের মুঠি ধরে তাকে রথে চাপিয়ে নিয়ে চম্পট দিয়েছে! নীচ! জঘন্য! বর্বর! সাগরের মাঝখানে হুই-হুই-ই যে বিন্দুর মতো দেখা যায় লঙ্কাদ্বীপ...রাবণরাজার স্বর্ণলঙ্কা-ঐখানে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রেখেছে মা জননী জানকীকে!...মহাঘুঘু!

অধিকারী ∫∫ আমরা চাই তুমি লঙ্কাপুরী অভিযানে যাও, জনকনন্দীনী সীতাকে উদ্ধার করে আনো।

হনুমতী ∫∫ আমি! এই খেয়েছে! আমি কি করে পারব অধিকারী মশাই? আমি একটা মেয়ে!

বাদ্যকর ৩ ∫∫ সেই তো! ও অধিকারী, কোথায় বীর হনুকে পাঠাবে, তা না তুমি কিনা পাঠাচ্ছো হনুমতী। সীতাকে তবু কষ্ট করে হরণ করতে হয়েছে রাবণকে, এতো না চাইতে মুঠোর মধ্যে পেয়ে যাবে রাবণ!

অধিকারী ∫∫ ওকেই যেতে হবে! জেনে রাখো, মেয়ে ছাড়া তো মেয়েদের উদ্ধার সম্ভব না। এইখানেই মহাকবি বাল্মিকী গুবলেট করে গেছেন!

বাদ্যকর ৩ ∫∫ মহাকবির গুবলেট!

অধিকারী ∫∫ নিশ্চয়! বীর হনু না হয় লম্ফ দিয়ে স্বর্ণলঙ্কায় গিয়ে নামল, সীতাকে খুঁজেও পেল! কিন্তু তাকে নিয়ে আবার এপারে আসবে কী করে, এটা কি মহাকবির বিচারে ছিল?

বাদ্যকর ২ ∫∫ কেন থাকবে না? সীতাকে পিঠে তুলে নিয়ে বীর হনু ফের সাগর লাফিয়ে এপারে চলে আসবে!

বাদ্যকর ১ ∫∫ কিন্তু একটা পরপুরুষের পিঠ জড়িয়ে কোন মেয়ে অজানা অচেনা সাগরের বুক ডিঙোতে চাইবে কি? তাও সীতার মতো সতী রমণী!

বাদ্যকর ৩ ∫∫ কেন অসম্ভব কি? রাস্তাঘাটে দেখতে পাওনা, ব্যাটা মানুষের মোটরবাইকে চেপে তারে পিঠে কোমরে জড়িয়ে মড়িয়ে আজকের রমণীরা কি গান গাইতে গাইতে বেড়াচ্ছে না...(সুর করে গায়]

এ পথ যদি না শেষ হয়...
তবে কেমন হতো তুমি বলতো...

বাদ্যকর ২ ∫∫ আরে সে কতটুকু পথ? আর অতো বড় সাগর...শেষ হয়েও যা শেষ হয় না! আকাশে একটাও জনমনিষ্যি নেই! কোন এক পক্ষের মুহূর্তের চঞ্চলতা-ব্যস্! ঝুপ-ঝুপুস! অতল সাগরে-

বাদ্যকর ১ ∫∫ তা অবিশ্যি! মেয়েদের পিঠে মেয়েরা...চঞ্চলতার তেমন একটা প্রশ্ন নেই।

অধিকারী ∫∫ মহাকবি এতো কিছু ভাবেননি বলেই না রামায়ণে হনুমানের ব্যর্থতা! বৎসে হনুমতী, তোমার আমার আদিপিতা মাধবচন্দ্র তস্কর প্রকৃত তস্করের মতোই সবদিকে চোখ রেখে বড় আশা নিয়ে বাল্মিকী রামায়ণ কারেকশান করে তোমায় আমদানি করে গেছেন! যাও বৎসে, প্রমাণ করে এসো জগতে নারীর মুক্তি নারীর হাতেই ঘটবে!

হনুমতী ∫∫ (হাঁটু মুড়ে, জোড় হাতে) গুরুজি, আমি অতোবড় লাফ দিতে পারব না! সমুদ্দুর ডিঙোবো কী করে? তাছাড়া সীতাঠাকরুনকে কোনদিন চোখে দেখিনি! স্বর্ণলঙ্কায় গিয়ে চিনবো কী করে-কোন্‌টা তিনি!

অধিকারী ∫∫ বৎসে, সৃষ্টি করেছেন যিনি, উপায় যুগিয়ে গেছেন তিনি! তোমার সৃষ্টিকর্তা তোমার জন্যে একটি ময়ূরপঙ্খী নাও গড়ে রেখে গেছেন। নাও বেয়ে চলে যাও, সীতারে মুক্ত করে ফের নাও বেয়ে চেল এসো! (অধিকারীর পায়ে নত হতে যায় হনুমতী, অধিকারী বাধা দেয়) আর রেখে গেছেন তাঁর এই অমূল্য আংটিটা! শত্রুপুরীতে যে কোন সমস্যা, যে কোন বিপদ...এমনকী প্রাণ সংশয়, যে কোন প্রয়োজনে এই অঙ্গুরীয়ই বলে দেবে বাঁচতে গেলে কোন্‌টা কখন তোমার করণীয়। বৎসে, এই আংটিটাকে শ্রীরামচন্দ্রের বলে চালাবে!

হনুমতী ∫∫ গুরুজি....

[হনুমতী আবার প্রণাম করতে যায়। এতোখানি জিব কেটে অধিকারী সোনার কলসটা দেখিয়ে দেয়।]

অধিকারী ∫∫ ওখানে। সবার আগে তিনি...

[হনুমতী কলসের সামনে গিয়ে যুক্ত করে ধ্যানস্থ হয়। অধিকারী ঘণ্টা পেটানোর মতো একটা হাতুড়ি ঠুকে দেয় কলসের পেটে। ঝনঝনাঝন আওয়াজ না মিলাতে বেজে ওঠে আসরের বাজনাগুলো। হনুমতীও আসরের কোণা থেকে ছোট বৈঠা হাতে তুলে নিয়ে নেচে নেচে ময়ূরপঙ্খী বাইতে লাগল। অধিকারী ও অন্যেরা গান ধরে।]

অধিকারী ও সাথীরা ∫∫ (গান) ঐ যে হেরি লঙ্কাপুরী, কোথায় সীতা মাগো...

আঁধারে কেঁদে কেঁদে মা মলিন মুখে জাগো...
এলো যে পবনকন্যা...
সে গুরুর কৃপাধন্যা...
ঘুচবে মা বন্দিদশা, ভরসাটুকু রাখো ∫∫
রাবণ ওরে রাবণ...
নারীরে ভাবিস রুমাল, কিম্বা হাতলাট্টু...
গুনে গুনে ঝাড়বে তোরে পঞ্চ শত গাঁট্টু...
ময়ূরপঙ্খী ছুটেছে...
রে নারীবাদী জেগেছে...
বাঁচতে যদি চাস ব্যাটা প্রাণভিক্ষা মাগো ∫∫

দ্বিতীয় কাণ্ড

[নাও বাওয়া শেষ করেই সরাসরি নাট্যক্রিয়ায় ঢুকে যায় হনুমতী। সে এখন লঙ্কার রাজপুরীতে।]

হনুমতী ∫∫ মা.... ও সীতামাগো, তুমি কি এখানে আছো, এ রাবণপুরীতে? মাগো মা সারা রাজপুরী টুঁড়ে ফেললাম, তবু তোমার সন্ধান পাচ্ছিনে! ওমা, কোথায় তুমি! সাড়া দাও মাগো! ভয় পেয়ো না, আমি রাবণরাজার লোক না। তোমার বরের দূতী! প্রভু রামচন্দ্র তোমায় উদ্ধার করতে আমায় পাঠিয়েছেন! এই দ্যাখো, পাছে তুমি আমায় চিনতে না পারো, তাই আসার সময় তোমাদের বিয়ের আংটি সঙ্গে দিয়ে পাঠালেন-(আংটি উঁচিয়ে) আমার পিতিজ্ঞে তোমায় তো উদ্ধার করবই-সেই সঙ্গে রাবণরাজার কাছাখানা ঢিলে করে দিয়ে যাবো!.... (আসরের চারধারে ঘুরে ফিরে) মা... মাগো...

[হঠাৎ অন্তরালে চিৎকারঃ হনুমান! হনুমান ঢুকেছে, হনুমান! ধর ধর ধর...মুহূর্তে কোলাহল ছড়িয়ে পড়ল। হনুমতী পালাবার জন্যে ছুটোছুটি করতে গিয়ে বুঝল-চারপশে লোকজন। অগত্যা পালাবার বাসনা ছেড়ে নির্বিকার মুখে অপেক্ষা করতে লাগল। লাঠি ঝাঁটা

দড়াদড়ি নিয়ে দুদিক দিয়ে দুই ষণ্ডামার্কা প্রহরী ঢুকল।]

প্রহরী ১ ∫∫ কী ব্যাপার, উঁ? সীতামাকে চাই? উঁ? (ধমক ছাড়ে) রাবণরাজার কাছা ঢিলে করে ছেড়ে দিবি? উঁ উঁ?

প্রহরী ২ ∫∫ কতো বড় আস্পর্ধা! ব্যাটা ঢুকলি তো ঢুকলি কিনা অন্তঃপুরে!

প্রহরী ১ ∫∫ বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা উঁ? অ্যাই চোখ নাচাচ্ছিস কেন? উঁ উঁ?

প্রহরী ২ ∫∫ পিঠমোড়া দিয়ে বেঁধে নে! চল্ ছোটগিন্নির কাছে নিয়ে যাই এটাকে...

প্রহরী ১ ∫∫ অ্যাই! ঠিক লোক! ছোটগিন্নির কাছে সব ঠাণ্ডা! পুরো অন্দরমহলটাকে তরবারির ডগায় নাচিয়ে রেখেছে! উঁ? উঁ? জানিস ছোটগিন্নি কে?

প্রহরী ২ ∫∫ রাবণরাজার ছোট ভাই বিভীষণের গিন্নি! হুঁ হুঁ বাবা করেছ কি হেরিতেরি, হসকে দেবে তোমার নাড়িভুঁড়ি!

[দুই প্রহরী দড়ি আর হাতকড়া নিয়ে দুদিক দিয়ে তেড়ে বাঁধতে যায় হনুমতীকে। হঠাৎ হনুমতী শরীরে এমন এক নাচের ঝটকা তুলল, তাল সামলাতে না পেরে পায়ে পায়ে জড়িয়ে ওরা এ ওর গায়ে ঢলে পড়ল। হনুমতী গম্ভীর মুখে ওদের দিকে চেয়ে চোখ নাচায়। কালনেমি মামা ঢুকল।]

কালনেমি ∫∫ ধরেছিস! বেশ করেছিস! একী! যাকে ধরলি সে দিব্যি খাড়া, তোরা খাচ্ছিস গড়াগড়ি! হ্যা-হ্যা-হ্যা! সেকী রে! এ যে দেখি একটি কচি খুকিরে!

প্রহরী ১ ∫∫ মামা বসে পড়ুন, বসে পড়ুন।

প্রহরী ২ ∫∫ নাচলে কিন্তু পায়ে পা বেঁধে চিৎপাত হয়ে পড়বেন...

কালনেমি ∫∫ তাই নাকি? নাচলে পড়ে যাবো? কই আয় তো খুকি! আমার সঙ্গে নাচতো দেখি...(হনুমতীর কোমর জড়িয়ে একপাক নেচে) হ্যা-হ্যা-হ্যা...রামচন্দর শেষে কিনা সীতা উদ্ধারে একটা মেয়ে-হনু পাঠালো!

হনুমতী ∫∫ দূর মামা! পচা কাঁঠালের ধামা। মেয়ে-হনু কীরে! (শরীরের ঢেউ তুলে) আমি তো হনুমতী!

সকলে ∫∫ হনুমতী!

হনুমতী ∫∫ ফের অসভ্যের মতো মেয়ে-হনু বলবি কি তোর ধামা ফাটিয়ে দেবো মামা!

প্রহরী ১ ∫∫ অ্যাও চো-ও-প! জানিস উনি কে, উঁ উঁ?

প্রহরী ২ ∫∫ মহারাজের মামা পূজনীয় কালনেমি মামা...

প্রহরী ১ ∫∫ কালুমামা বলতে গোটা লঙ্কাদেশে ডঙ্কা বাজে, বলে কিনা ধামা ফাটাবে! ধর-পা ধরে ক্ষমা চা!

কালনেমি ∫∫ দাঁড়া, দাঁড়া! (প্রহরীদের সরিয়ে হনুমতীর সামনে এলো) তুই বললি তুই হনুমতী! হনুমতী ব্যাপারটা কী রা!

প্রহরী ১ ∫∫ সেই তো! হনুমতী কী! উঁ? কক্ষনো শুনিনি!

কালনেমি ∫∫ আমরা হনুমান জানি! হনুমতী কোত্থেকে এলো রা!

হনুমতী ∫∫ (ভেংচি কেটে) কোত্থেকে এলো রা! ঐ হনুমান থেকেই হলো রা! তুমি যেমন শ্রীমান আর তোমার বউটা যেমন শ্রীমতী-আমরা তেমনি হনুমান আর হনুমতী! কিছু লেখাপড়া করেনি! কালুটাকে চাঁটিয়ে শতরঞ্চি বানাতে হয়-

[হনুমতা কথাটা বলে কালনেমিকে, চটাং করে চাঁটিটা মারে প্রহরী ১-এর মাথায়।]

প্রহরী ১ ∫∫ (ব্রহ্মতালু জ্বলে ওঠে) মামাগো!

কালনেমি ∫∫ হ্যা-হ্যা-হ্যা...আমার চাঁটিটা তুই খেলি!

প্রহরী ২ ∫∫ মামার বেলা শুধু গালাগাল, ঝাড়ের বেলা আমরা!

প্রহরী ১ ∫∫ তবে রে! (হাতের কাছে আসরের তবলা বাদকের বাঁয়াটা পেয়ে সেটা টেনে নেয়) তোর মাথায় আজ বাঁয়া ভাঙব!

[বাদ্যকরেরা হাঁ-হাঁ করে ওঠে।]

বাদ্যকর ১ ∫∫ আরে আরে এটা কি হচ্ছে ও অধিকারীমশাই...

অধিকারী ∫∫ যন্ত্রে হাত দেবে না কেউ! এতো জায়গা পড়ে থাকতে জুড়িদের ঘাড়ে ওপর কেন? যাও, ওদিকে সরে গিয়ে লড়ালড়ি করো। সবাইরে অস্ত্রপতি দিয়ে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। তালে আবার বাঁয়া ধরে টানাটানি কেন?

[কালনেমি মামা বোধহয় এতোক্ষণে ভেবেচিন্তে নিল।]

কালনেমি ∫∫ চুপ করো, চুপ করো সবাই। (হনুমতীর সামনে এসে) বুঝলাম! হনুমান থেকে হনুমতী! আচ্ছা তুই তাহলে স্ত্রী-হনুমান-মানে হনুমানের স্ত্রী?

প্রহরী ২ ∫∫ মানে হনুমানের সঙ্গে বর-বউ!

প্রহরী ২ ∫∫ (ভেংচি কেটে) হনুমানের সঙ্গে বর-ভৌ! ফুট! আমি বরে-ফরে বিশ্বাস করি না। বীর হনুমান আমার বয়ফ্রেন্ড! আমি তার গার্ল ফ্রেন্ড! কেউ আমরা কাউকে ছেড়ে থাকতে পারি না! আমরা লিভ টুগেদার করি, বুঝলি ন্যাকাবোকার দল?

[হনুমতী প্রহরীকে কথাটা বলল-আর চটাং করে চড়টি কষাল কালনেমি মামার মাথায়। কালনেমি ঘুরে গেল এক পাক। বিভীষণের বউ সরমা অদূরে এসে দাঁড়ায়-তার হাতে মুক্ত তলোয়ার। অন্যেরা তাকে দেখেনি।]

প্রহরীরা ∫∫ মামা! কালু মামা!

হনুমতী ∫∫ চোর বাটপাড়ের দল! প্রভু রামচন্দ্র তখন কুটীরে নেই! ফাঁকা পেয়ে সীতামাকে পাঁজাকোলা করে রথে তুলে নিয়ে পালালো রে!

প্রহরী ১ ∫∫ জিব খসে পড়বে তোর ছুঁড়ি! রাজা মশাই মহিলার গায়ে হাত দেবে!

প্রহরী ২ ∫∫ লঙ্কার রাজার মতো লজ্জাবতী রাজা ত্রিভুবনে আর একটা আছে?

হনুমতী ∫∫ কী হয়েছে? লজ্জাবতী রাজা!

প্রহরী ১ ∫∫ তাইতো! দেখেছিস লজ্জাবতী লতা? উঁ? উঁ?

কালনেমি ∫∫ টোকা মারলেই ঝাঁপ বন্ধ করে। রাবণরাজাও মহিলার সামনে পড়লেই-

প্রহরী ২ ∫∫ এ-এ-ই টুকুন হয়ে যায়-

কালনেমি ∫∫ (কুনুইয়ের গুঁতো দেয়) আর কমাস না! শোন! রাবণ...কি আমি মামা-ভাগ্নে আমরা কেউ মেয়েদের গায়ে হাত তুলি না। তুললেও মারধোর করার জন্যে তুলি না! তা তুললে তুই এতোক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারতিস?

প্রহরী ২ ∫∫ পারতিস না!

কালনেমি ∫∫ প্রকৃত সত্য শুনে নে, তোদের সীতেঠাকরুণই আমার ভাগ্নের চুলের মুঠি ধরে রথে তুলে নিয়েছে আর সেই বলেছে তোমার বাড়িতে নিয়ে চলো আমাকে। ভাগ্নে আর কী করবে-ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে-ছোটবেলা থেকেই এতো নারী-ভীতু...

[আরেকটা চড় মারার জন্য হাতের তেলো মুছে নেয় হনুমতী।]

হনুমতী ∫∫ আর একবার বলো দিকিনি কথাটা-ঠিক প্রস্তুত ছিলাম না!

সরমা ∫∫ আপনি সরুন মামাবাবু, আমি বলছি!

[তরবারি দোলাতে দোলাতে ওদের মধ্যে এসে দাঁড়ায় সরমা।]

অযোধ্যার রাজপুত্র রামচন্দ্র তাঁর আদরিণী চোখের মনি সীতাকে নিয়ে এলেন বনবাসে। কিন্তু বনের মধ্যে সীতা খাবেন কী...

প্রহরীরা ∫∫ খাবেন কী?

সরমা ∫∫ ফল আর জল ছাড়া বনের মধ্যে পাবেন কী?

প্রহরীরা ∫∫ পাবেন কী! ঐ খেয়ে কেউ বাঁচতে পারে?

সরমা ∫∫ বনবাসে সীতার সাজগোজ কই? রাজবধূর গায়ে একটি অলংকারও নেই!

কালনেমি ∫∫ গন্ধতেল নেই। গন্ধসাবান নেই।

সরমা ∫∫ পরিধানে বাকল! গাছের ছাল!

কালনেমি ∫∫ সেটা পরেই সারাদিন ঘুরছে, রাত্তিরে বরের সঙ্গে বিছানায় যাচ্ছে, রাত পোহালে ওই পরেই চান করছে...ভিজে বাকল দড়িতে মেলে শুকোতে দিয়ে কুটীরে ঝাঁপ বন্ধ করে বসে থাকছে। ছ্যা-ছ্যা-ছ্যা-! আদরিণীর স্বামী সোহাগ তদ্দিনে ফুটে ভুট্ হয়ে গেছে!

প্রহরীরা ∫∫ ফুটে ভুট্ ভুট্ ভাটট্!

সরমা ∫∫ এমনি সময়ে হঠাৎ পঞ্চবটী বনে দেখা দিলেন স্বর্ণলঙ্কার মহান অধীশ্বর...সোনার মুকুট ...সোনার বর্ম... রথখানিও সোনার...! সর্বাঙ্গ দিয়ে গলে ঝরছে সোনা...

প্রহরীরা ∫∫ গলে গলে ঝরছে!

সরমা ∫∫ সীতা শিহরিত...আলোড়িত...আত্মহারা! (সীতার গলায়) হে মহান লঙ্কেশ্বর, আমি অযোধ্যা চিনিনে, রামলক্ষ্মণ কাউকে চিনিনে। তুমি আমার উপযুক্ত খোরপোষের ব্যবস্থা করো! তোমার রথে আমাকে লঙ্কায় নিয়ে চলো! খেয়ে পরে বাঁচি। আমি তোমার...ওগো আমি তোমারই...

কালনেমি ∫∫ ঠেকানো যায় না, সীতাঠারুণকে তখন ঠেকানো যায় না! আর তখন ভাগ্নে রাবণ-

প্রহরী ১ ∫∫ সংকোচে কেঁচো হয়ে গেছেন।

সরমা ∫∫ ঠিক তখনই তোদের ঐ সীতাঠাকরুণই লঙ্কাধিপতির চুলের মুঠি ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে রথে উঠিয়ে বলে, চালাও লঙ্কায়! ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে লঙ্কেশ্বর রথ চালাচ্ছেন আর সীতা ঠাকরুণ গাঁট্টা বাগিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন-রথের মুখ এদিক ওদিক করলেই গাঁট্টা!

[কথাটা শেষ করতেই হনুমতীর রামগাঁট্টাটি খেয়ে কালনেমি গোঁক করে উঠে উর্ধ্বনেত্র হয়ে বনবন পাক খায়।]

কালনেমি ∫∫ বাপ-বাপ-বাপরে!

প্রহরীরা ∫∫ মাম-মাম মামারে-

[কালনেমি পাক খেতে খেতে বেরিয়ে যাচ্ছে। তার পিছু ধরে প্রহরীরাও বেরিয়ে গেল।]

সরমা ∫∫ (তরবারি ঘোরাতে ঘোরাতে হনুমতীর সামনে এলো) ওঁকে মারলে কেন? সারা লঙ্কাদেশে যা প্রচার করা হচ্ছে, আমরা তো তাই বলবো! চিরকাল অপকর্ম করলেই লঙ্কেশ্বর রাবণ হেনতেন প্রচারের মাধ্যমে যেনতেন প্রকারে ড্যামেজ কন্ট্রোল করতে উঠে পড়ে লেগে পড়েন। লঙ্কার সবাইকেই তাই লাগতে হয়! আর কালু মামাকে তো লাগতেই হবে। উনি কিনা রাজার পরামর্শদাতা!

হনুমতী ∫∫ তাহলে তুমি বলতে পারছো না? মেয়ে হয়ে মেয়েদের ওপর অত্যাচারের বিধান করতে পারছ না! ঐ তলোয়ার ফেল দাও!

সরমা ∫∫ তুমি বাচ্চা বোকা মেয়ে! রামচন্দ্র কেন যে সীতা উদ্ধারে তোমায় লঙ্কাপুরীতে পাঠলেন তিনিই জানেন। যাক! তোমাকে কোন সাজা দিচ্ছি না! যাও, রাজপুরী থেকে বেরিয়ে যাও...যাও...

[হনুমতী ঘাড় গুঁজে অটল।]

হুঁ! শক্ত সুপুরি!

[সরমা প্রহরীদের ডাকে।]

প্রহরী! প্রহরী!

[প্রহরীরা ফিরে আসে।]

যা, ওকে ধরে প্রাচীরের বাইরে রেখে আয়! (একটু থেমে) যদি হাত চালায়, দুটো হাত পিঠমোড়া দিয়ে বেঁধে রাখবি! কাল আমি ব্যবস্থা করব!

[সরমা তরবারি ঘুরিয়ে চলে গেল।]

প্রহরীরা ∫∫ যা ভাগ্! ভাগ্!

[হনুমতী মুখ তোলে, দু আঙুলে একটা আংটি ধরে আছে।]

হনুমতী ∫∫ আংটি নিবি, আংটি? প্রভু রামচন্দ্রের আংটি! নয়নতারা ফুল দেখেছিস! এই দ্যাখ নয়নতারা আংটি! আংটি নিবি কে, আংটি ...

[আংটির ছটায় প্রহরীদের চোখ চকচক করে। আসরের বাজনা বেজে ওঠে। হনুমতী নাচেগানে মেতে ওঠে।]

আংটি নিবি কে, আংটি...
আংটি পেলে বর্তে যাবি...
প্রভু রামের স্পর্শ পাবি...
অপার্থিব হর্ষ পাবি...
সর্বরকম দুর্ধর্ষ হবি...
হাতের মুঠোয় স্বর্গ পাবি...
আংটি নিবি কে আংটি...

[লোভাতুর প্রহরীরা হনুমতীর হাত থেকে আংটি কাড়তে তার পেছনে ছোটছুটি করে। হনুমতী নাচের প্যাঁচে তাদের এমন ভড়কি দেয়, দিশাহারা হয়ে তারা আসর থেকে দুদিকে ছিটকে বেরিয়ে যায়। যেতে যেতে তারা চিৎকার করে।]

প্রহরীরা ∫∫ হনুমতী! হনুমতী! ওগো, জাগো, সবাই জাগো! রাজপুরীতে হনুমতী ঢুকেছে গো...জাগো জাগো...

[সবাই চলে গেছে-চাঁদোয়ার নিয়ে হনুমতী একা। হাঁপাচ্ছে। আড়ালে কোলাহল দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়ছে।]

হনুমতী ∫∫ মাগো, আর বেশিক্ষণ লড়তে পারবো না! এখনো পুরীর সব লোক জাগেনি! এখনো যদি তোমার দেখা পেতাম-অন্ধকারে ফাঁকফোকর দিয়ে ঠিক দুজনে গলে বেরিয়ে যেতে পারতাম গো! সারারাত সাগরে ময়ূরপঙ্খী বেয়ে ভোর না হতে পৌঁছে যেতাম পঞ্চবটী বনে! প্রভু রামচন্দ্র হাত বাড়িয়ে নাও থেকে আমাদের নামিয়ে নিতেন। মাগো ও সীতা মাগো, তুমি কি রাজভবনে আছ?

[কথার পিঠেই আসরে ঢুকলো বজ্রজ্বালা, লঙ্কাপুরীর মেজোগিন্নি। এলোমেলো পোশাক-আশাক আর আলুথালু চুলে বজ্রজ্বালা যেন পাগলিনী। নেশায় টলমল করছে। ওর গলায় যে মালাটা দুলছে সেটা ছোট ছোট গাঁজার কলকে সাজিয়ে গাঁথা।]

বজ্রজ্বালা ∫∫ (জড়িত গলায়) আছি! আছি! রাজভবন ছাড়া আর কোথায় থাকবো বাছা?

হনুমতী ∫∫ (আবেগে উত্তেজনায়) মা মাগো!

বজ্রজ্বালা ∫∫ এই যে বাছা বুকে আয়...

হনুমতী ∫∫ মাগো! এই অবস্থায় রেখেছে তোমায় রাবণরাজা?

বজ্রজ্বালা ∫∫ (কাঁদে) তাই দ্যাখ। কী জ্বালায় জ্বলছি! কী করব? যেখানে যেমন রেখেছে সেখানে তেমন আছি। আমি তো খুব ভালো মেয়ে, খুব বাধ্য মেয়ে...কোথাও যাইনে! ঘরের মধ্যেই থাকি...আর তোদের জন্যে কাঁদি!

[চোখ ফেটে জল পড়ে হনুমতীর।]

হনুমতী ∫∫ তোমার গলায় কলকের মালা! মাগো নেশা ধরেছো কেন তুমি?

বজ্রজ্বালা ∫∫ কে বল্লে আমি নেশা ধরেছি? না রে বাছা, নেশা আমায় ধরেছে! এই কলকেগুলো দেখছিস...কৈলাসের শিবঠাকুরের কলকে...এটার মুখে আগুন ধরিয়ে টানলে ধোঁয়া বেরোয়। তা ধোঁয়া বললে, সীতা তোমার বুকে মধ্যে অনেক জমি ফাঁকা পড়ে রয়েছে-আমায় একটু থাকতে দেবে? আমি বললাম, দেবো। কলকে বললে, তবে টানো। আমিও টানতে লাগলাম!...সারাদিন সারারাত টেনেই যাচ্ছি! টেনেই যাচ্ছি! এদিকে বুকের জমিও আর ফাঁকা থাকছে না-ধোঁয়ায় ধোঁয়াক্কার।

হনুমতী ∫∫ (সন্দেহ হয়) সত্যি তুমি আমার সীতামা?

বজ্রজ্বালা ∫∫ সত্যি! তোর গা ছুঁয়ে বলছি, আমি নেত্যকালী না, জ্ঞানদা না, মোক্ষদা না, ষোড়শী না, বাঁকাশশীও না। তাহলে? তাহলে সীতা।

হনুমতী ∫∫ আরে তুমি পঞ্চবটী বনে প্রভু রামচন্দ্রের কুটীরে ছিলে তো?

বজ্রজ্বালা ∫∫ ছিলাম আবার থাকবো! জানি তো তুই একদিন ময়ূরপঙ্খী নাও বেয়ে আসবি, আমায় পঞ্চবটীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবি...(হনুমতীর হাত ধরে) চল্ ফিরে যাই আমরা-চল্ পালাই, ভাসুরঠাকুর আর আমাদের ধরতে পারবে না!

হনুমতী ∫∫ ভাসুরঠাকুর আবার কোথায় পেলে? উঁঃ! মাথা খারাপ করে দিচ্ছো তুমি। বলো না, তুমি আমার সীতা-মা? (হঠাৎ মনে পড়ে) আচ্ছা, এই আংটিটা চেনো কোথায় কার কাছে দেখেছো আংটিটা? মা মাগো বলো...

বজ্রজ্বালা ∫∫ এই তো! এই তো সেই আংটি!

হনুমতী ∫∫ (আনন্দে) চিনতে পেরেছো, মাগো, পেরেছ চিনতে!

বজ্রজ্বালা ∫∫ পারবো না? আর বাপের বাড়ির রাঁধুনির আংটি! বুড়ি ভোর না হতে আমাদের গরম ফ্যানভাত রেঁধে দিতো! একদিন এক দাঁড়কাকে ছোঁ মেরে বুড়ির আংটিটা তুলে নিয়ে গাছের ডালে গিয়ে বসেছিল। তুই কোথায় পেলি?

হনুমতী ∫∫ (খেপে ওঠে) রাঁধুনির আংটি কেন হবে? ওহোঃ! এ তোমার বরের আংটি না?

বজ্রজ্বালা ∫∫ দূর! দূর! সে জলহস্তীর আঙুলে এ পুঁচকে আংটি ঢুকবেই না।

হনুমতী ∫∫ জলহস্তী! রামচন্দ্র জলহস্তী!

বজ্রজ্বালা ∫∫ তাই তো। খালি খায়, আর ঘুমোয়-ঘুমুতে ঘুমুতে খায়, খেতে খেতে ঘুমোয়! দে, আংটি দে! (ছোঁ মেরে আংটি নেয়) রাঁধুনিকে পাঠিয়ে দি।

হনুমতী ∫∫ (আংটি কেড়ে নেয়) তুমি আমার সীতা-মা না!

বজ্রজ্বালা ∫∫ আমি! আমি সীতা! (হনুমতীকে জাপটে ধরে) দে, আমার আংটি দে-

[হনুমতী বজ্রজ্বালার নাগাল ছেড়ে বেরুতে ছটফট করে-]

হনুমতী ∫∫ সীতা মা...ও মাগো-

তৃতীয় কাণ্ড

[সূচনায় কলসে ঘা পড়ল। বাজা বেজে উঠল। ব্যাথার পা টানতে টানতে মহারানি মন্দোদরী আসরে ঢুকলো।]

মন্দোদরী ∫∫ (ব্যথায় কঁকাচ্ছে) উঃ! আঃ! বাবাগো...গেছি গেছি গেছি...কেটে ফেলে দে-ওরে কেটে কুচিকুচি করে দে তোরা...

অধিকারী ∫∫ মহারানি মন্দোদরী, আপনার কী হয়েছে? কী কেটে ফেলার কথা বলছেন?

মন্দোদরী ∫∫ বুঝতে পারছো না, কী কাটা হবে! (পা চাপড়াতে চাপড়াতে আগুন চোখে) এই হাঁটু! হাঁটুতে বাত। পুণ্যিমেতে শিং উঁচিয়ে গুঁতোচ্ছে! একটা কুড়ুল চালিয়ে হাঁটু দুটো কোপাতে পারো বাপু?

অধিকারী ∫∫ আজ্ঞে না-আমরা ঘাড়ে দুটো মাথা নেই যে মহারানির শ্রীচরণ কোপাবো।

মন্দোদরী ∫∫ তবে যাও মরোগে! তেঁতুলজলে চুবিয়ে ফুচকা খাওগে যাও!...ওরে গেছি রে! ওরে ও দাসীরা, ও চেড়িরা মরলি তোরা? আমার পা দুটো ছিঁড়ে নে হতভাগীরা...

অধিকারী ∫∫ চেড়িয়া সব হনুমতীর পেছনে ছোটাছুটি করছে! কিন্তু মহারানির ব্যথাটা কি সত্যি সত্যি পায়ে, না অন্য কোথাও? ভেবে বলুন তো রানিমা, ব্যথাটা আসলে কীসের?

মন্দোদরী ∫∫ (ব্যথা ভুলে ঘুরে দাঁড়ায়) মানে?

অধিকারী ∫∫ বলছিলাম কারণটা আসলে মহারাজের অবহেলা নয়তো? ধরুন এমন পূর্ণিমা রাত্রি...চন্দ্রমার উচ্ছ্বাসে সাগর ভেসে যাচ্ছে, কেয়া-মল্লিকার সুবাসে ভারি হয়ে উঠেছে এই শয়নকক্ষের বায়ুমণ্ডল...হেনকালে লঙ্কেশ্বর রাবণের কোলে তো আপনার শোভা পাওয়ার কথা-যেমন কৈলাস শিখরে হরের কোলে পার্বতীর অবস্থান!

মন্দোদরী ∫∫ কাব্যি না করে আজকাল পরচর্চাও করা যাচ্ছে না, তাই না? পরের দাম্পত্য জীবন নিয়ে রসিকতা না করলে পেটের ভাত হজম হয় না তোমার?

অধিকারী ∫∫ রাগ করবেন না মহারানি, মহারাজকে তো আজকাল আপনার ছায়া মাড়াতেও দেখা যাচ্ছে না। তাই বলছিলাম, ব্যথাটা...

মন্দোদরী ∫∫ ব্যথাটা আমার! তোমার কীসের জ্বলুনি গো! কী চাও, রাজা দিনরাত রানির আঁচল ধরে ঘুরঘুর করবে, আর রাজকার্যটা সামলাবে তুমি আর তোমার জুড়ির দল?

অধিকারী ∫∫ মার্জনা করবেন-রাজকার্য না, মহারাজের বর্তমান কার্য তো সীতাভজনা। শুনছি সীতাকে হরণ করে আনার পর আপনাকে তিনি একরকম বর্জনই করেছেন। তার মন পেতে সারাক্ষণ তার কাছেই হত্যে দিয়ে পড়ে থাকছেন। তাই বলছিলাম মহারানির জ্বালাটা যে আসলে কোথায়...

[মন্দোদরী কথা খুঁজে পায় না। চোখ দুটো ছলছল করে। হঠাৎ রাবণকে আসরে ঢুকতে দেখা গেল। অধিকারী চুপ করে দলের মধ্যে বসে পড়ল।]

রাবণ ∫∫ রানি...রানি...

মন্দোদরী ∫∫ রাজা! (চোখ মুছে) ওগো আজ আমার কী সৌভাগ্য....

রাবণ ∫∫ কেমন আছ মন্দু?

মন্দোদরী ∫∫ ওগো, মুখখানা এমন শুকিয়ে গেছে কেন তোমার? নিদহারা দুচোখে রাজ্যের অশান্তি! এ কী হল! ওরে দাসীরা শিগগির এদিকে আয়।

রাবণ ∫∫ থাক থাক। কাউকে ডেকো না। আর কারুর মুখ দেখতে ভালো লাগছে না। আজ নির্জনে শুধু তুমি আর আমি। মন্দু, প্রাণের কথা তুমি ছাড়া আর কাকেই বা বলব আমি!

মন্দোদরী ∫∫ (অধিকারীকে) শুনতে পাচ্ছো? (রাবণকে) প্রিয়তম, তুমিই আমার ইহকাল পরকাল!

রাবণ ∫∫ (ঠোঁট ফুলিয়ে) তোমাকে আর বলতে কি মন্দু, সীতা আজ আমাকে পদাঘাত করেছে।

মন্দোদরী ∫∫ সেকি! কি বলছ তুমি! পদাঘাত! লঙ্কেশ্বর রাবণের গায়ে-

রাবণ ∫∫ পা। আক্ষরিক অর্থে সত্যি!

মন্দোদরী ∫∫ কেন?

রাবণ ∫∫ আমার ভাগ্য! টানা একমাস সাধ্যিসাধনা করেও আমি তাকে-যাকে বলে আমার করে পাওয়া-তা পাইনি! আর সত্যি কথা বলতে কি, সীতাকে পেলে পৃথিবীতে আর কাউকে পেলাম কি না পেলাম-তাতে কী এসে গেল! বাকি সবই তো নারকেলের ছোবড়া!

মন্দোদরী ∫∫ (অস্ফুট গলায়) মাগো!

রাবণ ∫∫ আজ ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গিয়েছিল! ভেবেছিলাম বাহুবলে তাকে আমি বুকে টেনে নেব। টেনে তুলেও ছিলাম পালঙ্কে। হঠাৎ পদাঘাতে আমাকে ভূমিতে নিক্ষেপ করে বলল...

মন্দোদরী ∫∫ কী? কী বললে?

রাবণ ∫∫ সারমেয়!

মন্দোদরী ∫∫ প্রাণেশ্বর!

রাবণ ∫∫ কুত্তা! আক্ষরিক অর্থে!

মন্দোদরী ∫∫ দাও, চেড়িদের হাতে তুলে দাও। ডাকিনিটাকে ছিঁড়ে খাক ওরা। চলো আমি যাচ্ছি, আজ ঝেঁটিয়ে বিদেয় করব লঙ্কা থেকে-

রাবণ ∫∫ আমি কী করলাম জানো?

মন্দোদরী ∫∫ কী করেছ?

রাবণ ∫∫ কিছুই করিনি।

মন্দোদরী ∫∫ কিছুই না?

রাবণ ∫∫ আমার আত্মবিশ্বাস কীরকম যেন তিরবেঁধা পাখিটির মতো মাটিতে এলিয়ে পড়ল। আসলে গোলমালটা কী হয়েছে জানো? সীতার উপর যখনই বল প্রয়োগ করতে যাই, সঙ্গে সঙ্গে এটাও মাথায় রাখি-ও যেন আঘাত না পায়। বলও খাটাবো, আঘাতও পাবে না-এই দুরকম করতে গিয়ে আমার ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত কিছুই দাঁড়ায় না। আচ্ছা তোমার কি মনে হয় আমার পার্সোনালিটি কমে গেছে? কমে যাচ্ছে? কী মনে হয়, ত্রিভুবনের ত্রাস রাবণ সীতার পাশে কাপুরুষ?

মন্দোদরী ∫∫ প্রাণেশ্বর আজ রাতে থাক না সীতার কথা-

রাবণ ∫∫ সীতার কথা থাকবে? বলছ কী, এমন মধুযামিনীতে তবে কোন্ অশ্বডিম্ব নিয়ে কথা বলব? (দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে) সীতা! সীতা! সীতা!

মন্দোদরী ∫∫ প্রাণেশ্বর!

রাবণ ∫∫ আচ্ছা মন্দু, ব্যক্তিত্বের মধ্যে যে একটা ঝাঁ-চকচকে চালাক চতুর ভাবটা থাকলে চট করে মেয়েদের মন হরণ করা যায়-সেটা কি আমার ভোঁতা হয়ে গেছে? গোঁফটা কি ছেঁটে ছোট করে ফেলব? আচ্ছা একদিন আমার দিকে তাকিয়ে যেমন তুমি দুর্বল হয়ে পড়েছিলে, আজ হলেও কি তাই পড়তে?

মন্দোদরী ∫∫ পড়তাম গো, পড়তাম! জনম জনম পড়বো-

রাবণ ∫∫ তুমি পড়লে কি না পড়লে তাতে কী এসে গেল!

মন্দোদরী ∫∫ ওগো তোমার মন্দু যদি সীতা হতো তোমায় সে মাথায় তুলে রাখতো।

রাবণ ∫∫ ওসব বলে লাভ কী? সাত-দুনো চোদ্দো জন্মেও যা হতে পারবে না।...না না ব্যক্তিত্বে অসঙ্গতি আছে আমার! নারীহরণ করতে পারি, মনোহরণ করতে পারি না। সীতা, সীতা, তোমায় না পেয়ে ঘর দুয়ার, সংসার সিংহাসন, চাঁদ জোছনা সবকিছুই বিশ্রী লাগতে আরম্ভ করেছে! বলো রানি, আমার চরিত্রে অভাবটা কীসের? কী করলে সীতা আমাকে কাছে টেনে নেবে!

মন্দোদরী ∫∫ (পা চাপড়াতে চাপড়াতে) বাবাগো! পা দুটো ছিঁড়ে পড়ছে! ভগবান! গাঁটে গাঁটে বাত দিলে যদি, পুণ্যিমে দিলে কেন?

[কালনেমি মামা ছুটতে ছুটতে এল।]

কালনেমি ∫∫ ভাগ্নে ভাগ্নে!

রাবণ ∫∫ (স্বগত) অ-ই কেলোটা জুটল! (মন্দোদরীর আঁচলের কোনায় চোখ মোছে) তোমাকে আমি কদ্দিন বলেছি কালুমামা যখন আমি রানির সঙ্গে একান্তে মিলব, যতো দরকারই থাক, কক্ষনো সেখানে আমাকে ডাকতে ডাকতে ঢুকবে না! দয়া করে মনে রাখবে?

কালনেমি ∫∫ রাখবো।

রাবণ ∫∫ কী রাখবে?

কালনেমি ∫∫ যখন তুমি বাগানবাড়িতে তাড়া খেয়ে ভাগ্নেবউয়ের কাছে এসে কান্নাকাটি করবে, তখন তোমাকে না- আমি বরং ভাগ্নে-বউকে ডাকতে ডাকতেই ঢুকব।

[মন্দোদরী পা টানতে টানতে আড়ালে গেল।]

রাবণ ∫∫ উঃ! আহম্মক কি গাছে ফলে?

কালনেমি ∫∫ এদিকে খবর শুনেছো তো বাবাজি, রাজপুরীতে হনুমতী ঢুকেছে! সে তোমার সীতারানির সন্ধান করছে! বুঝলে তো, রামচন্দর বুঝেছে, সম্মুখ সমরে রাবণের মুঠি থেকে সীতা উদ্ধার-নেক্সট টু ইমপসিবল! তাই একটা টিনএজারকে পাঠাল রাবণের হৃদয়ে সিমপ্যাথি ক্রিয়েট করতে!

রাবণ ∫∫ (ভয়ঙ্কর রবে হাসে) হাঃ! হাঃ! শিলাখণ্ড জলে ভাসবে, তাবলে রাবণের হৃদয় নয়। যাও বালিকাটিকে ধরে নিয়ে এসো...

কালনেমি ∫∫ আমি পারব না! ব্রহ্মতালুতে যা একখানা গাঁট্টা ঝেড়েছে-!

রাবণ ∫∫ শেষ পর্যন্ত বালিকার গাঁট্টা জুটলো তোমার কালনেমি মামা!

কালনেমি ∫∫ জুটবে না? তুমি তোমার স্বপ্নের সুন্দরীকে নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছো, ওদিকে মেজোভাগ্নে কুম্ভকর্ণ টানা ছ'মাসের লম্বা ঘুমে, আর ছোট ভাগ্নে বিভীষণ তো বিদ্রোহ করে পুরী ছেড়েছে! মামার মাথার মূল্য কী এখন? থাকলেও কে রক্ষে করবে?

রাবণ ∫∫ (হেসে) কেন তোমার ভাগ্নেবউরা আছে!

কালনেমি ∫∫ ভাগ্নে বউ? বড় ভাগ্নেবউ-এর বাত, মেজোর গলায় কলকের মালা, আর ছোট তলোয়ার নাচাচ্ছে!-ভাবতে পারো, হনুমতীকে হাতে পেয়ে ছেড়ে দিলে! ভাগ্নে, বিভীষণ প্রতিবাদ করে বেরিয়ে গেছে, বউটিকে রেখে গেছে তোমায় জ্বালাতে। এও বলে

দিলাম!

রাবণ ∫∫ হুম! তুমিই একটু ভাগ্নেবউদের দ্যাখো কালুমামা! তোমার হাতেই তো ওদের ভার দিয়েছি। আমার অবস্থা দেখছো তো...

কালনেমি ∫∫ আমার পরামর্শ মতো চলো, মনস্কমনা পূর্ণ হবে তোমার বড়ভাগ্নে। ঐ নয়নতারা আংটিটা যদি তুমি বাগাতে পারো...

রাবণ ∫∫ নয়নতারা আংটি!

কালনেমি ∫∫ খোদ রামচন্দরের বউভাতের আংটি। যদি হনুমতীর হাত থেকে কোন রকমে আংটিটা কেড়ে নিতে পারো বাবাজি...ব্যস্! সীতার সব জারিজুরি শেষ!

রাবণ ∫∫ কী! আমি স্বর্ণলঙ্কার অধীশ্বর-আমার তাল তাল সোনা-একটা অঙ্গুলি পরিমাণ আংটি কাড়তে যাবো আমি! কাকে কী বলো!

কালনেমি ∫∫ ঐ তাল তাল সোনাই আছে! মাথায় যে তোমার তাল তাল কী আছে-তাইতো ভেবে পাইনে! বলতো, সীতা কেন তোমাকে ধরা দিচ্ছে না-বলো, কেন দিচ্ছে না?

রাবণ ∫∫ কেন? আবার? এখনো ভাবছে, রামচন্দরের কাছে ফিরে যেতে পারবে।

কালনেমি ∫∫ ঠিক! পিছুটান রয়েছে। সোয়ামিকে ফিরে পাবার আশায় রয়েছে। এখন তুমি যদি ওদের বিয়ের আংটি নিয়ে সীতার সামনে গিয়ে দাঁড়াও-দাঁড়িয়ে বলো রামকে যমালয়ে পাঠিয়ে তুমি তার আংটি খুলে এনেছ। সীতা ভাববে, তাই তো, না মারলে আংটি পেলো কোথায়? সঙ্গে সঙ্গে পিছুটান চলে যাবে, তক্ষুণি তোমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বে!

রাবণ ∫∫ (আনন্দে) কালুমামা!

কালনেমি ∫∫ (রাবণের গলায়) কালুমামা! আড়ালে তো বলো কেলো-!

রাবণ ∫∫ (প্রবল আশায় উত্তেজিত হয়ে ওঠে) নয়নতারা আংটি!

কালনেমি ∫∫ যাও, শিগগির যাও আংটিটা ছিনিয়ে নিয়ে এসো ভাগ্নে! আহ! মেয়েটা যা নাচেনা! তার ফেরতা এমন একটা ঝটকা মারে না তুমি পায়ে পা বেঁধে হড়কে যাবেই যাবে। তবে হ্যাঁ, গোড়ায় ন্যাজগোবরে হলেও শেষপর্যন্ত খানিকক্ষণ ছোটাছুটি করলেই...

রাবণ ∫∫ দশানন রাবণ...পদভারে যার প্রকম্পিত ত্রিভুবন...যক্ষরক্ষ দেব দানব যারে তোষে অনুক্ষণ...সে ছুটবে হনুমতীর পশ্চাতে?

কালনেমি ∫∫ সীতার পেছনে ছোটার আগে তোমাকে একবার হনুমতীর পেছনে ছুটে নিতে হবে বাবাজি...বুঝলেনা, তাতে নারীর পশ্চাতে ধাবন ব্যাপারে বেশ সড়গড় হয়ে উঠবে!

রাবণ ∫∫ মেরে তাড়াবো একদিন, বুঝলে তো কালুমামা।

কালনেমি ∫∫ বুঝেছি।

রাবণ ∫∫ কি বুঝেছো?

কালনেমি ∫∫ কোনো একজন কাউকে মেরে তাড়াবে একদিন!

রাবণ ∫∫ কাউকে না, তোমাকে। একেই লঙ্কেশ্বর রাবণের ব্যক্তিত্ব তলানিতে ঠেকেছে, এরপর সে হনুমতীর পশ্চাদ্ধাবন করলে, আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে তার? থাকবে?

কালনেমি ∫∫ সে তো এমনিতেই থাকছে না। তাই বলছিলাম-

রাবণ ∫∫ চোপ! তালফেরতা চাল দেখাচ্ছো, অ্যাঁ? মামাগিরি ঘুচিয়ে দেব তোমার! সীতাহরণে তুমি আমাকে উৎসাহ দিয়েছিলে কিনা?

কালনেমি ∫∫ (একগাল হেসে) সে তোমার মধ্যে কামনার আগুন ধিকি ধিকি জ্বলছিল, আমি একটু পাখা চালিয়ে ওটাকে দাউ দাউ বাড়িয়ে দিয়েছিলাম!

রাবণ ∫∫ এখন সে আমার বাহুবন্ধনে ধার দিচ্ছে না কেন?

কালনেমি ∫∫ তার আমি কি করবো বলো দিকি? বাবাজি, উৎসাহ দিয়েছি বলে বাহুবন্ধনেও ধরিয়ে দিতে হবে? তুমি তাই বলছ?

রাবণ ∫∫ বলছি!

অধিকারী ∫∫ তাই আবার হয় নাকি? লেখাপড়ায় উৎসাহ দিলে তবে কি পরীক্ষায় পাস করানোর জন্যে একজামিনেশন হলে চোতা সাপ্লাই করে যেতে হবে?

কালনেমি ∫∫ (অধিকারীকে) বলো। এ রকম হলে কেউ কাউকে কোনো ব্যাপারে উৎসাহ দেবে?

বাদ্যকর ২ ∫∫ না। উৎসাহ নেবার জন্যে সবাই হাত বাড়িয়ে থাকবে, দেবার কেউ থাকবে না!

কালনেমি ∫∫ (রাবণকে) এটা জানবে কালনেমি মামার পরামর্শ তোমার সবদিক সুরক্ষিত। বিভীষণ একটু তোমার সমালোচনা করছিল, বললাম তাড়িয়ে দাও। দিয়ে বেঁচে গেছ! মেজোভাই কুম্ভকর্ণ নীতিবাগীশ-রাজনীতির সমালোচক-বললাম, ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখো। তাতে ভালো হয়েছে, কি মন্দ হয়েছে-সেটা বলো দিকিনি-

রাবণ ∫∫ যাও আংটি নিয়ে এসো-(নরম গলায়) মামা আর ঝুলিও না! যাও-

কালনেমি ∫∫ (মাথায় হাত বুলিয়ে) আবার চাঁটা খাবো। তবু যাচ্ছি-তোমার জন্যে প্রাণটাই দেব বাবাজি-

[কালনেমি চলে গেল।]

রাবণ ∫∫ (চাপা উত্তেজনায়) রাম আংটি পাঠালো কেন? তার মানে সীতার গয়নাগাঁটিতে দুর্বলতা আছে! বশ মানে! তাইতো, এই সামান্য কথাটা মনে হয়নি আমার! লঙ্কায় নিয়ে আসার পর কেবল স্বর্ণলঙ্কার তাল তাল সোনার গপ্পো গেয়ে শুনিয়েছি-একটাও দিইনি তো! ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ!

[পা টানতে টানতে ঢুকলো মন্দোদরী।]

মন্দোদরী ∫∫ ছি-ছি! আংটি কেন? তুমি আমার পুষ্পহারটা নাও না গো-

[মন্দোদরী তার গলা থেকে পুষ্পহার খুলে বাড়িয়ে ধরে।]

দেখো এই হার দেখলে সীতা তোমার গলা জড়িয়ে ধরবেই।

রাবণ ∫∫ হ্যাঁ, তাইতো! আগে খেয়াল করিনি। তোমার পুষ্পহারটা দেখছি সত্যি চমৎকার!

মন্দোদরী ∫∫ ফুলশয্যায় তোমারই দেওয়া উপহার!

রাবণ ∫∫ তুমি সীতাকে দিয়ে দেবে মন্দু?

মন্দোদরী ∫∫ দেব। তোমার সুখে আমার সুখ! হার আর এই মাধবীকঙ্কন!

[মন্দোদরী রাবণের সামনে হাত ঘোরায়-]

রাবণ ∫∫ বাঃ! বাঃ! মাধবীকঙ্কন! আমি দিয়েছিলাম। কেন দিয়েছিলাম? এতো সীতুর হাতেই মানাবে মনে হচ্ছে।

মন্দোদরী ∫∫ নাও। সত্যি আমার হাতে মানায় না! যাকে মানায় তাকেই দাও-

রাবণ ∫∫ (মন্দোদরীর গায়ের গয়নার দিকে তাকিয়ে) তোমার প্রত্যেকটি অলংকার অনবদ্য মন্দু!

মন্দোদরী ∫∫ যেন আগে দেখোনি কখনো।

রাবণ ∫∫ দেখিনি! আজকের আগে সোনার তাল দেখেছি, অলংকার দেখিনি! শুধু গয়নাগুলো ঠিক রেখে-তোমার জায়গায় সীতুকে দাঁড় করালে-ওঃ কাকে বলে রূপ! যাকে বলে স্বর্গীয়!

[মন্দোদরীর কানের অলংকারের ওপর রাবণের নজর আটকে যায়-]

কানের এ দুটি-

মন্দোদরী ∫∫ এর নাম রতনঝুরি। আমার মা মৃত্যুকালে আমায় পরিয়ে দিয়েছিলেন-

রাবণ ∫∫ দেখি-দেখি-

মন্দোদরী ∫∫ দেখ, একটু দূর থেকে দেখলে রঙ বদল দেখতে পাবে!

রাবণ ∫∫ দাও! খুলে দাও।

মন্দোদরী ∫∫ (চমকে) রতনঝুরি!

রাবণ ∫∫ মনে হচ্ছে-সীতার মন পেতে মুহূর্ত দেরি হবে না।

মন্দোদরী ∫∫ এ দুটো না! আর সব নাও। এ দুটো না-

রাবণ ∫∫ (চিৎকার করে) আঃ! দাও বলছি-

[রাবণ মন্দোদরীর কানের দুলজোড়া টানাটানি করে-]

মন্দোদরী ∫∫ ওগো না, পায়ে পড়ি! এদুটো আমার মায়ের হাতের-আমার কিশোরী বেলার প্রথম গয়না!

রাবণ ∫∫ বুড়ো বয়েসে আর তা পরে বসে থাকতে হবে না! ওঃ নির্বোধের মতো কান্নাকাটি করো না-যাকে মানায়, গয়না তারই পরা উচিত।

[রাবণ মন্দোদরীর রতনঝুরি খুলে নিলো-মন্দোদরী ডুকরে ওঠে-]

উঁ! রতনঝুরি পরেছো! যাও, এই কলসি কাঁখে নিয়ে সমুদ্দুর থেকে জল বয়ে আনো-

[রাবণ মাধবচন্দ্রের স্মৃতিবিজড়িত কলসটা তুলে এনে ঠং করে রাখে মন্দোদরীর সামনে।]

মন্দোদরী ∫∫ ও মাগো!

[আচারীবাবা ছুটে আসে।]

আচারী ∫∫ কী হয়েছে রানি। কী হয়েছে!

রাবণ ∫∫ কোথায় থাকো! কেন রাখা হয়েছে তোমাকে আচারীবাবা!

আচারী ∫∫ আজ্ঞে প্রভু, মহারানিকে নারীশিক্ষা দিতে। নিত্য দুবেলা আচারবিচার সতীধর্মের পাঠ দিতে! পতিভক্তি শেখাতে।

রাবণ ∫∫ তাই শেখাও। স্তোত্র পাঠ করাও-রানিকে শান্ত করো।

[আচারীবাবার হাতের ঘটিতে জল আর পল্লব। পল্লব চুবিয়ে জল ছিটোয় মন্দোদরীর গায়ে-বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ে। আধিকারী নীরবে স্থানচ্যুত কলসিটা আবার তার জায়গায় বসিয়ে দেয়।

অধিকারী ∫∫ সব শিল্পীদের বলে দিচ্ছি, আবেগে আকুল হয়ে কলসিতে কেউ হাত দেবে না! এটা মাধবচন্দ্র তস্করের নিজ হস্তে ঝালাইকরা চোরাই মাল। আমাদের ঐতিহ্য। মনে থাকে যেন!

[রাবণ লজ্জা পেয়ে নতমস্তকে হাতজোড় করে নীরবে ক্ষমা চেয়ে বেরিয়ে গেল।]

আচারী ∫∫ বলো বলো গো রানি, বলো দিকিনি-

পতি ধর্ম পতি স্বর্গ পতি পরম গুরু-
পতিসেবায় মেলে সিদ্ধি বাঞ্ছা কল্পতরু-

[আচারীর সঙ্গে মন্দোদরীও কণ্ঠ মিলায়। এবার আচারী ছোট ছোট তালি বাজায়, চোখের জলে ভাসতে ভাসতে ভাসতে মন্দোদরী গায়-]

মন্দোদরী ∫∫ রানি নই, আমি দাসী মন্দোদরী...

আমার রাজা যেদিকেতে
যে মতে আর যে পথে
না থাক সাধ্য তবু যে বাধ্য
আমি সেই পথটাই ধরি
রানি নই, আমি দাসী মন্দোদরী...
রাজার চরণ মুছে বাঁচি
রাজার হাঁচি পেলে হাঁচি
ওনার ওঠেন যদি হাই
মরে যাই ওরে মরে যাই
আমি নিরম্বু উপোস করি
রানি নই, আমি দাসী মন্দোদরী...
"তরবারি নাচাতে নাচাতে সরমা ঢুকল।]

সরমা ∫∫ মহারানি এখন গান গাইছেন...!

আচারী ∫∫ গান? না না... এ গান কি আর সে গান গো বৎসে সরমা, এ যে ধ্যান! সুরের ধারায় মহারানির পতিচরণ বন্দনা! পতিপ্রাণা মহারানি ব্রত পালন করছেন।

মন্দোদরী ∫∫ (বিরক্ত গলায়) তাও কি ঠিক মত পারছি? জানিস তো বাপু, বাতের জ্বালায় রাতে ঘুম আসতে চায় না...আবার সকালবেলা বাতের ব্যথা শুরু হবে। রোজ তার মধ্যে যে টুকু ফাঁক পাবো বন্দনা করবো! খোঁটা দিস কেন?

সরমা ∫∫ রাজপুরী তোলপাড় হচ্ছে। আপনাদের কানে কি কিছুই পৌঁছচ্ছে না। অন্তঃপুরে কিস্কিন্ধা দেশের একটি মেয়ে ঢুকেছে বড়দিভাই!

আচারী ∫∫ ঘোর অমঙ্গল! কিস্কিন্ধার মেয়েরা ঘোর অসতী। মহারানি, ঘনঘোর তমসায় উচ্ছন্নে যাবে তোমার সব পুণ্য!

মন্দোদরী ∫∫ তাড়া তাড়া, ওরে আমার সর্বনাশ করিসনে তোরা সরমা! যা-

আচারী ∫∫ হ্যাঁ, অন্দরমহলের দেখভালের দায়িত্ব তোমার! লঙ্কেশ্বর বলে দিয়েছেন-ছোট বউ সরমা অন্তঃপুরের প্রশাসক! ধর্মকর্ম আচারবিচার রক্ষে করো বাছা প্রশাসক-যাও, ঝেঁটিয়ে বিদেয় করো ঐ হনুছুঁড়িটাকে!

সরমা ∫∫ তার চেয়ে সহজ হতো না, লঙ্কার রাজা যদি সীতাকে মুক্তি দিতেন-

আচারী ∫∫ সরমা!

সরমা ∫∫ হনুমতী লঙ্কায় এসেছে সীতার সন্ধানে। বড়দিভাই, মহারাজের লজ্জা না থাকতে পারে, কিন্তু আমাদের কি কিছুই করার নেই! এই নারী নির্যাতনের প্রতিকারে নারীদের কি কোন দায়িত্ব নেই বড়দিভাই! এর পরেও আমরা পুরুষের মুখের দিকে চুপ করে চেয়ে থাকবো?

মন্দোদরী ∫∫ সে কথা কে বোঝাবে লঙ্কার ঐ পিশাচ রাজাকে?

আচারী ∫∫ পিশাচ! পতিকে বলো পিশাচ! গেল! গেল! সব উচ্ছন্নে গেল! রানি!

[মন্দোদরী কান ধরে আচারীবাবার পায়ে মাথা কুটছে।]

মন্দোদরী ∫∫ মুখ ফসকে বেরিয়ে পড়েছে বাবা, পাপ নাশ করো। (সরমাকে) কী বলছিস? সীতাকে মুক্তি দেবে? কেন? এই তো সেদিন কেবল তুলে আনল, এর মধ্যে আবার ঘরে তুলে দিয়ে আসবে কেন? কামনা বাসনা মিটিয়ে তো ছাড়বে বাপু-বলো আচারীবাবা!

আচারী ∫∫ না পাকতে ফল কি তলায় পড়ে গো ছোটগিন্নি, নাকি সাগরের ইলিশ ডাঙায় তুলে এনে আবার কেউ সাগরে ছাড়ে!

মন্দোদরী ∫∫ আর আমার ভাগ্যিটা দেখো বাবা-অমন ত্রিভুবন কাঁপানো বীর, একটা রোগা পাতলা ঘরের বউয়ের জিদের কাছে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে গা! মহারাজা রোজ দুপুরে খানা খেতে বসে ভেউ ভেউ করে কাঁদেন! এই তো খানিক আগেও বলছিলেন। কিছুতে ওঁর বুকে মাথাটা রাখছে না-নিজেও মহারাজকে রাখতে দিচ্ছে না!

আচারী ∫∫ দেবে, দেবে। মহারানি তোমার যা পতিভক্তি তথা রাজভক্তি-রাবণরাজার অতিবড় দুরাশাও অপূর্ণ থাকবে না দেখো! তুমি সাধনা চালিয়ে যাও-

সরমা ∫∫ আমার শুধু একটা জিজ্ঞাসা-আপনারা মুখে যা বলেন ভেতরেও কি ঠিক তাই ভাবেন? মানে মুখে হাসছেন-রাজভক্তি দেখাচ্ছেন, ভেতরটা রাগে গরগর করছে-এরকম হয় না? কেন প্রতিবাদ করেন না বড়দি? ভয়ে? লোভে? সংস্কারে? অভ্যাসে?

আচারী ∫∫ শুনো না, শুনো না মহারানি, পতিভক্তি একটু টলে গেলেই কিন্তু তালিকা থেকে নাম কাটা যাবে-

সরমা ∫∫ তালিকা! কিসের তালিকা? কার নাম কাটা যাবে?

আচারী ∫∫ এখানে সবাই জানে না সরমা, এদেশ সেদেশের মুনিঋষিরা সর্বকালের শ্রেষ্ঠ চারজন মহাসতী নির্বাচন করতে বসেছেন। এই মুহূর্ত পর্যন্ত মাত্র দুজনকে তালিকায় রেখেছেন তারা। এক, সীতা-দুই, আমাদের রানি মন্দোদরী। কাজেই এখন পতিভক্তি তথা রাজভক্তিতে যদি বিন্দুমাত্র হেলেদোল দেখা দেয়, মহাসতী উপাধিটাই ফসকে যাবে!

সরমা ∫∫ আচ্ছা, ইয়ে হ্যায় অ্যাওয়ার্ড কা মামলা!

মন্দোদরী ∫∫ জানিনে। আমি তোর মতো বিদ্যেধরী না!

আচারী ∫∫ ছেড়ে দাও রানি, এসব তুচ্ছ কথায় কান দিয়ো না। এসো, গান শিখে নাও-

মন্দোদরী ∫∫ পারছি না হাঁটুটা কটকট করছে! গাঁট গুলো সব ফুটে উঠেছে! প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে। একটু বিশ্রাম নিতে দাও বাবা-যাও দিকিনি!

আচারী ∫∫ বিশ্রাম! সাধনমার্গে বিশ্রাম চলে না! অ্যাওয়ার্ড ফসকে যাবে। মহারাজকে বলছি তবে-

[মন্দোদরী অমনি হাতজোড় করে কলের পুতুলের মতো আচারীবাবার পায়ে মাথা কুটতে লাগল।]

মন্দোদরী ∫∫ দয়া করো বাবা, আর ভুল হবে না। (সরমাকে) কেন এলি আমার ঘরে? তুই কেন আমার কানে পতিনিন্দা ঢোকালি-

আচারী ∫∫ দেখতে পাচ্ছ বৎসে সরমা, সতী সাধ্বী কাকে বলে? যেই তুমি ভাসুরঠাকুরের নিন্দা করেছ, অমনি হাঁটুর ব্যথা টাটিয়ে উঠেছে! দেখতে পাচ্ছ, বড়দিভাই সাধনার কোন্ মার্গে পৌঁচেছে!

মন্দোদরী ∫∫ তোর যদি এতোই ক্ষোভ রাজার ওপর আছিস কেন তার রাজপুরীতে! তোর বর বিভীষণ যেমন রাগ দেখিয়ে প্যাঁকপ্যাঁক করে রাজপুরী থেকে বেরিয়ে গেছে তেমনি চলেই যেতে পারিস!

সরমা ∫∫ তাই যেতাম। পানিনি শুধু সীতার কথা ভেবে। আর একটা মেয়েকে বন্দীদশায় ফেলে রেখে পালাতে যে বড় বাঁধলো মহারানি!

[বাইরে সেই হনুমতী-পাকড়ানো নিয়ে কোলাহল শোনা গেল। মন্দোদরী চেঁচায়।]

মন্দোদরী ∫∫ ওরে আয়-একজন তোরা আমার কাছে আয়-পা-টা টিপে দে-

[এলো একজন। চেড়িদের পোশাকে হনুমতী মুখ নিচু করে ছুটে এলো এবং প্রথম যে পা-টা দেখল-সেটা সরমার। হনুমতী সেটাই টিপতে লাগল।]

সরমা ∫∫ (চেঁচিয়ে) এ পা না, ওই পা-

[ঘাড় নিচের দিকে গুঁজে থাকায় হনুমতী কী বুঝল কে জানে-সরমার এক পা ছেড়ে আরেক পা টেপা শুরু করল। সরমা অবাক হয়ে তরবারিখানা তার আনত মুখের সামনে নাচাল। হনুমতী চমকে মাতা উঁচু করতে সরমার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হল। অদ্ভুত চোখে একটুক্ষণ ওরা তাকিয়ে রইল পরস্পরের দিকে।]

ঐ যে মহারানির পা টেপো...

[বলেই পা ছাড়িয়ে পা দ্রুত বেরিয়ে যায় সরমা। হনুমতীর মাথায় কালো কাপড়ের ফেটি বাঁধা। সেটা টেনে আরো কিছুটা মুখ ঢেকে হনুমতী মহারানি মন্দোদরীর পা টেপা শুরু করল।]

আচারী ∫∫ মহারানি, তোমার এই ছোট জা-টি কিন্তু ঘোর সর্বনাশ ঘটাবে। প্রতিবাদী চরিত্র বলে ইদানীং গর্বে ফেটে পড়ছে। এর চেয়ে তোমার মেজো জা-টা ভালো। কুম্ভকর্ণের বউ ধূম্রজালে জড়িয়ে আছে। আমার ভয় হচ্ছে, সরমা না আবার সীতাকে মুক্ত করে রামচন্দরের কাছে ফেরৎ পাঠিয়ে দেয়! হনুমতীর সঙ্গে ওর যে কোন গুপ্ত চক্রান্ত নেই, তাও কি বলা যায়?

মন্দোদরী ∫∫ অতো সোজা নয় বাবা! মহারাজ কি রাজপুরীর ধারে কাছে তাঁর হৃদয়কুসুমটিকে রেখেছেন নাকি! রেখেছেন সেই অশোককাননের বাগানবাড়িতে!

[হনুমতী কান পেতে শোনে এবং উত্তেজিত হয়ে জোরে জোরে পা টিপতে শুরু করে।]

উঃ আস্তে! আস্তে! মেরে ফেলবে লক্ষ্মীছাড়ি চেড়িটা!

আচারী ∫∫ কিন্তু সরমা যা ডাকাবুকো স্ত্রীলোক...

মন্দোদরী ∫∫ অশোককাননে রক্ষীরা রয়েছে না? যে বাড়িটায় সীতাকে রেখেছে, তার মূল দরজায় এত্তো বড় তালা ঝুলছে!

[হনুমতী আর সামলাতে পারে না। উত্তেজনায় চিৎকার করে-]

হনুমতী ∫∫ তালায় চাবিটা কোথায়?

মন্দোদরী ∫∫ চাবি খোঁজে কে?

আচারী ∫∫ অ্যাই চেড়ি, অ্যাই চেড়ি, চাবি কী কাজে লাগবে তোর?

[আচারীবাবা এক ঝটকায় হনুমতীর মাথার কাপড়টা সরিয়ে চিৎকার করে-]

হে মা চণ্ডিকে-এ যে কিষ্কিন্ধে সব ছুঁয়ে লেপে দিলে রে! দূর হ! দূর হ! দুষ্টু নষ্ট পাপিষ্ঠা! ওরে কে কোথায় আছিস, অচ্ছ্যুৎকন্যা ঘরে ঢুকেছে রে! এ ঐ সরমার কীর্তি! সরমার যোগসাজস! মহারাজ...মহারাজ!

[পবিত্র জল ছিটোতে ছিটোতে আচারীবাবা ছুটে বেরোয়। হনুমতী পালাতে যায়। আর মহারানি মন্দোদরী পায়ের ব্যথা ভুলে হনুমতীকে জাপটে ধরে মাটিতে আছড়ে ফেলে।]

মন্দোদরী ∫∫ তবে রে ছুঁড়ি! সীতা উদ্ধার করবি! আমার সোয়ামির সঙ্গে শত্রুতা! যমালয়ে পাঠাই তোরে-

[মন্দোদরীর মুঠির মধ্যে অসহায় হনুমতী।]

হনুমতী ∫∫ সীতা না, সীতা না-সীতার জন্যে আসিনি মহারানি! তোমার জন্যে...আমি তোমার জন্যে এসেছি!

মন্দোদরী ∫∫ আমার জন্যে?

[হনুমতী আংটি বার করে।]

হনুমতী ∫∫ এই যে আংটি-এটা তোমায় দেবো বলে এসেছি-

[অদূরে কালনেমি মামা এসে থমকে দাঁড়ায়। ওকে কেউ দেখছে না।]

প্রভু রামচন্দ্রের আংটি, নয়নতারা আংটি, ভালবাসার আংটি, প্রভু রামচন্দ্র এই আংটি তাঁর স্বপ্নের রানি লঙ্কেশ্বরী মন্দোদরীকে পাঠিয়েছেন-

মন্দোদরী ∫∫ রামচন্দ্র! আমাকে! নয়নতারা আংটি!

[কাঁপতে কাঁপতে আংটিটা হাতে নিল মন্দোদরী। সেই নয়নতারার শোভাধরা আংটি দেখতে দেখতে তার শরীর অবশ হল।]

হনুমতী ∫∫ প্রভু রামচন্দ্র লোকের মুখে তোমার রূপগুণের কথা শুনে তোমাকে তাঁর বাহুবন্ধনে ধরতে কাতর...রামচন্দ্র তোমায় ডাকছেন। আমি তোমার জন্য ময়ূরপঙ্খী নাও এনেছি। মহারানি, বলো তুমি প্রস্তুত?

মন্দোদরী ∫∫ ভালোবাসার আংটি! ভালোবাসার নয়নতারা!

[মন্দোদরীর মাথা ঘুরছে, দেহ টলছে। বেচারি রানি টলে পড়ল হনুমতীর কোলের ওপর। হনুমতীর দৃষ্টি পড়ে কালনেমী মামার ওপর। পরস্পরের দৃষ্টি স্থির, পলকহীন।]

চতুর্থ কাণ্ড

[পূর্ববৎ ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে আসরটি আলোকিত হল। আসরের একধারে আপাদমস্তক কম্বল মুড়ি দিয়ে অতিকায় কুম্ভকর্ণ ঘুমোচ্ছে। (মহাদানবাকৃতি অভিনেতা অমিল হলে কম্বলের নিচে লেপ আর বালিশের স্তূপ বানিয়ে বপু বাড়িয়ে রাখলেও চলবে) কম্বলের ভেতর নাক ডাকছে। নাক ডাকের সঙ্গে মাঝেমধ্যে সত্যি সত্যি মেঘের ডাক, বাঘের ডাকও মিশে থাকছে। (এ দৃশ্যে যেহেতু ঐ অতিকয়ের ঘুম ভাঙছে না-সারাক্ষণই তাই নাসিকাগর্জন থাকার কথা। কিন্তু সে দুঃসাহসিক কীর্তি না করে বরং আসর যখন স্তব্ধ থাকবে, তখুনি ঐ নাসিকা ধ্বনির নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার কাম্য) বজ্রজ্বালা ঢুকল। রাবনরাজার মেজোভাই কুম্ভকর্ণের বউটি পূর্ববৎ নেশায় টলটল করছে।]

বজ্রজ্বালা ∫∫ (কম্বলের স্তূপের পাশে আসে) ঘুমোচ্ছে...জলহস্তীটা ঘুমোচ্ছে। খালি ঘুমোয়। কুম্ভকর্ণের মতো ঘুমায়। (হেসে) আমরণ! মতো বলছি কেন? জলহস্তীটাই তো কুম্ভকর্ণ। কুম্ভকর্ণটাই জলহস্তী। একটানা ছ'মাস ঘুমোয়। ছ'মাস অন্তর একদিন জাগে-একদিনের জন্যে জাগবে! সেদিন এক কাঁড়ি খাবে, আমার সঙ্গে এক কাঁড়ি খেলা করবে...গেল ছ'মাস আমার যদি কোন ছানাপোনা হয়ে থাকে-তার গালে চুমুটুমু খাবে-দেশসুদ্ধু সব্বাইকে এক কাঁড়ি জ্ঞান দেবে-নীতিশিক্ষা দেবে-রাবণরাজার রাজকার্য তুলোধোনা করবে-তারপর? তারপর সন্ধেবেলা রাবনরাজা ভাইকে ওষুধ খাওয়াবে। তারপর? আমার ঘুম! আবার ছ'মাস! আবার চুপচাপ! নিঃসাড়! রাবণরাজা বলে, কুম্ভকর্ণ আমার সুশীল ভ্রাতা!

[আসর চুপচাপ। কুম্ভকর্ণর নাকডাকা শোনা যাচ্ছে। দুই প্রহরী মস্ত থালায় মস্ত পোড়া মাংস খণ্ড বয়ে নিয়ে ঢুকল। একজন চুলদাড়িতে ভরা কুম্ভকর্ণর কিম্ভূতকিমাকার মুণ্ডুটা কম্বলের নিচে থেকে বার করে উঁচু করে ধরলো। আর একজন মুখের সামনে মোটাসোটা লম্বা মাংস খণ্ড দোলাতে লাগল। ঘুমন্ত কুম্ভকর্ণ খ্যাঁক করে তাতে কামড় বসিয়ে দিব্যি ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে লাগল। বলা বাহুল্য তখনো তার ঘুম অব্যাহত, নাকডাকাও। তাই দেখে বজ্রজ্বালা হি হি করে হাসে-]

দ্যাখো সব্বাই দ্যাখো! জলহস্তীর কাণ্ড দ্যাখো। খেতে খেতেও নাক ডাকবে-নাক ডাকিয়ে খাবে, ঢেকুর তুলবে, তেল মাখবে, চান করবে-সব করবে! লেকিন নিদ নেহি ছুটেগা, সুশীল ভ্রাতার নাকডাকা নেহি থামেগা!

[বজ্রজ্বালা কম্বলের ওপর কিল চড় ঘুসি চালায়।]

আমার কাটে কী নিয়ে? ওরে ষণ্ড-ওরে কুস্মাণ্ড-বজ্রজ্বালার দিন কাটে মাস কাটে জীবন কাটে কী নিয়ে! কী নিয়ে, কী নিয়ে-

[হাউমাউ করে কাঁদছে বজ্রজ্বালা। কালনেমি নাকে রুমাল চেপে ঢোকে।]

কালনেমি ∫∫ ওগো ও মেজগিন্নি, তোমার বড়-জা দেখা করতে আসছেন গো!

বজ্রজ্বালা ∫∫ কালুমামা তুমি আমায় কলকে এনে দিলে না?

কালনেমি ∫∫ বাব্বা! মামাশ্বশু রের সঙ্গে কী বাক্যালাপ! সাতসকালেই তৈরি হয়ে বসে আছো!

বজ্রজ্বালা ∫∫ আমার কলকে ফু রিয়ে গেছে! কেন এনে দিচ্ছ না কালুমামা?

কালনেমি ∫∫ বাড়াবাড়ি করো না মেজবউ। আমার কি তোমাকে কলকে এনে দেবার কথা!

বজ্রজ্বালা ∫∫ বারে! তুমি আমায় কলকে টানা ধরাওনি?

কালনেমি ∫∫ তাতে কী হয়েছে? কতোজন কতো কজনকে কতো রকম নেশা ধরায়-তা বলে কি সারাজীবন তাকেই নেশার বস্তু যুগিয়ে যেতে হবে!

বাদ্যকর ১ ∫∫ এ রকম হলে তো কাউকে বিড়ি ধরানো যায় না, বোতলও ধরানো যায় না-

বাদ্যকর ৩ ∫∫ ডট-ডট-ডট অনেক কিছুই ধরানো যায় না।

[অধিকারী এই মুহূর্তে পান খাচ্ছিল। একরাশ পানের পিকভরা গলা তার-]

অধিকারী ∫∫ দে, গণ্ডি দে! (বাদ্যকর ২ এর কাছে হাত পাতে। সে হাঁ করে চেয়ে আছে) তুই আমায় গণ্ডি ধরিয়েছিস। সারাজীবন সাপ্লাই করে যাবি!

বাদ্যকর ∫∫ এরকম করলে তা গুরুশিষ্য সম্পর্কোটাই জগত থেকে উঠে যায়-

[ইতিমধ্যে চিবিয়ে চুষে মাংস ভক্ষণ শেষ হয়েছে। থালার ওপর সাদা হাড়গুলো পড়ে আছে। জলও খেয়েছে কুম্ভকর্ণ। মস্ত পাইপের একমুড়ো কুম্ভকর্ণর গালে ঢুকিয়ে আরেক মুখ রাখা হয়েছে মাধবচন্দ্রের স্মৃতিবিজড়িত কলসে। নাকডাকার মধ্যেই কলসি নিঃশেষ করেছে কুম্ভকর্ণ। প্রহরীরা তার মুণ্ডুটা আবার কম্বলের নিচে ঢুকিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল। মন্দোদরী আসরে ঢুকল। সেই ব্যথাতুর মন্দোদরী নয়, সুস্থ সতেজ এ এক নতুন মন্দোদরী। হালকা পায়ে বালিকার মতো ছুটে এলো।]

মন্দোদীর ∫∫ কই, কই আমার মেজো বোনটি কই, আমার জ্বালা কই-

বজ্রজ্বালা ∫∫ ও বড়দি, তুমি এ লক্ষ্মীছাড়ি হতচ্ছাড়ির ঘরে কেন এলো গো? আমার ঘরে কি মানুষ আসে?

কালনেমি ∫∫ বলেছিলাম আমি। সারা ঘরে থিকথিক করছে কলকেপোড়া বোঁটকা গন্ধ-তুমি বজ্রজ্বালার ঘরে ঢুকো না-সহ্য করতে পারবে না-

মন্দোদরী ∫∫ পারবো, পারবো-আজ আমি সব পারব মামাবাবু। ও জ্বালা, আমি যে দেবতার ডাক পেয়েছিরে ভাই!

বজ্রজ্বালা ∫∫ দেবতার ডাক! ও বড়দিভাই, কোন দেবতা গো?

মন্দোদরী ∫∫ আমার জীবনদেবতা! (বজ্রজ্বালার হাত জড়িয়ে ধরে) তোদের কাছে বিদায় নিতে এলাম রে জ্বালা!

বজ্রজ্বালা ∫∫ তোদের কাছে বলছ কেন বড়দি? তোমার মেজো দেওরের কাছে বিদায় নেবার তো কোন মানে হয় না। যদ্দিনে চোখের পাতা খুলবে, চোদ্দোবার তোমার যাওয়া-আসা হয়ে যাবে। কোথায় যাচ্ছো গো, বাপের বাড়ি?

[মন্দোদরী মিষ্টি মধুর হাসি ছড়িয়ে ঘাড় নাড়ে।]

কালনেমি ∫∫ না-না-না-

বজ্রজ্বালা ∫∫ তবে?

[মন্দোদরী লাজুক মুখে কালনেমির দিকে তাকায়।]

কালনেমি ∫∫ তুমিও তেমনি মেজগিন্নি! বলছে জীবনদেবতার ডাক! তা বাপের বাড়ি কি জীবনদেবতার বাড়ি? তোমার বড়দিভাই তাঁর মনের ময়ূরের বাড়ি যাত্রা করছেন!

বজ্রজ্বালা ∫∫ দ্যাখো কালুমামা, সম্পর্কে তুমি অনেক বড়। আর আমাদের বড়দিভাইও বড় বড় ছেলেপুলের মা। তাকে নিয়ে ঠাট্টা করবে না, এই বলে দিলাম! মনে রেখো, যতই ও সীতামিতা জোটান কিনা বড় ভাসুর-বড়দিভাই হচ্ছে বড়দিভাই। সবার মাথার উপরে। মহারানি!

মন্দোদরী ∫∫ নারে, মামাবাবুকে বকিসনি ভাই জ্বালা। ঠাট্টা না। এই দ্যাখ আংটি পাঠিয়েছেন!

[মন্দোদরী বজ্রজ্বালাকে আংটি দেখায়।]

বজ্রজ্বালা ∫∫ কার আংটিটা কোথায় দেখেছি আমি! কে পাঠালো গো তোমার কাছে?

মন্দোদরী ∫∫ বলতো কে? কে পাঠাতে পারে নয়নতারা আংটি!

কালনেমি ∫∫ বলতো কে? নয়নতারা হচ্ছে প্রেমের অভিজ্ঞান! বলতো লঙ্কেশ্বরীকে কে জানালো তার ভালবাসা? কোন্ রাজপুত্তুর?

[বজ্রজ্বালার নেশা দ্রুত কেটে যাচ্ছে-]

বজ্রজ্বালা ∫∫ মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছি না বড়দি!

মন্দোদরী ∫∫ পাগলটা আমাকে আজ হরণ করবে রে জ্বালা! হনুমতীকে পাঠিয়েছে!

বজ্রজ্বালা ∫∫ (চোখ মুছে) তোমাকে হরণ করবে! কে?

কালনেমি ∫∫ অযোধ্যার রাজপুত্র রামচন্দ্র! তাঁর মনের ময়ূরীকে কাছে পেতে পাগল!

[বজ্রজ্বালা হেসে খুন।]

মন্দোদরী ∫∫ হাসছিস যে বড়! নেশাড়ুদের সঙ্গে প্রাণের কথা বলতে নেই! চলুন মামাবাবু-

[মন্দোদরী প্রস্থানোদ্যত।]

বজ্রজ্বালা ∫∫ (হাসতে হাসতে মন্দোদরীর হাত টেনে ধরে) সারাজীবন যতো নেশা করেছি, সব কেটে যাচ্ছে গো বড়দিভাই। আচ্ছা, তোমায় কেন হরণ করবে? এসব করে কচিকাঁচা মেয়েদের। রাগ করো না, যিনি তোমায় নয়মতারা আংটিটা পাঠিয়েছেন সেই রামচন্দ্র কি তোমার গেঁটেবাতের কথা জানেন? জানেন তোমার হাঁটু বদলাতে হবে?

মন্দোদরী ∫∫ (একগাল হেসে) ওরে বাত আর নেই রে জ্বালা-সারা গায়ের গেঁটেবাত পরিস্কার!

কালনেমি ∫∫ হাতে পাঁজি মঙ্গলবার! মেজোজাকে দেখিয়ে দাও দিকিনি বড়গিন্নি-

[বজ্রজ্বালাকে হতচকিত করে মন্দোদরী ধিনধিন করে কয়েকবার লাফালো-সেই মুহূর্তে ছুটে এলো আচারীবাবা।]

আচারী ∫∫ একী একী মহারানি, তুমি এখানে! এই কুসঙ্গে, এই অশুচি কক্ষে! ছিঃ! সকালবেলা সোয়ামির ধ্যান করেছ? পতিচরণে বেলপাতা গন্ধপুষ্প অর্পণ করেছ? তুমি কিন্তু মহাসতী প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়বে রানি মন্দোদরী-

মন্দোদরী ∫∫ অ্যাই! অ্যাই! রাবণরাজার আচারীবাবাটিকে দ্যাখ, ব্যাভিচারী বেক্ষদত্যিটাকে দ্যাখ! দিনরাত কানের কাছে স্তোত্রপাঠ করে করে আমায় একেবারে পঙ্গু করে রেখেছে রে! লম্পট সোয়ামি ওদিকে সমুদ্দুর পেরিয়ে গিয়ে লোকের ঘরের বউ তুলে আনছে-আর এই দত্যিটাকে রেখেছে আমায় সতীধর্ম পড়াতে! দ্যাখ দ্যাখ বেক্ষদত্যি, এক্কাদোক্কা খেলছি দ্যাখ-

[খেলার রীতি অনুযায়ী বাচ্চা মেয়ের মতো একপায়ে লাফায় মন্দোদরী-]

এক্কা এক্কা এক্কা....দোক্কা দোক্কা দোক্কা....

আচারী ∫∫ একী! একী! ঘোর ব্যাভিচার!

কালনেমি ∫∫ হুঁ হুঁ বাবা! এরে কয় রামচন্দরের প্রণয়! ফুঁ দিলে ফুল ফোটে গো বাবা-

[মন্দোদরী আজ অক্লান্ত। খেলা থামিয়ে দুহাত ছড়িয়ে ছড়া বলে-]

মন্দোদরী ∫∫ ওপারেতে কুহু কুহু ডাকতে লেগেছে-এপারেতে পোড়া মনটা হু হু করছে-

[আশ্চর্য কাণ্ডটি দেখতে দেখতে মাথা ঘুরে চোখ উল্টে আচারীবাবাও গেয়ে ওঠে-]

আচারী ∫∫ ওপারেতে কুহু কুহু...এপারেতে হু হু হু হু-

[আচারীবাবা পড়েই যাচ্ছিল-যদি না কালনেমির খেয়াল হতো।]

কালনেমি ∫∫ না, না, এখানে লোক কম্বল মুড়ি দিয়েছে। আরেক জনের জায়গা হবে না-

আচারী ∫∫ মহারাজ...মহারাজ...

[পড়তে পড়তেও নিজেকে সামলে নিয়ে টলতে টলতে বেরিয়ে গেল আচারীবাবা।]

বজ্রজ্বালা ∫∫ তোমার মতো আমাকেও যদি কেউ হরণ করে নিয়ে যেতো গো বড়দিভাই-

কালনেমি ∫∫ মেজোগিন্নি, তুমিও!

বজ্রজ্বালা ∫∫ এই ঘুমন্ত ঘরে আমার আর একদণ্ড সয় না গো মামা! একদিন আমিও ঐ মানুষটার মতো ঘুমিয়ে পড়ব...আর জাগবো না! নিয়ে চলো গো দিদিভাই। তোমার দাসীবৃত্তি করব, সেও আমার স্বর্গসুখ-রাবণরাজার কারাগার থেকে মুক্তি দাও-

কালনেমি ∫∫ যাবেই? যাও যদি বাধা দেব না। কিন্তু রামচন্দর কি তোমাকে পছন্দ করবে গো? যে পরিমাণ কলকে টানো-

বজ্রজ্বালা ∫∫ আমি ভালো হয়ে যাবো মামাবার।

মন্দোদরী ∫∫ নানা, ভালো হয়ে গেলে রাম যদি আবার তোর দিকে বেশি ঝুঁকে পড়ে? সে যে আমার জ্বালার ওপর জ্বালারে জ্বালা! রামের ভাগ আমি কাউকে ছাড়তে পারবো না-সে তুই আমায় যাই বলিস বাপু-

কালনেমি ∫∫ ভাগ দিতে হবে কেন ও বড়গিন্নি? পঞ্চবটী বনে রামের সঙ্গে রামের ভাইটাও রয়েছে তো ভ্রাতা লক্ষণের সঙ্গে জুটি বেঁধে দুটিতে ঘুরে বেড়াবে-

মন্দোদীর ∫∫ এটা ভালো বলেছেন তো মামাবাবু-

কালনেমি ∫∫ মামাবাবু ভালো বল্লে কি হবে, মামাবাবুকে তো তোমরা ভালো বলবে না!

তা সে যে যাই বলো তোমরা-আমি আমার মতো উৎসাহ দিয়ে যাবো। যাও, ঝপ করে চান করে দুই জায়ে ভালো করে গায়ে এসেন্স ছড়িয়ে এসো দিকি-হরণ যদি হতেই হয়, সেজেগুজে নাও এবং আজই হতে হবে-এখনি হও। এসব ব্যাপারে দেরি করেছ কি কেঁচে গেল-

বজ্রজ্বালা ∫∫ হরণ হবো, কিন্তু নৌকা কই, মাঝিমল্লার কই-ও মামাবাবু কীসে হবো হরণ? যে করবে সেই বা কই-সে হনুমতী?

কালনেমি ∫∫ সে আছে। আমি তাকে ঠিক জায়গা মতো বসিয়ে রেখেছি।

মন্দোদরী ∫∫ আর নৌকোমাঝি নিয়ে কোনো চিন্তা নেই। আমরা যাবো ময়ূরপঙ্খী নায়ে মনপবনের টানে।

বজ্রজ্বালা ∫∫ (আনন্দে) ময়ূরপঙ্খী!

[এই সময় কুম্ভকর্ণের নাকে প্রবল ডাক।]

ঘুমো, আরো ঘুমো! জেগে উঠে দেখবি ময়ূরপঙ্খী ভেসেছে!

[মন্দোদরী ও বজ্রজ্বালা খিলখিল করে হেসে উঠে হাত ধরাধরি করে ছুটে বেরিয়ে গেল।]

কালনেমি ∫∫ যাই, এবার বড়ভাগ্নের কাছে যাই। ভাগ্নেবউদের গৃহত্যাগের কথাটা বলি গিয়ে। বসে থাকলে চলবে না-রাজা, তোমার রানি হরণ হয়ে যাচ্ছে! উঠে দাঁড়াও। তাহা বেচারি বড় আশা নিয়ে কাল রাতে পুষ্পহার আর রতনঝুরি হাতে অশোককাননে গিয়েছিল। এবার জোড়াপায়ে পদাঘাত করেছে প্রিয়তমা! উঃ! ভাগ্নেবাড়ির এতো দায়িত্ব যে কী করে সামলাচ্ছি, আমিই জানি!

[হনুমতী ছুটে এলো।]

হনুমতী ∫∫ মামু!

কালনেমি ∫∫ এসে গেছিস? ভালো করেছিস। এখানে বস। রানিরা হরণ হবে বলে ছটফট করছে! আমি চারপাশটায় চোখ বুলিয়ে আসি-গোপনে গোপনে বেরিয়ে পড়তে হবে-বুঝলি তো?

[কালনেমি বেরোতে যায়, হনুমতী তার কাছা টেনে ধরে।]

হনুমতী ∫∫ মামু!

কালনেমি ∫∫ এসে গেছিস? ভালো করেছিস। এখানে বস। রানিরা হরণ হবে বলে ছটফট করছে! আমি চারপাশটায় চোখ বুলিয়ে আসি-গোপনে গোপনে বেরিয়ে পড়তে হবে-বুঝলি তো?

[কালনেমি বেরোতে যায়, হনুমতী তার কাছা টেনে ধরে।]

হনুমতী ∫∫ মামু-

কালনেমি ∫∫ কি হলো?

হনুমতী ∫∫ ভয় করছে। আমার কী হবে মামু?

কালনেমি ∫∫ কী হবে কেন? শোন মন্দোদরী হরণে এসে বজ্রজ্বালাকেও পেয়ে যাচ্ছিস!

তবে? বড় মেজো একজোড়া বউ ময়ূরপঙ্খীতে চড়িয়ে সাগর ডিঙোবি। জগতে এমন জোড়া হরণ কেউ দেখেনি! দ্বিগুণ পুরস্কার পাবি!

হনুমতী ∫∫ দ্বিগুন ঠ্যাঙানি! তুমি কি ভাবছো, রামচন্দ্র তোমাদের মহারানিকে হরণ করতে বলেছিল?

কালনেমি ∫∫ বলেনি?

হনুমতী ∫∫ দূর! ওতে আমি ফল্স দিয়েছি!

কালনেমি ∫∫ ফল্স দিয়েছিস! নয়নতারা আংটি?

হনুমতী ∫∫ ফল্স!

কালনেমি ∫∫ ওটাও ফল্স!

হনুমতী ∫∫ আসল আংটি ছাড়ি নাকি? সেটা ছেড়ে দিলে সীতা-মা আমাকে চিনবে কী করে? আমি যে তার বরের লোক তা বুঝবে কী করে! আমায় তো দ্যাখেনি আগে-!

কালনেমি ∫∫ ও-ও! আসলটা তোর সঙ্গে রয়েছে?

হনুমতী ∫∫ তুমি শুধু বউদের হাত থেকে আমায় বাঁচিয়ে দাও! মামু একজনের বাত, আরেকজনের কলকে! এদের নিয়ে গেলে রামচন্দ্রের হাতে খুব ঠ্যাঙানি খাবো! মামু, বাঁচাও। আসল নয়নতারা আমি তোমাকে দিয়ে যাবো মামু!

[হনুমতী কালনেমির পা ধরে।]

কালনেমি ∫∫ থাক, ভাগ্নি, আসল নয়নতারা আমার লাগবে না। যদিও জোড়া গাঁট্টায় তুমি আমার চাঁদিতে জোড়া গাঁদাফুল ফুটিয়ে দিয়েছ, তবু মামু ডেকেছো, এতেই ধন্য হয়ে গেছি। আমি তোমার সীতা-মাকেই ডেকে আনছি। সে নিশ্চয় আসল নয়নতারা দেখতে পেলে তক্ষুনি তোমার সঙ্গে পালাবে।

হনুমতী ∫∫ পারবে, আনতে পারবে সীতা-মাকে?

কালনেমি ∫∫ পারতে হবে। আদরের ভাগ্নির জন্যে এটুকুনি পারবে না তার মামু?

হনুমতী ∫∫ মামুগো, তুমি আমার সাতজন্মের মামু-

[কালনেমি দ্রুতপায়ে আসর ছেড়ে যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়ায়-]

কালনেমি ∫∫ ভয় নেই। কেউ এখানে ঢুকতে পারবে না! এই দরজায় তালা লাগিয়ে যাচ্ছি!

[কালনেমি মুকাভিনয়ে কল্পিত দরজায় তালাচাবি দিয়ে কল্পিত ছিদ্রপথে চোখ রেখে বলে-]

পালাবার চেষ্টা করো না, বসে বসে কুম্ভকর্ণ দাদার নাক ডাক শোনো!-আমি যাবো আর সীতা মাকে নিয়ে আসবো-বুঝল তো ভাগ্নি-

[কালনেমি চলে গেল।]

হনুমতী ∫∫ (বড় করে ঘাড় কাত করে) বুঝেছি! (চমকে) কী বুঝেছি? বুড়োটার গলা কিরকম বেয়াড়া বুঝলাম না? হঠাৎ তালা ঝোলালে কেন? কেউ ঢুকতে পারবে না-মানে, আমিও যে বেরুতে পারবো না!

[হনুমতী কল্পিত দরজা ধরে ঝাঁকুনি দেয়-]

মামু.... মামু.... শোন...! মরেছে! ত্যাঁদোড় বুড়োটা দিয়েছে আটকে! কী করি এখন? কই, আর দরজা কই...? ও অধিকারী, আর দরজা কোথায়?

অধিকারী ∫∫ আমার পকেটে। ঢুকবে নাকি?

[বাদ্যকররা হাসে। হনুমতী আসরের চারদিকে ছুটোছুটি করে হতাশ হয়ে কুম্ভকর্ণকে ধরে ঝাঁকায়।]

হনুমতী ∫∫ ও দাদা, কুম্ভকর্ণদা, আমার দরজাটা ভেঙে দাও না! তুমি পারবে, ও জেঠু, হাতও লাগবে না, তুমি আঙুল ঠেকালেই ভেঙে পড়বে। ও কুম্ভকর্ণদাদু তোমার নাতনির বয়েসিকে একটু সাহায্য করো না। ওরে কুম্ভ বাঁচারে-

[কাঁদতে কাঁদতে গান ধরে হনুমতী।]

ও বাপুরে পড়েছি ফাঁপরে-
প্রাণ যায় বেঘোরে-
গান গাই বেসুরে-
শো দাদা পাশ ঘুরে
ঢুকে যাই হাঁটু মুড়ে-

[হামাগুড়ি দিয়ে কুম্ভকর্ণেক কম্বলের নিচে অদৃশ্য হয় হনুমতী। আর কালনেমির সঙ্গে এক দশাসই সীতা উন্মাদিনীর মতো ছুটে এলো আসরে। আসলে ও ছদ্মবেশী রাবণ।]

রাবণ ∫∫ কে? কে? কে এলি তুই আমার উদ্ধারে... আর্যপুত্র বীরচূড়ামণি রঘুমণি রামচন্দ্র কাকে পাঠালো তার প্রাণের সীতার সন্ধানে? (আসরের চারদিকে খোঁজাখুঁজি করে)

কই, কই সে হনুমতী কই, কোথায় তার সেই নয়নতারা অঙ্গুরীয়...ওরে দে, দে-অঙ্গুরীয়ে লেগে আছে আমার রাঘবের গায়ের স্পর্শে... (থেমে, কর্কশ গলায়) কই, তোমার হনুমতী কোথায় হে মামা! কুম্ভকর্ণর ঘরে কুম্ভকর্ণ ছাড়া কেউ তো নেই!

কালনেমি ∫∫ তাইতো!

রাবণ ∫∫ তাইতো মানে?

কালনেমি ∫∫ সেইতো! আমি তালা দিয়ে বসিয়ে রেখে গেছি! তোমার সামনে তালা খুলেই ঢুকলাম। এর মধ্যে যে ভোজবাজি হয়ে যাবে-

রাবণ ∫∫ আরে নিকুচি করেছে তোমার ভোজবাজির! আমাকে সীতা সাজালে কেন? ব্যক্তিত্বের যেটুকু যা অবশিষ্ট ছিল, জোর করে শাড়ি পরিয়ে দিলে সব বারোটা বাজিয়ে!

কালনেমি ∫∫ তুমি কি ব্যক্তিত্ব চাও, না! তাই তো তোমায় সীতা সাজিয়ে নিয়ে এলাম। ভাগ্নে, হাতে তোমার নয়নতারা দেখলেই সীতা বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বে!

রাবণ ∫∫ আর ঝাঁপিয়েছে! বুদ্ধি করে হনুমতীকে আমার কাছে নিয়ে যেতে পারলে না তুমি?

কালনেমি ∫∫ মাথাটা খেলেনি! আমার তো তখন শুধু সীতেঠাকরুণ নিয়ে চিন্তে না, চিন্তে তোমার মন্দোদরীকে নিয়েও। স্বর্ণলংকার মহারানির হরণ হচ্ছে! সেই দুশ্চিন্তায় হনুমতীর দিকে তত মন দিতে পারিনি!

রাবণ ∫∫ (আনন্দে লাফিয়ে ওঠে) হরণ হচ্ছে? মন্দু! নাকি? মামা, এতোক্ষণ সুখবরটা দাওনি তুমি!

কালনেমি ∫∫ এটা সুখবর!

রাবণ ∫∫ নয়? মামা, রানি মন্দোদরীকে হিংসে করেই না সীতা আমার হাতে ধরা দিচ্ছে না, আমার দিকে পা ছুঁড়ছে। মন্দু সরে যেতে সীতা বুঝবে, সেই হবে স্বর্ণলঙ্কার অধীশ্বরী! ব্যস্, চটপট ধরা দেবে! কে, হরণটা করছে কে, আমার উপকারটা করছে কে? তাকে আমি আধখানা স্বর্ণলঙ্কা উপঢৌকণ দেবো-কে সে আমার পরমবন্ধু?

[ভূতে পাওয়া লোকের মতো চিৎকার করতে করতে এলো আচারীবাবা।]

আচারী ∫∫ ওপারেতে কুহুকুহু-এপারেতে হুহু...কই, কই মহারাজ কই? কে যেন বললে, এ ঘরে ঢুকেছেন-মহারাজ-মহারাজ....

রাবণ ∫∫ আচারীবাবা, তোমাকেও পুরস্কৃত করবো আমি।

[রাবণ আচারীবাবার কাঁধে হাত রাখে।]

আচারী ∫∫ আরে আরে অশুচী নারী, আমায় স্পর্শ করলি। স্থূলাঙ্গিনী স্ফীতনাশা বিকট প্রেতিনী! (রাবনের গালে চড় বসিয়ে) জানিস রামচন্দ্রের হাতে মহারানি হরণ হতে চলেছে! কোথায় রাজা কোথায়-ওপারেতে কুহুকুহু-এপারেতে হুহু হুহু-

[আচারীবাবা পাগলের মতো বেরিয়ে যায়।]

রাবণ ∫∫ কে? রামচন্দ্র! (হুঙ্কার ছাড়ে) দুরাচার লম্পট ব্যাভিচারী রাঘব, এতো অধঃপতন, পরস্ত্রী হরণ করিস! এমন নীচ প্রবৃত্তি, তুই বদলা নিতে আসিস!

কালনেমি ∫∫ কেন, তুমি তো উপঢৌকন দেবে বলেছিলে ভাগ্নে-

রাবণ ∫∫ জগতের আর যে কেউ হলে তাই দিতাম-কিন্তু আমার বিরোধী পক্ষ যখন হরণ করছে, ত্রিভুবনে মুখ দেখাতে পারবো?

কালনেমি ∫∫ তাও তো বটে! বিরোধীপক্ষ!

রাবণ ∫∫ মন্দু! মন্দু কি জানে কথাটা-সে রামের হাতে হরণ হবে-

কালনেমি ∫∫ জানে মানে কী! সেজেগুজে বসে আছে-

রাবণ ∫∫ মন্দু! ভাবতে পারছি না! কালও আমায় কতো সান্ত্বনা দিল। সীতার ব্যাপারে কতো প্রেরণা দিল। না, আর না! চাই সর্বাত্মক যুদ্ধ! ভাই কুম্ভকর্ণ-

[রাবণ ভয়াবহ ডাক ছাড়ে। কম্বলের মধ্যে কুম্ভকর্ণের নাক ডেকে ওঠে। সে ডাক এবার মেঘের ডাকের মতো বাঘের গর্জনের মতো। কম্বলটা হঠাৎ নড়ে ওঠে। কালনেমি সেটা লক্ষ করেছে।]

কালনেমি ∫∫ কী ব্যাপার? কম্বলটা নড়ছে কেন? তোমার মেজোভাই তো যে কাৎ-এ শোয়, ছ'মাস পরে সেই কাৎ-এ জাগে। ব্যাপারটা কী হলো?

[নাকের হাঁকডাকে গর্জনে ভীত সন্ত্রত হনুমতী কম্বলের নিচে থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসে।]

তাইতো বলি, গেল কোথায়! আর বলিহারি বাবা আমার মেজোভাগ্নের ঘুম! একটা ডবকা ছুঁড়ি তোমার কম্বলের নিচে। তাও কোন তাপ-উত্তাপ নেইরে! যে কাতে সেই কাতে!

রাবণ ∫∫(হনুমতীকে) দে, নয়নতারা আংটি দে!

হনুমতী ∫∫ (কাঁপতে কাঁপতে) নেই!

রাবণ ∫∫ আছে!

হনুমতী ∫∫ ফল্স দিয়েছি!

রাবণ ∫∫ আসলটা-

হনুমতী ∫∫ সেটাও ফল্স!

কালনেমি ∫∫ তোর আসলটাও ফলস?

হনুমতী ∫∫ সবটাই ফলস। রামচন্দ্র আমায় পাঠায়নি। আমি তাঁকে দেখিইনি। শুধু নাম শুনে চলে এসেছি! (হনুমতী কাঁদতে কাঁদতে রাবণের পায়ে পড়ে) আমি মাধবচন্দ্র তস্করের লোক! আমায় ছেড়ে দাও! আর কোনদিন আসব না!

[হনুমতীর পিঠে পা চাপায় রাবণ।]

রাবণ ∫∫ অশোকাননের চাবি চাই না তোর?

হনুমতী ∫∫ (ভার সইতে পারছে না) না-না-

রাবণ ∫∫ না কেন? এই যে আমার কোমরে বাঁধা রয়েছে। নে খুলে নে-

হনুমতী ∫∫ (পায়ের চাপে প্রাণান্তকর আর্তনাদ) ও বাবাগো-

[হনুমতীর জিব বেরিয়ে পড়েছে। প্রাণ যায় যায়। যাত্রার জন্যে সুসজ্জিত মন্দোদরী ও বজ্রজ্বালা ঢোকে।]

মন্দোদরী ∫∫ ময়ূরপঙ্খী-মামাবাবু, আমাদের ময়ূরপঙ্খী কোথায়?

কালনেমি ∫∫ আস্তে! আস্তে!

মন্দোদরী ∫∫ সত্যি মামাবাবু, আপনার জন্যেই পালাতে পারছি। আপনি উৎসাহ দিলেন বলেই না রাবণপুরীর বন্দিদশা থেকে মুক্তি মিলছে-

কালনেমি ∫∫ আস্তে! আস্তে!

[পা হনুমতীর পিঠে-হাত বাড়িয়ে কালনেমির চুল টেনে ধরে রাবণ।]

আস্তে আস্তে-

রাবণ ∫∫ কেলো, এই তোর মামাগিরি!

বজ্রজ্বালা ∫∫ বড়দিভাই রাক্কুসিটা আমাদের হনুমতীকে মেরে ফেলছে-

মন্দোদরী ∫∫ তাই তো! মার তো ধুমসিটাকে, মেরে থেঁতো করে দে!

[বজ্রজ্বালা ছুটে গিয়ে টুলের ওপর বসিয়ে রাখা মাধবচন্দ্র তস্করের ঝাঁ-চকচকে ঘড়াটা তুলে এনে রাবণের ওপর চালাতে লাগল। অধিকারী ঘড়া ব্যবহার বাধা দিতে গিয়ে ধাক্কা খেয়ে পিছিয়ে এলো। মন্দোদরী ছদ্মবেশী রাবণের শাড়ি ধরে টানছে। হঠাৎ আক্রমণের প্রাথমিক নড়বড়ে অবস্থাটা কাটিয়ে রাবণ যখন প্রত্যাঘাতে উদ্যত-সরমা মুক্ত তরবারি ঘোরাতে ঘোরাতে যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা দিল।]

বজ্রজ্বালা ∫∫ কীরে ছোট, তুইও আমাদের সঙ্গে যোগ দিলি?

সরমা ∫∫ হ্যাঁ মেজদি, এই মুহূর্তে নূন্যতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে-

বজ্রজ্বালা ∫∫ সেটা আবার কী?

সরমা ∫∫ কমন মিনিমামা পোগ্রাম!

[সরমার তরবারির সামনে রাবণ বেসামাল। ইতিমধ্যে শাড়ি খুলে গেছে। রাবণ স্বমূর্তিতে হুড়মুড়িয়ে পড়ল কুম্ভকর্ণের ঘাড়ের ওপর।]

মন্দোদরী ∫∫ মার মার! মেরে পাটলাশ করে দে তো...

রাবণ ∫∫ কুম্ভকর্ণ, ওরে আমার সুশীল ভাইরে, দ্যাখ দুঃশীলা বউগুলো কী করছে-

[ঘুমন্ত কুম্ভকর্ণ পূর্ববৎ নাসিকা বাজাতে উঠে বসল এবং একইভাবে রাবণকে কোলের ওপর টেনে নিয়ে দুম দুম কিল চালাতে লাগল তার ওপর। এই ফাঁকে রাবণের কোমরের চাবিটা হস্তগত করল হনুমতী।]

হনুমতী ∫∫ পেয়ে গেছি-অশোকাননের চাবি পেয়ে গেছি। (চাবিটা উঁচু করে) আমি ফল্স, কিন্তু চাবিটা তো আসল!

[চাবির গোছায় লম্বা চুমু দিয়ে হনুমতী ছুটে বেরিয়ে গেল। অমনি আসরের বাজনা যন্ত্রগুলো সমস্বরে বেজে উঠল। অধিকারী জোড়হাতে উঠে দাঁড়াল।]

অধিকারী ∫∫ সীতা উদ্ধার তো সেদিন হয়েই যাচ্ছিল। শুধু যদি ময়ূরপঙ্খী নাওখানি ঠিক সময়ে সাগরে খুঁজে পাওয়া যেত। অশোককানন থেকে বেরিয়ে এসে সীতা আর হনুমতী দেখে কি-

(গান) নাও নিয়ে যায় বোয়াল মাছে-
মাছের পিছে হনুমতী নাচে-
ওরে ও নাচুনি ফিরে চা-
মাধবের কাঁদুনি দেখে যা-
সীতার তবে কী হবে উপায়-
ফুকারি উঠিয়া তস্কর মশায়
ধরিল কলম চড়িল গাছে∫∫

যবনিকা

অষ্টধাতুঃ তিন

ফ্যানসি ও ন্যানসি
চরিত্রলিপি

বুম্বা
জামাইবাবু
ইহকাল
পরকাল
কেশব কাবাসি

রচনা-২০০৯
প্রথম প্রকাশ-চির সবুজ লেখা-উৎসব ২০০৯

ফ্যানসি ও ন্যানসি

এক

[বাড়ির বাইরের এক টুকরো ফুলবাগান আর ভেতরের একখানা ঘর-আর দুয়ের মাঝখানে একটি দরজা। ঘরখানা বুম্বার জামাইবাবুর পড়ালেখার কাজে লাগে। জামাইবাবু নামকরা লেখক। পুজোসংখ্যার লেখা নিয়ে হিমশিম অবস্থা যাচ্ছে। লেখার তাড়ায় তাড়াতাড়া কাগজ শেষ। বাজে কাগজের ঝুড়িটা উপচে উঠেছে। জামাইবাবু লিখছে, ছিঁড়ছে, আঙুল মটকাচ্ছে, ঘাড় চুলকোচ্ছে, উর্ধ্বমুখে বিড়বিড়ে করছে, শিস দিচ্ছে-তারপর যখন চশমা গুছিয়ে আবার লিখছে-রোগা পাতলা লোকটার হাত ছুটছে দুরন্ত এক্সপ্রেসের মতো। এর মধ্যে বাড়ির ভেতরে আদরের ফ্যানসি ঘেউঘেউ জুড়ে দিয়েছে। জামাইবাবুর মেজাজটা চোট খেল।]

জামাইবাবু ∫∫ গেল সব ভুটকে! কী ভাবছিলাম....কী ভাবছিলাম? যাঃ! সব মাথা থেকে বেরিয়ে গেছে! (জামাইবাবু যেন স্বপ্ন দেখতে দেখতে খাট থেকে মাটিতে পড়ে গেছে) কিন্তু ও কে, ডাকছে কে? কে কাকে ডাকছে? (হঠাৎ যেন বুঝতে পারল ওটা কুকুর) কুত্তা ডাকছে! কোথায় ডাকছে? (মনে পড়ে) আরে আমাদের ফ্যানসি না? ফ্যানসি কাঁদছে! কিন্তু বুম্বা কই? (বিকট জোরে হাঁকে) বুম্বা!

[বুম্বার উত্তর এল সঙ্গে সঙ্গে।]

বুম্বা ∫∫ (নেপথ্যে) জামাইবাবু-উ-উ!

জামাইবাবু ∫∫ ফ্যানসি কাঁদছে কেন? স্টুপিড! ননসেন্স! শিগগির ওকে কোলে নিয়ে আদর কর! হামি খা! (ফ্যানসি থামছে না-এরমধ্যে এক খনখনে বুড়ি চেঁচামেচি জুড়ে দিল) কে রে! কাঁউমাউ করছে, বুড়িটা কে রে? বার করে দে বুড়িটাকে! (মনে পড়ে) আরে! ও তো আমার ন্যানসি! আমার ধাইমা! আমার ন্যানসির কী হল? নাঃ পুজোর দেড়মাসও বাকি নেই, এখনো পুজোসংখ্যার লেখাই শেষ করতে পারলাম না! একজোড়া উপন্যাস-একটা লাইনও লেখা হল না! সকাল থেকে হচ্ছেটা কী! শিগগির ন্যানসিকে আদর দে, হামি খা। (জোরে হাঁকে) বুম্বা!

[তেরো চোদ্দো বছরের ছেলেটা একগাল হাসি নিয়ে ছুটে এল।]

বুম্বা ∫∫ জামাইবাবু!

জামাইবাবু ∫∫ (রেগে অগ্নিশর্মা) কী বলা হয়েছে তোকে? বলেছি না, লিখতে বসলে আমার ডানদিক-বাঁদিক সামনে-পিছনে ওপর-নীচে চারদিকে চারশো গজের মধ্যে যেন আলপিন পড়ারও শব্দ না হয়।-কেন পাহারা রাখিস না? ননসেন্স লেখা মানে বুঝিস? ডানা মেলে কল্পনার জগতে ভেসে বেড়ানো! শব্দ হলেই ডানা ভেঙে লেখক মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে যায়, তা জানিস! সামান্য কথাটা বোঝার মতো বয়েস হয়নি তোর গর্দভ!

বুম্বা ∫∫ (পালটা গলা ছাড়ে) আরে জামাইবাবু, ঝুটমুট আনছান বকেই যাচ্ছ-বকেই যাচ্ছ! শুনবে তো কী হয়েছে-(রোগা প্যাংলা লোকটাকে টেনে চেয়ারে বসিয়ে গেলাস থেকে জল নিয়ে মাথায় চাপড়ায়) জানো তো ফ্যানসিকে সহ্য করতে পারে না ন্যানসি বুড়ি! সামনে পেলেই লাঠি চালিয়ে দেয়! তাই ফ্যানসি আজ কী করেছে জানো, পেছনদিক থেকে ন্যানসি বুড়ির পিঠে পা চাপিয়ে কানের পিঠে...(হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে) ফ্যানসি যা দুষ্টু না-ন্যানসির কানের পিঠে চেটে দিয়েছে-

জামাইবাবু ∫∫ (হি-হি করে হেসেই বুঝতে পারে হাসা ঠিক হচ্ছে না) চোপ! চেটে দিয়েছে! তা তুই কী করছিলি? জানিস তিনবছর আগে পুজোর লেখা দেব বলে 'ইহকাল' পত্রিকা থেকে পরো টাকা অ্যাডভান্স খেয়ে বসে আছি। দিচ্ছি দেব করে তিন বছর তোদের ঘোরাচ্ছি। আমারও অ্যাডভান্স শোধ হচ্ছে না। কীরকম ফেঁসে আছি আমি! কান চেটে দিয়েছে। এরপর আমার যে কান কেটে নিয়ে যাবে ইহকাল! যা ভাগ! বুনো গাধা কোথাকার!

বুম্বা ∫∫ ওরকমভাবে কথা বলবে না কিন্তু জামাইবাবু! তুমি ধমক মারলে, আমিও ছেড়ে কথা বলব না কিন্তু। আমারো অনেক কথা আছে!

জামাইবাবু ∫∫ আগে তুই ফ্যানসিকে পিৎজা খেতে দে! শি লাইকস টু বাইট পিৎজা। আর ডেটল তুলো ভিজিয়ে ন্যানসির কানের পিঠটা মুছে দে! ডোনট্ ফরগেট ন্যানসি আমার ধাইমা! আমায় কোলে নিয়ে মানুষ করেছে! ন্যানসিকে দুদুভাতু দে! শি লাভস টু সোয়ালো দুদুভাতু-

বুম্বা ∫∫ আমি চললাম!

জামাইবাবু ∫∫ কোত্থাও যেতে পারবি না এখন! আমি এখন লিখব!

বুম্বা ∫∫ ট্রেন ধরব, সোজা গিয়ে আমাদের ধুলোগাঁ স্টেশনে নামব! রইল তোমার দুদুভাতু, চলল হরিদাস! নমস্কার! বাই বাই!

[জামাইবাবু বুঝতে পারে ডোজটা বেশি হয়ে গেছে।]

জামাইবাবু ∫∫ (মিষ্টি গলায়) সে কী রে বুম্বা! তুই কি আমার ওপর রাগ করলি? ভুলে গেলি, তোর দিদি হংকং-এ বদলি হয়ে যাবার আগে তোকে বলে গেল না, বুম্বা জামাইবাবু একটু দেখিস-

বুম্বা ∫∫ (ভেংচি কেটে) এত্তু দেখিস! তুমি আমায় কতো এত্তু দেখছো! দেশ থেকে যখন তোমরা আমায় কলকাতায় নিলে এলে, তুমি বাবাকে বলোনি, বুম্বার জন্যে চিন্তা করবেন না! থিয়েটারের নেশায় পড়েছে তো কী হয়েছে, ওকে আমার হাতে ছেড়ে দিন। ওকে সিনেমায়, না হলে টি-ভি সিরিয়ালে চান্স করে দেবো! বলোনি? (জামাইবাবু ঘাড় নাড়ে) দিয়েছ চান্স করে?

জামাইবাবু ∫∫ দেব তো! সে তো আমি দিতেই পারি। দেখছিস তো আমার গপ্পো উপন্যাস নিয়ে পরপর সিনেমা হচ্ছে... পরপর হিট করছে....

বুম্বা ∫∫ তোমার সিনেমা হিট করলেই হবে? আমাকে ফিট করছ কই? ছ'মাস ধরে তো খালি ফ্যানসি আর ন্যানসি...ফ্যানসিকে পিৎজা দে, ন্যানসিকে দুদুভাতু দে।

জামাইবাবু ∫∫ বুদ্ধুর মতো কথা বলিস না তো! ফিট করো বললেই করা যায়? কাহিনির মধ্যে তোর বয়েসি ছেলের একটা ভালো পার্ট থাকা চাই না?

বুম্বা ∫∫ তা থাকছেন না কেন পার্ট? কাহিনি তো আমাকে দেখতে পাচ্ছ না?

জামাইবাবু ∫∫ লিখছি না কে বললে তোকে? এবার একটা লিখে ফেলেছি রে বুম্বা!

বুম্বা ∫∫ ভক্কি দেবে না জামাইবাবু-

জামাইবাবু ∫∫ কী ভাবিস রে বুম্বা! তুই আমার একমাত্র শালা না? কাঞ্চনা তোকে কত ভালোবাসে। দ্যাখ না তোকে আমি কোথায় তুলে দি বুম্বা!

বুম্বা ∫∫ তোলো না, আমি তো সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছি তোমার-তুলে ধরো। (খুব খুশি) দাও না, গপ্পোটা দাও না জামাইবাবু! আমার ক্যারেকটারটা একটু পড়ে দেখি-

জামাইবাবু ∫∫ কী করে দেখবি! ওটা কাল 'সাতসকাল' পত্রিকার পুজোসংখ্যায় দিয়ে দিলাম না? পুজোসংখ্যায় বেরিয়ে গেলেই টেলিফিল্ম হয়ে যাব! বুম্বা, তুই হিরো!

বুম্বা ∫∫ (আহ্লাদে ডগোমগো) নাচগান থাকবে তো? আজ থেকে প্র্যাকটিস লাগাব! জামাইবাবু তুমি শুধু মাথা ঠাণ্ডা করে লিখে যাও। ন্যানসি ফ্যানসি-কাউকে নিয়ে কিচ্ছু ভাবতে হবে না তোমায়! চা খাবে এট্টু? মাথাটা খুলবে! রান্নার মাসিকে বলছি-

[বুম্বা বেরুবার জন্যে পা বাড়ায়। জামাইবাবু লেখায় বসে। বুম্বা ঘুরে দাঁড়ায়-]

জামাইবাবু!

জামাইবাবু ∫∫ আবার কী!

বুম্বা ∫∫ সাতসকালের গপ্পোটা তো আমি পড়েছি!

জামাইবাবু ∫∫ ও পড়ে ফেলেছিস?

বুম্বা ∫∫ যা-ই লেখো লুকিয়ে পড়ে দেখি, আমার বয়েসিদের রোল খুঁজি! ও গল্প তো আমার বয়সের বাচ্চা নেই।

জামাইবাবু ∫∫ (ঘাবড়ে) নেই?

বুম্বা ∫∫ কেবল তিনজন অ্যাস্ট্রোনট-দুজন পুরুষ, একজন মহিলা। রকেটে চেপে মঙ্গলগ্রহে যাচ্ছে। যেতে রকেটের মধ্যে ট্রায়াঙ্গুলার লাভ স্টোরি!আমি তো বাচ্চা! মহাকাশচারীর রোলেও ফিট করব না, লাভস্টোরিতেও ফিট করব না! তাহলে আমি হিরো হবো কী করে?

জামাইবাবু ∫∫ আরে হয়ে যাবে। কেন পারবি না? মহাকাশচারীর জবরজং পোশাক পরা থাকবে। বাচ্চা কি বুড়ো বোঝাই যাবে না!

বুম্বা ∫∫ বোঝা না গেলে কী হয়! লাভস্টোরিতে আমার লজ্জা লাগবে না বুঝি? ওখানে আমাকে ফিট করো না! আমি কিচ্ছু করতে পারব না!

[বুম্বা কেঁদেই ফেলে।]

জামাইবাবু ∫∫ আচ্ছা আচ্ছা কাঁদিস না। যা চা-টা নিয়ে আয়! তোর ব্যবস্থা করছি। গপ্পো আমি বাড়িয়ে দেব। মঙ্গলগ্রহে তোর বয়েসি একটা ছেলে পাওয়া গেছে-যে ছেলে নাচে-গানে ওস্তাদ! কলম আমার হাতে, তোর ভাবনা কী? আচ্ছা ঠিক আছে, গল্প নয় তোর জন্যে এবার সরাসরি চিত্রনাট্যই লিখব রে বুম্বা!

বুম্বা ∫∫ দারুণ! মঙ্গলগ্রহের ছেলের গান! মঙ্গলগ্রহের ছেলের নাচ! গপ্পো উপন্যাসের পরে এবার চিত্রনাট্য! জামাইবাবু তুমি একটা জিনিয়াস! আমি তোমার জন্যে কমপ্ল্যান বানিয়ে আনছি।

[বুম্বা ভেতরে গেল। জামাইবাবু মুখ মুছে লিখতে বসল। হঠাৎ বাইরের ফুলবাগানে একটা ভয় পাওয়ার মতো লোক ঢুকে জামাইবাবুর ঘরের দিকে তাকিয়ে তার হাড়হিম করা গলা ছাড়ল-]

লোকটি ∫∫ দাদা, বাড়ি আছেন?

জামাইবাবু ∫∫ (না দেখেই রামখিঁচুনি ছাড়ে) ডোন্ট ডিসটার্ব স্টুপিড ননসেন্স... গেট আউট-ফালতু উটকো লোকটাকে হাটাতো বুম্বা-

লোকটি ∫∫ (সাপের ফণার মতো মাথাটা দোলাতে দোলাতে) ইহকালের নাম শুনেছেন? সারা দেশের এক নম্বর সাহিত্য পত্রিকা ইহকাল! দাদা, অ্যাডভান্সের কথাটা মাথায় আছে?

জামাইবাবু ∫∫ অ্যাঁ? ইহকাল! তোমার লেখা আগামীকাল পাবে, না হলে তারপরের কাল পাবে, তাও না হলে তোমাদের তিন বছর আগের অ্যাডভানস ফিরিয়ে নিয়ে যাও!

ইহকাল ∫∫ অ্যাডভানস নেব না। লেখা না পাই কোই বাত নেই-লেখককে তুলে নিয়ে যাব! (আবার বিধ্বংসী গলা) ভালো ছেলের

মতো বেরিয়ে আসুন-

জামাইবাবু ∫∫ অ্যাঁ!

[জামাইবাবুটি এবার ধুতি-পাঞ্জাবিতে জড়িয়েমড়িয়ে ঠিকমতো হেঁটে ভেতরে পালাতেও পারে না। শালিকপাখির সরু গলায় কঁকিয়ে ওঠে -]

বুম্বা!

[বুম্বা ঢোকে। হাতে গেলাসভর্তি পানীয়। জামাইবাবুটি গেলাসটি টেনে নিয়ে চুমুক দিচ্ছে, বাইরে থেকে হাঁক এল।]

ইহকাল ∫∫ কতক্ষণ ফুলবাগিচার সুগন্ধ শুঁকবো? (বিকট গলায়) দরজা খোলা হবে, না লাথি মেরে ভাঙব?

[জামাইবাবু কমপ্ল্যানটা ভালো করে খেতেও পারছে না। বিষম খাচ্ছে ঘনঘন। এরমধ্যে দরজায় গায়ের ছিদ্রপথে ফুলবাগানে ইহকালকে দেখে নিয়েছে বুম্বা।]

বুম্বা ∫∫ জামাইবাবু! একটা ভুসকো ভাল্লুক! এত লোক লেখার তাগাদায় আসে, এরকম লোক আগে দেখিনি গো!

[জামাইবাবু ঠকঠক করে কাঁপছে।]

জামাইবাবু ∫∫ ভাগা! ভাগা!

বুম্বা ∫∫ (জোরে বাইরের লোকটিকে শুনিয়ে) লেখকের বাড়িতে ঢুকে কেউ হল্লা কোরো না। জামাইবাবু কিন্তু দুর্দান্ত নার্ভাস লোক! হুঁ, আরেকটু ভয় পেয়ে গেলেই পুলিশ ডাকবে!

ইহকাল ∫∫ তবে তুই আয় শালা! তোকে তুলে নিয়ে যাই।

বুম্বা ∫∫ (জোরে) শালা বলছ কেন? ছিঃ! ছোটোদের কেউ শালা বলে! অসভ্যের মতো-

ইহকাল ∫∫ সে শালা না, তুই তো জামাইবাবুর শালা নাকি? এ শালা সম্পর্কের শালা!

বুম্বা ∫∫ ভাল্লুকটা সব খবরপাতি নিয়ে যে উপন্যাসটা আধাখ্যাঁচড়া করে ফেলে রেখেছ, সেটা এদের দিয়ে দাও!

জামাইবাবু ∫∫ সেটা যে পরকাল কাগজে দেব বলে ঠিক করে রেখেছি রে...

বুম্বা ∫∫ পরকাল পরে হবে, আগে ইহকাল সামলাও।

জামাইবাবু ∫∫ বলে দেখ, নেবে কিনা-

বুম্বা ∫∫ (জোরে) শোনো, ইহকাল কাকু, মাইকেল জ্যাকসন নেবে?

[লাঠি ঠুকতে ঠুকতে এক ফোকলা গালের বুড়োদাদু তক্ষুনি হাজির হল বাইরের ফুলবাগানে ওই ইহকালের পাশে। ইনি পরকাল পত্রিকার সম্পাদক।]

পরকাল ∫∫ ওটাই তো নেব রে! কত বড়ো পপসিঙ্গারের জীবনের কথা! জিজ্ঞেস করছিস কেন রে বুম্বা, বলে গেলাম রে সেদিন, পরকাল পত্রিকা ধন্য হবে তোর জামাইবাবু ওই লেখা ছেপে!

ইহকাল ∫∫ ওটা আমাকে বলা হচ্ছে দাদু! মাইকেল জ্যাকসন ইহকাল পত্রিকার জন্যে!

পরকাল ∫∫ ইহকালের ব্যাপারে নয়। মাইকেল জ্যাকসন এখন পরলোকে। কাজেই পরকালের ছাপার বিষয়!

ইহকাল ∫∫ আরে ছাড়ুন তো আপনার পরকাল! সক্কালবেলা পরকাল নিয়ে পড়েছে! যত ফালতু কারবার!

পরকাল ∫∫ ফালতু! পরকালের কাছে খাপ খুলতে এসো না ইহকাল! একশো বছরের ঐতিহ্যশালী সাহিত্য পত্রিকা ফালতু! এই শর্মা ওলডেস্ট এডিটর! গিনেস বুকে নাম উঠল বলে!

ইহকাল ∫∫ মাইকেল জ্যাকসন ইহকাল!

পরকাল ∫∫ মাইকেল জ্যাকসন পরকাল!

ইহকাল ∫∫ ইহকাল! ইহকাল!

বুম্বা ∫∫ জামাইবাবু বেঁধে গেছে!

পরকাল ∫∫ আরে অ্যাই ছোঁড়া বুম্বা এসে বল্, তোরা কাকে দিবি-?

বুম্বা ∫∫ (জোরে) একজনকে!

ইহকাল ∫∫ ঐ তো! আমাকে!

পরকাল ∫∫ কাকে রে ছোঁড়া? দুজন আছি-ইহকাল-পরকাল। একজনকে বলতে সেটা কাকে?

বুম্বা ∫∫ তোমাকে।

ইহকাল ∫∫ তোমাকে বলতে সেটা কাকে!

[ইহকালের গলা পেয়ে জামাইবাবু সভয়ে বুম্বার হাত ধরে।]

পরকাল ∫∫ ছোঁড়াটা মহা পট্টিবাজ! দুজনকে খ্যাপাচ্ছে!

ইহকাল ∫∫ তোর সঙ্গে কথা বলব না, আসল মালটা কই?

পরকাল ∫∫ অ্যাই তুই জামাইবাবুকে আড়াল করে থাকিস কেন রে সবসময়? লেখার তাগাদায় এলেই তুই কথা বলবি কেন!

ইহকাল ∫∫ ইসকুল নেই তোর? যা ইসকুল যা!

বুম্বা ∫∫ ইসকুলে ঘন্টি বাজিয়ে দিয়েছি কাকু। ম্যাথামেটিকসে সাতশো সাতাত্তর পেয়েছি কিনা-ইস্কুলে বললে বাড়ি যা। তোর যা হবার হয়ে গেছে।

পরকাল ∫∫ সে কী রে। ফুল মার্কস তো একশো। তুই পেলি একশোয় সাতশো সাতাত্তর!

বুম্বা ∫∫ কোয়াটার্লিতে সাত, হাফ ইয়ার্লিতে সাত আর অ্যানুয়ালে সাত-তিনটে সাত পাশাপাশি রেখে দেখ দাদু সাতশো সাতাত্তর হয় কিনা?

ইহকাল-পরকাল ∫∫ অ্যাঁ!

বুম্বা ∫∫ হ্যাঁ। আর ইতিহাস ভুগোলে আর মাত্তর এক পেলেই হাজার হয়ে যাবে-

ইহকাল ∫∫ সেটা কী করে?

বুম্বা ∫∫ তিনটে শূন্য পাওয়া গেছে-কোনোরকমে একটা ১ পেলে বাঁদিকে বসিয়ে নিতে পারি-

ইহকাল ∫∫ (হ্যা হ্যা করে হেসে) এসব আজকালকার ল্যাড দের সঙ্গে পারবে না দাদু, কথার ছটায় তোমায় ফিশরোল বানিয়ে দেবে!

পরকাল ∫∫ ফিশরোল বানাবে মানে! কথায় কী উপমার ছিরি! ইহকালের মতো একটা প্রথম শ্রেনির সাহিত্যপত্রিকায় কাজ করো তুমি? কী কাজ?

ইহকাল ∫∫ ইহকালের সঙ্গে আমার চাকরির সম্পর্ক নেই দাদু। আমাদের হল প্রাইভেট এজেন্সি!

পরকাল ∫∫ কীসের এজেন্সি!

ইহকাল ∫∫ লোন রিকভারি এজেন্সি! ওই যে ব্যাঙ্ক বা ক্রেডিট কার্ডের যত লোন বাজারে পড়ে থাকে, সময়মতো শোধ দিতে পার্টিয়া গাঁইগুঁই করে-আমরা সেটা কালেক্ট করে দিই! এখন এজেন্সির বিজনেস বাড়িয়ে লেখাও কালেক্ট করেছি-(হেঁড়ে গলায়) এই যে শুনছ লেখকদা। তিনবছর আগে টাকা খেয়ে রেখেছ! টাকার বদলি লেখা কী করে আদায় করতে হয়, তার প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং কিন্তু আমারও নেওয়া আছে দাদা-

জামাইবাবু ∫∫ বুম্বা, পুজো সংখ্যার লেখা গুণ্ডারা কালেক্ট করেছে রে!

[জামাইবাবু ছুটে ভেতরে পালাল।]

বুম্বা ∫∫ জামাইবাবু জামাইবাবু-

[বুম্বাও বেরিয়ে গেল।]

পরকাল ∫∫ এজেন্সি লেখা জোগাড় করবে! কালে কালে হচ্ছেটা কী? মা সরস্বতীর পদ্মবনে মত্ত হস্তি!

ইহকাল ∫∫ ঠিক বলেছেন! সরস্বতীর হস্তি মানেটা কী হল দাদু-

[সাহিত্যপ্রেমী কেশব কাবাসি ঢোকে। বাগানে ইহকাল আর পরকালকে দেখে-]

কেশব ∫∫ দাদা আছেন?

পরকাল ∫∫ আছেন।

কেশব ∫∫ দাদা-

ইহকাল ∫∫ আপনি কোন্ এজেন্সির তরফে -

কেশব ∫∫ এজেন্সি না ভাই। আমি কেশব কাবাসি। নাগাল্যান্ড কোহিমার বঙ্গসাহিত্যপ্রেমীদের তরফ থেকে এসেছি। দাদাকে নিয়ে যাব-

পরকাল ∫∫ কোথায় নিয়ে যাব? নাগাল্যান্ডে!

কেশব ∫∫ সংবর্ধনা দেব। পাঁচ বছর ধরে লেগে আছি। এবার ব্যর্থ হব না! এই দেখুন প্লেনের টিকিট কেটে এনেছি-কোহিমার বাঙালি ভক্তরা দাদাকে পুজো করবে, পুজো!

ইহকাল ∫∫ কাবাসিদা, দুগ্গাপুজোর আগে আর কোনো পুজো হবে না!

পরকাল ∫∫ কোহিমার পুজো নিতে চলে গেলে এদিকে লিখবে এদিকে পুজোরসংখ্যার পাতা ভরাবে কে? (ইহকালকে) এজেন্সি এই কাজটা করো দিকিনী। ভক্তকে হাটাও-

কেশব ∫∫ আমাদের নৈবেদ্য সাজানো হয়ে গেছে দাদু! নৈবেদ্য! নাগাল্যান্ডের নৈবেদ্য দাদা নেবে না? দাদা-আমি তোমার কোহিমার ভক্ত কেশব কাবাসি!

[বলতে বলতে কেশব কাবাসি বন্ধদরজার ঘন্টি বাজাল। সঙ্গে সঙ্গে অন্দরে শোনা গেল ফ্যানসির চিৎকার-পরপরই শুরু হল ন্যানসি বুড়ির ফাটাগলার ফাটাফাটি। পরকাল ও ইহকাল ভয় পেয়ে দুদ্দাড় পালিয়ে গেল। তাই দেখে ঘাবড়ে গিয়ে কেশব কাবাসিও বাগান ছেড়ে দৌঁড়ল। বুম্বা ঘরে ঢুকে ছিদ্রপথে সব দেখে ধিন ধিন নাচতে লাগল।]

বুম্বা ∫∫ জামাইবাবু! ও জামাইবাবু এসো! সবাই পালিয়ে গেছে!

[জামাইবাবু ঘরে এল।]

জামাইবাবু ∫∫ ওরা আবার আসবে!

বুম্বা ∫∫ তা তো আসবে!

জামাইবাবু ∫∫ পুজো যত এগিয়ে আসবে, ঘনঘন আসবে! কলকাতায় বসে আমার লেখা হবে না আজই কলকাতা ছাড়তে হবে রে বুম্বা!

বুম্বা ∫∫ সে কী! কোথায় যাবে গো?

জামাইবাবু ∫∫ বলব না! বললেই লোকে ডিসটার্ব করবে! লুকিয়ে বসে লিখব। তুই একা সব সামলে রাখতে পারবি তো রে বুম্বা?

বুম্বা ∫∫ কিছু ভেবো না জামাইবাবু। ফ্যানসিকে পিৎজা দেব, ন্যানসিকে দুদুভাতু দেব। দুজনকে হামি খাব। আর দিনরাত অ্যাকটিং প্র্যাকটিস করব! কিন্তু জামাইবাবু তুমি আমার চিত্রনাট্যটা এবার লিখে আনবে তো? ঐ মঙ্গলগ্রহের ছেলেটা....আমায় চান্স করে দেবে তো জামাইবাবু?

[আলো নেভে।]

দুই

[দৃশ্য একই। লেখার ঘরে নাচগানের অনুশীলন করছে বুম্বা। গলাটা ভালো, নাচেও দখল। কিশোরকুমারের সেই-'শিং নেই তবু নাম তার সিংহ-ডিম নয় তবু অশ্বডিম্ব'-গানটি নাচেগানে জমিয়ে তুলেছে বুম্বা। পরকালের দাদু ঢুকল। বাগান পেরিয়ে দরজায় এসে বেল বাজাতে সাহস হচ্ছে না।]

পরকাল ∫∫ (চাপা গলায় ডাকতে থাকে) বুম্বা! বুম্বা!

[নাচগানে মেতে থাকায় প্রথমটায় কিছুক্ষণ শুনতে পায় না বুম্বা। নাচগানের শেষে দরজা খোলে।]

বুম্বা ∫∫ দাদু-

পরকাল ∫∫ ফিরেছে!

বুম্বা ∫∫ না!

পরকাল ∫∫ ওফ্! লেখক মানুষ এতো অসভ্য হয়! ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হয়রান করে দিল রে! তুইও! সেই থেকে তোকে ডেকে ডেকেও গলা ব্যথা হয়ে গেল।

বুম্বা! এসো ঘরে এসো! বোসো! তা বেল বাজাবে তো!

পরকাল ∫∫ সাহস হয় না। তোদের ঐ ফ্যানসি আর ন্যানসির জোড়া গলা-

বুম্বা ∫∫ ফ্যানসি রান্নার মাসির সঙ্গে পার্কে গেছে, ন্যানসির জ্বর হয়েছে! কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমুচ্ছে-

পরকাল ∫∫ তালে বসা যায়। তোর ভগ্নীপতি লোকটা সবদিকেই ইরেসপন্সিবল। এইটুকু একটা ছেলের ওপর সব ছেড়ে দিয়ে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই তোমরা কেটে পড়লে! তাকে যে মোবাইলে ধরব, তারও উপায় রাখেনি। সিমকার্ড পালটে ফেলেছে! সত্যি জামাইবাবু তোকে নাম্বার দিয়ে যায়নি রে?

বুম্বা ∫∫ বলেছি তো এখানে ফোনই করে না! জামাইবাবুও করে না, কাঞ্চনাদিও করে না! বোধ হয় ওদিকে জামাইবাবুর নতুন নম্বরে কথা বলে নেয় কাঞ্চনাদি-

পরকাল ∫∫ কাঞ্চনাদি! কী রকম বাড়ির ছেলেরে তুই? নিজের দিদির নাম ধরে দিদি ডাকিস!

বুম্বা ∫∫ কে নিজের দিদি?

পরকাল ∫∫ কেন তোর জামাইবাবুর গিন্নি-হংকং-এ আছেন যিনি-

বুম্বা ∫∫ ও দাদু, নিজের দিদি তো আমাদের ধুলোগাঁ পোস্টঅফিসে চিঠি বিলি করে। কাঞ্চনাদি আমার দিদির বন্ধু-

পরকাল ∫∫ ও তুই নিজের শালা না? বউ-এর বন্ধুর ভাই? তাই বলো! খানিকটা সন্দ আমার আগেই হয়েছিল। তোদের এইরকম আত্মীয়তা!

বুম্বা ∫∫ কী বলছ ও পরকাল দাদ! আমার কাছে দিদিও যা, কাঞ্চনাদিও তাই। দুজনেই আমার দিদি! আবার দুজনের আমি একটাই ভাই!

পরকাল ∫∫ বিয়ের পরে চাকর রেখেছে।

বুম্বা ∫∫ বাজে কথা বলতে না বলে দিচ্ছি দাদু-

পরকাল ∫∫ বাজে কথা? বুঝতে পারিস না, তোর কাঁধে ফ্যানসি-ন্যানসি চাপিয়ে তিনি ওদিকে হংকং-এ, ইনি এদিকে নিরুদ্দেশের পথিক। বাড়িতে শিশু শ্রমিক রাখা নিষিদ্ধ। তাই ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে আত্মীয়তার ব্যাকডোর দিয়ে-

বুম্বা ∫∫ বাজে কথা বলব না! ঘোড়ার ডিম জানো তুমি! জামাইবাবু আমায় সিনেমায় নামাবে বলে কলকাতায় এনেছে! আমার জন্যে এখন চিত্রনাট্য লিখছে। মঙ্গলগ্রহের গায়ক ছেলে।

পরকাল ∫∫ ঐ আশায় থাক!

বুম্বা ∫∫ আরে হ্যাঁ। জামাইবাবু নিরুদ্দেশে বসে তোমাদের কাগজের লেখাও লিখবে আর আমার চিত্রনাট্যও লিখবে!

পরকাল ∫∫ চিত্রনাট্য! তোর কাঞ্চনাদি দেশে ফেরার আগে চিত্রনাট্য শেষ হবে ভাবছিস? তোর যেটুকু অ্যাকটিং-ট্যালেন্ট আছে, এই দিদি-জামাইবাবুর পাল্লায় পড়ে সব যাবে!

বুম্বা ∫∫ দুর! তোমার যত আঁকাবাঁকা কথা! শোনো না, আমার অ্যাকটিং হবে? তোমার কি মনে হয় আমার ট্যালেন্ট আছে?

পরকাল ∫∫ নেই? (নিজেকে দেখিয়ে) সারা দেশের মধ্যে ওলডেস্ট এডিটর...একা একটা পত্রিকা চালাচ্ছি, গিনেস বুকে নাম ওঠার মতো এডিটর-ট্যালেন্ট না থাকলে আমার মতো ব্যক্তিত্ব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোর-শিং নেই তবু নাম তার সিংহ-শোনে? চেষ্টা করলে একদিন তুই খুব বড়ো অ্যাক্টর হতে পারতিস রে বুম্বা-

বুম্বা ∫∫ (খুশি হয়ে) সন্দেশ খাবে? কাল জামাইবাবুর এক ভক্ত এক বাক্স দিয়ে গেছে-

পরকাল ∫∫ আমি কিন্তু শুগার ফ্রি-ট্রি খাই না। শুধু কড়াপাকের জলভরা খাই-

বুম্বা ∫∫ আমাদেরও তাই-

পরকাল ∫∫ তালে একটা প্লাস্টিকের ব্যাগে যতগুলো পারিস ভরে দে! (বুম্বা টেবিলের ওপরে রাখা গোটা সন্দেশের প্যাকেটটা একটা প্ল্যাসিকের ব্যাগে ভরে দিয়ে দিল) গোটাটাই দিয়ে দিলি!

বুম্বা ∫∫ আমাদের কে খাবে? ন্যানসির জ্বর! আমি মিষ্টি খাই না।

পরকাল ∫∫ তুই অসম্ভব প্রতিভাবান ছেলেরে বুম্বা! এদের বাড়িতে না পড়ে থেকে অ্যাদ্দিন যদি রিয়েলটি শো-এ ঢুকে পড়তিস কোথায় চলে যেতিস! (বুম্বা আহ্লাদে পরকালের পায়ের ধুলো নিচ্ছে) একটা কাজ কর না ভাই। ঘরটা খুঁজে দ্যাখ না, অপ্রকাশিত পুরোনো লেখাটেখা যদি পাশ এক-আধটা! ঝপঝপ করে চারদিকে পুজোসংখ্যা বেরুতে আরম্ভ করেছে। আর কদ্দিন তোর জামাইবাবু জন্য অপেক্ষা করব? দ্যাখ না বাবা। অনেক সময় ছেলেবেলার লেখাটেখাও পড়ে থাকে তো! কোথাও হয়তো ছাপবে না ভেবে ফেলে রেখে দিয়েছে-

বুম্বা ∫∫ ছেলেবেলার লেখা চলে চলবে? কোনদিন কোথাও ছাপা হবে না, এমন লেখাও চলবে তোমার?

পরকাল ∫∫ চলবে, চালিয়ে দেব। আছে?

[বুম্বা এক ছুটে ভেতর গেল। পরকাল টুর করে একটা সন্দেশ গালে ফেলে টেবিলে তবলা বাজাতে লাগল, বুম্বা আলপিনে গাঁথা কয়েকটা পাতা নিয়ে ঢুকল।]

বুম্বা ∫∫ ...নাও। অপ্রকাশিত লেখা-

পরকাল ∫∫ তোর জন্য অ্যাদ্দিনে পেলাম একটা! আমি সন্দেশ খাচ্ছি-আয় সন্দেশের মুখে তোকে একটা চুমু খাই।

বুম্বা ∫∫ পরকাল পত্রিকা সত্যি আমার লেখা ছাপবে দাদু?

পরকাল ∫∫ (চমকে) এটা তোর লেখা? মানে এটা তোর জামাইবাবুর না, তোর?

বুম্বা ∫∫ বারে তুমি তো বল্লে ছেলেবেলার লেখা হলেও চলবে! তা আমার তো এখন ছেলেবেলাই চলছে! আর মাত্তর কালই লিখেছি!

[বুম্বার গালে ঠাস করে চড় মেরে লেখা ছুঁড়ে ফেলে সন্দেশের ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে গেল পরকাল। আলো নেবে।]

তিন

[দৃশ্য অপরিবর্তিত। নেপথ্যে ট্যাক্সির হর্ন। বুম্বাকে ডাকতে ডাকতে দুটো ভারী ব্যাগে টেনে লটরপটর করতে করতে ফুলবাগানে ঢুকল বুম্বার জামাইবাবু। দড়াম করে ব্যাগ দুটো ফেলে দরজার ঘন্টি বাজাল। অন্যদিন ঘন্টার আওয়াজে ফ্যানিস ও ন্যানসির আওয়াজ মেলে-আজ সব চুপচাপ। জামাইবাবুর মেজাজ খাট্টা।]

জামাইবাবু ∫∫ বুম্বা! বুম্বা! আরে অ্যাই স্টুপিড ননসেন্স! ভারী ভারী ব্যাগগুলো যদি আমায় বইতে হবে, তোকে রাখা হয়েছে কেন রে! অ্যাদ্দিন ধরে বসে বসে লিখলাম, আবার মালগুলো আমাকেই বইতে হবে? দিস্তে দিস্তে কাগজের ওয়েট নেই? আমার লেখার ওয়েট নেই?

[বুম্বাকে দেখা যাচ্ছে। গম্ভীর মুখে এসে বাইরের দরজা খুলে বাগানে বেরিয়ে এল।]

কাজ নেই কম্মো নেই, কদিন খুব বাবুগিরি হচ্ছে! কেন দরজায় আমার জন্যে বসে থাকিসনি! কাঞ্চনা ফিরুক। তারপরেই যদি তোকে....(থেমে) ফ্যানিস কই? ফ্যানসি! ফ্যানসি!

বুম্বা ∫∫ ফ্যানসি মারা গেছে!

জামাইবাবু ∫∫ অ্যাঁ?

বুম্বা ∫∫ রাস্তায় লরি চাপা পড়ে!

জামাইবাবু ∫∫ বলিস কী, বলিস কী রে অ্যাই শয়তান। ফ্যানসি...

[জামাইবাবুর স্বভাব-রাগে শোকে ভয়ে সবেতেই হাত পা খিঁচিয়ে চেঁচানো, তাই চেঁচায়-]

আমার ফ্যানসি নেই?

বুম্বা ∫∫ উঁ! ফ্যানসি-ফ্যানসি! ফ্যানসির কাজের বেলা বুম্বা কর্-কান্নার বেলা এক গামলা! আমি একা কোন্দিক সামলাবো? রান্নার মাসির সঙ্গে পার্কে গিয়েছিল, ফেরার সময় মাথাটা পড়েছিল চাকার নীচে-

জামাইবাবু ∫∫ আর বলিস না, আর বলিস না! ও যে কাঞ্চনার ফ্যানসি। কাঞ্চনার বুকের মানিক! হংকং থেকে ফিরলে কী বলব তাকে? স্টুপিড গাধা একটা কুকুরকে সামলে রাখততে পারল না! তোর কিচ্ছু হবে না! এতটুকু রেসপনসিবিলিটি নেই! আবার বাড়িতে পা দিতে না দিতে মৃত্যুসংবাদ দিল! আচমকা এরকম খবর পেয়ে আমার যদি হার্টফেল করত! গেঁয়ো ভূত কোথাকার! এভাবে কেউ মরার খবর দেয়!

বুম্বা ∫∫ যাব্বাবা! তা কীভাবে মরার খবর দেব, বলে দাও-

জামাইবাবু একটু একটু করে দিবি-দিবি কিন্তু দিবি না। সইয়ে সইয়ে দিবি। আমি একটু একটু করে বুঝব। বুঝব কিন্তু বুঝব না! খেলিয়ে খেলিয়ে দিতে পারিসনি?

বুম্বা ∫∫ (ছলছল চোখে) লরির চাকায় মাথাটা থেঁতলে গেল! তুমি তো খোঁজও রাখো না। এখন খেলাতে বলছ! বেশ, বলে দাও কী খেলাব?

জামাইবাবু ∫∫ আরে উজবুক, একটা প্লট বানিয়ে বেশ সাসপেনস তৈরি করে ফেনিয়ে ফেনিয়ে বলতে পারলি না?

বুম্বা ∫∫ প্লট আবার কী?

জামাইবাবু ∫∫ তাও জানিস না! এতবড়ো একজন সাহিত্যিকের বাড়িতে থেকেও তুই কি তার কোন গুণ পাসনি রে? প্লট বানাতে (নিজেকে দেখিয়ে) এই লোকটা মাস্টার! প্রথমে বলতে পারতিস, সেদিন বিকেলে ফ্যানসি ফুলবাগানে লাল বেলুন নিয়ে খেলা করছিল....

বুম্বা ∫∫ তালে মরবে কেন? খেলতে খেলতে মরবে কেন?

জামাইবাবু ∫∫ এখনই মারবি কেন রে হতভাগা, মরবে অনেক পরে। আগে খেলা। খানিক্ষণ ধরে খেলাই চলবে! দুষ্টুমিষ্টি ফ্যানসি মস্ত বেলুনটাকে কিছুতে সামলে উঠতে পারছে না। বেলুনটা ছিটকে ছিটকে সরে যাচ্ছে...ফ্যানসি জাম্প দিচ্ছে...এই ধরে ফেলছে, ওই হারাচ্ছে এমনি করে আগে প্লটের বিস্তার করবি তো!

বুম্বা ∫∫ আস্তে আস্তে সইয়ে সইয়ে....

জামাইবাবু ∫∫ হ্যাঁ সইয়ে সইয়ে..

বুম্বা ∫∫ কিন্তু বাগানের প্লটে লরি কী করে ঢুকবে?

জামাইবাবু ∫∫ ঢুকবে না, লরি ঢুকবে না!

বুম্বা ∫∫ যাব্বাবা, লরি না ঢুকলে চাপা পড়বে কীসে? মরবে কীসে-

জামাইবাবু ∫∫ ওসব পরে হবে। আগে ঢুকবে ঝড়!

বুম্বা ∫∫ ঝড়?

জামাইবাবু ∫∫ হ্যাঁ ঝড়। বিরাট ঝঞ্ঝা! বেলুনটা ফ্যানসির নাগাল কাটিয়ে শূন্যে উড়ল। ফ্যানসিও বেলুনটা ধরতে হাইজাম্প দিতে লাগল....জাম্প দিতে দিতে পাঁচিল টপকে রাস্তায় গিয়ে পড়ল!

বুম্বা ∫∫ ও-। তারপর রাস্তায় লরি চাপা পড়ল?

জামাইবাবু ∫∫ তাড়াহুড়ো করছিস কেন রে গাধা, এক্ষুনি চাপা পড়বে না। মৃত্যুর ব্যাপারে তড়িঘড়ি করে কাঁচা লেখকরা। ছবিটা আরও বাড়তে দে। লরিটা ছুটে আসছে....ফ্যানসি চাকার নীচে পড়ে-পড়ে....

বুম্বা ∫∫ তবু পড়ল না!

জামাইবাবু ∫∫ রাইট! তবু পড়ল না। পড়তে পড়তে ছুটল। এবার ফ্যানসি ছুটছে...ফ্যানসির পিছু পিছু লরিও ছুটছে...

বুম্বা ∫∫ দূর! ফ্যানসির পেছনে লরি ওভাবে ছুটবে কেন?

জামাইবাবু ∫∫ রাইট! এটা তুই ঠিক বলেছিস। ফ্যানসির পেছনে লরি ছুটবে কেন? না। লরির পেছনে ফ্যানসি ছুটবে। ইয়েস, বেলুন ছেড়ে ফ্যানসি লরি ধরতে ছুটল। ছুটতে ছুটতে ফ্যানসি ছুটবে। ইয়েস, বেলুন ছেড়ে ফ্যানসি লরি ধরতে ছুটল। ছুটতে ছুটতে ফ্যানসি লরিটাকে ধরে ফেলেছে....ফেলেছে...

বুম্বা ∫∫ তখনি চাকার নীচে মাতা গেল!

জামাইবাবু ∫∫ ওঃ বাধা দিস না! এখন আমার মাথা খেলছে-খেলতে খেলতে উড়ছে...এখন ট্যাঁ শব্দ করলে আমি মুখ থুবড়ে পড়ে

যাব! কী বলছিলাম? যাঃ! মাথা থেকে বেরিয়ে গেছে! হ্যাঁ-হ্যাঁ লেজ! মাথা না, লেজ! কার লেজ! বল্ কার লেজ! ও ফ্যানসির লেজ গেল চাকার তলায়-

বুম্বা ∫∫ কিন্তু লেজ তো মুণ্ডুর উলটোদিকে। চাকা সামনে। কী করে চাকার নীচে যাবে? ল্যাজা মাথা উলটে ফেলছে! আর লেজ চাপা পড়লে মরবেই বা কেন?

জামাইবাবু ∫∫ তাই তো, লেজ চাপা পড়লে মরবে কেন? মরেছে তোকে কে বলল?

বুম্বা ∫∫ সে কি! ফ্যানসি মরেনি?

জামাইবাবু ∫∫ মরেছে। কিন্তু তখনই মরেনি। তখনকার মতো ফ্যানসি আহত হল। তাই তুই তাকে নিয়ে গেলি হাসপাতালে। সেখানে শুরু হল ফ্যানসির ট্রিটমেন্ট! টানা তিনদিন তিনরাত ট্রিটমেন্ট! ফ্যানসি একটু করে সেরে ওঠে...একটু করে 'সিঙ্ক' করে....এই অবস্থার উন্নতি ঘটে....তারপরই যায়-যায়! বাঁচে বাঁচে....যায় যায়...ডাক্তাররা এই আশা দেয়...এই আশা নেই....

বুম্বা ∫∫ আর ভাল্লাগছে না, শেষ করো।

জামাইবাবু ∫∫ এমনি করে আশায় নিরাশায় দোলাতে দোলাতে আমার প্রিয় ফ্যানসি তোর কোলের ওপর মাথা দিয়ে চিরনিদ্রায় ডুবে গেল। এইভাবে ব্যাপারটা সাজাতে হয়, বুঝলি গাধা! একেই বলে চিত্রনাট্য!

বুম্বা ∫∫ আমার মঙ্গলগ্রহের চিত্রনাট্যটা কি লেখা হয়েছ?

জামাইবাবু ∫∫ হবে হবে। পুজোসংখ্যা হয়ে গেছে। হাত ফাঁকা হয়ে গেছে। এবাক গবে।

বুম্বা কাঞ্চনাদি হংকং থেকে আসার আগে বোধ হয় হবে না, না জামাইবাবু?

জামাইবাবু ∫∫ তা অবশ্য না হতেই পারে-

বুম্বা ∫∫ তাই তো! তার আগে হবে না। ঐ চিত্রনাট্যের টোপ দিয়ে তদ্দিন আটকে রাখব! আর কাঞ্চনাদি এসে গেলে যা বুম্বা বাড়ি যা! তখন তোমার ঘরসংসার সামলানোর লোক এসে গেছে, বুম্বাকে কী দরকার? যেমন করে হোক, ওই পর্যন্ত ঝুলিয়ে রাখা, তাই না?

জামাইবাবু ∫∫ এসব কথা তোর মাথায় কে ঢোকালো! ছিঃ! ওসব ভাবিস না! দেখতে পাচ্ছিস লিখে লিখে আমি ক্লান্ত বিধ্বস্ত। আমাদের মতো বড় লেখকদের সাহায্য করা পুণ্যের কাজ! যা চা করে নিয়ে আয়। হ্যাঁরে ন্যানসি কেমন আছে রে, আমার ন্যানসি ধাইমা? আমায় এমনি করে আকাশে তুলে কত চাঁদ দেখাত! আমি যে আজ এতবড়ো লেখক হয়েছি, জানবি সে ওই দাইমার জন্যে! হ্যাঁ রে রোজ ন্যানসিকে দুবেলা দুদুভাতু দিতিস তো?

বুম্বা ∫∫ রোজ দিতাম! সেদিন দুদুভাতু খেয়ে ন্যানসি বুড়িমা ফুলবাগানে বেলুন নিয়ে খেলা করতে বেরিয়ে গেল-

জামাইবাবু ∫∫ ন্যানসি বেলুন নিয়ে খেলা করতে গেল। বাহ্বাহ্! (খেয়াল হয়) কী বলছিস রে? ন্যানসি তো নড়তেই পারে না।

বুম্বা ∫∫ চিত্রনাট্যে পারে জামাইবাবু! আঃ! সে কী খেলা! বেলুনটা ছিটকে ছিটকে সরে যায়...ন্যানসি বুড়িমা তিড়িং তিড়িং করে লাফিয়ে বেলুন ধরতে এগোয়....

জামাইবাবু ∫∫ অ্যাই বুম্বা! কী বাজে বকছিস!

বুম্বা ∫∫ হেনকালে ঝড় উঠল...বেলুনটা আকাশমুখো ধাওয়া করল। ন্যানসি বুড়িমাও ছাড়ে না। বাতের বেদনা ভুলে...হাঁপকাশ ভুলে...কোমরে গামছা জড়িয়ে আকাশমুখো দে জাম্প। আর সে কী জাম্প! যেন অলিম্পিকের-

জামাইবাবু ∫∫ ন্যানসি জাম্প দিচ্ছে-

বুম্বা ∫∫ জাম্পের পর জাম্প। হাইজাম্প....জাম্পে জাম্পে পাঁচিল টপকে রাস্তায়।

জামাইবাবু ∫∫ থাম থাম! আর শুনতে পাচ্ছি না! ন্যানসির কী হয়েছিল বল্....

বুম্বা ∫∫ যা হয়েছিল তা তো হয়েছিল....আগে চিত্রনাট্য শোনো...লেজ চাপা পড়ে ন্যানসিও হাসপাতালে। একটু একটু করে সারে....একটু একটু করে সিঙ্ক করে....আশায় নিরাশায় দোলাতে দোলাতে তোমার ন্যানসি ধাইমা আমার কোলে মাথা রেখে....

জামাইবাবু ∫∫ আর বলতে হবে না। ওরে আমি বুঝতে পেরেছি।

[জামাইবাবু কান্নায় ভেঙে পড়ে। বাইরের ফুলবাগানে ইহকাল দেখে দিল।]

ইহকাল ∫∫ (গর্জন ছাড়ে) দাদা!

[হেনকালে কোহিমার সাহিত্যপ্রেমী কেশব কাবাসি ডালার নৈবেদ্যর মতো ফুল-ফল-ফলক-ধুতি-চাদর-আরো কত সংবর্ধনার উপহার সাজিয়ে ঢুকল। সেই সঙ্গে জামাইবাবুর একটা বাঁধানো ছবিও রয়েছে।]

কেশব ∫∫ দাদা, দাদা, আমি কেশব-কোহিমার কেশব কাবাসি। আপনাকে তো নিয়ে যেতে পারলাম না, তাই নৈবেদ্য সাজিয়ে এনেছি দাদা। নিন, দেশের এককোণে পড়ে থাকা প্রবাসী বঙ্গভাষাপ্রেমীদের অর্ঘ্য গ্রহণ করুন দাদা-

[কেশব কাবাসি জামাইবাবুর পায়ের কাছে মালপত্র নামিয়ে ছবিখানা তুলে ধরে।]

এই যে আপনার প্রতিকৃতি। পাসপোর্ট সাইজের ছবিটা এনলার্জ করে নিয়েছি। কেমন হয়েছে দাদা?

বুম্বা ∫∫ নাও লেখাও শেষ হয়েছ, অর্ঘ্যও পেয়ে গেলে, এবার আমিও চলি।- তোমার কাছে এসে এবার পূজোয় একটা লাভ হল, চিত্রনাট্য লেখার কায়দাটা শিখে নিয়ে গেলাম। আর তোমায় লাগবে না গো জামাইবাবু, নিজের চিত্রনাট্যটা এখন থেকে নিজেই বানিয়ে নিতে পারব। তুমি তোমার নিজের ছবির গলা জড়িয়ে কাঁদো-

[বুম্বা বেরিয়ে যায়। দুর্গাপুজোর ঢ্যামগুড়গুড় বাদ্যি বেজে ওঠে। অর্ঘ্য ডালার দিকে তাকিয়ে কাঁদছে জামাইবাবু।]

যবনিকা

অষ্টধাতুঃ চার

হারানো প্রাপ্তি

চরিত্রলিপি

নগেন
বড়ছেলে
কেনারাম

অভিনয়-৪ আগস্ট, ২০০২, টোরেন্টো, কানাডা,
নগেন পাঁজা: সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়
বড়ছেলে: মনোজ মিত্র
কেনারাম: বিভাস চক্রবর্তী

নির্দেশনা: বিভাস চক্রবর্তী
রচনা-২০০২

হারানো প্রাপ্তি

[পর্দা ওঠার আগে শোনা গেল-]

:নিরুদ্দেশ সম্পর্কে একটি ঘোষণা। বেচারাম চাটুজ্জে-বয়স সত্তর, মাথার চুল পাকা, মুখে খোঁচা খোঁচা গোঁফ দাড়ি, গায়ের রং আধময়লা, মাতৃভাষা বাংলা, পরিধানে লাল লুঙ্গি ও গেরুয়া পাঞ্জাবি, বগলে একটি ছাতা-গত আটাশ তারিখ হইতে নিরুদ্দেশ। কোন সহৃদয় ব্যক্তি সন্ধান জানাইলে তাঁহাকে উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া হইবে। সন্ধান জানাইবার ঠিকানা....

[পর্দা সরে গেলে। ঘর। নিরুদ্দিষ্ট বেচারামের পরিত্যক্ত ঘর। পুরনো এবং চোখে না-পড়া আসবাব ও নিত্য ব্যবহার্য. মালপত্তরের সঙ্গে আছে একটা শক্তপোক্ত বেঁটে খাটো আলমারি। বেচারামের বড়ছেলে একতাড়া চাবি, স্ক্রু-ডাইভার, হাতুড়ি বাটালি লড়িয়ে দিয়ে আলমারিটা খোলার ব্যর্থ চেষ্টা চালাচ্ছে। বাইরে থেকে নগেনের হাঁক ভেসে এলো-]

নগেন ∫∫ (নেপথ্যে) কে আছেন...বাড়িতে কে আছেন...কই কোথায় গেলেন সব? যাব্বাবা, কাকে সন্ধান জানাইব? শুনছেন? কে আছেন বাড়িতে?

[আওয়াজ পেয়ে বড়ছেলে সর্তক হয়। কেন না, সে গোপনে আলমারি খুলে কাজ হাসিল করতে চাইছিল।]

বড়ছেলে ∫∫ (জোরে) কেউ নেই।

[বাইরে থেকে আর সাড়াশব্দ আসে না। বড়ছেলে তার কাজ শুরু করে। একটু পরেই এ ঘরের দরজা ঠেলে সন্তর্পণে মুখ বাড়ায় নগেন পাঁজা।]

নগেন ∫∫ (আচমকা) কী হচ্ছে?

বড়ছেলে ∫∫ (চমকে) কে? কে? কে?

নগেন ∫∫ আপনি কে?

বড়ছেলে ∫∫ (গলা চড়িয়ে) আরে মশাই, বেমালুম লোকের বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লেন, পরিচয়টা কে দেবে, আমি না আপনি? (থেমে) বাইরের দরজা বন্ধকরে রেখেছি- খুললেন কী করে?

নগেন ∫∫ ঐ যা করে আপনি আলমারি খোলার চেষ্টা করছেন! (কাঁধের ঝোলা থেকে লম্বা লোহার শিক বার করে) দরজার দু কপাটের ফাঁক দিয়ে গলিয়ে চাঁড় দিতেই-

বড়ছেলে ∫∫ মানে! দিন দুপুরে সিঁদকাঠি চালিয়ে আপনি লোকের বাড়ি ঢুকলেন!

নগেন ∫∫ সে তো চালাতেই হবে স্যার! হাঁক পাড়ছি, বাড়িতে কে আছেন-ভেতর থেকে যদি আওয়াজ আসে-কেউ নেই! (হেসে) কেউ নেই তো সাড়া দিলে তুমি কে? খুটখাট আওয়াজ করছ-কে, তুমি কে!-এতো কাঠি চালিয়ে দেখতেই হবে বাঙালি! আলমারি ভাঙছিলেন নাকি?

বড়ছেলে ∫∫ চোপ! আমার বাড়িতে আমি যা করি, আপনি বলার কে?

নগেন ∫∫ আপনার বাড়ি মানে! এ তো বেচারামবাবুর বাড়ি... আপনি কি বেচারামবাবুর...

বড়ছেলে∫∫ বড়ছেলে!

নগেন ∫∫ আচ্ছা বড়ছেলে! তাহলে ভাঙুন। আপনি যখন বড়ছেলে নিরুদ্দিষ্ট পিতৃদেবের পরিত্যক্ত আলমারি ভাঙার অধিকার আপনার আছে। তাহলে বড়ছেলে আপনার পরেও নিশ্চয় বেচারামবাবুর আরো ছেলেপুলে আছে?

বড়ছেলে ∫∫ (আলমারির পাল্লা টানাটানি করতে করতে) রাবণের গুষ্টি মশাই! পাঁচ ছেলে... পাঁচ মেয়ে...আছেন কোথায়...পঁয়ত্রিশটা নাতি-নাতনি...

নগেন ∫∫ পঁয়ত্রিশটা! বা বা, এতো বাবাও করিৎকর্মা...বাবার ছেলেমেয়েরাও ছেড়ে কথা বলে না! তা তাঁদের আর কাউকে দেখতে পাচ্ছি না কেন?

বড়ছেলে ∫∫ (খিঁচিয়ে) কী করে দেখবেন? তারা কোথায়...কোথায় গেছে তারা?

নগেন ∫∫ তা আমি কি করে বলব কোথায় গেছে...

বড়ছেলে ∫∫ কেউ গেছে এম. এল.এ.-র বাড়ি, কেই গেছে উকিলের বাড়ি, কেউ গেছে রাজনৈতিক নেতাদের তেল মারতে, কেউ গেছে গুন্ডা মস্তানের ল্যাজা ধরতে। বুঝতে পারছেন না, বাবা বেপাত্তা হতে সবাই লেগেছে সম্পত্তি হাতাতে। কে কোন্ চাঁই ধরে...

নগেন ∫∫ বুঝেছি, বুঝেছি। বেচারামবাবু প্রপার্টি ভাগাভাগি নিয়ে ল্যাঙালেঙি শুরু হয়েছে...আর সেই ফাঁকে আপননিও আলমারি ফাঁকা করতে নেমে পড়েছেন।

[নগেন আলমারির গায়ে চাপড় মারে।]

একটা কথা বলুন তো ভাই বড়ছেলে...আর ছেলেমেয়েরা কেউ গেলে উকিল ধরতে, কেউ গেল গুন্ডামস্তান ধরতে...হারিয়ে বাবাটিকে ধরতে কে গেল?

বড়ছেলে ∫∫ কেন, কুকুর!

নগেন ∫∫ কুকুর!

বড়ছেলে ∫∫ ইয়েস, পুলিশের কুকুর!

নগেন ∫∫ সে আপনার বাবাকে ধরতে?

বড়ছেলে ∫∫ কেন, অসম্ভব কী? পুলিশের কুকুর কি খুনি ধরে না? খুনির গায়ের জামাকাপড় শুঁকিয়ে ছেড়ে দিলে সে কি জনারণ্যের মধ্যে থেকে ঠিক আসামিটাকে খুঁজে বার করে খ্যাঁক করে পা কামড়ে ধরে না...?

নগেন ∫∫ দেখুন কুকুর দিয়ে খুনি ধরা গেলেও, বাবা ধরা যাবে কিনা তার কোন সিওরিটি নেই।

বড়ছেলে ∫∫ কেন, একই তো প্রসেস!

নগেন ∫∫ ওয়েট, সেকেন্ডলি রিস্ক যদি সত্যি কুকুরটা বাবার পা কামড়ে ধরে, নির্ঘাৎ হাইড্রোফোরিয়া-জলাতঙ্ক! তখন? কুকুরে কামড়ানো বাবা কিন্তু ফেরত পাওয়াও যা, না পাওয়াও তাই নয় কি?

বড়ছেলে ∫∫ তাইতো! কি ঝামেলা!

নগেন ∫∫ আবার ধরুন কুকুর যদি ভুলক্রমে একটা উল্টোপাল্টা লোককেই কামড়ে ধরে বসে...?

বড়ছেলে ∫∫ তাই তো! কুকুর কী করবে কুকুরই জানে না!

নগেন ∫∫ আর ভুল সে করবেই। গভর্নমেন্টের পুলিশ অফিসাররাই যখন উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে যাচ্ছেন, তখন তাঁদেরই হাতেগড়া কুকুর যে...ভেবে দেখুন বড়ছেলে, তখন কি আপনারা বাধ্য থাকবেন না সেই উল্টোপাল্টা লোককেই বাগ বলে মেনে নিতে?

বড়ছেলে ∫∫ নাঃ এতো মহা গ্যাঁড়াকলে পড়া গেল! বাড়ির একটা বুড়ো মানুষ হঠাৎ হাওয়া হয়ে গেল! একটু খোঁজাখুঁজি না করলে লোকে ছি ছি করবে! জাস্ট কর্তব্য পালন করতে গিয়ে-(থেমে, ভুরু কুঁচকে) হঠাৎ কোত্থেকে জুটলেন আপনি। আপনি কে?

নগেন ∫∫ আজ্ঞে অধমের নাম শ্রীনগেন পাঁজা। ব্র্যাকেটে বর্ধমান। আমি বর্ধমানের নগেন পাঁজা!

বড়ছেলে ∫∫ যাঃ শালা! কী করছিলাম সবই তো ভুলে গেলাম।

নগেন ∫∫ ঐ যে আলমারিটা খোলার চেষ্টা করেছিলেন...

বড়ছেলে ∫∫ ও হ্যাঁ! কিন্তু আপনার সঙ্গে গ্যাঁজাচ্ছি কেন? আমার তো ব্যস্ততা আছে,

নগেন ∫∫ সে তো আছেই। ভাইবোনেরা এম-এল-এ উকিলের বাড়ি থেকে ফেরার আগেই কাজ হাসিল করতে হবে।

বড়ছেলে ∫∫ আপনি বেরোন, দরজা বন্ধ করব।

নগেন ∫∫ পরে করবেন। আগে যা যা বলি, পটপট উত্তর দিয়ে যান। আমার হাতেও সময় কম।

[নগেন তার ঝুলি থেকে নোটবই ও খবরের কাগজ বের করে।]

আচ্ছা আপনারা কাগজে দিয়েছেন বাবা বেচারামের বয়েস সত্তর! পুরো সত্তর হবে না দু'চার বছর এদিক ওদিক?

বড়ছেলে ∫∫ ঐ হলো...আরে বুড়ো বাবার বয়েস কার অতো ঘড়ি ধরে মনে থাকে?

নগেন ∫∫ (নোটবইতে টিক মেরে) বয়েস...ঐ হলো! গেল। মাথার চুল কি সব পাকা হবে? বলুন বলুন...(বড়ছেলেও চিন্তিত) ও বুঝতে পারছি, এক বাড়িতে থেকেও বুড়ো বাপের দিকে অনেক দিন ভালো করে খেয়াল করেননি। ঠিক আছে...ধরে নিচ্ছি কাঁচাপাকা। ফরটি কাঁচা, সিক্সটি পাকা। গেল গেল...চোখে চশমা হবে? আহা বেচারামবাবু যে বেপাত্তা হলেন, চশমা পরেই হলেন কি?

বড়ছেলে ∫∫ চশমা থাকতে পারে...

নগেন ∫∫ (মুখের কথা কেড়ে নিয়ে) থাকতে পারে, বাইফোকাল থাকতে পারে! (ঝপঝপ টিক মেরে) গেল গেল গেল...পরনে হবে?

বড়ছেলে ∫∫ লুঙ্গি...লাল...আধময়লা...

নগেন ∫∫ গেল! গায়ে...?

বড়ছেলে ∫∫ পাঞ্জাবি, গেরুয়া!

নগেন ∫∫ গেরুয়া! গেল! বগলে...?

বড়ছেলে ∫∫ বগলে ছাতা!

নগেন ∫∫ ছেঁড়া?

বড়ছেলে ∫∫ ছেঁড়া ধুলধাড়া...

নগেন ∫∫ গুড! ছাতার বাঁট...?

বড়ছেলে ∫∫ বেঁকানো! কেন?

নগেন ∫∫ গেল গেল গেল! আচ্ছা আপনার বাবা বেচারামবাবুর হাঁপানি হবে তো?

বড়ছেলে ∫∫ হবে মানে! সেই থেকে ফিউচার টেনসে হবে-হবে করছেন কেন? বাবার তো হাঁপানি আছেই।

নগেন ∫∫ থাকলে পাবেন! যা চাইবেন, সবই পাবেন। (খবররের কাগজ দেখিয়ে) আচ্ছা এই যে দিয়েছেন, সন্ধান দিতে পারলে উপযুক্ত পুরস্কার...সেটা তো আপনিই দেবেন বড়ছেলে?

বড়ছেলে ∫∫ তা বড়ছেলে যখন হয়েছি, দায়টা আমার ঘাড়েই ফেলবে শালারা।

নগেন ∫∫ যান পুরস্কারের টাকাটা রেডি করুন। আপনার বাবা এসে গেছেন।

বড়ছেলে ∫∫ এসে গেছেন!

[বড়ছেলে বসে পড়ে।]

নগেন ∫∫ একী! ধপ করে বসে পড়লেন যে? উঠুন উঠুন বড়ছেলে, বাবা বাড়ি ফিরে আসছেন...

বড়ছেলে ∫∫ (ক্ষেপে) আবার আসছেন কেন ফিরে! বুড়ো বয়েসে অ্যাবসকন্ড করে আবার ব্যাক করতে কে বলেছে?

নগেন ∫∫ যাই হোক, আজকের আনন্দের দিনে...

বড়ছেলে ∫∫ কীসের আনন্দ মশাই? লোকটা কতো বড় ধড়িবাজ জানেন আপনি? পোস্ট অফিস থেকে রিটায়ার করে একরাশ টাকা পেল...(ইনিয়ে বিনিয়ে) বাবা, টাকাগুলো দাও...(বাবার গলায়) হেঁ হেঁ সব টাকায় স্মল সেভিংসের বন্ড কিনেছি রে...(কাতর গলায়) ঠিক আছে বন্ডগুলো দাও...দাও বাবা, ব্যবসায় মন্দা যাচ্ছে...আমি তোমার বড়ছেলে...আমায় দেবে না বাপি...(বাবার গলায়) হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ...(নগেনের পেট থামচে) হেঁ-হেঁ-হেঁ নয়, দেবে কিনা বলো...(বাবার গলায়) দেব হেঁ-হেঁ-হেঁ, রোজ রাত্তিরে আমার জন্যে চিকেন স্টুর ব্যবস্থা কর, দেব-

নগেন ∫∫ পেট ছাড়ুন। চিকেন স্টু দিলেন?

বড়ছেলে ∫∫ দিয়ে হলোটা কী, পরক্ষণে বলে ব্রেকফাস্ট রাবড়ির ব্যবস্থা কর...

নগেন ∫∫ রাবড়ি! বুড়ো হলে মানুষের নোলা বাড়ে!

বড়ছেলে ∫∫ (খিঁচিয়ে ওঠে) শুধু নোলা? সব দিক দিয়ে ঝোলালো মশাই! (বাবার গলায়) আমার জন্যে একটা মাসাজ করার লোক রাখ-দুবেলা হাত পা টিপে দেবে।

নগেন ∫∫ তাও রাখতে হলো?

বড়ছেলে ∫∫ তাতেও থামলো! (বাবার গলায়) তোদের ঘরগুলোয় যেমন অয়েল পেন্টিং করেছিস, আমার ঘরের দেয়ালেও তেমনি তেলরং মেরে দে-

নগেন ∫∫ এতো নানাভাবেই আপনাকে দিয়ে তেল মারিয়ে নিয়েছে।

বড়ছেলে ∫∫ কুমিরের ছানার মতো বন্ড গুলো দেখিয়ে বাঁদর নাচ নাচিয়েছে মশাই! আর সেগুলো ম্যাচিওর করার আগেই ইমম্যাচিওরের মতো, কেটে পড়েছে! (নগেনের পেট খামচে মুচড়ে ধরে) তাও বাড়ি ছেড়ে যাবি, যা, চাবিটা আমার কাছে রেখে যেতে তো কী হয়েছিল! তাহলে আজ আলমারির বেয়াড়া লক খোলার জন্যে আমাকে এতো গুঁতোগুতি করতে হয়?

[গুঁতোগুঁতি শব্দটার ওপর বড়ছেলে দুম দুম করে দুই ঘুসি ছোঁড়ে নগেনের তলপেটে।]

নগেন ∫∫ আই বাপ! কী করছেন! আমার ওপর গুঁতোগুঁতি করছেন কেন?

বড়ছেলে ∫∫ সরি! (নগেনের পেটে হাত বুলিয়ে) এই লোকটাকে কিনা ফিরিয়ে আনলেন আপনি!

নগেন ∫∫ তা আমার কী দোষ! আপনারা পুরস্কার ঘোষণা করলেন কেন?

বড়ছেলে ∫∫ কীসের পুরস্কার! এই ঘোড়ার কচু! বাড়িতে ঢুকতেই দেব না। মেরে তাড়াবো বুড়োটাকে...

নগেন ∫∫ যা ভালো বোঝেন করবেন! তবে ভদ্রালোক খুব অনুতপ্ত। হ্যাঁ পথে আসতে আসতে বারবার বলেছিলেন, বড়ছেলেকে খুব ঠকিয়েছি, আর না, ফিরে গিয়ে সর্বাগ্রে এবার বন্ড গুলো তার হাতে তুলে দেব। বাড়ি ঘরদোর সব তার নামে উইল করে দেব।

বড়ছেলে ∫∫ (চমকে) বলেছে, অ্যাঁ বলেছে!

নগেন ∫∫ কিন্তু আপনি তো তাঁকে মেরেই তাড়াবেন বলছেন...

বড়ছেলে ∫∫ বলেছি বলে সত্যিই কি বাবার গায়ে হাত তুলবো! ছিঃ তিনি বাবা! মাই ফাদার! আমাকে এই পৃথিবীর আলো দেখিয়েছেন... মানুষ করেছেন...(আদুরে গলায়) বাপি কোথায়? নগেনবাবু বাপিকে আপনি ধরলেন কোথায়, কতদূরে, কী অবস্থায়? তখন কী করছিলেন বাপি?

নগেন ∫∫ সে সময়...আমাদের সেই প্রথম সাক্ষাতের শুভ মুহূর্তে আপনার আদরের বাপি কলা খাচ্ছিলেন...

বড়ছেলে ∫∫ কলা!

নগেন ∫∫ আজ্ঞে হ্যাঁ, বর্ধমানে ইস্টিশনে প্ল্যাটফর্মের ধারে বসে, লাইনের ওপর পা ঝুলিয়ে কলা খাচ্ছিলেন। পাশে একটা কাঁচকলা রেখে দিয়েছিলেন, পাকলে খাবেন বলে!

বড়ছেলে ∫∫ ওঃ! বাপিকে আমার এত দেখতে ইচ্ছে করছে...

[বড়ছেলে বাইরের দিকে ছোটে। নগেন তাকে ধরে।]

নগেন ∫∫ দেখবেন, দেখবেন...আগে সবটা শুনুন। হ্যাঁ বাপি কলা খাচ্ছিলেন!...দূর থেকে সেটা আমি লক্ষ করলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে মালকট!

বড়ছেলে ∫∫ কী করে? আপনি তো বাবাকে আগে কখনো দেখেননি?

নগেন ∫∫ আরে দেখতে হবে কেন? ঐ সময়টুকুর মধ্যে নোটবই খুলে চেহারা বয়েস ড্রেসপত্তর...মানে কাগজে যে ড্রেসক্রিপশন ছেড়েছিলেন...মায় ছাতাটা পর্যন্ত মিলিয়ে নিয়ে চুপিচুপি এগিয়ে গিয়ে পেছন থেকে বেচারামবাবুর কাছাটা টেনে ধরতেই...

বড়ছেলে ∫∫ ...ধরতেই?

নগেন ∫∫ ধরতেই কলা ফেলে লাইনের ওপর দিয়ে পাঁইপাঁই ছুট...

বড়ছেলে ∫∫ ছুটলেন...বাপি ছুটলেন...উঃ এতো দেখতে ইচ্ছে করছে...

[বড়ছেলে বাইরের দরজার দিকে ছোটে। নগেন ধরে।]

নগেন ∫∫ ওঃ বাবা ছুটলেন, আপনি কেন ছুটবেন তা বলে? বসুন তো। এতো আদিখ্যেতা দেখালে বাবা কিন্তু আবার কেটে যাবেন!...হ্যাঁ বেচারামবাবু লাইন ধরে ছুটছেন... আমিও তাঁর কাছা ধরে ছুটেছি পিছুপিছু... হঠাৎ দেখি লাইনে একখানা গাড়ি...স্পিডের মাতায় ছুটে আসছে...আসছে...আসছে...চাপা দেয় দেয়...(উৎকণ্ঠায় বড়ছেলে নগেনকে জাপটে ধরেছে) ধর ধর ধর...বেচারামবাবুকে জাপটে ধরে লাইনের ধারে ছিটকে পড়লাম দুজনে...(নগেনের বর্ণনায় ভয়ঙ্করতায় বড়ছেলে আর্তনাদ করে উঠল)-ঐ হুইসিল দিয়ে ট্রেন বেরিয়ে গেল! (ঘামটাম মুছে) তারপর আমি বললাম, মশাই আপনার আক্কেল আছে? বুড়ো বয়সে সুইসাইড করতে যাচ্ছিলেন! বললেন, আমার যে কেউ নেই, কিছু নেই আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেছে নগেন!

বড়ছেলে ∫∫ মিথ্যে...ডাহা মিথ্যে কথা! আর কেউ না থাক, বড়ছেলে তো রয়েছে...

নগেন ∫∫ আমিও বললাম! নগেন পাঁজার কাছে পিঁয়াজি করবেন না বেচারামবাবু। নিয়ে গেলাম মিষ্টির দোকানে...এই দেখুন তার বিল...একটা হোটেলে নিয়ে গিয়ে চান করালাম...এই যে হোটেলের রসিদ...(বড়ছেলে নগেনের হাত থেকে রসিদপত্র নিতে যায়, নগেন আবার সেগুলো ঝুলিতে ঢোকায়) থাক, ফাইনাল বিল করার সময় এগুলো ইন্সিডেন্টাল চার্জ হিসেবে ধরে দেব।

বড়ছেলে ∫∫ ভাগ্যিস কাল আপনি বর্ধমান স্টেশনে ছিলেন...

নগেন ∫∫ ছিলাম মানে কী, আমি তো থাকি। শুধু বর্ধমান কেন...বর্ধমান...খড়গপুর...দুটো স্টেশনে পাহারা দিই! ঐ দুটো মেন স্টেশন দিয়েই তো শতকরা নব্বইজন পলাতক নিরুদ্দিষ্ট পাস করে...আমি তাদের খুঁজি ধরি যথাস্থানে পৌঁছে দিই। তা ধরুন, এইভাবে পাহারা বসিয়ে মাসে পঞ্চাশ থেকে ষাটটা কেস হয়...তারপর ধরুন বিয়ের সিজন...ভোটের সিজন...পরীক্ষার সিজিনে কেস নেই। কারণ পরীক্ষাই উঠে গেছে...গণটোকাটুকির ব্যবস্থা। একদম ডাল যাচ্ছে সিজিনটা।

বড়ছেলে ∫∫ কিছু মনে করবেন না নগেনবাবু, এটাই কি আপনার পেশা?

নগেন ∫∫ আজ্ঞে হ্যাঁ...আপনি বর্ধমানের নগেন পাঁজা...পেশায় বাড়ি-থেকে-পালিয়ে ধরা!

বড়ছেলে ∫∫ বাড়ি থেকে-পালিয়ে-ধরা! এটা কি সরকারি চাকরি?

নগেন ∫∫ দূর মশাই, সরকারের দেখছেন ভাঁড়ে-মা-ভবানী অবস্থা। একটা লোক নিরুদ্দেশ হওয়া মানে একখানা রেশন কার্ডের মাল বেঁচে যাওয়া। সরকার তাকে খুঁজতে যাবে কেন? বেসরকারি উদ্যোগে! প্রথমে রেডিও ধরি...টিভি ধরি...নিউজ পেপার ধরি...যেখানে যেতো নিখোঁজ মানুষের খবর বেরোয়, সব ধরি...তারপর ঝড়ের বেগে বর্ধমান খড়গপুরে উড়ে বেড়াই...ভালো কথা, পালিয়েদের ধরে বাড়ি পৌঁছে দেবার ব্যাপারে আমার কিন্তু একটা রেট আছে বড়ছেলে।

বড়ছেলে ∫∫ আহা রেট যা আছে তা আপনি পাবেন। কিন্তু বাপি কই, ড্যাডি...

নগেন ∫∫ ড্যাডি আসছেন...তার আগে রেটগুলো পড়ে শুনিয়ে দি...রেট তো একটা নয়, ডিফারেন্ট-ডিফারেন্ট কেসে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট রেট! (ঝুলি থেকে খাতা বার করে পড়ে) কুড়ি থেকে পঁচিশ বছরের সুন্দরী সুশিক্ষিতা চাকুরিরতা...বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে তাকে যদি ধরে মা বাপের কাছে পৌঁছে দিই...তার রেট পাঁচ লাখ টাকা...বাড়ির বউ পাড়ার ঠাকুরপোকে ধরে তালেগোলে গোলেমালে সিনেমা সিরিয়ালে চান্স নিতে বাড়ি ছেড়েছে, পঞ্চাশ হাজার টাকা! বাজার আগুন-কর্তা বাজারে গিয়ে আর বাড়ি ফেরেনি...সাড়ে দশ টাকা। বেকার যুবক পাঁচ টাকা চার আনা।...চলে আসুন ড্রাগের নেশাকরা স্বামী...এক টাকা পঁচিশ পয়সা।...মন্ত্রিসভা গঠনের আগে যে সব এম. এল. এ. গা ঢাকা দিচ্ছেন, তাদের যদি খোঁজখবর এনে দিতে পারি, জনাপ্রতি দশ

লাখ...আবার রাষ্ট্রপতি শাসনকালে ঐ এম. এল. এ.-রাই এক টাকা পঁচিশ পয়সা। মোটামুটি এর ওপরেই আপনার বাবার রেট ঠিক করে ফেলুন বড়ছেলে। (খাতা বন্ধ করে ঝুলিতে ঢুকিয়ে দরজার দিকে ঘুরে) কই, আসুন বেচারামবাবু...

[বাইরের দরজায় কেনারাম দেখা দিল। তার গলা থেকে চশমার কাঁচ দুখানি বাদে, পুরো মাথাটা, প্লাস্টার করা। কনুই থেকে পুরো হাত, হাঁটু থেকে গোড়ালি প্লাস্টারে ঢাকা। তাছাড়া লুঙ্গি পাঞ্জাবি ছাতা সব যথাস্থানে যথাযথ।]

বড়ছেলে ∫∫ বাবা! একী হয়েছে তোমার!

নগেন ∫∫ ঐ যে, রেল লাইনের ধারে পড়ে গিয়ে...

বড়ছেলে ∫∫ ওঃ কী কষ্ট! আমি থাকতে কেন এভাবে নিজেকে কষ্ট দিলে বাবা! ও বাবা, আর তোমাকে আমি নিখোঁজ হতে দেব না। আর কোন ছেলেকে তোমার কাছে ঘেঁষতেও দেব না। বাবাগো, বলো কী খাবে, চিকেন স্টু, রাবড়ি, কী খাবে...এখন কি একটু ঠাণ্ডা বেলের পানা খাবে বাবা?

[কেনারাম পায়ের ওপর ঘন ঘন হাত নাড়ে।]

কী বলছেন?

নগেন ∫∫ পানা না। দেখছেন না পায়ের ওপর হাত নেড়ে ঘনঘন না-না-না-না করছেন। পানা না।

বড়ছেলে ∫∫ তা'লে আর কী খাবে?

[কেনারাম হেঁচকি তোলে কয়েকটা।]

ও নগেনবাবু, বাপি হেঁচকি তুলছে কেন?

নগেন ∫∫ বুঝতে পারলেন না? যা খেলে হেঁচকি ওঠে উনি তাই খেতে চাইছেন।

বড়ছেলে ∫∫ (নগেনের কানের কাছে মুখ এনে) সে তো হুইস্কি

নগেন ∫∫ থাকলে দিন।

বড়ছেলে ∫∫ বাপি তো কোনদিন মাল খেতেন না।

নগেন ∫∫ এখন খাচ্ছেন। একমাস নিখোঁজ হয়ে অনেক কিছু ধরেছেন! শিগগির দিন, না হলে হেঁচকি থামবে না। কী হলো? বাড়িতে মজুত নেই?

বড়ছেলে ∫∫ তা থাকবে না কেন?

নগেন ∫∫ তাহলে আনুন।

[বড়ছেলে ভেতরে চলে গেল। কেনারাম ফিক করে হেসে নগেনের গায়ে কনুই-এর গুঁতো মারে।]

কী হচ্ছে! থির হয়ে বসুন। অ্যাঁ-ঢুকেই হুইস্কি খুব মজা!

[নগেন কেনারামের ব্যান্ডেজ বাঁধা মাথায় জোর টেপাটেপি করে। কেনারাম হাসে।]

হু, বেশ টাইট আছে। ঠিক আছে।

[বড়ছেলে হুইস্কির বোতল ও গেলাস নিয়ে ঢোকে। ওরা গম্ভীর হয়। বড়ছেলে বোতল গেলাস নগেনের দিকে বাড়িয়ে ধরে।]

ওঁকে দিন...

বড়ছেলে ∫∫ ছেলে হয়ে বাবাকে মাল এগিয়ে দেব?

নগেন ∫∫ দিন না-প্রাপ্তেষু ষোড়শে বর্ষে-বাপবেটা এক গেলাসে-

[বড়ছেলে গেলাসে পানীয় ভর্তি করে কেনারামের দিকে এগিয়ে দিতে- কেনারাম চোঁ চোঁ করে টানে।]

বড়ছেলে ∫∫ (বিস্ময়ে) একী! ওরকম করে কেউ হুইস্কি খায়?

নগেন ∫∫ খাক খাক, যার যে রকম অভ্যেস!

[কেনারাম গেলাস সরিয়ে রেখে বোতলটাই টেনে নিয়ে চুমুক দেয়।]

বড়ছেলে ∫∫ উঃ! র! নগেনবাবু র মাল খাচ্ছেন যে!

নগেন ∫∫ র! র! রয়েসয়ে খান না মশাই, এভাবে লোকে সরবৎ লস্যিও খায় না! মরে যাবেন যে!

[কেনারাম হাসে। লাফায়। ঘরের মধ্যে পানীয় ছড়ায়।]

বড়ছেলে ∫∫ বাপি! বাপি!

নগেন ∫∫ একী অসভ্যতা হচ্ছে! অ্যাই বেচারামবাবু, বসুন বসুন বলছি...

[নগেন কেনারামকে জড়িয়ে ধরে।]

কেনারাম ∫∫ গরম! গরম!

বড়ছেলে ∫∫ কানমাথা গরম হয়ে গেছে, ব্যান্ডেজটা খুলে দেব বাপি?

নগেন ∫∫ না, ব্যান্ডেজ খোলা যাবে না...ডাক্তারের নিষেধ আছে...

কেনারাম ∫∫ ভট ভট ভট ভট...ও নগেন কানের মধ্যে ভটভটি চলছে...(নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে) ভটভটি চেপে আমি উড়ে যাচ্ছি...আমি ভেসে যাচ্ছি...আমি আবার হারিয়ে যাচ্ছি নগেন...

বড়ছেলে ∫∫ (কেনারামকে জড়িয়ে ধরে) না, আর হারাতে দেব না বাপি!

[টান মেরে কেনারামের মুখ মাথার ব্যান্ডেজ খুলে ফেলে। নগেনের দৃষ্টিতে আগুন। কেনারাম সে দিকে চেয়ে লজ্জিত, কাঁচুমাচু।]

এ কে! অ্যাই মশাই, এ কাকে ধরে এনেছেন আপনি?

নগেন ∫∫ কেন, এই তো বেচারামবাবু, আপনার পরম পূজনীয় পিতাঠাকুর। প্রণাম করুন...

বড়ছেলে ∫∫ দূর মশাই! এতোক্ষণে ভূমিকা করে মূলেই গুবলেট করে বসে আছেন...

নগেন ∫∫ কীসের গু বলেট!

বড়ছেলে ∫∫ ইনি আমার বাবা?

নগেন ∫∫ মিলিয়ে নিন। এই দেখুন পরনে লাল লুঙ্গি, গায়ে গেরুয়া পাঞ্জাবি, সিক্সটি-ফরটি কাঁচা পাকা চুলদাড়ি, চোখে চশমা। বগলে ছাতা চেয়েছিলেন, আছে...হাঁপানি চেয়েছিলেন, তাও আছে। একটু হাঁপান তো।

[কেনারাম হাঁপাতে হাঁপাতে নুয়ে পড়ে।]

বড়ছেলে ∫∫ আরে হাঁপালে কি হবে? আসল লোকটিকেই তো পাচ্ছি না।

নগেন ∫∫ আরে এইগুলো জোড়া লাগালেই তো আসল লোক পেয়ে যাচ্ছেন।

বড়ছেলে ∫∫ আপনারা এক্ষুণি বেরিয়ে যাবেন কিনা...

নগেন ∫∫ পুরস্কার দিন আমি চলে যাচ্ছি। কিন্তু ওঁকে কেন নিয়ে যাবো ওঁর বাড়ি থেকে?

বড়ছেলে ∫∫ চুপ! (কেনারামকে) অ্যাই, তুমি কে? আমায় চেনো?

[কেনারাম নগেনের দিকে তাকায়।]

নগেন ∫∫ ছি-ছি-ছি ছেলে হয়ে বাপকে জিজ্ঞেস করছে, চেনো! কী যুগ পড়েছে, বুঝতে পারছেন বেচারামবাবু?

কেনারাম ∫∫ বুঝতে পারছি আমাকে ঘিরে একটা বিরাট ষড়যন্ত্র চলছে!

নগেন ∫∫ তাই দেখছি। নইলে চুলে মিল..দাড়িতে মিল...

বেচারাম ∫∫ ছাতার বাঁটে ও মিল!

নগেন ∫∫ তবু কীসে আটকাচ্ছে আপনার? আপনার বাবার চেয়ে ইনি কোন্ অংশে কম?

বড়ছেলে ∫∫ দেখাবো, কীসে কম দেখাবো? আমার বাবা বিকেলবেলা পার্কে বসে দাবা খেলতো, এ লোকটা পারে?

নগেন ∫∫ (কেনারামকে) কী, পারেন না?

কেনারাম ∫∫ হ্যাঁ। ওয়ান ক্লাব...টু ডায়মন্ড....থ্রি হার্ট...ফাইভ নো ট্রাম...এল-এস...জি-এস...পাশ...ডবল...রং করো...

বড়ছেলে ∫∫ (হেসে) আরে বাবা খেলতো দাবা...এ লোকটা যা বললো, সে তো তাস...তাসের ব্রিজখেলা।

নগেন ∫∫ চলবে না বলছেন! কেন, ব্রিজ তো ভালো-খেলা! যাকগে দাবার চালটা ছাড়ুন না মশাই...

কেনারাম ∫∫ মন্ত্রী ছোটে সব দিকে...গজ কোণাকুণি...নৌকা সোজাসুজি...ঘোড়ার আড়াই চালেই কিস্তিমাৎ!

নগেন ∫∫ নিন কিস্তি সামলান! তাস দাবা দুই পেলেন...একটা এক্সট্রা পেলেন বড়ছেলে।

[বড়ছেলে ছুটে গিয়ে আলমারির মাথা থেকে একটা ওষুধের শিশি নামিয়ে আনে কেনারামের কাছে।]

বড়ছেলে ∫∫ খাও!

নগেন ∫∫ কী ওটা?

বড়ছেলে ∫∫ আমার বাবার ওষুধ! বাবার পায়ে বাত ছিল! রোজ এই কবিরাজি ওষুধটা খেতো। (কেনারামকে) হাঁ করো...

[কেনারাম হাঁ করে। বড়ছেলে শিশিটা খুলে ঢালতে যায়।]

কেনারাম ∫∫ উঁ! কী গন্ধ সরা সরা...

বড়ছেলে ∫∫ খাও, খেতে হবে...আমার বাবা হতে গেলে এই বাতের ওষুধ...

কেনারাম ∫∫ না-না, আমার বাত নেই!

বড়ছেলে ∫∫ কী হলো? এনার তো বাতই নেই।

নগেন ∫∫ নেই, হবে। কিছুদিন ঘরে রাখুন, হবে।

বড়ছেলে ∫∫ কবে হবে তার জন্যে বসে থাকবো! বাতের কথাটা কাগজে লেখা হয়নি বলে সাজিয়ে আনতে পারেননি, না নগেনবাবু?

[বড়ছেলে হাসে।]

নগেন ∫∫ আশ্চর্য লোক আপনি মশাই। একজন লোকের পায়ে বাত ছিল বলে হ্যা-হ্যা করে হাসছেন। আপনি কি চান আপনার বাবার পায়ে চিরকাল বাত থাকুক?

বড়ছেলে ∫∫ ডেফিনিটলি নট!

নগেন ∫∫ বাত সেরে গেলে আনন্দ করবেন কিনা?

বড়ছেলে ∫∫ ডেফিনিটলি ইয়েস!

নগেন ∫∫ তবে করুন আনন্দ। বাত সেরে গেছে। (কেনারামকে) হেঁটে দেখিয়ে দিন তো...

কেনারাম ∫∫ (বাধ্য সৈনিকের মতো হাঁটে) লেফট রাইট-লেফট রাইট-লেফট-

বড়ছেলে ∫∫ জালিয়াত! গোড়ায় ভাবছিলাম, ভুল করে ভুল লোক ধরে এনেছেন। তা না, দেখছি বেশ আঁটঘাট বেঁধেই জোচ্চুরি করতে নেমেছেন! পাঁচ মিনিট সময় দিয়ে ভেতরে যাচ্ছি...ভেবে দেখুন সহজে যাবেন, না আমাকে অন্যপথ ধরতে হবে।

[বড়ছেলে হুইস্কির বোতল নিয়ে ভেতরে যায়।]

কেনারাম ∫∫ (ভয়ে ভয়ে) নগেন...

নগেন ∫∫ ধের মশাই...চুপ করে বসুন...

কেনারাম ∫∫ বসবো কি, গা কাঁপছে যে! যদি ধরে মারে!

নগেন ∫∫ মার খাবেন...

কেনারাম ∫∫ মার খাবো?

নগেন ∫∫ আরে মশাই পেটে খেলে পিঠে সয়! আচ্ছা কেনারামবাবু, যখন বর্ধমানের লাইনে গলা দিতে গিয়েছিলেন, তখন তো শরীরের ওপর তোমার এত মায়া ছিল না?

কেনারাম ∫∫ মায়া-কিসের মায়া? আমার যে কেউ নেই নগেন, এ সংসারে আমি একা....

নগেন ∫∫ আর কেউ নেই বলছেন কেন? এত সবকিছু পেলেন তো।

কেনারাম ∫∫ আহা এসব তো কোন এক বেচারাম চাটুজ্যের!

নগেন ∫∫ আপনার হতে কতক্ষণ?

কেনারাম ∫∫ পারবে, পারবে নগেন, এই সব আমার করে দিতে পারবে? নগেন, আমি নিঃস্ব পথে পথে ভিক্ষে করে খাই। কেউ নেই আমার!....পারবে সব আমার করে দিতে?

নগেন ∫∫ কত আগেই তো পারতাম...মরতে ব্যান্ডেজটা খুলতে গেলেন কেন?

কেনারাম ∫∫ কি করব, এদিকে ব্যান্ডেজের চাপ-ওদিকে মালের উত্তাপ! আরেকটু হলে দুটো কানই বধির হয়ে যেত গে-

নগেন ∫∫ না হয় যেত বধির হয়ে। বধির হয়েও যদি সেটেল করা যায়, সেটা ভালো না? এখন ভুগুন। তখন থেকে বলছি-মশাই আমাকে কলাবাগানে যেতে হবে...সেখানে নন্দ মিস্ত্রির বউয়ের একটি দশমাসের শিশু হারিয়ে গেছে, সেই শোকে বউটা পাগল হয়ে গেছে...সেখানে আমাকে একটা দশমাসের শিশু ফিট করে দিতে হবে। ভাবতে পারেন কী রকম সিরিয়াস কন্ডিশন?

কেনারাম ∫∫ বলছিলাম কি নগেন...ওখানে যদি তুমি সহজ হবে বোঝ, তাহলে না হয় আমাকে সেই কলাবাগানের মায়ের কাছেই রেখে এসো....

নগেন ∫∫ এ লোকটার কি হুদোমুদো জ্ঞান নেই? বলছি খোয়া গেছে দশমাসের শিশু...সেখানে আপনাকে ফিট করে দিয়ে আসবো? পারবেন, নন্দ মিস্ত্রির বউয়ের কোলে চেপে ঝিনুকে ডুডু খেতে পারবেন?

কেনারাম ∫∫ না...তুমি বললে কিনা মা পাগল হয়ে গেছে!...গোলেমালে চলে যেতো।

নগেন ∫∫ মশাই পাগলেও বোঝে...দশমাস আর ষাট বছরের ফারাক বোঝে! চলুন তো আপনাকে দিয়ে হবে না...

কেনারাম ∫∫ না না...হবে হবে! তুমি যা-যা বলবে, আমি তাই-তাই করে যাব!

নগেন ∫∫ ঠিক? আর ভুল হবে না?

কেনারাম ∫∫ না! (জিব চাটতে চাটতে) বড্ড মনোরম জিনিস গো! বোতলটা কেড়ে নিয়ে গেল কেন নগেন?

নগেন ∫∫ ধরে রাখতে পারলেন না বলে। মশাই ধরে রাখার আর্ট জানা চাই।

[নগেন ভেতরে নজর দেয়।]

ঐ যে, বড়ছেলে আসছে, ধরুন....

[বড়ছেলে ঢোকে।]

বড়ছেলে ∫∫ (ঈষৎ টলোমলো) এখনো দাঁড়িয়ে আছেন? কী চাইছেন, থানায় ফোন করি! ঠিক আছে তাই করি...

[বড়ছেলে পকেট থেকে মোবাইল বার করে।]

কেনারাম ∫∫ বড়খোকা....

বড়ছেলে ∫∫ দূর মশাই...

কেনারাম ∫∫ হচ্ছে নগেন?

নগেন ∫∫ হচ্ছে হচ্ছে....

কেনারাম ∫∫ তুই যে আমার বড় আদরের প্রথম পুত্তর। আয় তোর চুলে একটু কিলিবিলি কেটে দি...

বড়ছেলে ∫∫ অ্যাঁ! কী হচ্ছে? কী এসব?

কেনারাম ∫∫ কেন, আয় না..আমি তোর বাবা! আয়। ও নগেন, হচ্ছে?

নগেন ∫∫ হচ্ছে হচ্ছে ভালো হচ্ছে!

বড়ছেলে ∫∫ ভাগ ভাগ। কোত্থেকে বাবার ফ্র্যাঙ্কেস্টাইন উঠে এসেছে...

[বলতে বলতে বড়ছেলে মোবাইল কানে চেপে ধরেছে।]

কেনারাম ∫∫ ও নগেন, ফোন করছে কেন, ভালো করে আদর করতে পারলাম না বলে?

নগেন ∫∫ ঐ যে মাস খানেক ছিলেন না, তাই আদরের অভ্যেস কেটে গেছে। কিছুদিন থাকলেই সব জলভাত হয়ে যাবে। যান পুট করে একটা চুমু খান দিকি-

কেনারাম ∫∫ চুমু! কী করে খাব? জীবনে খেয়েছি বলে মনে পড়ে না! আমি চুমু খেতে পারি না।

নগেন ∫∫ দূর মশাই! পশু পাখি পর্যন্ত ঠোঁটে ঠোঁট চেপে খাচ্ছে! যান তো!

[নগেন কেনারামকে ঠেলে দেয়। কেনারাম বড়ছেলের গালে চুমু খায়। বড়ছেলের পুলিশ ডাকা হয় না।]

বড়ছেলে ∫∫ অ্যাৎ! ধ্যাৎ! ধ্যাৎ! এসব কী...

নগেন ∫∫ পিতৃচুম্বন!

কেনারাম ∫∫ হচ্ছে নগেন?

নগেন ∫∫ হচ্ছে হচ্ছে, চালিয়ে যান।

[কেনারাম আবার চুমু খেতে উদ্যত।]

বড়ছেলে ∫∫ মশাই, এসব কোলের কীর্তির অর্থটা কী? আপনাদের মতলবটা কী!

নগেন ∫∫ ঐ .যে, আপনার পিতার স্থানটি শূন্য ছিল, পূর্ণ করে দিলাম। শূন্যস্থান পূরণ করাই আমার প্রফেশান। ভ্যাকুয়াম দেখলেই ফিলআপ করে দিই...

বড়ছেলে ∫∫ (গাল মুছতে মুছতে) আমার বাড়ির ভ্যাকুয়াম যেমন আছে থাকবে। ওঃ আমার বাবা কোনোদিন আমায় চুমু খেয়েছেন বলে মনে পড়ে না।

নগেন ∫∫ তবে আর আপত্তি করছেন কেন? জীবনে প্রথম পিতৃচুম্বনের মর্যাদা দিন বড়ছেলে। ভালকথা বলছি বাবা বলে স্বীকার করে নিন। এক্ষুনি আলমারি খুলে যথাসর্বস্ব আপনার হাতে তুলে দেবেন ইনি। আপনাকে আর চুরি করতে হবে না।

কেনারাম ∫∫ সব দেবো। বড় পুত্তুররে সব দেব।

নগেন ∫∫ এ বাবার পেছনে আপনাকে তেমন খরচাও করতে হবে না। বেচারামবাবু দুবেলা ভাত খেতেন, ইনি একবেলা খাবেন...দরকার হলে আপনাদের এঁটোকাঁটা খাবেন...

কেনারাম ∫∫ খাবো।

নগেন ∫∫ বেচারামবাবুকে বছরে পরনের কাপড় দিতে হতো...?

কেনারাম ∫∫ আমি কাপড়টাপড় কিচ্ছু পরবো না।

নগেন ∫∫ (কেনারামকে) ছিঃ! কিছু পরবেন না কেন? অসভ্য কোথাকার! উদোম হয়ে থাকবেন নাকি?

কেনারাম ∫∫ না, না, ছেঁড়া গামছা পরে লজ্জা ঢাকবো...

নগেন ∫∫ তাই ঢাকবেন। ঢেকেঢুকে থাকবেন। বেচারামবাবুকে বিছানা বালিশ দিতে হতো...?

কেনারাম ∫∫ আমি থান ইঁট মাথায় দিয়ে বাগানে শোবো...

নগেন ∫∫ মাঝেমধ্যে ঠ্যাঙাতেও পারেন...

কেনারাম ∫∫ (পিঠ পেতে) ঠ্যাঙা না, ঠ্যাঙা! কতো লোকের ঠ্যাঙানি খেয়েছি, বড়ছেলের হাতে খাবো, সে তো মহা ভাগ্যি বাবা রে! হচ্ছে নগেন?

নগেন ∫∫ হচ্ছে হচ্ছে। বেস্ট বাবা মশাই, আদর্শ হেড অব দি ফ্যামিলি!

[বড়ছেলে খুব মন দিয়ে শুনছিল। সিগারেট টানছিল।]

বড়ছেলে ∫∫ হুঁ, বলছেন তাহলে....

নগেন ∫∫ বলছি তো! আপনার সামনে ঘোর বিপদ! রাবণের গুষ্টি বাপের সম্পত্তি নেবে বলে মুরুব্বি ধরে বেড়াচ্ছে। আপনি খোদ বাবাকেই ধরুন। ভোলে বাবা পার করে গা....

কেনারাম ∫∫ বল, বাবা বল, ও ছেলে বাবা বল।

বড়ছেলে ∫∫ হ্যাঁ, দেখি, ব্যান্ডেজটা আরেকবার জড়ান দেখি নগেনবাবু।

[নগেন কেনারামের মাথা মুখ ঢাকতে থাকে ব্যান্ডেজে।]

হ্যাঁ, ব্যান্ডেজে বাবাই মনে হয়। তিন্তু এভাবে কিছুদিন চালানো যায়, বড়জোর চার-পাঁচ দিন...তারপর? তারপর তো ওরা ঠিক ধরে ফেলবে...

নগেনা ∫∫ ধরে করবেটা কী? কোর্টে যাবে? যাক না। আমরা বলব প্ল্যাস্টিক সার্জারিতে বেচারাম চাটুজ্যের মুখ পাল্টে গেছে। তারপর ভারতবর্ষের কোর্ট। চলল সওয়াল। চোদ্দো বছর ধরে উকিলের ফি গুনতে গুনতে বিবাদীর বাপের নাম খগেন!

কেনারাম ∫∫ বল বাবা, বল, ও ছেলে বাবা বল...

বড়ছেলে ∫∫ (খেপে উঠে) আর দূর মশাই, এতো ব্যস্ত হবার কী হলো? দরকার পড়লে বাবা বলেই ডাকা হবে!

কেনারাম ∫∫ সে তোর দরকারে তুই পরে ডাকিস! আমার দরকারে এখন ডাক। ওরে এ জীবনে ও ডাক শুনিনি! প্রাণটা ভরিয়ে দে বড়ছেলে!

নগেন ∫∫ ঘ্যানঘ্যান করছে। ডেকে ফেলুন তো একাবার...

বড়ছেলে ∫∫ বাবা...

কেনারাম ∫∫ আবার ডাক...

বড়ছেলে ∫∫ ওহো! ডাকলাম তো! বাবা!

কেনারাম ∫∫ দুবার ডেকেছিস! তিনবার না ডাকলে সত্যি হয় না বাবা!

নগেন ∫∫ দিন আরেকবার ডেকে! কি আছে, সারাজীবনই তো ডাকতে হবে। যতো রিহার্সাল দেবেন, ততো জড়তা কেটে যাবে....

বড়ছেলে ∫∫ বাবা...বাবা...বাবা...

[শুনেই কেনারাম লাফিয়ে উঠে নাচানাচি শুরু করে দেয়]

কেনারাম ∫∫ উঃ! বাবা বলেছে-আমার বড়ছেলে আমায় বাবা ডেকেছে! আহা এটা আমার বাড়ি! আমি আজ নিজের বাড়িতে এসেছি! ওঃ রোমাঞ্চ জাগছে! পথের ভিখারি কেনারাম বাঁড়ুজ্যের গৃহপ্রবেশ। উঃ কতো দিলি মা তারা...

[কেনারাম গান ধরে।]

এমন দিন কি এলো তারা...
যখন আমায় করবে না কেউ তাড়া....
ছেলে আমার হাতের মুঠোয়
কিছু পেলেই তলপি গুটোয়
ভয় শুধু ঐ রাবণের গুষ্টি
তারাই হলেন আসল ফাঁড়া।।
তাড়া খেয়ে খেয়ে মাগো
জীবন হলো ছ্যাড়াব্যাড়া...
এবার এ বাড়িটা না হয় হাতছাড়া।।

নগেন ∫∫ আহা, বাবা তো নয়, আলিবাবা!

বড়ছেলে ∫∫ গানটা চলবে! আমার বাবা...মানে অসল বাবা ভোরবেলা ভক্তিমূলক গান গাইতো, একেও গাইতে হবে। (একজোড়া জুতো কেনারামের সামনে ফেলে)

নাও পরো...

কেনারাম ∫∫ জুতো! এ আবার কার জুতো!

বড়ছেলে ∫∫ তোমার! তোমার!

কেনারাম ∫∫ সে কি বাবা! আমি আবার জুতো পায়ে দিলাম কবে?

নগেন ∫∫ (খেপে) কী হচ্ছে কী মশাই? বেচারামবাবু পায়ে দিতেন, এখন আপনি পায়ে দেবেন না তো কে দেবে! বাঁদরমোর একটা সীমা থাকে। পা ঢোকান...

কেনারাম ∫∫ (জুতোয় পা গলাতে গলাতে) বোকো না নগেন, জুতোটা আমায় ফিট করছে না!

নগেন ∫∫ সেতো আপনিও ফ্যামিলিতে ফিট করেন না, তবু ফিট হচ্ছেন কী করে? ঢোকান পা!

[কেনারাম জোর দিয়ে পা ঢোকাচ্ছে।]

কেনারাম ∫∫ উ! লাগছে...লাগছে...জুতোটা ছোট!

বড়ছেলে ∫∫ সে তো হতেই পারে! একমাস নিরুদ্দেশে খালি পায়ে ঘুরে ঘুরে তোমার পাও বড় হয়ে যেতেই পারে।

নগেন ∫∫ বটেই তো। পদবৃদ্ধির জন্যেই তো পদমর্যাদা।

বড়ছেলে ∫∫ মনে রেখো মাপে মাপে জুতো হওয়া আর তুমি আমার বাবা হওয়া এক।

কেনারাম ∫∫ (বড়ছেলের গাল টিপে) ফাজিল ছেলে!

বড়ছেলে ∫∫ ধ্যাৎ!

নগেন ∫∫ আবার গাল টিপে গেলেন কেন, এখনো ভালো করে সেটেল করতে পারলেন না! সব তাতে বড় তাড়াহুড়ো আপনার!

কেনারাম ∫∫ নগেন আমরা বাপবেটায় বিষয় আশয় নিয়ে পেরাইভেট কথা বলব! তুমি একটু বাইরে যাও তো।

নগেন ∫∫ (চমকে) কী হলো? আমি বাইরে যাবো?

কেনারাম ∫∫ যাও না, এ বাড়িতে আমি ফিট হয়ে গেছি। তুমি এখন বর্ধমানে ফিরে যেতে পারো।

নগেন ∫∫ মানে? পুরস্কার নেবো না?

কেনারাম ∫∫ কীসের পুরস্কার! আমি বাড়ি থেকে হারিয়ে গেয়েছিলাম, তুমি পৌঁছে দিয়ে গেলে! এই সামান্য উপকারের জন্য পুরস্কার আবার কী? দুর্গাপুজোর সময় এসো, ধুতি গামছা নিয়ে যেয়ো।

নগেন ∫∫ কী, মালকড়ি ছেড়ে দিতে ধুতিগামছা নেব!

কেনারাম ∫∫ না নিলে নিয়ো না। কিন্তু মালকড়ি চেয়ো না। সামান্য যা আছে সে তো আমায় বড়ছেলেকে দিতে হবে।

[নগেন হতভম্ব।]

এসব তোমায় বলতে হবে কেন? তোমার নিজের একটা কমনসেন্স নেই?

নগেন ∫∫ কী? আমার কমনসেন্স নেই! নিজে যখন সব সেন্স হারিয়ে ননসেন্সের মতো রেললাইনে মাথা দিতে গিয়েছিলেন তখন কার কমনসেন্স কাজ করেছিল! চলো...বর্ধমান চলো-

[নগেন কেনারামকে হাত ধরে টানে]

কেনারাম ∫∫ (চোখ মটকে) হচ্ছে নগেন? (নগেন চমকে তাকায়) আচ্ছা, তোমায় কি আমি ভুলতে পারি গো? রসিকতা বোঝো না?

[নগেনকে বুকে জড়িয়ে ধরে কেনারাম।]

বড়ছেলে ∫∫ (উত্তেজিত হয়ে কেনারামকে) ওরা যে কোনো মুহূর্তে এসে পড়বে। ঝটপট কাজের কথায় এসো। তুমি কিন্তু আর কোনো ছেলেমেয়ের দিকে ভিড়বে না। তুমি আমার....আমার বাবা! আগে আলমারির সব কাগজপত্র আমায় দিয়ে তারপর-(কেনারামকে বগলদাবা করে বাইরে তাকিয়ে) উঠোনে ওটা কী?

কেনারাম ∫∫ আমার আমগাছ!

বড়ছেলে ∫∫ গুড, ভেরি গুড! আমগাছটা দেখে তোমার কি কিছু মনে পড়ছে?

কেনারাম ∫∫ হ্যাঁ। মনে পড়ছে কাঁঠালগাছের কথা। আর মনে পড়ছে বর্ষাকালে পাতিলেবু হয়!

বড়ছেলে ∫∫ যাচ্ছেতাই লোক ধরে এনেছেন নগেনবাবু। একগাছ আম ঝুলতে দেখে কারুর পাতিলেবুর কথা মনে পড়ে?

কেনারাম ∫∫ তো কী মনে পড়বে বলে দে না।

[নগেন কেনারামের সামনে খোঁড়াতে শুরু করে-কেনারাম মন দিয়ে লক্ষ করে।]

ও, মনে পড়ছে গো, ল্যাংড়া আম! আমার ল্যাংড়া আমের গাছ!

বড়ছেলে ∫∫ রাইট! পড়ছে তো?

কেনারাম ∫∫ বড় ভালোবাসিরে! মনে পড়েছে যেন কতো যুগ আগে একটা ল্যাংড়ার আঁটি চুষে আমি যেন ঐ উঠোনে ফেলেছিলাম, তা থেকে অতো বড় গাছ হয়েছে...সেই গাছে আজ ফল ধরেছে...হচ্ছে বড়খোকা?

বড়ছেলে ∫∫ হচ্ছে, হচ্ছে, এরকম হলেও চলবে! শোনো তুমি উইলে লিখে যাবে, ঐ গাছের ফল আমার ছেলেমেয়ে রিন্টু ঝিন্টু খাবে।

কেনারাম ∫∫ খাবেই তো, খাবেই তো। আমারই চোষা আঁটি থেকে যখন আমগাছের জন্ম। সেই গাছে আম হয়েছে...সেই অমৃতফল দিয়ে তোমার বৃক্ষের ফলেরা ফলাহার করবে...একেই তো বলে-মা ফলেষু কদাচন!

নগেন ∫∫ বেশ হচ্ছিল! ওকে স্যাঙাসক্রিট বলতে কে বলল!

[বড়ছেলে দেয়ালের গা থেকে একটা বাঁধানো ফটো নামিয়ে আনে। ময়লা, ঝুলপড়া, ঝাপসা ফটো।]

বড়ছেলে ∫∫ (কেনারামের সামনে ছবিটা বাড়িয়ে ধরে)দ্যাখো তো বাবা, চিনতে পারো?

কেনারাম ∫∫ কারা দুজন বর-বউ? নিচে কার নাম লেখা? বেচারাম-স্নেহলতা! (ছবিটা মাথায় ঠেকিয়ে) মা জননী!

নগেন ∫∫ এহে হে, ওটা কী হলো মশাই?

কেনারাম ∫∫ পরস্ত্রী মাতৃবৎ।

নগেন ∫∫ কে পরস্ত্রী?

কেনারাম ∫∫ কেন স্নেহলতা! সে তো বেচারামের পত্নী!

নগেন ∫∫ কার পত্নী! চলুন বর্ধমানে চলুন...

[নগেন কেনারামের হাত ধরে টানে।]

বড়ছেলে ∫∫ (এগিয়ে সরোষে) মাকে মনে পড়ে না তোমার!

কেনারাম ∫∫ আমার মা!

নগেন ∫∫ অ্যাই কেনারাম!

বড়ছেলে ∫∫ তোমার মা কেন, আমার আমার মা..(নরম গলায়) পড়ে না, ও বাবা পড়ে না?

কেনারাম ∫∫ (গভীর প্রেমে ছলছল চোখে) পড়ে না আবার? কতোকাল আগে বিয়ের পর তোলা ছবি...আজ নিজের ইস্তিরি নিজের

কাছে অচেনা লাগে!

নগেন ∫∫ তাই তো! তাই তো!

কেনারম ∫∫ সে যে আমার যৌবনের প্রথম বসন্তের মধুমাখা স্মৃতি...আহা সেই লাল টুকটুকে ঢাকাই শাড়ি...সেই এতোখানি ঘোমটা...সেই দুজনে পাল্কি চড়ে হু-হু-ম-নারে হু-হু-ম-না...

[কেনারাম পাল্কি চালনার ভঙ্গি করে। নগেন লাফিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে যোগ দেয়।]

নগেন ∫∫ চাঁদ উঠেছে...ফুল ফুটেছে...হু হু-ম-নারে হু-হু-ম-না!

কেনারাম ও নগেন ∫∫ হু-হু-ম-নারে হু-হু-ম-না! হু-হু-ম-নারে হু-হু-ম-না!

নগেন ∫∫ কেমন লাগছে বড়ছেলে?

বড়ছেলে ∫∫ বাপের বিয়ে দেখছি, খারাপ লাগবে কেন? তবে আপনার এ মাল চলবে না নগেনবাবু।

নগেন ∫∫ কেন, ভালোই তো চলছে....

বড়ছেলে ∫∫ চলবে না, চলবে না! দাঁত!

নগেন ∫∫ দাঁত!

বড়ছেলে ∫∫ সামনের দুটো দাঁত! ঐ যে! (কেনারামের দাঁত দেখিয়ে) পুরো ফেঁসে যাবো! আমার বাবার সামনে দাঁত ছিল না।

নগেন ∫∫ (ভেবে নিয়ে) ও তো আক্কেল দাঁত!

বড়ছেলে ∫∫ আক্কেল দাঁত কারুর সামনে গজায়?

নগেন ∫∫ আশপাশে স্পেস ছিল না, যেখনে ফাঁক পেয়েছে সেখান দিয়েই ঠেলে উঠেছে!

বড়ছেলে ∫∫ না, না, ওসব বললে চলবে না। রাবণের গুষ্টিকে বোঝানো যাবে না। নাঃ, আপনি ওকে নিয়ে বেশ-খানিকক্ষণ সময় নষ্ট হলো! এতোক্ষণ আলমারিটা ভেঙেই ফেলতে পারতাম। কী হলো? আরে মশাই ভাগুন তো!

নগেন ∫∫ আমি বুঝতে পারছি না, মেজর-মেজর পয়েন্ট যেখানে মিলে গেল, সেখানে দুটো দাঁত কেন আটকাচ্ছে? বেশ আমি তুলে দিচ্ছি...

বড়ছেলে ∫∫ তুলে দেবেন!

নগেন ∫∫ (ঝুলে থেকে সাঁড়াশি বার করে) দিচ্ছি তুলে! সামান্য ব্যাপারে খুঁত রাখি কেন? হাঁ করুন তো কেনারামবাবু....

[কেনারাম হাঁ করে। নগেন সাঁড়াশি বিঁধিয়ে টানাটানি শুরু করে। দাঁত সহজে টলছে না। নগেন কেনারামের পেটে পা চাপিয়ে টানাটানি লাগায়। বড়ছেলে এই কাণ্ড দেখে তার সেই চিল চিৎকার ছাড়ে। দাঁত উঠে আসে। নগেন ও কেনারাম দুদিকে ছিটকে পড়ে। ছিটকে পড়েছে সাঁড়াশিটাও। বড়ছেলে সাঁড়াশিটা কুড়িয়ে নেয়।]

বড়ছেলে ∫∫ হবে হবে, সাঁড়াশিটা দিয়ে লক ভাঙা যাবে।

[সাঁড়াশি বিঁধিয়ে প্যাঁচ মারতেই আলমারি খুলে গেল। তারপরই বড়ছেলের ভয়ানক চিৎকার।]

নগেন ∫∫ কী হলো, বড়ছেলে কী হলো?

বড়ছেলে ∫∫ নেই, কিচ্ছু নেই। বন্ড, বাড়ির দলিল, টাকা কড়ি, মার গয়না,-কিচ্ছু নেই! ফাঁকা।

নগেন ∫∫ সব ফক্কা?

বড়ছেলে ∫∫ সব ফক্কা! বুড়োটা সব কিছু নিয়ে ভেগেছে রে!

নগেন ∫∫ এইটা একটা ভালো কাজ করেছেন বেচারামবাবু। আপনাদের মতো ছেলেমেয়েদের হাতে বুড়ো বাপমায়ের আজ যা দুর্গতি, তাতে শেষ সম্বল বার করে নিয়ে গিয়ে বেঁচে গেছেন। আশা করি যেখানে গেছেন, ভালই আছেন ভালোই কাটবে শেষ দিনগুলো...

কেনারাম ∫∫ তালে আমার কী হবে নগেন?

নগেন ∫∫ উঠুন। কী আর হবে, চলুন আপানাকে সেই কলাবাগানেই ফিট করে দেব। সেই যেখানে দশমাসের শিশু হারিয়েছে। সেখানে তো আপনি যেতেই চেয়েছিলেন, চলুন। আপনি আমায় ধুতিগামছা দেবেন বলিছিলেন না? এই ধরুন, আমি আপনাকে দিচ্ছি....

[নগেন তার ঝুলি থেকে একটা দুধভরা ফিডিং বোতল বার করে।]

এই নিন, এইটা মুখে দিয়ে নন্দ মিস্ত্রির বউয়ের কোলে মাথা রেখে চুকচুক করে ডুডু খাবেন...চুকু চুকু চুকু...ডুডু খাবেন-

যবনিকা

অষ্টধাতুঃ পাঁচ

বৃষ্টির ছায়াছবি

চরিত্রলিপি

ছেলেটি

রাহুল

পুলিশ সার্জেন্ট

চন্দনা

ইশিতা

রচনা-১৯৯৩

প্রথম প্রকাশ-স্যাস পত্রিকা, ১৯৯৩পূজাসংখ্যা

বৃষ্টির ছায়াছবি
প্রথম দৃশ্য

[ঝড়বাদলের সন্ধ্যা। সব দরজা জানালা বন্ধ করেও বৃষ্টি বজ্র কিংবা ঝড়ো হাওয়ার শব্দ-কোনওটাই আটকানো যাচ্ছে না। নতুন ঝকঝকে ঘরটির একপাশে বসার জায়গা, অন্যদিকে খাওয়ার। হাল ফ্যাশনের সিটিং-কাম-ড্রয়িং। রকমারি আসবাবপত্রে পরিপাটি সাজানো। চন্দনা ঘরে একা। বছর বত্রিশ বয়েস। সুশ্রী সুঠাম শরীরের অভিনেত্রী। গলায় কমফর্টার জড়ানো। হাতে খোলা পুণ্ডুলিপি। সেখান থেকে পার্ট রপ্ত করছে। মাঝে মাঝে ফ্লাক্স থেকে গরম জল নিয়ে একটু একটু করে খাচ্ছে, গলা পরিস্কার করছে। কণ্ঠ নিয়ে খুঁতখুঁতনি রয়েছে। যেমন নটনটীদের হামেশাই থাকে।]

চন্দনা ∫∫ (পাণ্ডুলিপি পড়ে) ভয়! মানুষ কতো ভয় করবে অয়দিপাউস! কত! আমাদের জীবন তো কেবল কতগুলো আকস্মিকের খেলা! কতো বিভিন্ন রকমের আকস্মিক ঘটনার যেন হাতের পুতুল! আর আমাদের ভবিষ্যৎ?

[কাছেই কোথাও বজ্রপাত হল। চন্দনা থামল। বেসিনে গিয়ে গরম জলে গলা পরিস্কার করে আবার পাণ্ডুলিপিতে মন দিল।]

কেউ জানে না, কী আমাদের ভবিষ্যৎ! তাই কী করবে মানুষ! যতটুকু পারে ততটুকু সে নিজের যেমন ইচ্ছা হয় তেমনি করেই বাঁচবে। কোনও কিছুকে গ্রাহ্য না করেই বাঁচবে। তোমার মায়ের সঙ্গে তোমার বিবাহের এই আতঙ্কের কথা তুমি ভুলে যাও অয়দিপাউস। স্বপ্নে মানুষ এরকম এনেক ভয়াবহ জিনিস দেখেছে!

[বাইরের শব্দপুঞ্জ হঠাৎ উচ্চগ্রামে উঠল। জানলাটা একটু ফাঁক করল চন্দনা। বাদলা রাতের তাণ্ডব দেখল। তার মুখের ওপর বিদ্যুৎ চমকাল জানালা বন্ধ করে ফের অভিনয়ে ডুব দিল।]

তুমি ভুলে যাও অয়দিপাউস। এসব কথা ভুলে যাও। এ জীবনে যদি বাঁচতে হয় তো এসব কথা মনে রাখতে নেই। এ পৃথিবীতে যে ভুলতে পারে সেই বাঁচতে পারে। ভুলে যাও অয়দিপাউস, তুমি ভুলে যাও।

[শেষের কথাগুলো কেমন শুকনো ঠেকছে চন্দনার। বারবার আউড়ে আবেগ ধরাবার চেষ্টা করতে লাগল প্রাণপণে। টেলিফোন বাজছে। চন্দনা ছুটে গিয়ে ধরল।]

কে?

[চন্দনার ঘরের বাইরে মঞ্চের একটা ছোট্ট অঞ্চলে আর একটা ঘরের আভাস। সেখানে টেলিফোনের সামনে বসে আছে এক চব্বিশ/পঁচিশ বছরের বিবাহিতা।]

ইশিতা ∫∫ পাশের বাড়ি থেকে ঈশিতা বলছি গো চন্দনাদি....

চন্দনা ∫∫ ঈশিতা! হ্যাঁ বল্...একটু জোরে বল্...

ঈশিতা ∫∫ সারাদিন কী চলছে বল তো!

চন্দনা ∫∫ আর বলিস না ভাই। মাথা ধরিয়ে দিল এই ঝড়বাদলার ঝমঝমানি। তার ওপর তোদের সল্টলেকের ঝাউবাগানের শোঁ শোঁ! গলাফলা ধরে বিশ্রী অবস্থা! জানিস, এর মধ্যে আমায় শুটিং-এ বেরুতে হচ্ছে!

ঈশিতা ∫∫ এখন? এই রাত্তিরে!

চন্দনা ∫∫ নাইটি শুটিং! আটটায় নিয়ে যাবে, কাল ভোরের আগে ছাড়বে না জানিস...

ঈশিতা ∫∫ তুমি দেখি রাতের শুটিং বেশি পছন্দ করো!

চন্দনা ∫∫ (বিরক্ত হয়ে) আমার পছন্দ করা না-করায় কি এসে যায়রে বাবা? সিনেমাওয়ালারা করে, টি-ভি ওয়ালারা করে। রাতে মন দিয়ে খেটে কাজ তুলতে পারে। তারা যা বলবে, আমাকে তো তাই করতে হবে।

ঈশিতা ∫∫ কেন, তোমার ইচ্ছে অনিচ্ছে নেই, যা বলবে তাই করবে?

চন্দনা ∫∫ তাই! পেটের জন্যে করতে হয়! আমার তো তোর মতো কর্তাটি নেই, মাসপয়লা মোটা টাকার চেকখানি এনে হাতে গুঁজে দেবে!

ঈশিতা ∫∫ (রিসিভার থেকে মুখ সরিয়ে) কর্তা না থাক, প্রোডিউসারবাবুটি তো আছেন! ওই টাকায় তোমার ঘরের পর্দা তৈরি হয়! (ফোনে মুখ এনে) ও চন্দনাদি, তোমার তিনি...তোমার রাহুলবাবু আজ বৃষ্টির দিনে তোমার হাতের খিচুড়ি খেতে এলেন না!

চন্দনা ∫∫ (রিসিভারের মুখ চেপে) তোর মতো নেকির মুখ দেখতে ইচ্ছে হয় না বুঝলি! কী করব, কাছে পিঠে প্রতিবেশী বলতে এক তুই...তাই...(মিষ্টি গলায়) তাই দ্যাখনা। খিচুড়িটা কিরকম জমতো বল্! হ্যাঁরে ঈশিতা তোর কর্তা ফিরেছেন!

ঈশিতা ∫∫ নাগো এখুনি ফোন করেছিল। কলকাতা নাকি ডুবে গেছে। জলে গাড়ি আটকে গেছে! কী করবে কে জানে....

চন্দনা ∫∫ (রিসিভার চেপে) ঝরঝরে গাড়িটা সের দরে বিক্রি করে, সেই টাকায় ভটভটি চালা। (মিষ্টি গলায়) যাই বলিস, আমাদের সল্ট লেক কিন্তু এদিক দিয়ে চমৎকার। যতই বৃষ্টি হোক, জল জমে না! কলকাতার গায়ে লেগে আছি, তবু কলকাতার সঙ্গে আকাশ পাতাল...

ঈশিতা ∫∫ চমৎকার না ঘোড়ার ডিম। এতো ফাঁকা নির্জন...মাথা কুটে মরলেও এতটা লোক নেই। জান গো চন্দনাদি, খানিক আগে যা একটা কাণ্ড ঘটে গেল না, সাঙঘাতিক!

চন্দনা ∫∫ (রিসিভার চেপে) তোর তো রোজই একটা না একটা সাঙঘাতিক ঘটে। (কৃত্রিম উত্তেজনায়) কী? হল রে?

ঈশিতা ∫∫ যে জন্যে তোমায় ফোন করছি গো!

চন্দনা ∫∫ তা আগে সেটাই বলবি তো!

ঈশিতা ∫∫ জানো, এই একটু আগে বাচ্চার জন্যে ফুড কিনতে বেরিয়েছিলাম। তা ঐ সাত নম্বর আইল্যান্ডের সামনে হঠাৎ কোত্থেকে ঝুপ করে একটা ছেলে এসে আমার ছাতার নিচে মাথা ঢুকিয়এ দিলে....

চন্দনা ∫∫ (যেন কত চিন্তিত) ওমা! সে কী! মাথা ঢুকিয়ে দিল...!

ঈশিতা ∫∫ ঢুকেই না নিজের মাথায় ছাতাটা টানতে লাগল!

চন্দনা ∫∫ (কৃত্রিম গলায়) কী আশ্চর্য! কী সাঙঘাতিক!

ঈশিতা ∫∫ জানো, ছেলেটার মাথা ভর্তি চুল, গাল ভর্তি দাড়ি, কালো ট্রাউজার, নীল সার্ট...

চন্দনা ∫∫ ওরে বাবা, তাই বুঝি? এতো একবারে রহস্য গল্পের পাতা থেকে উঠে আসা মাল! শুনেই আমার গায়ের লোম সব খাড়া হয়ে যাচ্ছে রে!

ঈশিতা ∫∫ আমার কানের কাছে মুখ এনে বলতে লাগল, আমায় চিনতে পারো, চিনতে পারো?

চন্দনা ∫∫ তুই চিনতে পারলি না তো?

ঈশিতা ∫∫ আরে না, কোনওদিন আমি ছোঁড়াটাকে দেখিইনি....

চন্দনা ∫∫ (রিসিভার চেপে) দেখলে তো গপ্পো ফুরিয়ে যেত! (রিসিভারে) তারপর? তারপর?

ঈশিতা ∫∫ কীরকম পাজি জানো, যত বলছি, না চিনি না...কে আপনি? তত হাসছে আর বলছে, বল তো কে...বল তো কে! আমি তো ফুড না কিনে বাড়িমুখো ছুট দিয়েছি! ওমা, দেখি সেও পিছুপিছু ছুটতে ছুটতে চেঁচাচ্ছে-চিনতে পারছ না....চিনতে পারছ না....

চন্দনা ∫∫ চিৎকার করে লোক জোটালি না কেন? তোর তো গলায় জোর আছে!

ঈশিতা ∫∫ ফাজলামি করছ কেন! বিশ্বাস হচ্ছে না?

চন্দনা ∫∫ আরে, বিশ্বাস করব না কেন? বলছি কাউকে ডাকলে পারতিস!

ঈশিতা ∫∫ কাকে ডাকব? এ পোড়ার জায়গায় দিনের বেলাতেও রাস্তায় লোক থাকে? আমি তো পড়িমড়ি ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করছি, ছেলেটাও বাইরে থেকে দরজা ঠেলতে আরম্ভ করেছে।

চন্দনা ∫∫ ঘরে ঢুকল?

ঈশিতা ∫∫ কোনওরকমে ধাক্কা দিলে ঠেচলে ফেলে লক আটকে দিয়েছি!

চন্দনা ∫∫ যাক বাবা, বাঁচা গেল!

ঈশিতা ∫∫ বলো, আজ মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচেছি কিনা বলো।

চন্দনা ∫∫ তুই বলে বাঁচলি আমি হলে নির্ঘাত মরতাম রে! কেননা আমি যে বোকার মতো লোকটাকে বলে বসতাম, চিনি গো চিনি তোমারে...

ঈশিতা ∫∫ যদি বলত, চলো তোমার ঘরে ঢুকব।

চন্দনা ∫∫ (গুনগুন করে) এসো এসো আমার ঘরে এসো...আমার ঘরে!

ঈশিতা ∫∫ ঘরে ঢুকে একটা ছুরি দেখিয়ে যদি বলত, দাও....যা আছে সব বার করে দাও।

চন্দনা ∫∫ (সুরেলা গলায় অভিনয়ের ঢঙ) নাও, সব নাও, প্রাণনাথ সেই সঙ্গে প্রাণটিও উপড়ে নিয়এ তোমার করতলে ধরো!

ঈশিতা ∫∫ ওসব ন্যাকামি তোমাদের সিনেমায় চলে! (রিসিভার থেকে মুখ ঘুরিয়ে) ঢঙ! (টেলিফোনে) দয়া করে তোমার ঘর থেকে উঁকি দিয়ে দেখবে, কোন্ দিকে গেল ছোঁড়াটা! আমার বুকের মধ্যে এখনো ধড়াস ধড়াস করছে!

চন্দনা ∫∫ (অভিনয়ের গলায়) বাঁচতে গেলে অতো ভয় পেলে চলে না। কীসের ভয়? মানুষ করতো ভয় করবে অয়দিপাউস? আমাদের জীবন তো কতগুলো আকস্মিকের খেলা। কতো বিভিন্ন আকস্মিক ঘটনারই যেন আমরা হাতের পুতুল!

ঈশিতা ∫∫ অয়দিপাউস কী?

চন্দনা ∫∫ রাজা অয়দিপাউস!

ঈশিতা ∫∫ সে কে!

চন্দনা ∫∫ শম্ভু মিত্র।

ঈশিতা ∫∫ শম্ভু মিত্র-তৃপ্তি মিত্র?

চন্দনা ∫∫ সফোক্লেসের রাজা অয়দিপাউস নাটক দেখিসনি তোরা?

ঈশিতা ∫∫ বোধহয় দেখেছি। সব অতো মনে থাকে না!

চন্দনা ∫∫ সেই নাটকটাই দেখবি এবার টিভি সিরিয়ালে! আমি রানি ইয়োকাস্তে!

ঈশিতা ∫∫ করো করো একটু ভালো করে সিরিয়াল কর দেখি। বাংলা সিরিয়াল তো পাতে দেওয়া যায় না! মুখে ঝামা ঘষে দিচ্ছে মুম্বাই! প্রোডিউসারকে বলো, কেবল আর্টিসের পেছনে টাকা ওড়ালেই সিরিয়ালের উন্নতি করা যায় না!

চন্দনা ∫∫ (মুখ টিপে হাসে) তোকে তো ওর খুব পছন্দ। সেদিন আমায় বলছিল, তোমার পাশের বাড়ির বান্ধবী কি সিনেমা টিভি-তে ইন্টারেস্টেড? একটু বলে দেখো না-তা আমি বললাম, ওর কর্তা কি ছাড়বে?

ঈশিতা ∫∫ (উৎসাহে) কেন ছাড়বে না! এবাবা, আর্ট কালচারের লাইনে গেলে কী হয়েছে? ছেলেবেলা থেকেই অ্যাক্টিং এতো ভালবাসি। চন্দনাদি এবার যেদিন রাহুলবাবু আসবেন, আমায় দেখা করিয়ে দেবে, প্লিজ।

[চন্দনা হাসছে। দরজায় বেল বাজছে]

চন্দনা ∫∫ ওই রাহুল এল। একটু ধর তো রে ঈশিতা।

[চন্দনা হাসতে হাসতেই দরজা খুলে দেয়। সামনেই ছেলেটি। কালো প্যান্ট, নীল সার্ট। একরাশ চুলদাড়ি। সব ভিজে একসা। ছেলেটি চন্দনার সমবয়সী।]

ছেলেটি ∫∫ (একগাল হেসে) চিনতে পারছ, কী, চিনতে পার?

চন্দনা ∫∫ (একটু ভেবে নিয়ে) আরে! তুমি!

ছেলেটি ∫∫ (ঘাবড়ে) অ্যাঁ! পারছ? সত্যি চিনতে পারছ?

চন্দনা ∫∫ চিনতেও পারব না, এতটা ভাবলে কী করে, উঁ?

ছেলেটি ∫∫ (আরো ঘাবড়ে) আমায়...আমায় চেনা যাচ্ছে?

চন্দনা ∫∫ একটু অসুবিধে হলো ঠিকই। এতো চুল দাড়ি! তবে ওসব দিয়ে কি আমায় ফাঁকি দেওয়া যাবে? এসো, এসো ঘরে এসো।

ছেলেটি ∫∫ যাব? অ্যাঁ, ভয় পাবে না তো? ছুটে পালাবে না তো?

[চন্দনা পিছিয়ে এসে একটা ছুরি কাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে ফেলে।]

চন্দনা ∫∫ (হেসে ওঠে) তোমায় দেখে বুঝি সবাই ছুট লাগায়?

ছেলেটি ∫∫ (তীক্ষ্ণ চোখে চন্দনাকে দেখছে) বলতো আমি কে?

চন্দনা ∫∫ বোকা বোকা কথা বলো না...বোকা বোকা জবাব পাবে! তুমি তুমি...আমি আমি! হলো তো?

[ছেলেটি ঘরে ঢোকে। ওদিকে রিসিভার কানে চেপে অপেক্ষা করছে ঈশিতা। চন্দনার খেয়াল নেই, সে লাইনটা কাটেনি। বেসিনের ধার থেকে তোয়ালে নিয়ে ছেলেটার দিকে ছুঁড়ে দেয় চন্দনা।]

ভিজে একেবারে ভূত হয়ে গেছে। মুছে ফেলো। যাও টয়লেটে ঢোকে..কী, হলো, যাও ঢোকো!

ছেলেটি ∫∫ (এগিয়ে গিয়ে চন্দনার দু কাঁধ ঝাঁকুনি দেয়) ওঃ! শেষ অবধি পেলাম, অ্যাঁ, তোমার দেখা পেলাম!

চন্দনা ∫∫ আমিও তোমার দেখা পেলাম!

ছেলেটি ∫∫ তোমাকে যে আবার পাবো! উঃ!আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম!

চন্দনা ∫∫ আমি ছাড়িনি! আমি জানতাম, দেখা একদিন হবেই!

ছেলেটি ∫∫ দশটা বছর! পাক্কা দশটা বছর পরে! তাই না?

চন্দনা ∫∫ হুঁ কোথা দিয়ে যে পেরিয়ে গেল বছরগুলো! দশটা বছর।

ছেলেটি ∫∫ গন উইথ দ্য উনন্ডস! হাওয়ায় উড়ে গেছে!

চন্দনা ∫∫ তাই মনে হয়। হাওয়ায় উড়ে গেছে! কিন্তু উড়ে কি যায়, সত্যি যায়?

ছেলেটি ∫∫ তুমি তাহলে এখনও ভুলে যাওনি, অ্যাঁ! মনে রেখেছো!

চন্দনা ∫∫ ভোলা যায়! বলো, ভোলার জিনিস! তুমি ভুলতে পারলে!

ছেলেটি ∫∫ না। সব সময় মনে হয়েছে, তুমি আমার কাছেই আছ, পাশেই আছ! হাসপাতালে শুয়ে সব সময় তোমার সঙ্গে কথা বলতাম। যেই পাশ ফিরতাম তুমি যেন পিঠের দিকে চলে গেছ...যেই ওপাশ ফিরতাম, তুমি যেন আবার পিঠের দিকে চলে গেছ! সব সময় মনে হয়েছে আমি যেদিকে তাকাচ্ছি, তুমি তার উল্টোদিকে রয়েছ! (হেসে) সিস্টাররা খুব ধমকাতো!-যে চলে গেছে, তার কথা ভাবছেন কেন? আমার কখনও মনে হয়নি তুমি আমায় ছেড়ে চলে গেছ!

[চন্দনা কিরকম দিশেহারা বোধ করেছে।]

চন্দনা ∫∫ কোন্ হাসপাতালে!

ছেলেটি ∫∫ বাঃ যেখানে তোমরা সবাই মিলে আমায় পাঠিয়েছিলে! আমি যেতে চাইনি, শেকল দিয়ে বেঁধে পাঠিয়ে দিলে...দশটা বছর....একটানা এক জায়গায় ....ভুলে গেছ, কোথায় পাঠিয়েছিলে?

চন্দনা ∫∫ বাঃ, ভুলব কেন? কী আশ্চর্য! সেই হাসপাতাল! তা কবে ছাড়া পেলে?

ছেলেটি ∫∫ গেল মাসে! ডাক্তারবাবু বললেন, যাও, তুমি ভাল হয়ে গেছ। এবার তোমার ছুটি! হাসপাতালের সবাই মিলে হাততালি দিল, আমায় ফুলের বোকে দিল...তারপর একটা বড় গাড়িতে তুলে হাত নাড়ল। বাড়ি ফিরে দেখি, তুমি নেই! তুমি আমাকে ছড়ে চলে গেছ। ডিভোর্স করে চলে গেছ!

চন্দনা ∫∫ (বেশ ঘাবড়ে) অ্যাঁ! ডিভোর্স!

ছেলেটি ∫∫ করলে না? আমাকে হাতপাতালে ঢুকিয়ে দিলে তলে তলে সব চুকিয়ে দিয়ে চলে এলে না?

চন্দনা ∫∫ হ্যাঁ হ্যাঁ তাইতো...ডিভোর্স করে...আমি চলে আসতে চাইনি। কিন্তু...

[চন্দনা বোকার মতো খানিকটা হাসল। ওদিকে কানে রিসিভার চেপে বসে আছে ঈশিতা। ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ধীরে ধীরে ঈশিতার ঘরের আলো নিভে যায়।]

ছেলেটি ∫∫ তোমাকে খুঁজতে খুঁজতে কী হলো জানো?

চন্দনা ∫∫ খুব হয়রানি?

ছেলেটি ∫∫ হয়রানিই তো! এইতো খানিক আগে ঐ রাস্তায় একজন ভদ্রমহিলা ছাতা মাথায় দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। আমার মনে হলো তুমি! বলো, ছাতার নিচে সব মেয়েকে একরকম দেখায় না?

চন্দনা ∫∫ ছাতার নিচে...হ্যাঁ, হুঁ...পায়ের দিকটা দেখা যায় কিনা...

ছেলেটি ∫∫ ছাতার নিচে কিংবা বাড়ির ছাতে? একরকম।

চন্দনা ∫∫ ঠিক বলেছ, এক রকম।

ছেলেটি ∫∫ আমি বললুম চিনতে পারছ! অমনি বাড়িমুখো দে ছুট! আমিও ছাড়িনি। লাগাও ছুট! বলছি, আরে আমি ভাল হয়ে গেছি! দড়াম করে দরজাটা ভেজিয়ে দিলো। দেখো, এমন ভাবে লেগেছে, হাতটা কিরকম থেঁতলে গেছে!

[ছেলেটির হাতে রক্তের ধারা।]

চন্দনা ∫∫ ইস! রক্ত পড়ছে যে!

ছেলেটি ∫∫ (হাত ঝাড়া দেয়) কী যন্ত্রণা হচ্ছে...!

চন্দনা ∫∫ তা সে যখন তোমায় চিনতেই পারল না, তার পিছু ধাওয়া করতে গেলে কেন?

ছেলেটি ∫∫ পালাল কেন? পালাল বলেই তো সন্দেহ হলো, তুমি ছাড়া কেউ না! ধরা দেবে না বলে, না-চেনার ভান করছে! আমার তো এখনও ধারণা, ও তুমি ছাড়া কেউ না!

চন্দনা ∫∫ (ঘাবড়ে একশেষ) এখনও মনে হচ্ছে, ও আমি! মানে আমাকে দেখার পরেও মনে হচ্ছে-ও আমি!

ছেলেটি ∫∫ কেন, আমার কোনও ভুল হচ্ছে?

চন্দনা ∫∫ না না, ভুল কেন? (স্বগত) বাপরে!...

ছেলেটি ∫∫ তোমার কী মনে হয়, আমার মাথা এখনো খারাপ?

চন্দনা ∫∫ ন্ না। তুমি তো ভাল হয়ে গেছ!

ছেলেটি ∫∫ একদিনও তুমি আমায় দেখতে যাওনি হাসপাতালে। তুমি আমায় ছেড়ে পালিয়ে এসেছ! ভেবেছিলে ধরতে পারবনা...দেখলে ঠিক ধরে ফেললাম! কী, ফেলিনি ধরে?

চন্দনা ∫∫ অ্যাঁ...? হ্যাঁ...হুঁ...

ছেলেটি ∫∫ (হাত ঝাড়তে ঝাড়তে) ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে!

চন্দনা ∫∫ ঐযে বেসিনে গরম জল আছে! ধুয়ে ফেলো। ঐ যে ডেটল!

ছেলেটি ∫∫ তুলো?

চন্দনা ∫∫ তু-তুলোও আছে। সব আছে। লাগাও!

ছেলেটি ∫∫ ব্যান্ডেজ! ব্যান্ডেজ কই! শিগ্‌গির ব্যান্ডেজ আনো!

চন্দনা ∫∫ আনছি, আনছি।

[চন্দনা তাড়াতাড়ি ভেতরের ঘরে যায়। ছেলেটি হাতের যন্ত্রণায় শিস দিচ্ছে। টানা লম্বা শিস। গরমজল ডেটল তুলো সব নিয়ে মেঝেতে পাতিয়ে বসে। তিনটে কাজ এক সঙ্গে করতে গিয়ে সব তালগোল পাকিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলে। এর মধ্যে গায়ের ভিজে জামাটা খুলে এক দিকে ছুঁড়ে ফেলে। তোয়ালে দিয়ে মাথাটা একটু মুছেই ছুঁড়ে ফেলে আরেক দিকে। এসব করতে করতে ছেলেটি নিজের মনে বলে।]

ছেলেটি ∫∫ সেই কোন্ সকালে ঢুকেছি তোমাদের সল্টলেকে, বুঝলে? শালা বাড়িই খুঁজে পাওয়া যায় না। সেক্টার ব্লক ক্লাস্টার জলের ট্যাঙ্কি...এক নম্বর পাঁচ নম্বর চোদ্দো নম্বর...এর যে শালা এতো ফ্যাচাং কে জানত!

[ছেলেটি একপাটি ভিজে জুতো মোজা খুলে একদিকে ছুঁড়ে ফেলে।]

তারপর ঠিকানাও নেই। সেদিন কাকিমা কাকে বলছিল, আমার বউ এখন সল্টলেকে বাড়ি করেছে! তার ওপরে ভরসা করে আমার আসা!

[চন্দনা ভেতরের দরজায় উঁকি দিয়ে শুনছে।]

সারাদিন যে কতো লোকের তাড়া খেলাম! এই তুমি যদি আমায় না চিনতে, কী করতাম? কিচ্ছু করার ছিল না! তুমি যদি আমার পা ভেঙে দিতে, কিচ্ছু বলারও ছিল না! ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে তখন আরেকটা দরজায় যেতে হতো...চিনতে পারছ...চিনতে পারছ করে পাগলের মতো ঘুরে বেড়াতে হতো....

চন্দনা ∫∫ পাগলের 'মতো'?

ছেলেটি ∫∫ কই ব্যান্ডেজ কই, ব্যান্ডেজ?

চন্দনা ∫∫ আনছি। [চন্দনা দ্রুত ভেতরে অদৃশ্য হয়]

ছেলেটি ∫∫ কবে যে সল্টলেক হল শালা তাই-ই জানি না। কলকাতার ঘাড়ের ওপর সল্টকেল! কেলেপেঁচির নাকের ওপর মুক্তোর নাকছাবি। বড় বড় রাস্তাঘাট, ঝাউবাগান, গ্রিনপার্ক, ডিয়ার পার্ক, বিদ্যুৎ ভবন, স্টেডিয়াম-কবে কোন্টা হল কিচ্ছু জানি না। আমি তখন ডাক্তার পাটনায়েকের ভি-আই-পি মেন্টাল হসপিটালে ঘুমুচ্ছি। আমার ঘুমের মধ্যে গড়ে উঠল একটা বিরাট নগরী, ময়দানবের স্বপ্নপুরী...(যন্ত্রণায়) আ, জ্বলে যাচ্ছে...কী হল, ব্যান্ডেজ কি নিজের হাতে বাঁধা হচ্ছে। কোনও কাজের না, ফালতু!

[চন্দনা গোল করে পাকানো ব্যান্ডেজ আর একটা বড় মাপের দরজি-কাঁচি নিয়ে ছুটে আসে।]

চন্দনা ∫∫ এই যে...এই যে...

ছেলেটি ∫∫ (ভেংচি কাটে) এই যে! এই যে! ব্যান্ডেজ ধুয়ে জল খাব? নাও বাঁধো।

চন্দনা ∫∫ ডেটল লাগানো হয়েছে?

ছেলেটি ∫∫ কে জানে! শুঁকে দেখতে পারছ না।

[ছেলেটি চন্দনার নাকের ডগায় হাতখানা বাড়িয়ে দেয়।]

হয়েছে?

চন্দনা ∫∫ উঁহু....

ছেলেটি ∫∫ (সোফার ওপর পা ছড়িয়ে শুয়ে নবাবের মতো হাত বাড়িয়ে দেয়) নাও লাগাও। (চন্দনা ইতস্তত করে) কই লাগাও।

চন্দনা ∫∫ বলছিলাম কী...

ছেলেটি ∫∫ কী?

চন্দনা ∫∫ নিজে নিজে লাগালে জ্বালা করবে না।

ছেলেটি ∫∫ আমায় লাগাতে বলছ?

চন্দনা ∫∫ হ্যাঁ... এই যে ব্যান্ডেজ।

[চন্দনা গরমজলের পাশে ব্যান্ডেজ রাখে।]

ছেলেটি ∫∫ তুলো গরমজল ওষুধ ব্যান্ডেজ...চারটে জিনিস আমি একসঙ্গে পারি না! অত ভজোকটো ব্যাপার এখনও মাথায় ঢোকেনা! বললাম না, সবে ছুটি পেয়েছি। মাথাটা এখনও কাঁচা। তুমি লাগিয়ে দাও।

চন্দনা ∫∫ ডেটলের গন্ধ আমি সহ্য করতে পারি না। অ্যালার্জি আছে কিনা।

ছেলেটি ∫∫ তোমার তো অ্যালার্জি ছিল না!

চন্দনা ∫∫ হয়েছে, নতুন হয়েছে। তাই বলছি, এসবগুলো বাইরে ঐ মোড়ের মাথায় গিয়ে কাউকে দিয়ে লাগিয়ে নেওয়া যায় না?

ছেলেটি ∫∫ মাথা খারাপ! মোড় থেকে ফিরে এলে তুমি যদি আর আমাকে চিনতে না পার! যদি দরজা বন্ধকরে দাও! হুঁ হুঁ বাবা! আমি এ ঘর ছেড়ে বেরুবই না! রক্ত পড়লে পড়ুক...

[ছেলেটি উঠে হাতের রক্ত পর্দায় মোছে।]

চন্দনা ∫∫ বলছিলাম কী...

ছেলেটি ∫∫ কী?

চন্দনা ∫∫ পর্দাটা নোংরা হচ্ছে।

ছেলেটি ∫∫ ধুয়ে নিয়ো।



চন্দনা ʃʃ আচ্ছা! (থেমে) খুব রাগ করবে।

ছেলেটি ʃʃ কে!

চন্দনা ʃʃ যে ভদ্রলোক পর্দাগুলো দিয়েছেন, মানে প্রেজেন্ট করেছেন। তাঁর কিন্তু এখুনি এখানে আসার কথা।

ছেলেটি ʃʃ বলো আমি নোংরা করেছি!

চন্দনা ʃʃ আচ্ছা!

ছেলেটি ʃʃ আমার কথা বললে তোমায় কিচ্ছু বলবে না।

চন্দনা ʃʃ আচ্ছা!

ছেলেটি ʃʃ অ্যাই, আমার সব কথায় সায় দিতে তোমার কষ্ট হচ্ছে না?

চন্দনা ʃʃ (মরিয়া) হ্যাঁ...

ছেলেটি ʃʃ (ধমক দেয়) হোক।

চন্দনা ʃʃ ঠিক আছে...

ছেলেটি ʃʃ কোনওদিন তো আমার জন্যে কিছু করোনি। বিয়ে হতে না হতে, আমি গেলাম হাসপাতালে...তুমিও কেটে পড়লে! এতো বছর ধরে যা করার করেছে মেন্টাল হসপিটালের ডাক্তার নার্স ঝাড়ুদাররা! আমার জন্যে একটু খাটো, একটু হাঙ্গামা পোহাও...

চন্দনা ʃʃ ইস্! আবার রক্ত পড়ছে!

ছেলেটি ʃʃ (হাতের দিকে তাকিয়ে) ইঃ এতো রক্ত আছে আমার মধ্যে! তবু বলে মাথা খারাপ? কিছুতে থামছে না! রক্ত ঝরতে ঝরতে মরে যাব! (সোফায় শুয়ে পাগলের মত পা দাপায়) ঘরে ডেকে এনে মারল! আমায় একটু ওষুধ দিল না!

চন্দনা ʃʃ দিচ্ছি...দিচ্ছি...

[চন্দনা ছেলেটির রক্তমাখা হাতখানা আলগোছে টেনে নিয়ে ওষুধ লাগাতে শুরু করে যেমন তেমন করে।]

ছেলেটি ʃʃ ওকী! আগেই ওষুধ দিচ্ছ কেন? গরমজল জায়গাটা ধুয়ে নেবে কে?...আমায় ফাঁকি দিতে পারবে না। হুঁ হুঁ বাবা, সব দিকে নজর! মাথা পুরো সাফ!

[অগত্যা ওষুধ রেখে গরম জলে রক্ত পরিস্কার করে চন্দনা।]

চন্দনা ʃʃ এবার কিন্তু চলে যেতে হবে, অ্যাঁ? ওষুধটা লাগিয়েই...

ছেলেটি ʃʃ উঃ! কাঁচা ডেটল দিও না, উঃ! একটু জল মিশিয়ে দাও...

চন্দনা ʃʃ (তুলোয় ডেটল মাখাচ্ছে) আমায় এক্ষুনি কাজে বেরোতে হবে...তুমি এবার যাও...

ছেলেটি ʃʃ যাব কেন? কিছুই তো হলো না।

চন্দনা ∫∫ (শঙ্কিত হয়ে) আর কী হবে? সবই তো হলো। দেখা হলো, কথা হলো...

ছেলেটি ∫∫ ভালবাসবে না? এতোদিন পরে দেখা...একটু বাসবে এসো।

চন্দনা ∫∫ (কেঁদে ফেলে) পাগলামি দেখলে আমার ভয় করে! প্লিজ, তুমি যাও!

ছেলেটি ∫∫ ভয়ের কি আছে? ভাল হয়ে গেছি। এসো না!

চন্দনা ∫∫ বললাম যে কাজ আছে। আমি দরজায় তালা লাগিয়ে যাব।

ছেলেটি ∫∫ যাও না, সেখানে যাবে যাও। আমি এখানে ঘুমোই!

চন্দনা ∫∫ মানে!

ছেলেটি ∫∫ কোথায় যাব! আমার তো আর কেউ নেই।

চন্দনা ∫∫ মা বাবা...

ছেলেটি ∫∫ দুজনেই শেষ! মা পাঁচ বছর আগে, বাবা গেল বছর...জানো না তুমি!

চন্দনা ∫∫ আমি কী করে জানব?

ছেলেটি ∫∫ তাই তো! তুমি কী করে জানবে? আমিও জানতাম না। হাসপাতালে কেউ আমাকে বলেনি! ছুটি পেয়ে শুনলাম। দশটা বছর ছিলাম। ঘুমের মধ্যে সব চলে গেছে-বাবা মা তুমি...

চন্দনা ∫∫ বাড়ি যাও...নিজের বাড়িটা তো আছে...

ছেলেটি ∫∫ সেও ভোগে গেছে। কাকারা আমাদের পোরশান দখল করে নিয়েছে। দশটা বছর এতো বড় সময়...কতো কী ঘটে যায়।

চন্দনা ∫∫ সে যাক, আরও আত্মীয় স্বজনরা আছে...তাদের কাছে গিয়ে থাকো।

ছেলেটি ∫∫ কেউ রাখতে চায় না। ভাবে আমি এখনও পাগল! পাগলকে কেউ কাছে রাখতে চায় না!...আমার ব্যান্ডেজটা লাগাও...

[চন্দনা ব্যান্ডেজ জড়াচ্ছে। ছেলেটি হঠাৎ তার গলাটা জড়িয়ে ধরল।]

আমি তোমার কাছে থাকব...

[চন্দনা ছটফট করে নিজেকে ছাড়াতে চায়। ছেলেটি আরও জোরে টানে।]

আবার আমরা একসঙ্গে থাকব...

[চন্দনা ধস্তাধস্তি সুরু করে।]

মা বাবাকে তো ধরতে পারব না, তোমাকে পেয়েছি। আর ছাড়ব না!

[চন্দনা কোনরকমে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়। হাঁপাচ্ছে। কপালে ঘাম। ছেলেটির হাতের ব্যান্ডেজ অর্ধেক বাঁধা হয়েছে-বাকিটা লেজের মত ঝুলছে।]

বেঁধে দাও। দাও।

[ছেলেটি এক হাতে ব্যান্ডেজ জড়াবার চেষ্টা করে ছেড়ে দেয়।]

কিচ্ছু করতে পারি না আমি! দ্যাখো কিরকম ঝুলছে! ঝুলছে, ঝুলছে...রক্ত! রক্ত গড়াচ্ছে!

[ছেলেটি অস্ফুট চিৎকার করে।]

চন্দনা ∫∫ আমার ভয় করছে!

ছেলেটি ∫∫ ভয় কি? আমি ভাল হয়ে গেছি! দ্যাখো জামার পকেটে রিলিজ অর্ডার! ডাক্তার পাটনায়েক লিখে দিয়েছেন...পুরো ফিট, নর্ম্যালসি পুরোপুরি রেসটার্ড!

চন্দনা ∫∫ শিগগির বেরিয়ে যাও, বেরোও!

ছেলেটি ∫∫ তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই।

চন্দনা ∫∫ চুপ! আমি তোমাকে চিনি না। ভাল করে দ্যাখো, কেউ না, আমি তোমার কেউ না!

ছেলেটি ∫∫ এখন না, এক সময় তো ছিলে!

চন্দনা ∫∫ না। কোনওকালে না। আমরা কেউ কাউকে দেখিনি!

ছেলেটি ∫∫ তুমি আমার বউ না?

চন্দনা ∫∫ না। বুঝতে পারছ না, তোমায় আমি চিনি না...তুমিও আমায় চেন না!

ছেলেটি ∫∫ আমি তো বলিনি, তোমায় চিনি! বলেছি, আমায় চিনতে পারছ! তুমি বলেছ, আরে তুমি! এসো ভেতরে এসো...বলোনি?

চন্দনা ∫∫ মজা করতে বলেছিলাম! পাড়ার মধ্যে ঢুকে মেয়েদের বিরক্ত করছ। মজা দেখাবো বলে ডেকেছিলাম! দেখো, তোমার জন্যে ছুরিও গুছিয়ে রেখেছিলাম!

ছেলেটি ∫∫ এখনো বলছি স্বীকার করো।

চন্দনা ∫∫ কী স্বীকার করব?

ছেলেটি ∫∫ তুমি আমার বউ ছিলে!

চন্দনা ∫∫ (ছুরি উঁচিয়ে) একদম পাগলামি করবে না। দেখবে মজা? জামা জুতো তুলে নিয়ে যাও বলছি!

ছেলেটি ∫∫ উঃ! চেনো না সেটা আগেই বললে না কেন? কেন বললে, ভেতরে এসো? কেন ওষুধ লাগিয়ে দিলে...এতক্ষণ পরে চিনি না বললে আমি শুনব!

চন্দনা ∫∫ আমি বললাম আর হয়ে গেল! আমার কথায় পৃথিবী উল্টে গেল! বদমায়েশি হচ্ছে!

ছেলেটি ∫∫ সত্যি বলছ, তুমি আমার কেউ না?

চন্দনা ∫∫ না! কেউ না, কেউ না!

ছেলেটি ∫∫ (চিৎকার করে) উঃ তুমি কি আমায় পাগল করে দেবে? গোড়ায় কেন বললে, ভোলা কি যায়, ভোলার জিনিস! ওরে, আমার মাথা এখনও কাঁচা! একটা জিনিস মাথায় গেঁথে গেলে আর তাড়ানো যায় না। গেঁথে গেছে তুমি আমার বউ! কেন, বোঝো না তুমি! আবার যদি আমার মাথা খারাপ হয়ে যায়, তুমি দায়ী থাকবে, তুমি!

[ছেলেটি দুহাতে মাথা চেপে বসে পড়ে। ঝিম ধরে থাকে।]

চন্দনা ∫∫ এই যে, মতলবটা কী? শোনো যা ভাবছ, তা না। হাবাগোবা মেয়ে পাওনি...পাশের বাড়ির বউটা পাওনি! বহুৎ ঘাটের জল খাওয়া বুঝলে, অনেক লড়াই করে আমায় এখানে উঠতে হয়েছে! কেউ যদি চিনতে পারছ বলে ঘরে উঁকি দিতে পারে, আমিও বলতে পারি...আরে! তুমি! এসো ভিতরে এসো! ঘরে ডেকেও নিতে পারি! অবশ্য তখন আমি জানতাম না, তোমার মাথাটাই একটা চালকুমড়ো! (থেমে) উঠে পড়ো, উঠে পড়ো। আমি কিচ্ছু করব না, সোজা বেরিয়ে যাও। কী হল, কানে যাচ্ছে, একটা প্ল্যাস্টিক দিচ্ছি, মাথায় চাপিয়ে বেরিয়ে পড়ো, বৃষ্টি লাগবেনা! আচ্ছা, গাড়িভাড়া না থাকে, টাকা দিচ্ছি। (ব্যাগ থেকে টাকা বার করে গোটা তিনেক দশ টাকার নোট ওর পাশে রাখে) নাও, লাভই হল তোমার! আগে জুতোটা সরাও দেখি। মোজাটা তোলো! উঁ! ইঁদুরপচা গন্ধে ভরে গেল ঘরটা! শুনছো...

[ছেলেটির ঝিমুনি ভাঙে। জেগে উঠে নোট তিনটে নেয়। পকেটে ঢোকায়।]

ছেলেটি ∫∫ একটা চাদর দেবে?

চন্দনা ∫∫ চাদর-ফাদর হবে না। যা পেলে ঐ নিয়ে ভাগো।

ছেলেটি ∫∫ বড্ড শীত করছে!

চন্দনা ∫∫ জামাটা গায়ে চাপাও।

ছেলেটি ∫∫ ভিজে গেছে! জামাটা জমা রেখে একটা কম্বল দাও না!

চন্দনা ∫∫ ধ্যাৎ!

[চন্দনা দেয়াল আলমারির হ্যাঙার থেকে একটা রঙচঙে শার্ট খুলে ছুঁড়ে দেয়! একটা পলিথিনের থলিও দেয়। ছেলেটি শার্টটা গায়ে চাপায়।]

যাও-

ছেলেটি ∫∫ তুমি সিগারেট খাও?

চন্দনা ∫∫ অ্যাই! আবার পাগলামি হচ্ছে!

ছেলেটি ∫∫ তোমার জামার পকেটে রয়েছে কিনা...

[ছেলেটি রঙচঙে জামার বুকপকেট থেকে একটা দামী সিগারেট প্যাকেট বার করে।]

একটা খাব?

চন্দনা ∫∫ যে কটা খুশি খাও। (পলিথিনের ব্যাগটা দেখিয়ে) ব্যাগটা চাপিয়ে যাও। বৃষ্টি বাঁচাবে।

ছেলেটি। একটু আগুন দেবে?

[চন্দনা একটা লাইটার দেয়। ছেলেটি সিগারেট ধরায়। লাইটারে বাজনা বাজে। ছেলেটি বারবার লাইটার জ্বালায় নেভায়। জিনিসটা তার পছন্দ হয়।]

নেব?

চন্দনা ∫∫ নাও। দয়া করে বেরোও দেখি...

[ছেলেটি উঠে দাঁড়ায়।]

যাও...

ছেলেটি ∫∫ আমায় তুমি কী ভাবছ?

চন্দনা ∫∫ ভাবছিলাম পাগল, দেখছি সেয়ানা পাগল।

ছেলেটি ∫∫ বুঝলাম না।

চন্দনা ∫∫ চুরি ছেনতাই না করেও মালপত্র হাতাবার কায়দাটা ভালই বার করা গেছে, তাই না?

ছেলেটি ∫∫ ধরে ফেলেছ!

[ছেলেটি লাজুক হেসে মাথা নিচু করে এক হাতে তার জামাজুতো কুড়িয়ে নেয়। কয়েক পা দরজার দিকে গিয়ে ঘুরে দাঁড়ায়।]

শার্টটা কাল ফেরত দিয়ে যাব।

চন্দনা ∫∫ কোনও দরকার নেই।

[ছেলেটি বেরিয়ে যায়। চন্দনা নিশ্চিন্ত হয়ে হাতের ছুরিটা সরিয়ে রাখে। ছেলেটি ফিরে আসে। নিলডাউন হয়ে বসে।]

ছেলেটি ∫∫ ব্যাগটা একটু মাথায় চাপিয়ে দেবে?

[চন্দনা দেখল ছেলেটির এক হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধা, আরেক হাতে জুতো জামা। অগত্যা পলিথিনের ব্যাগটা তার মাথায় গলিয়ে দেয়।]

তবে যে বললে, তুমি আমার কেউ না।

চন্দনা ∫∫ আবার!

ছেলেটি ∫∫ (হেসে) এবার তোমায় আমি চিনতে পেরেছি! এতক্ষণে...

চন্দনা ∫∫ সে তো চিনতেই পারো।

ছেলেটি ∫∫ কী করে চিনলাম বলো দেখি।

চন্দনা ∫∫ টিভিতে দেখেছ, তাইতো!

ছেলেটি ∫∫ দূর! ও সব না। শার্ট লাইটার সিগারেটের প্যাকেট দেখে! এসব তোমার ঘরে এল কী করে, উঁ? এসব কার?

চন্দনা ∫∫ যার হোক্...

ছেলেটি ∫∫ তোমার বাবুর।

চন্দনা ∫∫ অ্যাই!

ছেলেটি ∫∫ হ্যাঁ! কাকিমা সেদিন বলছিল তোর বউ তোকে ডিভোর্স করে এখন একটা বাবু নিয়ে থাকে। বাবুটা তাকে একটা বাড়ি বানিয়ে দিয়েছে সল্ট লেকে। নন্দিতা, আর তুমি আমাকে ঠকাতে পারবে না!

চন্দনা ∫∫ আবার শুরু হলো!...নিকুচি করেছে নন্দিতার! ভাল করে চেয়ে দ্যাখো, আমি নন্দিতা না।

ছেলেটি ∫∫ তুমি! তুমি! কাকিমা বলেছে, বাবুটা তোমাকে পুষছে! মাঝে মাঝে তোমার ঘরে রাত কাটায়।

চন্দনা ∫∫ (ঝাঁটা উঁচিয়ে তেড়ে যায়) ফের যদি বাজে কথা বলেছো...

ছেলেটি ∫∫ বাঃ তা না হলে তোমার ঘরে ছেলেদের জামা সিগারেট থাকবে কোত্থেকে! ঐ বড় চপ্পলটা কার? সেই বাবুর। এক সেট জামা জুতো রেখে গেছে!

চন্দনা ∫∫ বেরোও বলছি, বেরোও!

ছেলেটি ∫∫ পাগল! সে শালাকে না দেখে যাচ্ছি আমি! (সোফায় বসে) ঐ বাবুটা রাত কাটাতে আসবে বলে আমাকে ভাগানো হচ্ছে তাই না?

চন্দনা ∫∫ বেশ তাই। তাতে তোমার কী! আমার বাড়িতে যা খুশি করি, তাতে কার কী?

ছেলেটি ∫∫ (জোরে) আমি এসব নোংরামি সহ্য করব না! গাঁট্টা মেরে মাথায় গাঁদাফুল ফুটিয়ে দেবো শালার!

[ছেলেটি রাগে জ্বলেউঠে সামনের টি-ভি সেটের ওপর চাপড় মারে।]

চন্দনা ∫∫ ও কী হচ্ছে?

ছেলেটি ∫∫ বেশ করব লাথি মারি তোমার টিভিতে!

[ছেলেটি পা চালায়। চন্দনা টিভিটা ঠেলে আর একটু দূরে সরিয়ে দেয়। ছেলেটি হুড়মুড়িয়ে মেঝেতে পড়ে যায়। পাগলের মত গড়াগড়ি খায় মেঝেতে আর চিৎকার করে-]

কেন থাকবে? আমার বউ কেন থাকবে আর একজনকে নিয়ে! আমি তো ভাল হয়ে গেছি, তবু কেন সে আমার কাছে আসবে না! নন্দিতা, কেন তুমি ফিরবে না? নন্দিতা-নন্দিতা-

[ছেলেটি মেঝে থেকে উঠে চন্দনাকে ধরতে যায়। চন্দনা ধাক্কা দিয়ে বাইরে পাঠিয়ে দরজা বন্ধকরার চেষ্টা করে। ছেলেটি দরজার দু'পাল্লার মাঝখানে আটকে যায়। অসহায় ইঁদুরের মতো হাত পা ছোঁড়ে।]

নন্দিতা...নন্দিতা...

[চন্দনা কপাট খুলে ছেলেটিকে মুক্ত করে।]

চন্দনা ∫∫ শোনো, তোমার সব ঠিক আছে...শুধু একটাই ভুল করছ, আমি নন্দিতা না। আমি চন্দনা।

ছেলেটি ∫∫ নন্দিতা! নন্দিতা! নাম পাল্টে ধোঁকা দেবে ভেবেছ? আমি সব শুনেছি, যখন হাসপাতালে ঘুমের ঘোরে পড়েছিলাম, যখন আমার কোনও জ্ঞান ছিল না...তখন একটা লোক তোমার কাছে আসত! তার যুক্তিতেই তুমি আমায় ডিভোর্স করেছ! সেই লোকটারই জামা এটা! কাকিমা বলেছে, তোমার আর কেউ নেই! তাহলে কে দিয়েছে পর্দাটর্দা। জামা কার?

চন্দনা ∫∫ আচ্ছা বেশ। জামাটা না হয় তারই, আমিও না হয় নন্দিতা, তাতে তোমার কী!...চুপ করে শোন। এভাবে চিৎকার করে না। কে কখন ছুটে আসবে...তোমাকে মারধোর খেতে হবে। (থেমে) তোমার সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়েই গেছে! এখন তো আমি তোমার কেউ না। বিবাহ-বিচ্ছেদের পর আর আমার ওপর জোর খাটাতে পারো না।

ছেলেটি ∫∫ বিবাহ-বিচ্ছেদ কে চেয়েছে? আমি তোমায় ছাড়তে চাইনি!

চন্দনা ∫∫ ঠিক আছে। তুমি ছাড়তে চাওনি, আমি চেয়েছি। কিন্তু ব্যাপারটা যখন ঘটেই গেছে-এখন আমি যা খুশি করতে পারি। বাবু...বেশ, ধরো, বাবুই আছে আমার। হ্যাঁ সে আমায় কলকাতার গায়ে নতুন গড়ে ওঠা শহরে একটা নতুন ঝকঝকে বাড়ি বানিয়ে দিয়েছে। এতো সব ফার্নিচার কিনে দিয়েছে...হাজার হাজার টাকার ঘর সাজানোর মালপত্র কিনে দিয়েছে...আরও হাজার হাজার ব্যাঙ্কে জমা রেখেছে আমার নামে...আমায় টিভি সিনেমায় চান্স করে দিয়েছে...তার জন্যেই আমার এতো ওপরে ওঠা...কিন্তু তা নিয়ে তোমায় কী বলার থাকবে...তুমি আমি...আমরা আলাদা দুটো মানুষ-

ছেলেটি ∫∫ কিন্তু কবে আলাদা হলাম! কে করল আলাদা! আমার মানুষ আমাকে ছেড়ে আরেক জনের কাছে চলে যাবে, আমি কেন জানব না!

চন্দনা ∫∫ কেন জানবে না? নিশ্চয় জানো! ডিভোর্স যখন হয়েছে-তোমার সম্মতি নিয়েই হয়েছে। আইন মেনেই হয়েছে। আমরা দুজনেই সই করেছি।

ছেলেটি ∫∫ না, আমি কোনও সই দিইনি!

চন্দনা ∫∫ নিশ্চয় দিয়েছ। না দিলে কোর্ট শুনবে কেন? ব্যাপারটা এক তরফা হয় না!

ছেলেটি ∫∫ দিইনি! দিইনি! আমার বেলা তাই হয়েছে!

চন্দনা ∫∫ আরে, তোমার বেলা আলাদা কেন হবে?

ছেলেটি ∫∫ বাঃ বাঃ, জানো না, পাগলাদের সই লাগে না!

চন্দনা ∫∫ অ্যাঁ!

ছেলেটি ∫∫ হ্যাঁ, তাদের মত অমত কিছু নেওয়া হয় না। নেওয়ার কথাই ওঠে না...জ্ঞানগম্যি নেই, তারা তো ঘুমে ডুবে আছে! তাদের হয়ে অন্যলোকে সই করে।

চন্দনা ∫∫ তোমার বেলা কে সই দিলেন তবে?

ছেলেটি ∫∫ আমার বাবা! তবেই দ্যাখো, আমি কিছু জানলাম না, আমার বউ আমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিঁড়ে দিয়ে চলে গেল! মানুষের সম্পর্ক এমন করে না জানিয়ে ছেঁড়া হবে? (জোরে) আমাকে কেন জানানো হয়নি!

চন্দনা ∫∫ তোমাকে জানিয়ে তো লাভ হতো না। তাছাড়া তোমার বাবাই সব জানতেন।

ছেলেটি ∫∫ বাবা! বাবা তো আলাদা লোক! আমি! আমি! আমি রইলাম হাসপাতালে...ঘুমে ডুবে...এদিকে সব সই দস্তখৎ হয়ে গেল! আমার সর্বস্ব চলে গেল!...বাঃ! কেউ একবার ভাববে না, লোকটার যদি কোনওদিন জ্ঞান ফিরে আসে, সে জেগে উঠে কী দেখবে?

কাকে দেখবে?

চন্দনা ∫∫ মেয়েটার দিকটাও একবার ভাবো! একটা মেয়ে...সে তো একটা নতুন জীবনের স্বপ্ন নিয়েই তোমার সঙ্গে ঘরে বেঁধেছিল! খামোখা ঘর ভেঙে চলেই বা আসবে কেন? তাহলে কোথাও সে একটা ভীষণ আঘাত পেয়েছিল! বিয়ের অল্প দিনের মধ্যে তুমি গেলে এসাইলামে...এতো অল্প সময়ের মধ্যে মেয়েটার সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা ভেঙে চুরমার। তখন যদি সে তোমাকে ছেড়ে এসেই থাকে...যদি সে তার মতো করে তার জীবনটা গড়তেই চায়...তার দোষটা কোথায়?

ছেলেটি ∫∫ আমার জন্যে তার একটু কষ্ট হবে না?

চন্দনা ∫∫ কষ্ট যে হয়নি, হচ্ছে না, তা বলছ কি করে? তবু সব কষ্টেরও ওপরে তার ভবিষ্যৎ! তুমি অসুস্থ হয়ে এসাইলামে গেছ, আর সে তোমার প্রতীক্ষায় নিজের জীবনটা বসে বসে নষ্ট করবে?

ছেলেটি ∫∫ এসাইলামে গিয়েছি কি চিরকালের জন্যে! মানুষের অসুখ সারে না? এই তো ডাক্তার পাটনায়েক আমাকে সারিয়ে দিয়েছেন, এবার কী করবে? বলো, কী করবে...

[চন্দনা চিন্তা করছে। সে কখন ছেলেটির জীবনের গল্পে ঢুকে গেছে।]

চন্দনা ∫∫ মেয়েটার কী করার আছে? তোমার বাবারই দোষ। তিনি কেন উন্মাদ ছেলের গার্জেন হিসেবে সই দিয়েছিলেন! না দিলেই পারতেন!

ছেলেটি ∫∫ সেটা তো তুমি তাঁর কাছ থেকে চালাকি করে আদায় করে নিয়েছ, স্রেফ অভিনয় করে।

চন্দনা ∫∫ অভিনয় করে!

ছেলেটি ∫∫ তাই না? তুমি তখন কান্নাকাটি জুড়েছ! একটা বদ্ধ উন্মাদের হাতে জীবন শেষ হয়ে যাবে। আর আমার বাবা ভীষণ ভালোমানুষ। দুর্বল মানুষ! তোমার দুঃখের অভিনয়ের চাপে পড়ে দিয়েছেন সই করে! তাঁর কোন দোষ নেই।

ডাক্তাররাও বলছিল অসুখটা সারবে না।

চন্দনা ∫∫ তবে সেই ডাক্তারদের দোষ! কেন তারা বলেছিল সারবে না!

ছেলেটি ∫∫ ডাক্তাররা ঐরকম না বললে, কোর্ট কক্ষনো ডিভোর্স দিত না!

চন্দনা ∫∫ তুমি বরং সেই ডাক্তারদের ধরো গে যাও!

ছেলেটি ∫∫ ধরিনি ভেবেছ? ছুটি পেয়েই প্রত্যেকের বাড়িতে গেছি! কী মশাই, কী বলেছিলেন, সারবে না যে! এই তো ডাক্তার পাটনায়েক সারিয়ে দিলেন...

চন্দনা ∫∫ তারা কী বলল!

ছেলেটি ∫∫ বলল, কে বলেছে সেরেছ? কিচ্ছু সারেনি!

চন্দনা ∫∫ তাহলে ডাক্তারদের কথা মেনে নাও, তোমার অসুখ সারেনি!

ছেলেটি ∫∫ আলবাৎ সেরেছে। আসলে ডাক্তারগুলো সব ঘুষ খেয়ে বলছে! তুমি ওদের ঘুষ খাইয়ে হাত করে নিয়েছ! আমি ইনকিওরেবল্! আর পাগলামি শালা এমন রোগ, সারলেও মনে হয় সারেনি-আবার না সারলেও মনে হয় সেরেছে। বুঝতে পারছ?

চন্দনা ∫∫ না, কিচ্ছু বুঝতে পারছি না।

ছেলেটি ∫∫ সব বুঝবে! আসুক না তোমার পেয়ারের বাবুটা। বুঝিয়ে যাব বলেই তো বসে আছি!

চন্দনা ∫∫ বাবাগো!

ছেলেটি ∫∫ কী হলো?

চন্দনা ∫∫ (দুহাতে মাথা চেপে বসে পড়ে) মাথার মধ্যে ভোঁ ভোঁ করছে! গোটা ব্যাপারটা এতো জটিল...

[চন্দনা সোফায় মাথা এলিয়ে দেয়।]

ছেলেটি ∫∫ কিছু জটিল না! একেবারে সোজা! (চন্দনার মাথায় পলিথিনের থলি নাড়িয়ে হাওয়া করে) আসলে আমার রোগটা, বুঝলে, মাথা খারাপ...ম্যাডনেস! রোগটা এমন কিছু জটিল না। এটা এমন একটা রোগ-পৃথিবীর সব লোককেই প্রমাণ করতে পারো অসুস্থ, আবার সুস্থও বলতে পারো। মানে অসুস্থ বলেও চিনতে পারবে না, আবার সুস্থ বলেও না...

চন্দনা ∫∫ (দিশেহারা হয়ে পড়ে) প্লিজ, আরও গুলিয়ে দিও না!

[ছেলেটি প্রাণপণে চন্দনাকে হাওয়া করছে। বাইরের দরজা ঠেলে প্রোডিউসার রাহুল ঢুকল। মধ্যবয়সী লোকটার দামী সাফারি স্যুট, সোনার ঘড়ি। ঘরে পা দিয়েই রাহুল এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ায়। চন্দনার কাছে আসে। রাগে চোখ মুখ ফুটছে। কিন্তু কণ্ঠে তার কোনও প্রকাশ নেই।]

রাহুল ∫∫ (ঠান্ডা গলায়) কী ব্যাপার চন্দনা?

চন্দনা ∫∫ (চমকে লাফিয়ে ওঠে) রাহুল!

রাহুল ∫∫ (ছেলেটিকে দেখিয়ে) ও কে?

চন্দনা ∫∫ (ইতস্তত করে) এমনি একজন! ঐ রাস্তায় ভিজছিলেন...তাই বসিয়েছি! তোমার সল্টলেকে সব আছে রাহুল, নেই শুধু বর্ষায় মাথা বাঁচানোর একটা ছাউনি।

রাহুল ∫∫ (ছেলেটির খোলা জামা জুতো দেখিয়ে) এসব কার? ওর?

চন্দনা ∫∫ ভিজে গিয়েছিল তো!

[চন্দনা ছেলেটির জামা জুতো সরাচ্ছে।]

রাহুল ∫∫ তুমি কি আজকাল রাস্তা থেকে লোক জুটিয়ে জামাকাপড় পাল্টে দিচ্ছ! গায়ের জামাটা মনে হচ্ছে...

চন্দনা ∫∫ তোমার। রাগ করছ কেন বাবা? দিলে তো ওটা আমিই ওকে দিয়েছি! নিশ্চয় দেওয়ার দরকার ছিল বলেই...

রাহুল ∫∫ ...তোমার শুটিং আছে না?

চন্দনা ∫∫ চলো, চলো....

রাহুল ∫∫ কটা বাজে এখন?

চন্দনা ∫∫ ইস বড্ড দেরি হয়ে গেল!

রাহুল ∫∫ আমি ভাবছি, তোমার অসুখ বিসুখ হয়েছে-নয়ত রাস্তায় ঝড়জলে আটকে পড়েছ! ফোনেও কানেক্ট করতে পারছি না। রিসিভারটা নামিয়ে রেখেছ দেখছি! সেলফোনেও চার্জ দাওনি মনে হয়-

[রিসিভার ঠিক জায়গায় বসায় রাহুল।]

চন্দনা ∫∫ যাকগে বাবা, হলোই একটু দেরি। প্রথম দিনের শুটিং! এমনিতেই শুরু হয় শিডিউলের দুতিন ঘন্টা পরে! সেট শুকোতেই তো হাফ শিফট বেরিয়ে যায়।

রাহুল ∫∫ আমার যায় না। সাড়ে সাতটা থেকে ক্যামেরাম্যান লাইট সাজিয়ে বসে আছে! ঘড়ির কাঁটা এক একটা সেকেন্ড সরছে, ওদিকে টেকনিশিয়ানদের মিটার চড়ছে! টিভি সিরিয়ালের প্রোডাকশান কস্ট কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে জানো?

চন্দনা ∫∫ মাথাটা ঠান্ডা করো। রাজা অয়দিপাউস হোক না একবার। স্পনসররা ছুটে আসবে! যে কোনও দামে বিক্রি করতে পারবে সিরিয়াল!

রাহুল ∫∫ আমার হিসেবটা আমি বুঝি। লোকটা দাঁড়িয়ে রয়েছে কেন? যেতে বলো....

চন্দনা ∫∫ যাচ্ছে। যাবে। আমরা বেরুবো, আমাদের সঙ্গে বেরিয়ে যাবে। লেট হলো কি আমার জন্য? তোমার প্রোডাকশানের গাড়ি ঠিক সময়ে এলো না কেন?

রাহুল ∫∫ (খুবই ঠান্ডা গলায়) গাড়ি না এলে একটা ট্যাক্সি ধরে বেরিয়ে যাবে।

চন্দনা ∫∫ ট্যাক্সি ধরে দেবে কে?

রাহুল ∫∫ (আরও শান্ত গলায়) নিজে বেরিয়ে গিয়ে ধরবে! তোমার জন্যে কি পাইলট ভ্যান নিয়ে প্রোডিউসারকে ছুটে আসতে হবে!

[রাহুল ফ্রিজ খুলে বিয়ারের বোতল বার করে গলায় ঢালে।]

চন্দনা ∫∫ ওভাবে বলছ কেন রাহুল? কোন প্রোডাকশান করার সময় দেখেছি তুমি আমায় আর পাঁচটা বাইরের আর্টিস্ট-এর মতো ট্রিট করো। এমন ভাব করো, যেন আমায় চেনই না। এসেছ তো তুমি তোমার নিজের বাড়িতেই!

রাহুল ∫∫ প্রোডাকশান আমার বিজনেস। তুমি আমার যেই হও, দুটোকে এক সঙ্গে জড়াতে চাই না! দুটোর হিসেব আলাদা!

[রাহুল সিগারেট ধরাবে বলে এধার ওধার লাইটার খুঁজছিল-এমন সময় সুন্দর বাজনা শুনে ঘুরে দেখল ছেলেটি একটা কর্নার-চেয়ারে বসে লাইটারটা জ্বালাচ্ছে নেভাচ্ছে। রাহুল এগিয়ে গেল। লাইটারটা ছেলেটির হাঁত থেকে তুলে নিল। তারপর অতি শান্তভাবে ছেলেটির ঘাড় ধরে মারল এক ধাক্কা। ছেলেটি হুমড়ি খেয়ে পড়ল নিচে।]

চন্দনা ∫∫ ইস!

রাহুল ∫∫ আমি গাড়ি নিয়ে স্টুডিওয় যাচ্ছি। তুমি একটা ট্যাক্সি ধরে পিছুপিছু এসো।

চন্দনা ∫∫ তবু তুমি তোমার গাড়িতে আমায় নিয়ে যাবে না রাহুল?

রাহুল ∫∫ না। তুমি একটা ছোঁড়া জুটিয়ে ঘরে বসে আড্ডা মারবে, আর আমি তোমায় গাড়ি করে নিয়ে যাবো, এতোটা হয় না। পার্ট করতে চাও তো পিছুপিছু এসো। যেমন আর মেয়েরা আসে!

[রাহুল দরজার দিকে ঘোরে।]

চন্দনা ∫∫ শোনো, আমি যাচ্ছি না।

রাহুল ∫∫ শু্যটিং?

চন্দনা ∫∫ করছি না!

রাহুল ∫∫ রানি ইয়োকাস্তের পার্টটা?

চন্দনা ∫∫ করছি না!

রাহুল ∫∫ করছ না!

চন্দনা ∫∫ না!

রাহুল ∫∫ জীবনে এতো বড় রোল পাওনি! কেরিয়ার গড়ার সুযোগ...

চন্দনা ∫∫ থাক! থাক!

রাহুল ∫∫ আরও দু-চারজন কদিন ধরে পার্টের জন্যে স্টুডিওয় ঘুরঘুর করছে, তাদেরই একজনকে রঙ মাখাই গিয়ে?

চন্দনা ∫∫ তাই মাখাও!

[রাহুল চন্দনার পাণ্ডুলিপিটা গুছিয়ে নিল।]

রাহুল ∫∫ ভালই হলো! তোমায় দিয়ে পার্টটা কিছুতেই হতো না। তুমি নিজেই সরে দাঁড়িয়ে বাঁচালে! এই জন্যেই বলি, ঘরের লোককে বিজনেসে জড়াতে নেই। শোনো শুটিং স্টার্ট করে দিয়েই ফিরে আসছি। যত রাতই হোক। আমার খাবার বানিয়ে রেখো! ভুনি খিচুড়ি...আর...

[রাহুল বেরোবার পথে থমকে দাঁড়াল। দরজার সামনে তখনও মুখ থুবড়ে পড়ে আছে ছেলেটি।]

এই! এই! বেরিয়ে যা! কীরে! পাগলা নাকি!

ছেলেটি ∫∫ (উঠে দাঁড়ায়) না, আমি ভাল হয়ে গেছি! পুরো ফিট। বিশ্বাস না হয়, সঙ্গে আমার রিলিজ সার্টিফিকেট রয়েছে, দেখুন...

রাহুল ∫∫ রিলিজ সার্টিফিকেট! কী বলছে ও?

ছেলেটি ∫∫ সত্যি বলছি। বাসের কন্ডাকটরও আমায় পাগল বলে ভুল করেছিল, গাড়ি থেকে নামিয়ে দিচ্ছিল। আমি রিলিজ সার্টিফিকেট দেখাতে সেও মেনে নিল...গাড়ির সব্বাই আমাকে মেনে নিল!

[ছেলেটি প্যান্টের পকেট থেকে একটা ভিজে কাগজ বার করে রাহুলের সামনে সাবধানে খুলে ধরল। রাহুল হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ ছেলেটি রাহুলের গালে একটি চড় হাঁকিয়ে চিৎকার করে ওঠে।]

তুমিও মেনে নাও!

[হতচকিত রাহুলের হাত থেকে পাণ্ডুলিপিটা খসে পড়ে। অদ্ভুত ঠান্ডা চোখে সে তাকায় চন্দনার দিকে। চন্দনা মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়

ভেতরে। রাহুল দ্রুতপায়ে বেরিয়ে যায়। টেলিফোনে বাজছে। ছেলেটি টেলিফোন ধরে]

হ্যালো...

[মঞ্চের কোণে ঈশিতার ঘরের আলো জ্বলে। ফোনে ঈশিতা। পুরুষকণ্ঠে সে উৎসাহিত।]

ঈশিতা ∫∫ চন্দনাদি আছে?

ছেলেটি ∫∫ ...কে বলছেন?

ঈশিতা ∫∫ ঈশিতা। পাশের বাড়ির ঈশিতা।

ছেলেটা ∫∫ ঐ জাহাজ প্যাটার্নের বাড়িটা!

ঈশিতা ∫∫ হ্যাঁ মশাই। চন্দনাদি বলছিল, আপনি নাকি আমার সম্পর্কে ইন্টারেসটেড! জানেন, সিনেমা না আমার ভীষণ ভালো লাগে। দিনরাত টিভি দেখি! আমার কর্তা তো কোন্ সকালে বেরিয়ে যায়। সারাদিন দেখি। আচ্ছা আমায় দিয়ে অ্যাক্টিং হবে না?

ছেলেটি ∫∫ ধ্যুৎ!

ঈশিতা ∫∫ আহা গড়েপিটে নেবেন। চন্দনাদিও কি পারত নাকি? গড়েপিটে নিলেন যেমন! আমার কাছে আসুন না, খিচুড়ি খাওয়াব।

ছেলেটি ∫∫ তোমার বাচ্চার ফুড কেনা হয়ে গেছে?

ঈশিতা ∫∫ ফুড! কে বললে আপনাকে, চন্দনাদি? না, কেনা হয়নি। থাকগে পরে কিনব। আসুন না বাবা আমায় একটু টেস্ট করবেন। থুড়ি আমার অ্যাক্টিং টেস্ট করবেন! কেউ নেই বাড়িতে। আমি একা।

ছেলেটি ∫∫ আগে ফুড কোনো, তারপর সিনেমায় নেমো! সাত নম্বর আইল্যান্ডের পাশের দোকানে এসো। আমি ওখানে যাচ্ছি। কালো ট্রাউজার আর নীল সার্ট থাকবে আমার, গালে দাড়ি, পারবে তো আমায় চিনে নিতে?

ঈশিতা ∫∫ (চমকে) কে! কে আপনি!

[ঈশিতা ফোন ছাড়ল। তার ঘরের আলো নিভল। ছেলেটি হঠাৎ রবিঠাকুরের গানের টুকরো গাইতে শুরু করে।]

ছেলেটি ∫∫ তোমার মনের একটি কথা আমায় বলো বলো।

তোমার নয়ন কেন এমন ছলো ছলো।
বনের পরে বৃষ্টি ঝরে ঝরো ঝরো রবে।

[চন্দনা ঘরে ফিরে এল। মেঝেতে ছড়িয়ে থাকা পাণ্ডুলিপির পাতাগুলো কুড়োচ্ছে। ছেলেটি গাইছে-]

আজি দিগন্ত সীমা
বৃষ্টি-আড়ালে হারালো নীলিমা হারালো
ছায়া পড়ে তোমার মুখের পরে,
ছায়া ঘনায় তব মনে মনে ক্ষণে ক্ষণে,
অশ্রুমন্থর বাতাসে বাতাসে তোমার হৃদয় টলোমলো।

[ছেলেটি হা হা করে হাসতে হাসতে চন্দনার দিকে ঘোরে-]

যা, তোমার বাবু তোমায় পার্টটা দিল না! রানি ইয়োকাস্তে! ফুটিয়ে দিল!

চন্দনা ∫∫ দেবে না বলেই ঠিক করেছিল। দরকার ছিল একটা ছুতোর।

ছেলেটি ∫∫ মেরেছি এক চড়!

চন্দনা ∫∫ কোনদিন ভাবতে পারিনি ওর ছবির ব্যবসায় ও আমায় ঢুকতে দেবে না। আমাকে একজন অভিনেত্রীর মান সম্মান দেবে না! অথচ যখন সে আমায় ঘরের বাইরে টেনে এনেছিল.

ছেলেটি ∫∫ (নিস্ফল আক্রোশে গুমরায়) আমায় ঘুমের মধ্যে শয়তানটা তোমায় ধাপ্পা দিয়ে ফুঁসলে এনেছিল.

চন্দনা ∫∫ তাই হবে, হয়ত তাই।

ছেলেটি ∫∫ তাহলে স্বীকার করছ, আমি যা বলেছি তা গপ্পো না, সব ঠিক?

চন্দনা ∫∫ সব ঠিক। জগতের সব গপ্পোই হয়ত ঠিক। সব গপ্পোই অদ্ভুদভাবে ঘুরে ফিরে এরকম।

ছেলেটি ∫∫ স্বীকার করছ তুমি নন্দিতা!

চন্দনা ∫∫ (দু চোখ ঝাপসা) সব চন্দনারাই নন্দিতা.. সব নন্দিতারাই...

ছেলেটি ∫∫ হুররে! জমিয়ে সিঙাড়া ভাজো! নন্দিতা স্বীকার করেছে সে নন্দিতা। আজকের দিনটা সেলিব্রেট করব। সিঙাড়া আর কফি খাব।

চন্দনা ∫∫ (অনুনয় করে) এবার তুমি যাও। সারাটা সন্ধে তোমায় নিয়ে কাটালাম, আর কেন? আমার কাজকর্ম সব গেল. কে একজন আমার পার্ট কেড়ে নিয়ে এখন রানির পোশাক পরছে,-আর আমি বৃষ্টির মধ্যে একটা পাগল জুটিয়ে নিয়ে. বেরোও শয়তান..

[চন্দনা ছেলেটিকে তাড়া করে। ছেলেটি হাসতে হাসতে ঘরের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে।]

ছেলেটি ∫∫ আমায় খেতে দাও, চলে যাচ্ছি। নন্দিতা, আমার খুব খিদে পেয়েছে, ভীষণ খিদে পেয়েছে.. আমি এখন তোমাকেও খেতে পারি. দাও, খেতে দাও.

[ছেলেটি চন্দনার নাগাল এড়িয়ে ঘুরতে ঘুরতে ফ্রিজের কাছে এসে পড়ে। ডালা খুলে একরাশ খাবার বার করে ডাইনিং টেবিলের ওপর ফেলে। রুটি মাখন দই শশা কলা বিয়ারের বোতল ইত্যাদি।]

চন্দনা ∫∫ তবে রে! অনেক সহ্য করেছি! কিছুতে না-

[চন্দনা ছুটে ভেতরে যায়। ছেলেটি বোঝে আর সময় নেই। তাড়াতাড়ি যতটা যা পারে খেতে শুরু করে। মুখের মধ্যে যতটা পোরে, তার বহুগুণ ছড়ায় টেবিলে। ছেলেটির পেছনে জানালাটা এক ধাক্কায় খুলে গেল। রেনকোট পরা পুলিস সার্জেন্ট ঝড় বাদল বজ্রপাত পিঠে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে জানালায়, ছায়াছবির মত। ছেলেটিকে দেখছে। খেতে খেতে এক সময় ছেলেটির চোখ পড়ে সার্জেন্টের দিকে। ছেলেটির মুখে হাত ওঠে না, নড়তেও পারে না। এঘরে বেরিয়ে আসে চন্দনা।]

সার্জেন্ট ∫∫ দরজাটা খুলুন।

[চন্দনা চমকে উঠে দরজা খোলে। সার্জেন্ট ভেতরে ঢুকে ছেলেটিকে বলে-]

থামলেন কেন বাসববাবু, খান। (চন্দনাকে) রাহুল বিশ্বাসের কাছে শুনলাম আপনি নাকি ওকে ডেকে এনে ঘরে ঢুকিয়েছেন?

চন্দনা ∫∫ ঠিকই শুনেছেন।

সার্জেন্ট ∫∫ এনে আমাদের সুবিধে করেছেন। সন্ধান মিলল। তবে আর্শ্চয লোক বটে এই আপনাদের প্রোডিউসার ভদ্রলোক। বাড়িতে একজন মহিলা একা, আর উনি একটা পাগলকে রেখে দিব্যি শুটিং-এ যেতে পারলেন! এইসব সিনেমার লোকগুলোই পাগল! আপনিই বা কি, এতোক্ষণ থানায় একটা ফোন করবেন তো! একটা পাগলা নিয়ে কেউ এতো সময় কাটাতে পারে?

চন্দনা ∫∫ খানিকটা পাগলামি ছাড়া আর তো কিছু করেনি।

সার্জেন্ট ∫∫ করেনি, বেঁচে গেছেন। (একান্তে) ছেলেটি কিন্তু আসলে একটা খুনি!

চন্দনা ∫∫ খুনি!

[চন্দনা ও সার্জেন্ট দূরে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। ছেলেটি একমনে খাচ্ছে।]

সার্জেন্ট ∫∫ বছর দুয়েক আগে ও একটা খুন করে। নৃশংস হত্যাকাণ্ড। কাগজে পড়েননি, বেহালায় একটি ছেলে তার বাবাকে কুপিয়ে কুপিয়ে মারে..

চন্দনা ∫∫ বাবাকে? কিন্তু, না, ও তো ওর বাবার খুব প্রশংসাই করছিল!

সার্জেন্ট ∫∫ ওটাই তো মজা। আসলে বাপকে প্রচন্ড ঘৃণা করে, মানে করত। ফাঁকা বাড়িতে ঘুমন্ত মানুষটাকে কসাইয়ের মতো কুপিয়ে কুপিয়ে খণ্ড খণ্ড করে খাটের ওপর খণ্ডগুলো সাজিয়ে তিনদিন ঘরে দরজা আটকে বসে ছিল। .(থেমে)- সে সময় খুব হইচই হয়েছিল কাগজপত্রে। মনে পড়ে?

চন্দনা ∫∫ (স্মরণ করে) ও, হ্যাঁ হ্যাঁ, বাবার সঙ্গে ছেলেটির বিবাদ বোধহয় একটি মেয়েকে নিয়ে হয়েছিল, তাই না?

সার্জেন্ট ∫∫ বিশ্রী নোংরা ব্যাপার। বাবা আর ছেলে যদি হৃদয়ঘটিত ব্যাপারে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ায়, তার চেয়ে ঘৃণার আতঙ্কের আর কী হতে পারে বলুন। নন্দিতার সঙ্গে ছেলেটার ভাব ভালোবাসা ছোট্টবেলা থেকে। ছেলেটার মা নেই। পাশের বাড়ির নন্দিতা এদের বাড়িতেই কাটাত দিনের বেশিভাগ সময় পিতাপুত্রের দেখভাল করত। ওদের বিয়ের ঠিকঠাক..এমন সময়.

চন্দনা ∫∫ মনে পড়েছে, এই সময় ছেলেটা একটা চাকরি পেয়ে বাইরে চলে যায়.

সার্জেন্ট ∫∫ মাস কয়েক বাদে ফিরে এসে বোঝে চাকা উল্টে গেছে। তার নন্দিতাকে দখল করে নিয়েছে তার বাবা..নন্দিতাও বাবাকে..

চন্দনা ∫∫ এ কি সেই, সেই বাসব!

সার্জেন্ট ∫∫ সেই বাসব, সেই হতভাগা যে তার প্রেমিকাকে দেখেছিল এমন একজনের কন্ঠলগ্ন. যে আর কেউ নয়, তার জন্মদাতা বাবা!

চন্দনা ∫∫ (দু হাতে মুখ ঢাকে) উঃ!

সার্জেন্ট ∫∫ চব্বিশ ঘণ্টাও যায়নি। ছেলেটির হাতে ঐভাবে শেষ হয় তার বাবা। দুঃখে অনুতাপে নন্দিতাও আত্মহত্যা করে।

চন্দনা ∫∫ বলছিল বাবাকেও ভালবাসে, নন্দিতাকেও। বলছিল নন্দিতাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

সার্জেন্ট ∫∫ পাগলামি, সব পাগলামি! কোর্টে বিচারপর্ব শুরু হতে বোঝা গেল, ফাঁসি ওর নির্ঘাৎ! ঠিক সেই সময় ওর মধ্যে পাগলামির লক্ষণ প্রকট হয়ে উঠল। কোর্টের নির্দেশে পাঠানো হলো মেন্টাল অ্যাসাইলামে! ডাক্তাররাও বিভ্রান্ত! ও সত্যি পাগল, না

ভান করছে! কাল সেখান থেকে পালিয়েছে!

[ছেলেটি খাবারগুলো নিয়ে পাগলামি করছে।]

ঐ দেখুন। কী করছে দেখুন। রুটিতে কলা মাখাচ্ছে- তার মধ্যে বিয়ার ঢালছে। কী হচ্ছে বাসববাবু, পাগলামি করবেন না! (থেমে) ওকে নিয়ে একটা ধাঁধা আছে।

চন্দনা ∫∫ আমি জানি!

সার্জেন্ট ∫∫ বলুন তো কী

চন্দনা ∫∫ ও কি পাগল, না পাগল নয়! তাই কিনা?

সার্জেন্ট ∫∫ সত্যি তাই। বোঝা যাচ্ছে না.. কিছুতে বোঝা যাচ্ছে না, সত্যি পাগল, না খুনের শাস্তি ফাঁসির দড়ি এড়াতে পাগল সেজেছে! বাসববাবু, আপনার যন্ত্রণা আমরা বুঝি। উই হ্যাভ ফুল সিমপ্যাথি। কিন্তু যদি ভেবে থাকেন, পাগলামির ভান করে আইনের হাত এড়াবেন- পারবেন না। কতোকাল কাটাবেন পাগল সেজে? তার চেয়ে স্বীকার করুন, আপনি পাগল না। শাস্তি কমাবার জন্যে প্রার্থনা করুন। তাতে ভাল হবে। (ছেলেটি বিয়ার ঢেলে মুখে মাখছে) বন্ধকরুন ওসব খেলা! (চন্দনাকে) আপনার কী মনে হয় বলুন তো.. অনেকক্ষণ তো কাটালেন, কিছু বুঝলেন..

চন্দনা ∫∫ পাগল কি পাগল না?

সার্জেন্ট ∫∫ হ্যাঁ.. কখনও মনে হয় মাথার গোলমাল, কখনও মনে হয় পুরো সুস্থ। ধাঁধা! মস্তধাঁধা!

চন্দনা ∫∫ আমাকে পাঁচ মিনিট সময় দিলে বলতে পারি ও পাগল, না সুস্থ!

সার্জেন্ট ∫∫ পারবেন বলতে? পাঁচ মিনিটে কেন, দশ মিনিটই নিন। তবে যা করবেন, সাবধানে। মনে হচ্ছে আপনিই পারবেন। আছি আমরা, গাড়িতে বসে আছি!

[সার্জেন্ট জানালায় বাইরে গিয়ে তাকিয়ে হাত নেড়ে তার সঙ্গীদের কিছু ইশারা ইঙ্গিত করে বেরিয়ে গেল। বৃষ্টিটা এতোক্ষণে ধরল।]

চন্দনা ∫∫ ভয় কী! আমার কাছে কীসের ভয়ে পাগল সেজে থাকবে বাসব? তুমি যা করেছ, ঠিক করেছ! আমার কাছে স্বীকার করো। আমি ইন্সপেক্টরকে বলব না।

[বাদলা কেটে গেছে। বাইরেটা শান্ত, ঠাণ্ডা। চন্দনা ছেলেটির হাত ধরে।]

আমাকে তুমি বল তো একটা কথা, তুমি সুস্থ। তাই না? তাই না বাসব?

[ছেলেটি নির্বাক, নির্বিকার।]

আমার কিন্তু সারাক্ষণ মনে হয়েছে, পাগলমিটা তোমার ভান! তুমি যে এই রাস্তার মেয়েকে ডেকে ডেকে বলছ, চিনতে পারো চিনতে পারো, আসলে এইভাবে তুমি চাউর করে বেড়াতে চাও, তুমি একটি পাগলা! বলো, ঠিক ধরেছি কি না..

[ছেলেটা চুপ করে আছে।]

আরে! চুপ করে আছো কেন বাসব? আমাকে বিশ্বাস করে বলো, আমি কাউকে বলব না! শুধু মনে মনে জানব, তুমি মৃত্যুদণ্ড এড়াতে পারছ, শিগগির খালাস পাচ্ছ। (থেমে) আবার কোনওদিন আমাদের দেখা হতে পারছে. দেখা হবেই!

[ছেলেটি অদ্ভুত একটা গা-শিরশিরে হাসি নিয়ে চন্দনার দিকে চেয়ে আছে।]

অ্যাই, তুমি ওরকম চোখে তাকাবে না। ঐ বোধবুদ্ধিহীন নিরেট হাসি দেখলে আমার ভয় হয়..! বুঝতে পারছ না কেন তুমি যদি সত্যি উন্মাদ হও, তবে আমার কী লাভ? আমি তো আমার বন্ধু হারাব! আর তো তোমায় পাব না। কিন্তু তুমি ভেতরে সুস্থ, বাইরে পাগল হলে তোমারও লাভ, আমারও। কি হলো, কিছু বলো.বাসব, আমি তোমার হয়ে কোর্টে সাক্ষী দেব, তুমি আস্ত পাগল! কিন্তু আমায় তার আগে নিশ্চিত করো, তুমি পুরো স্বাভাবিক।

[ছেলেটি পূর্ববৎ নিশ্চল।]

আচ্ছা, বুঝতে পারছি, তুমি কথা বল্লে যদি পুলিস টেপ করে নেয়! যদি টেপরেকর্ডার লুকিয়ে রেখে আশেপাশে থাকে। ঠিক আছে, মুখে বলতে হবে না। তুমি আমার গা-টা একবার ছোঁও. আচ্ছা লিখে দাও হ্যাঁ কি না. আমার পিঠে লেখো.

[চন্দনা পিঠের কাপড় সরিয়ে ছেলেটির সামনে দাঁড়ায়।]

লেখো, 'হ্যাঁ' লেখো. লেখো 'হ্যাঁ'... না লিখলে কিন্তু বুঝব, তুমি আমার কথা বুঝতে পারছ না, মানে তোমার মাথার ঠিক নেই। দ্যাখো, আমাকেও ধাঁধাঁয় রেখো না।

[ছেলেটি চন্দনার পিঠে হাত রাখে।]

লেখো 'হ্যাঁ'! তুমি বুঝতে পারছ না কেন? বাসব, তুমি সত্যি সুস্থ হলে বুঝবো, বাসব আবার ফিরবে আমার কাছে, আজকের বাদলবেলার কথা সে ভুলবে না।... সত্যি, বলবে না, বলবে না, সেজে আছ কিনা! আমাকেও না? কী ভাবছ, আমি কোর্টে জানিয়ে দেব, আর কোর্ট তোমায় ফাঁসিতে ঝোলাবে! বাসব, তুমি যদি একবার বলে না যাও. আজ সন্ধ্যাবেলা জীবনটা আমার সব দিকে শূন্য হয়ে যাবে। আমার তো কোনো বন্ধু নেই বাসব।

[চন্দনার পিঠে আঙুল বুলিয়ে কিছু লিখছে। চন্দনা স্তব্ধ হয়ে আছে। সার্জেন্ট উঁকি দিল।]

সার্জেন্ট ∫∫ কী হলো?

চন্দনা ∫∫ নাঃ! ও যে একটা কথাও বলছে না! মুখই খুলছে না!

সার্জেন্ট ∫∫ যাঃ! কিছুই বার করতে পারলেন না? হেরে গেলেন! ব্যাড লাক! আসুন বাসববাবু।

[সার্জেন্ট ও বাসব চলে গেল। পুলিস ভ্যান সশব্দে বেরিয়ে গেল। চন্দনা এবার জোরে হেসে ওঠে।]

চন্দনা ∫∫ গুড লাক, সার্জেন্ট, গুড লাক! মুখ না খুলেই তো বুঝিয়ে দিয়ে গেল, আসলে ও কী? ও জানে, ও সুস্থ আছে জানতে পারলেই তোমরা ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, ও শাস্তি এড়াতে পারবে না! চুপ করে থেকেই তো আমায় জানিয়ে গেল, ওর মাথাই সবার চেয়ে সজাগ! সার্জেন্ট, ও আমার পিঠে 'হ্যাঁ' লিখেছে, হ্যাঁ-

[চন্দনা খুব খুশি। জানালায় ছুটে গিয়ে শান্ত স্তব্ধ আকাশের দিকে তাকিয়ে গলা ছাড়ে।]

তুমি ভুলে যাও অয়দিপাউস। এ জীবনে বাঁচতে হয় তো ওসব কথা মনে রাখতে নেই। এ পৃথিবীতে যে ভুলতে পারে, সেই বাঁচতে পারে। ভুলে যাও অয়দিপাউস, তুমি ভুলে যাও।

যবনিকা

অষ্টধাতুঃ ছয়

স্মৃতিসুধা
চরিত্রলিপি

নলিনাক্ষ

কিরীটি

মোহনবাঁশি

ছানা

ভেলটু

দিলীপ

টুম্পা

লবঙ্গ

সুধাময়ী

রচনা-১৯৯৩

প্রথম প্রকাশ-প্রতিবেদন, পূজাসংখ্যা ১৯৯৩

স্মৃতিসুধা
এক

[ফুলসাজে সজ্জিত ছোট্ট নতুন পালঙ্কে ধবধবে বিছানায় তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে আছে সুধাময়ী, মানে স্বর্গতা সুধাময়ীর তৈলচিত্রখানি। বৃদ্ধার অধরে মধুর হাসি, কপালে মস্ত সিঁদুর টিপ, মাথায় লালপেড়ে ঘোমটা। ভারি সুখী তৃপ্ত মুখখানি। প্রশস্ত হলঘরটির দুপাশে অর্ধচন্দ্রাকারে চেয়ার পাতা। মাঝখানে ফরাস। ভোরের প্রথম আলো খোলা জানালা পথে এসে পড়ল। সেই আলোয় জীবিকা সুধাময়ী উঠে দাঁড়াল তৈলচিত্রের পেছনে। ছবিরই মতো-কপালে টিপ মাথায় ঘোমটা।]

সুধাময়ী ∫∫ আজ সুধাময়ীর স্মরণসভা। সবাই আজ সুধাময়ীর কথা বলবে। গলা কাঁপবে, চোখের পাতা ভারী হবে-সত্যিমিথ্যে পাঁচ রকমের কথার গাঁথা হবে সুধাময়ীর জীবনমালা।... মাল্য! মরণ আমার! কী আছে সুধাময়ীর জীবনে, সাধারণ গেরস্ত ঘরের মেয়েদের কার কী থাকে যে.. (থেমে) তবু, সত্যিমিথ্যে পাঁচ রকমের কথায় আর বলার গুণে সুধাময়ীও হয়ে উঠবে অসাধারণ! (থেমে) এই জন্যেই তো জগতটা এমন সুন্দর, মধুময়! সবার জন্যেই পৃথিবীতে একটা ঠাঁই আছে, একটা দিন ধার্য করা আছে। গতায়ু মানুষের জন্যেও আছে। আজ আমার দিন। সন্ধেবেলা আজ আমার স্মরণসভা।

[বৃদ্ধ স্বামী নলিনাক্ষ ঢুকে স্বর্গতা স্ত্রীর ছবিতে চন্দনের ফোঁটা পরাতে বসে। সুধাময়ী দুলে দুলে হাসছে।]

..মরে যাই, মরে যাই! তুমি আমায় চন্দন পরাচ্ছো! কী ভাগ্যি করে মরেছিলুম গো! নেই তাই দেখছি, থাকলে কি আর এ দৃশ্য দেখতে পেতুম গো!...নাগো, তুমি আমায় প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে সে তো জানি. তা বলে লবঙ্গের বোঁটা দিয়ে চন্দনের ফোঁটা! ওগো, তুমি শতায়ু হওগো, আর ফি-বছর এমনি করে নিজের হাতে আমায় সাজাও.

[বাড়ির কাজের ছেলে দিলীপ একরাশ জিনিসপত্র নিয়ে নলিনাক্ষর কাছে এলো। জিনিসগুলো একদিন ছিল সুধাময়ীর। নলিনাক্ষ সুধাময়ীর ছবির পাশে সেগুলো পরিপাটি সাজাতে লাগল।]

ঐ..ঐ সেই আমার বিয়ের বেনারসি।!...এসব জিনিস এখন মেলে না, কারিগরই নেই! ঐতো আমার গয়নার বাক্স.ওটা আমার মোরাদাবাদি পানের বাটা..আমার গাউন..আমেরিকায় ছেলেদের কাছে বেড়াতে গেলে বড় নাতনি গাউনটা কিনে দিয়েছিলে.একটা দিনও পরিনি..ও দিলীপ, চটি জোড়া আবার বয়ে আনলি কেন..? দে, দে পালঙ্কের নিচে ঢুকিয়ে দে।...ঐ সেই আমার বইটা..শরটবাবুর শ্রীকান্ত..পাছে ছিঁড়ে যায়, তাই একটা দিনও আমি বইটা খুলে দেখিনি!...দিয়েছিল প্রাণের সই লবঙ্গর বর মোহনবাঁশি। খুব লাগতুম মোহনবাঁশির পেছনে। কাঁদিয়ে ছাড়তুম। সেবার বাগবাজারে জামাইষষ্ঠী করতে এলো মোহনবাঁশি.ওর কাছায় দিলুম একটা জ্যান্ত কোলাব্যাঙ বেঁধে!...সে কী কাণ্ড! মোহনবাঁশি ওদিকে হাঁটছে, কোলাব্যাঙটা এদিকে হাঁটছে.. (হেসে গড়িয়ে পড়ে) আমি ওকে কোলাব্যাঙ দিলুম, ও আমায় উপহার দিল শ্রীকান্ত!...কীসে থেকে যে কী মেলে..! ঐ সেই আমার হাতের কাজ.চুমকি বসিয়ে বসিয়ে লেখা, বন থেকে বেরুলো টিয়ে সোনার টোপর মাথায় দিয়ে।

[ফ্রেমে বাঁধানো সুধাময়ীর হাতের কাজটির দিকে চেয়ে নলিনাক্ষর দুচোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়।]

ও কী! কী হচ্ছে! চোখ মোছো। দিলীপ দেখছে না? ছেলেপুলেরে না হাসালে চলছে না? ছিঃ! দুঃখু কীসের? মানুষ তো একদিন না একদিন যাবেই। মাথা খাও, আজ স্মরণসভায় কেউ যদি তোমরা একটা দীর্ঘশ্বাসও ফেলেছ! কেন, এমন তো নয় যে আমি কোনো একটা সাধবাসনা অপূর্ন রেখে এসেছি! ঘর সংসার ছেলে মেয়ে নাতি নাতনি.. সুখ ঐশ্বর্য বিলাস কর্তৃত্ব. সব পেয়েছি তোমার হাতে! বিয়ের পর পঞ্চাশ বছর তোমার ঘরে দোমোটে ভোগ করেছি। কেউ কি স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিল এতো হবে সুধাময়ীর! গরিব বিধবার একমাত্র সন্তানের এতোটা কী হয়! মা বলত, মুখপুড়ি তুই আমার পেটের শত্তুর! আর কতদিন আইবুড়ি থেকে জ্বালাবি?...তখন আমার যে সম্বন্ধটাই আসছে সেটাই ভেঙে যাচ্ছে.মা বলত তোর বেলাতেই কেন সম্বন্ধ ভাঙে রে! পাড়ায় কারুর বাড়ি জামাই এলেই মায়ের মাথায় খুন চাপত! বেধড়ক মারতো আমাকে! বুড়ি ভেবেছিল ঠেঙিয়ে মেয়ের ভাগ্যি ফেরাবে! বলত, কাল সকালে যাকে দেখব, তার সঙ্গেই বিদেয় করব তোকে। পরদিন.পরদিন হেদুয়ার পুকুরে ডুবে মরছিলাম, তুমি উদ্ধার করে আনলে! তোমার পেয়ে বুড়ির চক্ষু ছানাবড়া! এ যেন বন থেকে বেরুলো টিরে সোনার টোপর মাথায় দিয়ে। (নলিনাক্ষ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। পিছু পিছু গেল দিলীপ। সুধাময়ী দুলে দুলে হাসে) জীবনটা যেন এক মধুর রূপকথা! বন থেকে বেরুলো টিয়ে, সোনার টোপর মাথায় দিয়ে..তাই তো বলি, যা

হবার কথা, তা হয় না.. যা না হবার তাও হয়।

[সুধাময়ীর মুখ থেকে সরে গিয়ে তার ছবির ওপর আলোটা একটু ক্ষণ স্থির থেকে ধীরে ধীরে মুছে যায়।

দুই

[পালঙ্কে সুধাময়ীর তৈলচিত্রের সামনে বুকচেরা সিল্কের পর্দা। পর্দাটি দুদিকে সরিয়ে প্রতিকৃতির আনুষ্ঠানিক উন্মোচন ঘটবে আর কিছুক্ষনের মধ্যে। টুম্পা হালদারকে নিয়ে দিলীপ ঢুকল। সুদর্শনা তরুণী টুম্পা আজকের অনুষ্ঠানের ঘোষিকা। পরনে জিনস! কাঁধে মস্ত এক ফিট ব্যাগ।]

টুম্পা ∫∫ আচ্ছা, এখানেই অনুষ্ঠান?

দিলীপ ∫∫ হ্যাঁ আর ঐ সামনের উঠোনে সব অতিথিরা বসবেন।

টুম্পা ∫∫ (সেদিকে তাকিয়ে) এতো চেয়ার? লোক হবে এতো?

দিলীপ ∫∫ কী বলছেন, শ দুয়েক তো হবেই! দিদিমার নামে হবে না?

টুম্পা ∫∫ দিদিমা বুঝি খুব নামকরা ছিলেন?

দিলীপ ∫∫ নামকরা নয়, তবে গোয়াবাগানে সব্বাই তাঁর নাম। রিক্সওলা, ভুজিয়াওয়ালা, কুলপিওয়ালা. দেখবেন কতো লোক ভিড় করে। দিদিমা চলে যাবার সময় বলে গিয়েছিলেন, পেট ভরে সকলেরে খাওয়াতে।

টুম্পা ∫∫ এই মেরেছে! স্মরণসভায় কি কেবল ওয়ালারাই থাকবে?

[নলিনাক্ষর ভাগ্নে ছানা ঢোকে। বয়েস পচিঁশ-ছাব্বিশ হলে কি হয়, মোটাসোটা শরীর, তাগড়াই গোঁফ, আর ওপর বাংলার লম্বা ঢোলা পাঞ্জাবিতে ছানাকে বেশ ভারিক্কি মাতব্বর লাগে। ছানা বাংলাদেশি।]

ছানা ∫∫ ক্যান, শুধু তারাই ক্যান? আত্মীয় কুটুম বন্ধুবান্ধব নাই? মামু তো হকলেরেই ইনভাইট করেছেন। পত্তরও ছাড়ছেন বিস্তর। আজ আবার পেপারে মামির ছবি ছাইপা অ্যাডভার্টাইজ করছেন, আসো, যে যেখানে পরিচিত আছো, চইলা আসো। দ্যাখেন নাই?

দিলীপ ∫∫ ছানাকাকা বাংলাদেশ থেকে এসে পড়েছেন দিদিমণি।

ছানা ∫∫ হ। শ্রাদ্ধে আসতে পাসপার্ট পাই নাই, স্মরণসভায় আইলাম। আপনে?

টুম্পা ∫∫ টুম্পা হালদার। আজকের স্মরণসভার ঘোষিকা!

ছানা ∫∫ হ। মামা কইছিলেন তখন, একটা ঘোষিকা ভাড়া করা হইছে! বসেন, বসেন-

দিলীপ ∫∫ টুম্পা হালদার! আমি আপনাকে চিনি দিদিমনি। টিভিতে দেখেছি।-এখন ট্রেনের খবর বলছেন টুম্পা হালদার! দিল্লি মেল তিন ঘন্টা লেট, করমণ্ডল চার ঘন্টা দশ মিনিট, মিথিলা এক্সপ্রেস...

ছানা ∫∫ হ হ! দেখছি! দেখছি! ইন্ডিয়ার টিভিতে আপনেরে দেখছি-তাই কন! তাই ভাবি আপনের মুখখান চিনা চিনা ঠেকে ক্যান। আচ্ছা মিস, আপনের মুহে কি গাড়ি কখনো ঠিক সময় আসতে নাই?

টুম্পা ∫∫ (বিরক্ত ভাবে) টি-ভির খবরের ওপর ট্রেন কখনো লেট করে না ছানাবাবু, লেট করে বলেই আমাদের বলতে হয়!

ছানা ∫∫ বুঝছি, লেট করে বইলাই আপনাগো চাকরি!

টুম্পা ∫∫ (দিলীপকে) তা তোমার দাদু দিদিমার ছেলেমেয়েরা কোথায় সব? এক ভাগ্নে ছাড়া কাউকে যে দেখছি না! বাড়িটা এতো ফাঁকা লাগছে কেন?

ছানা ∫∫ ফাঁকাই তো, সব ফাঁকা কইরা ছানাপোনারা চইলা গেছে আমেরিকায়! বহুকাল দ্যাশের দিকে ঘ্যাঁসে না। প্রথমে বড়পোলা গেল, পর পর সেই সবারে টাইনা নিল! তবে পোলারা না আইলেও ডলার আইতেছে! মায়ের স্মৃতিবাসরে বড় কইরা খানাপিনার ব্যবস্থা করবার কইছে। তা ধরেন গিয়া আজকার মেনু-পরেটা, রেজালা, ফ্রায়েড রাইস, চিলি-চিকন, বাটার ফিস, তৎসহ আমোগা দ্যাশের পদ্মার ইলিশ, ভেটকি পাতুড়ি, প্রনপকোড়া, আলু বখোরা-তার লগে মামিমার প্রিয় কুলচুর চালতার মোরব্বা তেঁতুলের আচার... (টুম্পা ঘন ঘন ঢোক গেলার চেষ্টা করছে) খাইছে! আপনের গালে দেহি পানি আইতাছে। আপনে বাথরুমে যান মিস হালদার-

টুম্পা ∫∫ (কোনরকমে সামলে) বাজে কথা বলবেন না।

ছানা ∫∫ না, না, ইয়াতে লজ্জার কিছু নাই। টকের নামে গালে লালা আসে হক্কলেরই। রিফ্লেকস অ্যাকশন!

টুম্পা ∫∫ আমার আসে না! দয়া করে আপনার জ্ঞান দেওয়া থামাবেন একটু?

ছানা ∫∫ আসে না? তবে শোনেন, কুলচুর চালতার মোরব্বা, তেঁতুলের আচার....গ্রীষ্মকালে টক আম ফালা কইরা নুন লঙ্কা মাখাইয়া যদি ঠিক জিবের ডগায় এমন ছোঁয়ানো যায়... (টুম্পার অবস্থা স্পষ্টত বেসামাল) দিলীপ, এইবার টাওয়াল দে।

টুম্পা ∫∫ অসভ্যতা করবেন না। টাওয়ালের কোনো ব্যাপার না। গলাটা এমনিতে আমার খুশখুশ করছে। আ-আ-আ... দিলীপ, তোমাদের মাইক্রোফোনের ব্যবস্থা...

দিলীপ ∫∫ সব ঠিক আছে! সব ঠিক সময়ে এসে যাবে।

[টুম্পা ব্যাগ খুলে কর্ড লাগানো হ্যান্ডমাইক বার করে।]

টুম্পা ∫∫ দাদুকে বলো, আমার একটা ঘর চাই, আর একটা বড় আয়না চাই-

দিলীপ ∫∫ জানি, মেকআপ নেবেন তো! দাদু আমাকে বলেছেন। আপনার ঘর রেডি করা আছে।

টুম্পা ∫∫ ঠিক আছে। তুমি আমার ঘরে একটু গরম জল দেবে ভাই।

ছানা ∫∫ পানিতে এক খাবলা লবণ দিয়া দিবি। আর একটা গোটা পাতিলেবু চিপসে রস কইরা দিবি।

টুম্পা ∫∫ (চকিতে) না না। (ছানাকে) আপনি কেন বুঝতে পারছেন না ছানাবাবু, টকে আমার অ্যালার্জি আছে।

ছানা ∫∫ পাতিলেবুতেও?

টুম্পা ∫∫ হ্যাঁ হ্যাঁ-

ছানা ∫∫ কমলালেবুতেও?

টুম্পা ∫∫ হ্যাঁ-

ছানা ∫∫ দইতেও?

টুম্পা ∫∫ দইতেও! এবং ছানাতেও!

ছানা ∫∫ জানা রইল! থ্যাঙ্ক ইউ! (দিলীপ) যা, স্রেফ গরম পানি আন।

[দিলীপ ভেতরে যায়। টুম্পা গলা ঝেড়ে গান ধরে।]

টুম্পা ∫∫ নয়ন সম্মুখে তুমি নাই....

নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই...

[সঙ্গে সঙ্গে ছানাও গুনগুন করে। টুম্পা বিরক্ত হয়ে গলা ঝাড়ে।]

আ-আ-আ...

[টুম্পা আবার গায়।]

তুমি কি কেবলই ছবি, শুধু পটে লিখা।
ওই যে সুদূর নীহারিকা
যারা করে আছে ভীড়, আকাশের নীড়...

[নলিনাক্ষ ব্যস্তভাবে ঢোকে।]

নলিনাক্ষ ∫∫ কী, কী হলো, শুরু করে দিলেন নাকি? এখন না... এখন না...

টুম্পা ∫∫ জানি নলিনাক্ষবাবু, আপনার অনুষ্ঠান সাতটায়, বাজে পাঁচটা! ফাঁকা উঠোনে শুরু করব কী! একটু রিহার্স করে নিচ্ছি। কিন্তু এভাবে যদি পেছনে লাগা হয়...

নলিনাক্ষ ∫∫ পেছনে! পেছনে কে লাগল! (চোখ পাকিয়ে) ছানা...

ছানা ∫∫ না মামু। পেছনে না। গানে লাগছি। সামান্য তালকাটা ঠেকছে!

টুম্পা ∫∫ থামুন। গানের কি বোঝেন আপনি?

নলিনাক্ষ ∫∫ জানিস, উনি কতো নামকরা! (হেসে) তাহলে আপনাদেরও রির্হাসাল লাগে?

টুম্পা ∫∫ লাগবে না? এই ফাংশন পরিচালনা... ঘোষণা... এটা একটা আর্ট, শিল্প! রেগুলার অনুশীলন করে রপ্ত করতে হয় দাদু। টি-ভি বেতারখ্যাত টুম্পা হালদার যখন আপনার স্মরণসভার দায়িত্ব নিয়েছে, অতিথিরা নিশ্চয় একটু বিশেষ কিছু এক্সপেক্ট করবে।

নলিনাক্ষ ∫∫ সেই জন্যেই তো আপনাকে আনা। কি বল ছানা? আমার ভাগনা! দেখছিস তো ছানা, ফাংশন পরিচালনাটাও আমাদের দেশে কতো বড় আর্ট।

ছানা ∫∫ মানুষে যাই করে সেটাই তো আট মামু। ধরো, নুন লঙ্কা দিয়া যখন কাঁচা কয়েৎবেল জারানো হয়-সেটাও...

টুম্পা ∫∫ (জিবের জল নিয়ে ব্যতিব্যস্ত) না, সেটা আর্ট নয়। জানেন কলকাতায় শিগ্রি আমরা একটা একাডেমি প্রতিষ্ঠা করছি, ঘোষণা-শিল্প একাডেমি! ইচ্ছে করলে আপনি সেখানে পাঁচ বছরের কোর্স করতে পারেন।

ছানা ∫∫ কী কইলেন? ঘোষণা-শিল্প একাডেমি। কী হইব সেখানে?

টুম্পা ∫∫ (ভুরু তুলে ডাঁটের সঙ্গে) ঘোষণা শিল্পের নিবিড় চর্চা হবে, মান উন্নয়ন করা হবে। ভবিষ্যতের ঘোষণা শিল্পীদের তৈরি করা হবে। এটা তো স্বীকার করবেন যে কোন সভার চরিত্রটা গড়ে দেয় ঘোষক ঘোষিকা-সভার মূল-সুরটা ধরিয়ে দিই আমরাই...

[দিলীপ গরম জল নিয়ে ঢোকে।]

দিলীপ ∫∫ এই যে গরম জল...

[টুম্পা এক ঢোক গলায় ঢালে।]

ছানা ∫∫ আপনে কইতাছেন মিস টুম্পা, ঘোষণাটাও শিল্প?

টুম্পা ∫∫ নিশ্চয়! কোথাও হাসিখুশি লা-লা-লা-লা, কোথাও গম্ভীর, কোথাও ভক্তিভাব প্রেমরস... কোথাও স্রেফ হুল্লোড়বাজি। নাচগান আবৃত্তি কথকতা-ঘোষণা-শিল্প সর্বশিল্পের সমাহার। সেই সঙ্গে রেফারেন্স...গল্প চুটকি...পারফরমিং আর্টের চুড়ান্ত রূপ ঘোষণা।... আরেকটু জল দাও। (গরম জল খেয়ে) আজ তো আপনার এখানে দ্বিজেনদা গাইতে আসছেন?

নলিনাক্ষ ∫∫ হ্যাঁ। আমার স্ত্রী দ্বিজেনবাবুর রবীন্দ্রসংগীত খুবই ভালবাসতেন।

টুম্পা ∫∫ দেখবেন দ্বিজেনবাবুর গানের ফাঁকে ফাঁক ফিলার দিয়ে আসর কেমন জমিয়ে রাখব। দ্বিজেনদা সম্পর্কে এমন সব গপ্পো বলব...

ছানা ∫∫ যা দ্বিজেনদাও জানেন না! মামু তোমাগো ইন্ডিয়াতে নখপালিশ লাগানোটাও চিত্রশিল্প রূপে গণ্য হইব একদিন।

টুম্পা ∫∫ দুঃখ করবেন না। পরদিনই বাংলাদেশ সেটা নকল করবে।

ছানা। আরে। হেইটা কী কইলেন আপা?

টুম্পা ∫∫ আপা! আপা কে! আমি টুম্পা।

ছানা ∫∫ আমাগো দ্যাশে মহিলাদের সম্মান দিতে আপা কয়। কিন্তু আপনে যা কইলেন ইয়ার পর কতক্ষণ আপনারে আপা ডাকুম সন্দেহ আছে।

নলিনাক্ষ ∫∫ আঃ ছানা! থাম না।

ছানা ∫∫ ক্যান থামুম? আমাগো দ্যাশের পচা রদ্দি ফিলিমগুলো নকল কইরা আপনেরা বেদের মেয়ে জোছনা বানাইতাছেন, বক্স অফিস হিট করতাছেন....

দিলীপ ∫∫ জল...

[দিলীপ গরম জলের গেলাস টুম্পাকে এগিয়ে দেয়।]

নলিনাক্ষ ∫∫ আরে থেকে থেকে কি গরম জল খাওয়াচ্চিস দিলীপ। কফি করে দে, ফ্লাস্ক ভরে রেখে দে...

টুম্পা ∫∫ থ্যাঙ্ক ইউ দাদু। আমার কফিতে কিন্তু হাঙ্গামা আছে ভাই দিলীপ। দুধ চিনি কোনোটাই দিতে পারবে না।

ছানা। কফিও দিবি না!

টুম্পা ∫∫ না না! কফি না দিলে কফি খাবো কী করে?

[দিলীপ চলে যায়।]

নলিনাক্ষ ∫∫ তাহলে আপনি ঘরে গিয়ে রেস্ট নিন। নিজের মতো মানিয়ে গুছিয়ে নেবেন। দেখতেই পাচ্ছেন, আমার লোকজন নেই।

টুম্পা ∫∫ উহু, আপনি নয় দাদু, তুমি! টুম্পা বলুন!

নলিনাক্ষ ∫∫ আচ্ছা আচ্ছা। তা বটে। তুমি আমার ছোট নাতনির বয়েসি। হে হে আমাকে একটু বেরুতে হচ্ছে ভাই, আমার ক্যাটারার এখানে মালপত্র নিয়ে এলো না।

টুম্পা ∫∫ দাদু দাদু, আগে আপনাকে আমার সঙ্গে একটা সিটিং দিতে হবে। আপনার দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে কিছু বলুন। বুঝতেই পারছেন, আমার ফিলারগুলো একটু গুছিয়ে নিতে হবে।... ক্যাটারারের কাছে আপনার বাংলাদেশি ভাগ্নেকে পাঠান না।

নলিনাক্ষ ∫∫ তাই তবে যা ছানা। একবার চট করে ঘুরে আয়...

ছানা ∫∫ (টুম্পাকে) আমারে ভাগাইলেন! ফিইরা আসি, বাংলাদেশের কয়েৎবেলের আচার খাওয়ামু-

[ছানা চলে যায়।]

টুম্পা ∫∫ বলুন দাদু, একটা দুটো স্ট্রাইকিং ঘটনা বলুন-

নিলিনাক্ষ ∫∫ স্ট্রাইকিং আর কী আছে ভাই, খুবই সাধারণ আটপৌরে জীবন...

টুম্পা ∫∫ আচ্ছা দিদিমার এমন কোনো আচরণ... যেটা আপনার কাছে খুব অস্বাভাবিক ঠেকেছে কখনো? একটা দুটো...?

নলিনাক্ষ ∫∫ অস্বাভাবিক? তেমন কিছু না... তবে একটা ব্যাপারের বোধহয় উল্লেখ করা যায়। সুধার বান্ধবী লবঙ্গ। এই লবঙ্গর স্বামী মোহনবাঁশির সঙ্গে ব্যবহারে ওর যেন কিরকম একটা অস্বাভাবিকতা ছিল।

টুম্পা ∫∫ আপনার মনে হতো অস্বাভাবিক! (কৌতূহলী) কিরকম?

নলিনাক্ষ ∫∫ মোহনবাঁশি এবাড়িতে এলেই দেখেছি সুধার সর্বক্ষণ তার পেছনে লাগা চাই। ধরো চা খেতে দিচ্ছে, কাপটা একটু কাৎ করে দিল...একপাটি জুতো লুকিয়ে ফেলল...তিনদিনের আগে সে জুতো বারই করল না...ছাতাটা ভেঙে রাখল, মোহনবাঁশির লুচির তরকারিতে এমন লঙ্কার গুঁড়ো মিশিয়ে দিল...

টুম্পা ∫∫ কী মিষ্টি! কী মিষ্টি! ভীষণ মিষ্টি লাগছে দাদু....বান্ধবীর স্বামীর সঙ্গে এই দুষ্টু মিষ্টি খুনসুটি...

নলিনাক্ষ ∫∫ খুনসুটি মিষ্টি ঠিকই। একটা বয়েসে ভালই লাগে। ধরো কুমারী বয়েসে কাছায় ব্যাঙ বেঁধেছিল, ঠিক আছে...কিন্তু বেশি বয়সে ওটা বাড়াবাড়ি না? ধরো বাড়ির যে বাথরুমটা বিচ্ছিরি পেছল, ইনভেরিয়েবলি সুধা ঐটিতেই মোহনবাঁশিকে পাঠাবে!... বেচারি বুড়ো বয়েসে বারকয়েক আছাড় খেয়েছে!... সুধা কেন অমন করত! আজো কিরকম রহস্য ঠেকে!

টুম্পা ∫∫ আর তো সে রহস্য খণ্ডনের কোনো উপায়ও নেই।

নলিনাক্ষ ∫∫ না। যে খণ্ডাবে, সেই তো চলে গেছে!

টুম্পা ∫∫ আপনাদের ম্যারেজ লাইফ কদ্দিনের?

নলিনাক্ষ ∫∫ ফিফটি ইয়ারস!

টুম্পা ∫∫ প্রেমজ বিবাহ, নাকি গ্রু নিগোশিয়েশন?

নলিনাক্ষ ∫∫ ওর কোনটাই নারে ভাই। সে এক দৈব যোগাযোগ। সুধার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়... এদিকে এসো... (টুম্পাকে নিয়ে নলিনাক্ষ জানালায় যায়) ঐ যে পার্ক দেখছ, আমাদের হেদুয়া, ঐ হেদুয়ার পুকুরে...

টুম্পা ∫∫ সুধাময়ী বুঝি চান করছিলেন? আর আপনি লুকিয়ে....

নলিনাক্ষ ∫∫ (হেসে) দুষ্টু মেয়ে! নারে ভাই, সুধা ডুবে যাচ্ছিল!

টুম্পা ∫∫ অ্যাঁ?

নলিনাক্ষ ∫∫ পঞ্চাশ বছর আগের কথা। বুঝলে, বর্ষাকাল। সারাদিন টিপটিপ বৃষ্টি হচ্ছে। সন্ধের পর পার্কটাতে কেউ নেই। গ্যাসবাতিগুলো ঝাপসা! আমি ফুটবল খেলে ফিরছি। পুকুরে গেছি, হাত পা ধুতে! দেখি, মধ্যিখানে কী একটা ওলটপালট খাচ্ছে। ভাবলুম মাছ। হেদুয়ায় তখন বড় বড় মাছ ছিল। হঠাৎ দেখি, একটা শাড়ি ভাসছে! আমি ঝাঁপ দিয়ে পড়ে সুধাকে পাড়ে তুলে আনলাম। সেই আমাদের প্রথম দেখা।

টুম্পা ∫∫ বলুন প্রথম আলিঙ্গন!

[নলিনাক্ষ হাসতে হাসতে টুম্পার মাথায় আলতো চাঁটি মারে।]

হিরো! দাদু আপনি তো ডন জুয়ান! মহাভারতে অর্জুন যেমন নাগকন্যা উলুপীকে জল থেকে উদ্ধার করেছিলেন, আপনিও তেমনি সুধাময়ীকে...দারুণ! দারুণ বলা যাবে! ভীষণ একসাইটেড লাগছে দাদু! আই হ্যাভ গট অল মেটিরিয়ালস... আর কিচ্ছু চাই না...

নলিনাক্ষ ∫∫ আমি কিন্তু তখনো জানিনা সুধাকে আমায় বিয়ে করতে হবে। কিন্তু সুধার মা কিছুতেই ছাড়লেন না। বললেন, আমার মেয়ে হেদোয় পড়ে গিয়ে ডুবে মরছিল, তুমি ফিরিয়ে এনেছ... তোমাকেই এর দায়িত্ব নিতে হবে বাবা... হে হে, কী আর করব তখন...

টুম্পা ∫∫ যেটা করা যায় সেটাই করেছেন দাদু। অনুষ্ঠানের স্কিমটা শুনুন। প্রদীপ জ্বালিয়ে শুরু হবে স্মরণসভা। পঞ্চাশ বছরের দাম্পত্যজীবনের প্রতীক পঞ্চাশটা মাটির পিদিম...

নলিনাক্ষ ∫∫ তাইতো! পিদিম কিনে আনি...

টুম্পা ∫∫ তারপর শুনুন না। আমি মাইক্রোফোনে আহ্বান করব-সভাস্থলে কে আছেন বীরপুরুষ, সুধাময়ীর আবরণ উন্মোচন করুন-আপনি বীরের মতো মালা হাতে এগিয়ে এলেন... পর্দা সরিয়ে সুধাময়ীর গলায় মালা পরিয়ে দিলেন... তখন মাইক্রোফোনে চলবে, অর্জুন আর উলুপী... মহাভারত আর হেদুয়া...ও-কে?

নলিনাক্ষ ∫∫ সব ও-কে। কিন্তু আবরণ উন্মোচন আমি না, ওটা আমাদের কুলগুরু....

টুম্পা ∫∫ আমার গুরুফুরু এর মধ্যে কেন ঢোকাচ্ছেন দাদু? আপনি করুন। ভীষণ রোমান্টিক হবে! যাকে বলে রোমাঞ্চিক!

নলিনাক্ষ ∫∫ তা হবে! কিন্তু কুলগুরু সভায় উপস্থিত থাকতে আমার হাতে উন্মোচন শোভা পায় না। উনিই করুন, তুমি বরং সেই সময় ভাগবত থেকে দু-দশ পাতা রিসাইট করো।

টুম্পা ∫∫ (আতঙ্কে) ভাগবত! দশ পাতা! দাদু মাপ করুন। ভাগবত কোনদিন চোখেই দেখিনি! ও আমি পারব না দাদু...

নলিনাক্ষ ∫∫ হয়ে যাবে। আরে ঘাবড়াচ্ছো কেন? তোমরা হচ্ছ ঘোষণা-শিল্পী! একাডেমি করছ। এটা পারবে না? চলো, তোমার ঘর চলো। আমি ভাগবত টাগবত সব বার করে দিচ্ছি। এসো দিকিনি...

[বিব্রত টুম্পার হাত ধরে ভেতরে নিয়ে গেল নলিনাক্ষ। পালঙ্কের পর্দাটা ফাঁক করে মুখ বাড়াল সুধাময়ী। তৈলচিত্রের জায়গায় জীবন্ত সুধাময়ী।]

সুধাময়ী ∫∫ বাব্বা! মোহনবাঁশির ব্যাপারটা ঠিক খেয়াল করেছে! অথচ ঘুণাক্ষরে আমাকে কোনদিন টের পেতে দেয়নি।! তাই তাই...এখন বুঝতে পারছি, কেন তুমি মাঝে মধ্যে লবঙ্গদের নেমন্তন্ন করে বাড়ি আনতে। হুঁ, আমার অস্বাভাবিক ব্যবহার লক্ষ করতে। তাহলে দ্যাখো, আমিই যে শুধু মোহনবাঁশির ব্যাপার তোমার কাছে গোপন করেছি তা না, গোপন তুমিও করেছ! তোমার সন্দটা আমায় জানতেই দাওনি! পঞ্চাশ বছরেও না! কী চাপা মানুষরে বাবা...

[বাইরে কেউ একজন চেঁচাচ্ছে-শুনছেন, এটা কি নলিনাক্ষবাবুর বাড়ি? সুধাময়ী বাইরে উঁকি দিয়ে বলে-]

ইনি আবার কে এলেন? সাতজম্মেও দেখেছি বলে মনে হয় না!

[সুধাময়ী মুখের সামনে পর্দা টেনে অদৃশ্য হলো। একজন অচেনা লোক ঢুকল। নলিনাক্ষর বয়েসী। মেদবহুল নাদুস শরীর। ঘামে ভেজা আড়ময়লা পাঞ্জাবি গায়ে লেপ্টে আছে। পরিশ্রান্ত। হাতে একটা ভাঁজ করা খবরের কাগজ।]

লোকটি ∫∫ শুনছেন? কে আছেন, একটু এধারে আসবেন?

[সাড়া শব্দ এলো না। লোকটি এবার পালঙ্কে নজর দিল। চারদিকে চোরা চোখ ঘুরিয়ে পর্দার ফাঁক দিয়ে সুধাময়ীর ছবিটায় উঁকি ঝুঁকি দিতে লাগল। সুবিধে হল না। পর্দা সরাবারও সাহস পেল না। কী করে দেখবে বুঝে উঠতে না পেরে অগত্যা ফুঁ দিয়ে সিল্কের পর্দা উড়িয়ে দেখার চেষ্টা সুরু করল। দিলীপ টুম্পার কফি নিয়ে ঢুকল।]

দিলীপ ∫∫ ধরুন দিদিমনি, আপনার দুধ ছাড়া চিনি ছাড়া...

[লোকটি দিলীপকে দেখেই ধড়ফড় করে সরে এলো।]

ওখানে কি করছিলেন?

লোকটি ∫∫ পর্দাটা একটু সরাবি রে ভাই? ছবিটা একবার দেখব, এক পলকরে জন্যে!

দিলীপ ∫∫ এখন কেউ ওখানে হাত দিতে পারবে না। আপনি কি দিদিমার পালঙ্ক ছুঁয়েছেন?

লোকটি ∫∫ অ্যাঁ? না, না...

দিলীপ ∫∫ দেখুন ছোঁয়াছুঁয়ি হলে আবার সব নতুন করে সাজাতে হবে। গুরুদেবের গঙ্গাজল ছিটোতে হবে। ভেবে দেখুন, ছোঁননি তো!

লোকটি ∫∫ আরে নারে বাবা, ফুঁ দিচ্ছিলাম।

দিলীপ ∫∫ টাচ লাগেনি তো?

লোকটি ∫∫ (বিরক্ত হয়ে) ধুত্তোরি! ফুঁ দিতে টাচ লাগে। যা টাচ করা যায় না, তাতেই তো লোকে ফুঁ দেয়, নাকি!

[দিলীপের হাত থেকে কফির কাপটা টেনে নিয়ে লম্বা চুমুক দেয়।]

আঃ, সেই বেহালা থেকে ঝুলতে ঝুলতে আসা! আঃ!

দিলীপ ∫∫ অনেক আগেই এসে পড়েছেন। সাতটার আগে কিছু হবে না। কিন্তু দিদিমার গায়ে আপনি ফুঁ দিচ্ছিলেন কেন!

লোকটি ∫∫ (কফি তে বিষম খেয়ে) ধুত্তোরি! ফুঁ দিয়ে মরেছি দেখি! ফুঁ! ফুঁ! পর্দাটা উড়িয়ে তোমার দিদিমার মুখখানা একবার দেখব বলে!

দিলীপ। দিদিমার মুখ দেখবেন! ফুঁ দিয়ে কেউ মুখ দেখে?

লোকটি ∫∫ গায়ের জ্বালায় দ্যাখ! জ্বালিয়ে মারলে দেখি! তুই এবাড়িতে কাজ করিস?

দিলীপ ∫∫ তাতো করি। কিন্তু দিদিমা আপনার কে হন?

লোকটি ∫∫ কে হন, সেটা জানতে পারলে তো সব সমস্যা চুকেই যেত। তোকে গোটাদশেক টাকা দিচ্ছি, চুপ করে থাক। আমি ঢাকাটা সরিয়ে একবার দেখে নিই-সুধাময়ী... এ কি সেই সুধাময়ী!

[দিলীপের পায়জামার পকেটে টাকা গুঁজে দিয়ে লোকটি আবার পর্দা সরাতে চায়-নলিনাক্ষ ঢোকে।]

নলিনাক্ষ ∫∫ (ঢুকতে ঢুকতে) কে রে দিলীপ, কে এসেছেন?

লোকটি ∫∫ নমস্কার। আপনিই নলিনাক্ষবাবু?

নলিনাক্ষ ∫∫ হ্যাঁ। কিন্তু আমাদের জেনারেটরের কী হলো মশাই? সেটা কি এনেছেন?

লোকটি ∫∫ (হকচকিয়ে) জেনারেটার! নাতো!

নলিনাক্ষ ∫∫ কী আশ্চর্য। টাকা পয়সা সব অ্যাডভানস করলাম, না জেনারেটার না ক্যাটারার! আপনারা সবাই মিলে ডোবাবেন দেখছি। সাড়ে পাঁচটা বাজে। যান নিয়ে আসুন...দিলীপ, সঙ্গে যা...

দিলীপ ∫∫ জেনারেটর না দাদু, উনি দশটাকা ঘুষ দিয়ে দিদিমার মুখ দেখবেন!

লোকটি ∫∫ ওফ! আপনার এই দিলীপটিকে একটু বকুন তো মশাই। এ কী রকম লোক রেখেছেন, গোপনীয়তা বোঝে না।! দে, আমার টাকা দে...

[দিলীপ টাকা ফেরত দেয়।]

যা দ্যাখ জেনারেটারের কী হলো... যা!

[দিলীপ চলে যায়।]

নলিনাক্ষ ∫∫ বসুন, বসুন, আমি আপনাকে ঠিক বুঝতে পারিনি। তা টাকা দিয়ে মুখ দেখা কেন? স্মরণসভায় লৌকিকতার কি আছে।... কিন্তু একা কেন? বাড়ির আর সকলে...

লোকটি ∫∫ সকলে কি বলছেন? আমারই তো আসার কথা ছিল না!

নলিনাক্ষ ∫∫ কেন আমার চিঠি কি পৌঁছয়নি?

লোকটি ∫∫ আরে মশাই, আপনি আমাকে চিঠি দিতে যাবেন কেন? আমি কে?

নলিনাক্ষ ∫∫ (বিব্রত ভাবে) কে বলুন তো।

লোকটি ∫∫ তাইতো বলছি, বেহালার কিরীটি ঘোষালকে আপনি কোত্থেকে চিনবেন!

নলিনাক্ষ ∫∫ কিরীটি ঘোষাল! কী করেন?

লোকটি। বিল্ডিং কনট্র্যাকটর! ইঁট কাঠ লোহা চুন চুরকি সিমেন্ট দিয়ে লোকের বাড়ি বানায়। মিস্ত্রি মজুর খাটায়।

নলিনাক্ষ ∫∫ না না এ ধরনের লোকের সঙ্গে কোনোকালেই আমার যোগাযোগ নেই। পছন্দও করি না।

লোকটি ∫∫ আমিই কিরীটি ঘোষাল।

নলিনাক্ষ ∫∫ (অপ্রস্তুত) ও... তা কি মনে করে...

কিরীটি ∫∫ (হাতের কাগজখানা নলিনাক্ষর সামনে মেলে ধরে) পেপারে আপনার স্ত্রীর স্মৃতিবাসরের বিজ্ঞাপনটা দেখলাম। অনেককাল আগে আমি এক সুধাময়ীকে জানতাম। বুঝতে পারছি না, ইনি তিনি কিনা!... এতোবড় কাগজ... ছবিটা ছেপেছে দেখুন, কালি ধেবড়ে গেছে। চোদ্দোটা কাগজ দেখেছি...একই অবস্থা! শেষমেশ আপনার কাছে ছুটে আসা। বলতে পারেন ইনি কি সেই সুধা?

নলিনাক্ষ ∫∫ আপনি কোন সুধাকে খুঁজছেন তাইতো জানি না কিরীটিবাবু।

কিরীটি ∫∫ আমার সুধা বাগবাজরের সুধা! মানে সুধাময়ীর বাপের বাড়ি ছিল বাগবাজার রো-এ।

নলিনাক্ষ ∫∫ (চমকে) বাড়ির নম্বর কি আটের তেরো?

কিরীটি ∫∫ ঐ রকমেই কতো একটা হবে। অনেককাল আগের কথা তো, তা প্রায় পঞ্চাশ বাহান্ন বছর তো হলো... একবারই গিয়েছিলাম বাড়িটায়... অতো মনে নেই। তবে হ্যাঁ, বাড়িটার একটা চিহ্ন বলতে পারি। একতলা-দোতলার বারান্দা ফুঁড়ে একটা তিনতলা সমান নারকেল গাছ উঠেছিল। মানে বারান্দা বানাবার আগে থেকেই নিশ্চয় ছিল নারকোলগাছটা...

নলিনাক্ষ ∫∫ ঠিকই ধরেছেন! সেই সুধা!

কিরীটি ∫∫ অ্যাঁ! সেই সুধা! সে-ই...

নলিনাক্ষ ∫∫ হ্যাঁ, ঐ বাড়িটাই আমার শ্বশুরবাড়ি!

কিরীটি ∫∫ তাই? (নলিনাক্ষর দুহাত জড়িয়ে) সেই সুধাময়ী। ওঃ একটা সন্দেহ কাটলো মশাই। সকালে পেপারটা দেখেই মাথার মধ্যে বিদ্যুতের চিড়িক-সুধাময়ী! এ কি সেই সুধা?....সারাদিন সব গোলমাল। বাজারে গেছি, মাছের বদলে দু কিলো কাঁকরোল কিনে বসলাম... ডিমের দোকানে তিনটে ডিম ভাঙলাম! গিন্নি চেঁচাচ্ছেন, তোমার কী ভীমরতি ধরেছে?... কন্সট্র্যাকশনের গেছি, মিস্ত্রিরা ফাঁকি মারছে... দেখছি কিন্তু ধরছি না... যা আমার কোনোদিন হয় না...

[উৎফুল্ল কিরীটি পা নাচাচ্ছে।]

অদ্ভুত ক্ষমতা আমার, বলুন নলিনাক্ষবাবু? জীবনে সুধাময়ীকে একবারই দেখেছি... এক পলকের জন্যে... তাও যখন সে অষ্টাদশী তরুণী। (খবরের কাগজ দেখিয়ে) আজ এই পক্ককেশী বৃদ্ধার এই ঝাপসা ছবি দেখে কারো মনে হবে, এ সেই! এ চেহারার সাথে সে চেহারার কি কোন মিল আছে? থাকলেও কারো চোখে ধরা পড়বে?

নলিনাক্ষ ∫∫ না।

কিরীটি ∫∫ আমার পড়েছে। আমার পড়ে। মানুষের চেহারা যতই পাল্টে যাক,-একবার যাকে দেখব, সে আমাকে ফাঁকি দিতে পারবে না।

[বড় একটা টিফিন কেরিয়ার হাতে ছানা ও পেছনে দিলীপ ঢোকে। ছানা ও দিলীপ ফিসফ্রাই খাচ্ছে। ছানা ও দিলীপ ফিসফ্রাই খাচ্ছে।]

ছানা ∫∫ আঃ! ফার্স্ট ক্লাস বানাইছে মামু! এক একখানার ওজন কি! থানইঁটের মতো।

নলিনাক্ষ ∫∫ কী খাচ্ছিস রে তোরা?

দিলীপ ∫∫ ফিসফ্রাই!

ছানা ∫∫ ক্যাটারার মালপত্তর লইয়া আধাঘন্টায় হাজির হইব। আগাম টেস্ট করবার লগে খান আট-দশ আনছি! একখান খাইবেন মামু?

নলিনাক্ষ ∫∫ থাক থাক। কিরীটিবাবুকে দে।

কিরীটি ∫∫ আবার ফিসফ্রাই! তা খাই। (ফিসফ্রাই নিল) সুধাময়ীর স্মৃতিসভায় ফ্রাই ভোজন! ব্যাপারটা সুখের না দুঃখের বলতে পারেন!

নলিনাক্ষ ∫∫ কিন্তু আমায় যে ধাঁধায় ফেললেন কিরীটিবাবু। আপনি কি সুধাদের আত্মীয়?

কিরীটি ∫∫ (লজ্জিত ভাবে ফিসফ্রাই-এর টুকরো গালে ফেলে) হে-হে-হে, আজ্ঞে না নলিনাক্ষবাবু, আত্মীয় না... তবে হবার কথা হয়েছিল.. হে-হে-হে আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আমার বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল-হে-হে-হে-হে

দিলীপ ∫∫ (পুলকিত) কবে?

কিরীটি ∫∫ হে-হে-হে, তোর এই দাদুর সঙ্গে বিয়ের আগে! হে-হে...

[কিরীটির সলজ্জ ভঙ্গিটিতে নলিনাক্ষ রুমাল চেপে হাসি লুকোয়।]

দিলীপ ∫∫ তা দিদিমা আপনাকে ক্যানসেল করে দিল?

কিরীটি ∫∫ হে-হে-হে, তাই দ্যাখ।

দিলীপ ∫∫ (হাসতে হাসতে) তাই ফুঁ দিচ্ছিলেন!

কিরীটি ∫∫ হে-হে-হে, আবার ফুঁর কথা তুলছিস কেন?... তোর ঐ দাদু কী ভাববেন। হে-হে, তোকে বড্ড বকেছি। কিছু মনে করিস না। উত্তেজনার মধ্যে ছিলাম তো! নে, টাকাটা ধর।

[কিরীটি নোটটা দিলীপের পকেটে ঢুকিয়ে দিল।]

দিলীপ ∫∫ বকেছেন তো কী হয়েছে। আপনিও তো আমার দাদু!

কিরীটি ∫∫ হে-হে-হে তোর না-হওয়া দাদু!

ছানা ∫∫ আর আমার না-হওয়া মামু!

কিরীটি ∫∫ হে-হে-হে....

দিলীপ ∫∫ কোথায় ছিলেন দাদু, দিদিমা বেঁচে থাকতে একবার এলেন না... কী মজাই না হতো গো...

[দিলীপ দুহাতে কিরীটিকে জড়িয়ে ধরে।]

কিরীটি ∫∫ হে-হে, ছাড় ছাড় কাতুকুতু লাগছে... হে-হে-হে...

নলিনাক্ষ ∫∫ আঃ দিলীপ!

দিলীপ ∫∫ (কিরীটিকে) যাবেন না দাদু, ফিসফ্রাইয়ের সঙ্গে দিদিমার হাতের কাসুন্দি খাওয়াবো দাঁড়ান...

[দিলীপ ছুটে বেরিয়ে যায়।]

কিরীটি ∫∫ কাসুন্দি...হে-হে, কাসুন্দি খেয়ে যেতে বলছে...

নলিনাক্ষ ∫∫ বসুন...বসুন...

[হঠাৎ নলিনাক্ষও হেসে ফেলে। দেখা যায়-দুই বুড়ো মুখোমুখি বসে হেসেই চলেছে। তাই দেখে ছানাও। টুম্পা ঢোকে। পোশাক পাল্টে ফেলেছে। গেরুয়া রঙের শাড়ি, কপালে গেরুয়া টিপ, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। হাতে ভাগবত।]

টুম্পা ∫∫ কী হলো, হাসছেন কেন সব?

[নলিনাক্ষ কিরীটি থামে।]

নলিনাক্ষ ∫∫ হ্যাঁ, এইবার তোমায় চমৎকার লাগছে। ঠিক যেমনটি চাই...

ছানা ∫∫ হ। যেন সন্তোষী মা ঘোষণা শিল্প অ্যাকাডেমি হইতে লেখাপড়া কইরা আইল।

নলিনাক্ষ ∫∫ ওঃ ছানা! তোর কথাবার্তা...

টুম্পা ∫∫ (গম্ভীরভাবে) ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করুন। কুলগুরু উদ্বোধন করবেন শুনে গেরুয়া কস্ট্যুম পরা হয়েছে। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। আমরা ঘোষণা শিল্পীরা তাই করি... সব দিক দিয়ে পরিবেশ গড়ে দিই। মুড সৃষ্টি করি। গোটা অনুষ্ঠানটিকে একটা ছন্দে বেঁধে দিই। ভাগ্নেকে বলুন, এসব নিয়ে ঠাট্টা না করতে। এই নিন আপনার ভাগবত!

নলিনাক্ষ ∫∫ কাজ মিটে গেছে?

টুম্পা ∫∫ মুখস্থ।

ছানা ∫∫ রিসাইট করেন দেখি-

টুম্পা ∫∫ যথাকালে দেখবেন....

নলিনাক্ষ ∫∫ তোমায় যতো দেখছি, মুগ্ধ হচ্ছি ভাই টুম্পা।

ছানা ∫∫ মাছভাজা খাইবেন আপা?

টুম্পা ∫∫ নো থ্যাঙ্কস। (স্বগত) অসহ্য! ওঁকে বলুন দাদু, পঞ্চাশটি মাটির প্রদীপের ব্যবস্থা করতে।

নলিনাক্ষ ∫∫ দ্যাখ তো ছানা, পিদিম কোথায় মেলে!

ছানা ∫∫ আপনাগোর কলকাতার কোথায় কী জানা নাই, ঢাকায় হইলে হইত!

নলিনাক্ষ ∫∫ যা, রাস্তায় নেমে জিগ্যেস করে দ্যাখ। যা না।

ছানা ∫∫ যাই। (টুম্পা-কে) কাছে আইলেই দূরে ঠেলেন ক্যান? কতোক্ষণ দূরবর্তী কইরা রাখেন, তাও দেখুম।

[ছানা চলে যায়।]

কিরীটি ∫∫ (গলা খাঁকারি দিয়ে) আজ তাহলে উঠি ভাই নলিনাক্ষবাবু... যাই ভাই টুম্পাদিদি...হে হে, তোমার মুখ আমার খুবই চেনা... হে হে হে...

নলিনাক্ষ ∫∫ আরে বসুন বসুন। আজ আপনার সুধাময়ীর স্মরণসভা! আপনাকে ছাড়ছে কে মশাই...

কিরীটি ∫∫ হে-হে আমার বলছেন কেন ভাই নলিনাক্ষবাবু, সুধা তো আপনার। ... আমি স্মরণসভায় কী করব? হে-হে-হে... ধেনোহাটে ওল নামানোর মতো ...টুম্পাদিদির ছন্দ নষ্ট করে ফেলব...

নলিনাক্ষ ∫∫ টুম্পা, কিরীটিবাবুর কাছে তুমি সুধাময়ীর জীবনের এমন একটা দিক জানতে পারবে, যা আমারো অজানা! এঁর সঙ্গে সুধার বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল!

টুম্পা ∫∫ ভীষণ ইন্টারেস্টিং! বলুন কিরীটিবাবু, নানা রকম মেটিরিয়ালস পেলেই তো আমার প্রেজেনটেশান কালারফুল হয়ে উঠবে।

নলিনাক্ষ ∫∫ বলুন কিরীটিবাবু এক পলকের একটু দেখায় কেমন লেগেছিল সেদিন সুধাময়ীকে...

কিরীটি ∫∫ আপনারা আমায় নিয়ে মজা করছেন...

নলিনাক্ষ ∫∫ না না... সত্যি না....

কিরীটি ∫∫ দেখুন একটা ঝোঁকের বসে এখানে এসে পড়েছি, কিন্তু এখন আমার লজ্জাই করছে! সত্যি তো, এখানে আমার আসার অধিকার কতটুকু?

নলিনাক্ষ ∫∫ কিরীটি বাবু, অন্তর থেকে বলছি, আপনি যে আজকের দিনে আমার ঘরে পা দিয়েছেন, এটাই আমার সৌভাগ্য। সুধার সঙ্গে আপনার একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠার কথা হয়েছিল, ওঠে নি। কিন্তু আপনার আমার মধ্যে ওঠায় বাধা কোথায়?

কিরীটি ∫∫ বাধা মানে... আমার মুখে সে সব শুনতে কি আপনার ভাল লাগবে? মানে ধরুন যদি আমাকে খলনায়ক বলে মনে হয়?

টুম্পা ∫∫ দাদু, আপনারা এমন একটা স্টেজে পৌঁছে গেছেন... কেউ নায়কও নয়... খলনায়কও না...

কিরীটি ∫∫ হে-হে-হে। তা বটে। তাহলে বলি, কেমন লেগেছিল? এক কথায় রহস্যময়ী।

নলিনাক্ষ ∫∫ তাই নাকি!

কিরীটি ∫∫ হ্যাঁ ভাই নলিনাক্ষবাবু। ছিল, ছিল, বেশ ভালোরকম রহস্য ছিল মেয়েটির মধ্যে।

নলিনাক্ষ ∫∫ কোনদিন টের পাইনিতো! এক ঐ মোহনবাঁশি ছাড়া আর বোধহয় কোনও...

কিরীটি ∫∫ (টুম্পাকে) বুঝলে টুম্পা দিদি, আমাদের বিয়ের সব ঠিকঠাক। পাকাদেখা টেখাও শেষ। দিনক্ষণ স্থির। তো বাবা বললেন, তো বাবা বললেন, যা ব্যাটা কাকে তোর ঘাড়ে তুলে দিচ্ছি, একবার বাগবাজারে গিয়ে দেখে আয়...! তো গেলুম দেখতে! বসতে দিয়েছে দোতলার দক্ষিণ দিকে ঘরে! ফুরফুর করে বাতাস আসছে... বুঝলেন নলিনাক্ষবাবু... ভারি মিষ্টি বাতাস...

নলিনাক্ষ ∫∫ কেন বুঝবো না কিরীটি বাবু, পরবর্তীকালে ও বাতাস তো আমিই খেয়েছি ভাই। বলুন না....

কিরীটি ∫∫ তো বসে আছি তো বসেই আছি! দুঘন্টা কেটে গেল, পাত্রী আর ঘরে আসে না।... দরদর করে ঘামছি!

টুম্পা ∫∫ ন্যাচারালি...হেভি টেনশন...

কিরীটি ∫∫ এমন সময় দেখি, জানালা দিয়ে কুঁতকুঁত করে আমার দিকে চেয়ে আছে...

নলিনাক্ষ ∫∫ সুধা!

কিরীটি ∫∫ উহুঁ টিয়েপাখি! দক্ষিণের বারান্দায় দাঁড়ে বসা ইয়া মোটকা এক টিয়ে। ঠিক যেন একটা সবজে হুলো বেড়াল!

টুম্পা ∫∫ ওয়ান্ডারফুল! আপনাকে দেখছে!

নলিনাক্ষ ∫∫ তারপর সুধা-সুধা কখন এলো? কেমন ভাবে এলো? কেমন সেজেছিল... কেমন দেখাচ্ছিল ওকে? খুব কি জড়সড় ছিল?

কিরীটি ∫∫ বলছি বলছি। (কনুই-এর গুঁতো দিয়ে) তোমার দেখি ত্বর সইছে না ভাই নলিনাক্ষবাবু! স্ত্রীর কুমারীকাল খুবই ইন্টারেস্টিং লাগে, কী বলো টুম্পারানি? হে হে, শুনলুম সুধাময়ী আসতে চাইছে না। পাড়ায় কার বাড়ি গিয়ে বসে আছে। আর তোমার শাশুড়ি কাঁদছেন, এই একটা মেয়েই আমার মুখ পুড়িয়ে ছাড়ল!

নলিনাক্ষ ∫∫ তাহলে বলুন, আপনাকে ওর পছন্দ হয়নি!

কিরীটি ∫∫ শোনো না। খানিক পরে, ঘরে এলো সুধার সই। মেয়েটা এসেই বলল, পাঞ্জাবি খোলো।

টুম্পা ∫∫ অ্যাঁ!

কিরীটি ∫∫ হ্যাঁ, ঐ ঘেমো পাঞ্জাবির বর সুধা দুচক্ষে দেখতে পারে না। প্রায় টেনে হিঁচড়ে পাঞ্জাবিটা ছাড়িয়ে নিয়ে একটা শাড়ি ছুঁড়ে দিলো গায়ের ওপর! বলে, এই শাড়ি পরে বেহালা ফিরে যাও। বিয়ের আশা ছাড়ো।

নলিনাক্ষ ∫∫ ঐ তো! পাকা দেখা হয়ে গেলেও সুধার আপনাকে মোটেই পছন্দ হয়নি! সইকে দিয়ে সেই কথাটাই জানিয়ে দিল।

কিরীটি ∫∫ আজ্ঞে না মশাই, যথেষ্ট পছন্দ হয়েছিল!

নলিনাক্ষ ∫∫ (বিরস মুখ) হয়েছিল?

কিরীটি ∫∫ সরি। তোমাকে খুশি করতে পারলাম না নলিনাক্ষবাবু। (টুম্পাকে) তো এসব যখন চলছে, তখন বারান্দায় টিয়েটা হঠাৎ ডেকে উঠল, সুধা! সুধা! যেই শোনো, ঐ মুখরা মেয়েটা... কী বলব তোমায় টুম্পাদিদি এক ঝলক পাখিটার দিকে আর এক ঝলক আমার দিকে চেয়ে... দুদ্দাড় ঘর ছেড়ে পালাল!

নলিনাক্ষ ∫∫ মানে...?

টুম্পা ∫∫ বুঝতে পারলেন না? ঐ তো আপনার সুধাময়ী দাদু! সই না, স্বয়ং সুধা! (খিলখিল করে হেসে) ভীষণ মিষ্টি!

কিরীটি ∫∫ কিন্তু ঐ এক ঝলক চাউনি... পালিয়ে যাবার আগের মুর্হূতের ঐ চকিত চাউনি... ঐ রহস্যময় চোখের তারা... কী বলব তোমায় টুম্পা... ঐ দৃষ্টিই আমায় দুলিয়ে গেল... বুঝিয়ে গেল, আমাকে সে কতোখানি... ভুলিনি নলিনাক্ষবাবু, সে দৃষ্টি ভোলা যায় না...

[দিলীপ ঢোকে।]

দিলীপ ∫∫ দাদু, ডেকরেটার টাকা চাইছে!

নলিনাক্ষ ও কিরীটি ∫∫ ধুত্তোর ডেকরেটার!

কিরীটি ∫∫ ছোঁড়াটা দিলে তাল কেটে! এখনই টাকা কীরে! কাজ মিটুক, কাল সকালে আসতে বল...যা!

[দিলীপ চলে যায়।]

দূর! এবার বাড়ি যাই!

নলিনাক্ষ ∫∫ কোথায় যাবেন ভাই কিরীটি?

টুম্পা ∫∫ বসুন বসুন...

কিরীটি ∫∫ নারে ভাই, লোকের বাড়ি বসে লোকের বউ নিয়ে এসব কথা বলছি, জানতে পারলে আমার গিন্নি আমায় আস্ত রাখবে? বুঝলে নলিনাক্ষবাবু, সুধার কিন্তু খুবই মনে ধরেছিল আমায়। ঐ দেখ টুম্পা, নলিনাক্ষবাবুর মুখখানা হাঁড়ি।

নলিনাক্ষ ∫∫ তা পাকাপাকি হবার পরেও আপনাদের বিয়েটা কেন ভেঙে গেল, তাতো বুঝলাম না।

কিরীটি ∫∫ কী আর শুনবে সে দুঃখের কথা নলিনাক্ষ! তোমার শাশুড়িই তো ভেঙে দিলেন। তিনি কোথায় শুনেছেন ছেলে দুশ্চরিত্র লম্পট মাতাল।

টুম্পা ∫∫ মানে আপনি?

কিরীটি ∫∫ বলো ভাই কতবড় বদনাম। বিয়ে না দেবে নাই দিল। তা বলে একটা ভদ্র সন্তানের নামে এমন অপবাদ চাউর করবে! এটা কি তোমার শাশুড়ির সেদিন উচিত হয়েছিল নলিনাক্ষ?

নলিনাক্ষ ∫∫ আপনি মদটদ খেতেন না বলছেন!

কিরীটি ∫∫ জীবনে ছুঁইনি রে ভাই। কিরীটি ঘোষাল ভুলেও কখনো অন্ধকালিতে পা ফেলেনি। আর বিয়ের সাতদিন আগে লম্পট খেতাব দিয়ে তাকে কিনা অপদস্ত করা! বলো কতখানি আমার লেগেছিল, তোমরাই বলো। বিশেষ করে সুধাকে নিয়ে যখন আমি স্বপ্ন দেখতে সুরু করেছি!

নলিনাক্ষ ∫∫ আপনি নিজে আর একবার সুধার সঙ্গে দেখা করলেই পারতেন।

কিরীটি ∫∫ করেছিলাম দেখা। তুমি কষ্ট পাবে বলে এতোক্ষণ বলিনি নলিনাক্ষ। একবার নয়, মোট দুবার গিয়েছিলাম বাগবাজারে। দ্বিতীয় দফায় দেখেছিলাম সুধাময়ীর রণরঙ্গিনী মূর্তি! পাজি ছুঁচো যাচ্ছেতাই করে গালাগাল দিলে। বললে, তোমার মত বদমাসের গলায় মালা দেবার আগে পুকুরে ডুবে মরবো!... আচ্ছা, আমাকে কি মাতাল দুশ্চরিত্র বলে মনে হয় তোমাদের?

নলিনাক্ষ ∫∫ না, মনুষ্যচরিত্র যদি একটুও বুঝে থাকি, কক্ষনো না। কিন্তু...ভাবতে পারছি না সুধা কী করে অকারণে এমন মুখরা হতে পারল!

কিরীটি ∫∫ রীতিমত খান্ডারনি দজ্জাল!

টুম্পা ∫∫ আমার কিন্তু মনে হয়, এর পেছনে অন্য কেউ ছিল। মানে কেউ সুধাময়ীকে বুঝিয়েছিল...

কিরীটি ∫∫ তাই হবে! কেউ একজন চাইছিল বিয়েটা আমাদের না হোক।

টুম্পা ∫∫ আচ্ছা দিদিমা কোনদিন এসব কথা আপনাকে বলেননি দাদু?

নলিনাক্ষ ∫∫ (গম্ভীর) না। সাধারণভাবে বলেছিল, বেশ কয়েকবার বিয়ে ভেঙে গেছে। সে তো মেয়েদের কতোই যায়। কিন্তু এতোবড় একটা ঘটনা... কেন লুকিয়ে রাখল সুধা! আজ এতোকাল পরে অনেক প্রশ্ন... অনেক সংশয়...

কিরীটি ∫∫ এই দ্যাখো, তোমার মনে খিঁচ ধরিয়ে দিলাম! এই জন্যে আমি এসব বলতে চাইনি! ছি ছি! ভাই নলিনাক্ষ, এসব নিয়ে ভেবো না। এসব পুরনো কথা, জল মাটি বাতাস ধুয়ে মুছে দিয়েছে এসব-এ নিয়ে মন খারাপ করো না। এবার আমি সত্যিই যাচ্ছি...

[কিরীটি চলে যাচ্ছে। নলিনাক্ষ উঠে গিয়ে তার হাত ধরে।]

নলিনাক্ষ ∫∫ আমার প্রস্তাব প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন করবেন আমার বন্ধু কিরীটি ঘোষাল।

টুম্পা ∫∫ (হাত তুলে) প্রস্তাব সর্মথন করছি। যদিও এখুনি ভাগবত স্তোত্র মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে আমায় আবার নতুন করে তৈরি হতে হবে, তবু আমি সর্বান্তকরণে তাই চাই...

কিরীটি ∫∫ না না, এ হয় না!

নলিনাক্ষ ∫∫ হয়, আমি যদি চাই তাই হবে। অনুষ্ঠানটি আমার। এমনকি সুধাময়ীরও নয়, আমার! আপনাকে আমি আজকের দিনে বিষাদ নিয়ে ফিরে যেতে দেব না কিরীটিবাবু!

কিরীটি ∫∫ আরে ঘেমো জামাকাপড় পরে সুধাময়ীকে মালা দেব কি? না, না, সুধাময়ী ঘাম বরদাস্ত করতে পারত না।

নলিনাক্ষ ∫∫ ঠিক আছে। এসব চেঞ্জ করার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি!

টুম্পা ∫∫ চলুন, চলুন, হাত মুখ ধুয়ে তৈরি হয়ে নিন কিরীটি দাদু। এই ভালো হলো। সুধাদিদিমার জীবনে নলিনদাদুর আগে এসেছেন আপনি। আপনি সিনিয়র। কাজেই স্মরণসভায় প্রথম মাল্যদান করবেন আপনি কিরীটি দাদু।

[খবরের কাগজে মোড়া একটা বড় প্যাকেট নিয়ে ছানা ঢোকে।]

ছানা ∫∫ পিদিম পাই নাই। মোমবাতি আনছি পঞ্চাশটা।

টুম্পা ∫∫ বাতিগুলো তাড়াতাড়ি সাজিয়ে ফেলুন-

নলিনাক্ষ ∫∫ যা বলে তাই কর ছানা। এসো ভাই কিরীটি।

[কিরীটি কে নিয়ে নলিনাক্ষ ও টুম্পা ভেতরে যাচ্ছে। ছানার ডাকে রয়ে গেল শুধু টুম্পা।]

ছানা। শোনেন, মিস ঘোষিকা। আমি সাজাইলে কি চলব। ক্যান্ডেল বসানোর ডিজাইন চাই না? সভার মুড ক্রিয়েট করতে হইব। ক্যান ঘোষণা-শিল্প অ্যাকাডেমি বাতি সাজানো শেখানো হয় না বুঝি?

টুম্পা ∫∫ হয় মশাই, সবাই হয়। কই বাতি কই?

[ছানা প্যাকেটটা এগিয়ে দেয়। টুম্পা প্যাকেট খুলে যা বার করে সেটা এক গোছা খোসা ছাড়ানো তেঁতুল।]

টুম্পা ∫∫ একী!

ছানা ∫∫ এই যা! এ তো তেঁতুল! পাকা তেঁতুল!

টুম্পা ∫∫ (প্রায় কাঁপতে কাঁপতে) তেঁ-তুল্‌ল্‌! ধরুন, ধুরুন-

ছানা ∫∫ ক্যান! তেঁতুল তো ভালো। বেশ নুন লঙ্কা দিয়া জারাইয়া জিবের পর রাখলে-আঃ!

টুম্পা ∫∫ (বেসামাল) অ্যা-অ্যা অ্যালার্জি! ধরুন বলছি-এই অসভ্য ছানা, ধরো না!

ছানা ∫∫ ধরুম না। আগে কও, আমার পরে এত অ্যালার্জি ক্যান? কাছে আইলেই দূরে ঠেইলা দ্যাও ক্যান! ক্যান!

তিন

[আলো এখন সুধাময়ীর পালঙ্কে। পর্দাটা দুপাশে সরে গেল। আবার দেখা দিল সুধাময়ী।]

সুধাময়ী ∫∫ ও হরি, ও কি সেই মানুষটা! যাকে আমি পাজি ছুঁচো বলে গালাগাল দিয়েছিলাম! সেই কবেকার সুতো ধরে লজ্জার মাথা খেয়ে ছুটে এসেছে আমার স্মরণসভায়? এতোকাল পুষেও রেখেছে সেই ব্যাথা! ধন্য পৃথিবী, ধন্য তোমার বাসিন্দারা! (লজ্জার আবির ছড়িয়ে পড়ছে সুধাময়ীর মুখে) মানুষটাকে আজ দেখে বোঝা যায় না, কী রূপবানই না ছিল! বড়মামা ছেলে দেখে এসে মাকে বলেছিল, দিদি তোমার জামাই হবে রূপে কার্তিক গুণে গণেশ ঠাকুর। আজ আর বলতে কী, ভারি পছন্দ হয়েছিল আমার। ঘরের মধ্যে একা পেয়ে একটু দুষ্টুমি করার লোভ সামলাতে পারিনি। টিয়েটা ডেকে না উঠলে ওকে সেদিন কাঁদিয়ে ছাড়তাম!...এই লোকটাকেই শেষ আমরা...আমি আর মা বাগবাজার থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম! আমাদের কী দোষ! আমরা যে শুনেছিলুম, ও মাতাল দুশ্চরিত্র! (কঠিন মুখ) ভাংচিটা কে দিয়েছিল, আমার প্রত্যেকটা বিয়ের সম্বন্ধে কে যে ভাংচি দিত তাও জানি! প্রথমে ঠিক ধরতে পারিনি। যেদিন পেরেছি, সেদিন থেকে তাকে আর আমি ছাড়িনি! (থেমে) তুমি আমায় ক্ষমা করো কিরীটি বাবু, বেঘোরে পড়ে তোমায় বদনাম কুড়োতে হল!

[বাইরে থেকে সুধাময়ীর সই লবঙ্গলতার গলা ভেসে এলো।]

লবঙ্গ ∫∫ (নেপথ্যে) কই, নলিনদা কই... ও নলিনদা...

সুধাময়ী ∫∫ (চমকে) লবঙ্গ! প্রাণের সই লবঙ্গলতা! ও লবঙ্গ আয় আয়, আমার কাছে আয়। কতদিন দেখিনি তোকে। আয় গলা জড়িয়ে গপ্পো করি। ও লবঙ্গ, মনে আছে, কিরীটির কথা বলতে বলতে সেদিন কোন্ দিক দিয়ে বেলা ফুরিয়ে গেল আমাদের?

[সুধাময়ীর চোখ ছলছল। মুখের সামনে পর্দা টেনে উদগত কান্না আড়াল করল। মোহনবাঁশি ও লবঙ্গ ঢুকছে। আগে মোহনবাঁশি, পিছনে লবঙ্গ। মোহনবাঁশি রুগ্ন, বাতে নুয়ে পড়েছে, লাঠি ভর দিয়ে টলমল করে চলে। লবঙ্গ বেশ শক্তসমর্থ। হাতে মিষ্টির প্যাকেট। স্বামীকে প্রায় ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে ঢুকছে।]

লবঙ্গ ∫∫ হাঁটো না। সেই থেকে থুপ থুপ! হাঁটো না!

মোহনবাঁশি ∫∫ আরে বাবা ঠেলো না। দেখছে বাতের ভারে ভুঁয়ে শুয়ে পড়ছি... পেছন থেকে হাঁটো-হাঁটো! যেন গরু তাড়াচ্ছে!

লবঙ্গ ∫∫ যা চেহারা হয়েছে! গরু ছাড়া অন্য জীব তোমাকে ভাবা যায়?

মোহনবাঁশি ∫∫ কেন গরু ছাড়া তাচ্ছিল্য করার মতো ভবে আর জীব নেই? ছুঁচো নেই?

লবঙ্গ ∫∫ সোয়ামিকে ছুঁচো বলা যায়?

মোহনবাঁশি ∫∫ বলতে বাকি রাখলে কী? সারা রাস্তা দাবড়াচ্ছে। বললাম টাটানিতে নড়তে পারছিনে। না, সই-এর স্মরণসভায় চলো। সেখানে এসেও দাবড়াচ্ছে। কাণ্ডজ্ঞান নেই। (লবঙ্গর হাতের প্যাকেট দেখিয়ে) দাও, সন্দেশ দাও।

লবঙ্গ ∫∫ (গর্জে ওঠে) অ্যাই!

মোহনবাঁশি ∫∫ দাও দাও সুগার ফল করে গেছে! সন্দেশ আমার ওষুধ!

লবঙ্গ ∫∫ চুপ! আমি নলিনদার নাম করে কিনে আনলাম!

মোহনবাঁশি ∫∫ এঃ! যখনই সন্দেশ কিনবে, নলিনদার নাম করে কিনবে! কেন আমার নাম করে কিনলে দোকানদার কি বেশি দাম চায়! উঠতে বসতে নলিনদা-নলিনদা... (ক্ষেপে ওঠে) ধুদ্ধুড়ি নাড়িয়ে দেব আজ।

[মোহনবাঁশি খামচা দিয়ে প্যাকেট ধরতে যায়। নলিনাক্ষ ও কিরীটি ঢোকে। দুজনেই স্মরণসভার যোগ্য পোশাকে সুসজ্জিত।]

নলিনাক্ষ ∫∫ আরে লবঙ্গ, তোমারা কতক্ষণ? মোহনবাঁশিকেও এনেছ! এবার সত্যিই সুধার স্মৃতিবাসর পূর্ণতা পেল! এসো পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি আমার পরমাত্মীয় কিরীটি ঘোষাল! (কিরীটি লবঙ্গ ও মোহনবাঁশির নমস্কার বিনিময়) আজকের অনুষ্ঠানের উদ্বোধক।

লবঙ্গ ∫∫ (মোহনবাঁশিকে) ক্ষমা চাও!

মোহনবাঁশি ∫∫ ক্ষমা! কার কাছে? কেন? নেমতন্ন রাখতে এসে ক্ষমা চাইব কেন বলোতো?

নলিনাক্ষ ∫∫ তাইতো! কী করেছে মোহনবাঁশি!

লবঙ্গ ∫∫ কী করেছ! (মোহনবাঁশিকে) দেব, বলে দেব? কাল রাত্তিরে তুমি আমার কাছে যা যা বলেছ, সব নলিনদার কাছে করবে, ক্ষমা চাইবে... তবে তোমার ছাড়ান!

মোহনবাঁশি ∫∫ আরে দূর! কাল রাতে বাতের টাটানিতে কী না কী ওকে বলে ফেলেছি, তাই নিয়ে ক্যাঁচাল আরম্ভ করেছে! ও সব বাজে কথা!

লবঙ্গ ∫∫ অ্যাই সবার মাঝে হাঁড়ি ফাটাবো! কাল মাঝরাতে তুমি বলোনি, সুধাকে একদিন তুমি ভালবেসেছিলে!

মোহনবাঁশি ∫∫ অ্যাই! অ্যাই!

নলিনাক্ষ ∫∫ কিরীটি বাবু ঘাবড়ে যাবেন না। লবঙ্গ আমাদের সুরসিকা বান্ধবী!

মোহনবাঁশি ∫∫ সুরসিকা না বিসূচিকা! কেলেংকারি বাঁধিয়ে ছাড়ল। সাতকাল গিয়ে সব এককালে ঠেকেছে, যমের দুয়োরে পা রেখেছি-এখন ভালবাসা শব্দটার কি কোনো মনে আছে আমাদের কাছে?

কিরীটি ∫∫ একদিন কি ছিল?

মোহনবাঁশি ∫∫ ছিল ভাই, সেতো নলিনাক্ষের বিয়ের আগে। তাও বাইরে ছিল না। মনে মনে ছিল! মনসা মথুরাং গচ্ছামি! তাতে কি হয়েছে। আমি তখন ও পাড়ার জামাই। আর পাড়ার জামাইরা পাড়ার অবিবাহিতা শালিদের একটু আধটু রঙিন চোখে দেখেই থাকে। আমিও সুধাকে দেখেছি!

কিরীটি ∫∫ পাড়ার জামাইদের ওটা উপরি পাওনা!

[নলিনাক্ষ ও কিরীটি হাসছে।]

লবঙ্গ ∫∫ (চোখ পাকিয়ে) উপরি পাওনা! কেন ন্যায্য পাওনায় বুঝি মন ভরেনি!

মোহনবাঁশি ∫∫ ভরে? বলুন তো কিরীটি বাবু, সুপুরিগাছের নিচে বসে ছায়া পাওয়া যায়!

[কিরীটি ও নলিনাক্ষ হেসে ওঠে।]

লবঙ্গ ∫∫ কী? আমি হলাম সুপুরিগাছ! দেখছেন দেখছেন, বাতে চিৎ হয়ে আছে, তবু বাতচিতের ঠেলা শুনছেন!

মোহনবাঁশি ∫∫ দাও, সন্দেশ দাও। সুগার ফল করছে! ভেটকি পাতুড়ি করোনি নলিনাক্ষ?

নলিনাক্ষ ∫∫ এখনো ক্যাটারার মালপত্তর নিয়ে আসেনি। পাতুড়ি দিতে পারছি না, তবে ফিসফ্রাই খাওয়াতে পারি। ওরে দিলীপ-(দিলীপের উত্তর এলো-দাদু...) টিফিন কেরিয়ারটা দিয়ে যা!

লবঙ্গ ∫∫ (মোহনবাঁশিকে) চলো, তুমি আগে বাড়ি চলো। তোমার পিঠে আজ-

মোহনবাঁশি ∫∫ হট ব্যাগ ধরবে, এই তো?

লবঙ্গ ∫∫ হট ব্যাগ! গরম তেলের কড়াই ধরা হবে!

নলিনাক্ষ ∫∫ লবঙ্গ, ও লবঙ্গ, আজকের মতো মোহনবাঁশিকে মাপ করে দাও ভাই।

লবঙ্গ ∫∫ কক্ষনো না। আমার সই-এর কাছে কেন অপরাধী থাকব আমি! সুধা চলে গেছে, কিন্তু এটাতো বুঝে গেছে এই লোকটাই তার একটার পর একটা বিয়ের সম্বন্ধে ভাংচি দিত!

[কিরীটি চমকে ওঠে।]

মোহনবাঁশি ∫∫ হ্যাঁ দিতাম, দিতাম ভাংচি। আমি তো স্বীকার করছি-সুধাকে আমার মনে লেগেছিল। ন্যাচারালি আমি চাইছিলাম না, সুধা একটা বিয়ে করে বাগবাজার থেকে বেরিয়ে যাক! ন্যাচারালি সুধার মায়ের কানে লাগাতাম-ওই ছেলেটা জেল কেটেছে.... ওই ছেলেটা মাতাল... ইত্যাদি প্রভৃতি। এতে কী হয়েছে! আমার ভালবাসার আর তো কোনো বহিঃপ্রকাশ ছিল না! আমি তো জানতাম, আমার বিয়ে হয়ে গেছে, কোটা শেষ। তাকে পাবো না। তবু, কেন জানি না, ভাংচি দিয়ে তৃপ্তি পেতাম...

লবঙ্গ ∫∫ নলিনদা, বুঝতে পারছেন সুধা কেন এই লোকটার কাছায় ব্যাঙ বেঁধে দিয়েছে, ছাতা ভেঙে দিয়েছে-পিছল বাথরুমে ঢুকিয়েছে... সই বুঝতে পেরেছিল। ঐভাবে শোধ তুলত!

মোহনবাঁশি ∫∫ ছাড়ো তো যত ফালতু ছেলেমানুষি কথা! কী নলিন, ভেটকি পাতুড়ি টাতুড়ি করেছ তো-

কিরীটি ∫∫ (তির্যক সুরে) পাতুড়ি খাবেন?

মোহনবাঁশি ∫∫ কেন খাবো না? ডাক্তার বলে দিয়েছে নো রেস্ট্রিকশন! আপনি কি ডিনারের ইনচার্জ!

কিরীটি ∫∫ শুধু ডিনারের না, ধোলাই-এরও ইনচার্জ! (খপ করে হাত চেপে ধরে) সেই লোক, সেই কালপ্রিট! জীবনের পয়লা স্বপ্নদেখাটা এই লোকটাই ভেস্তে দিয়েছে।

মোহনবাঁশি ∫∫ তোমার পরমাত্মীয় কী বলছেন, কিছুই তো বুঝতে পারছি না ভাই নলিন....

কিরীটি ∫∫ সুধাময়ীদের বাড়িতে কে লাগিয়েছিল, বেহালার কিরীটি ঘোষাল দুশ্চরিত্র লম্পট মদো মাতাল! কে বুঝিয়েছিল? (মোহনবাঁশিকে দেখিয়ে) দিস ম্যান!

লবঙ্গ ∫∫ দাঁড়ান দাঁড়ান, আপনি কি সেই ছেলেটা! সুধা যাকে পাঞ্জাবি খুলিয়ে ছেড়েছিল!

কিরীটি ∫∫ ইয়েস! আমিই সেই ছেলেটা!

লবঙ্গ ∫∫ (কিরীটির মুখের দিকে অপলক) হুঁ হুঁ ঝাড়া দুঘন্টা বসেছিলেন সুধাদের বাড়ি! সেদিনটা ছিল মেঘলা। (কিরীটি ঘাড় নাড়ে) ঘোষবাড়ির ছাতের ওপর এক ঝাঁক ঘুড়ি। (কিরীটি সায় দেয়) বারান্দায় সুধাদের সবুজ টিয়ে পাখিটা ডাকছিল....ছেলেটার ডানহাতের আঙুলে ছিল হীরে বসানো আংটি।

কিরীটি ∫∫ রাইট! রাইট! নলিনাক্ষ এই সেই লোক, যে আমার প্রণয়ের পিঠে ছুরি মেরেছে!

লবঙ্গ ∫∫ (বিস্ফারিত) এতোকালেও ভোলেন নি!

কিরীটি ∫∫ এই লোকটাকেই আমি খুঁজছিলাম! (মোহনবাঁশির হাতখানা আরো জোরে চেপে ধরে) একে আমি ছাড়বো না! বলে কি না আমি লম্পট, মাতাল!

লবঙ্গ ∫∫ সুধা আমাদের ছেড়ে স্বর্গে গেছে, আর আপনি বেহালা থেকে সেজেগুজে এদ্দুরে এসেছেন তার প্রতিশোধ নিতে! আপনি তো মানুষ খুন করতে পারেন কিরীটিবাবু!

কিরীটি ∫∫ পারি তো! এই লোকটাকে খুন করতেও লজ্জা নেই আমার!

লবঙ্গ ∫∫ ছাড়ুন, হাত ছাড়ুন.... আপনার সঙ্গে বিয়ে না হওয়ায় বেঁচে গেছে সুধা! (জোর লাগিয়ে মোহনবাঁশির হাত ছাড়িয়ে দেয়) দেখছ দেখছ, কব্জিটায় রক্ত জমিয়ে দিয়েছে!

নলিনাক্ষ ∫∫ ইস! তাই তো! এটা কি করলে ভাই কিরীটি?

মোহনবাঁশি ∫∫ (নলিনাক্ষকে) সাট আপ! আমাকে অপদস্থ করবার ব্যবস্থা করে রেখে আবার ভালো মানুষ সাজা হচ্ছে!

নলিনাক্ষ ∫∫ কী বলছ ভাই মোহনবাঁশি?

লবঙ্গ ∫∫ তাইতো! তাইতো! নাহলে এসব লোককে আপনি নেমন্তন্ন করে পরামাত্মীয় সাজিয়ে বাড়িতে বসিয়ে রাখবেন কেন? বুড়ো বয়েস পর্যন্ত যাদের মনের বিষ কাটে না, কিংবা যারা আমার স্বামীকে অ্যাটাক করতে পারে....! হ্যাঁ, আমার স্বামী ভাংচি দিয়েছে! সেটা কি এমন খারাপ হয়েছে? ভাংচি না দিলে সুধাময়ী কি আপনার ঘরে আসত! এই সব খুনেদের একটার সঙ্গে সাতপাক ঘুরে গেলে আজ কি আপনি পারতেন আমার সই-এর নামে স্মরণসভা করতে! সে সৌভাগ্য হতো আপনার!

নলিনাক্ষ ∫∫ কী হলে কী হত, কী না হলে কী হতো না.... জীবনের হিসেব যে কী জটিল লবঙ্গ...

লবঙ্গ ∫∫ (মোহনবাঁশিকে) চলো, বাড়ি চলো...

মোহনবাঁশি ∫∫ শোনো, শোনো লবঙ্গ...

লবঙ্গ ∫∫ নিন, ইচ্ছে হলে সন্দেশটা খেয়ে নেবেন।

[সন্দেশের প্যাকেটটা রেখে লবঙ্গ মোহনবাঁশির হাত ধরে চলে যাচ্ছে-টিফিনকেরিয়ার হাতে দিলীপ ঢুকছে।]

দিলীপ ∫∫ এই যে টিফিনকেরিয়ার!

মোহনবাঁশি ∫∫ এ বাড়িতে জলস্পর্শের প্রবৃত্তি নেই। (দিলীপের হাত থেকে টিফিন কেরিয়ার টেনে নেয়) এক কাজ করি গো, টিফিনকেরিয়ারটা নিয়ে যাই... বাড়ি গিয়ে খাওয়া যাবে... গরম ফিসফ্রাই... ডাক্তার তো রেস্ট্রিকশান তুলেই দিয়েছে...

[মোহনবাঁশি টিফিন কেরিয়ারটা বার কয়েক নাচায়। ঢকঢক করে।]

ফাঁকা মনে হচ্ছে!

দিপীল ∫∫ ফাঁকা! ধোয়া মোছা! খুলে দেখুন...

[দিলীপ ঢাকা খুলে দেখায়।]

মোহনবাঁশি ∫∫ ফিসফ্রাই?

দিলীপ ∫∫ ফিসফ্রাই ছানাকাকা আর আমি খেয়ে নিয়েছি!

মোহনবাঁশি ∫∫ কেন!

দিলীপ ∫∫ বাঃ দাদু যে বললেন টিফিনকেরিয়ার দিয়ে যা। ফিসফ্রাই দিয়ে যেতে বলেননি-তাই আমি আর ছানাকাকা সব খেয়ে পরিস্কার করে...

[মোহনবাঁশি টিফিন কেরিয়ার ছুঁড়ে ফেলে মেঝের ওপর।]

মোহনবাঁশি ∫∫ অপমান! অ্যাঁ সপরিবারে অপমান! (লবঙ্গকে) এই জন্যে আমি এদের বাড়িতে আসতে চাই না! তোমার সই সারাজীবন হেনস্থা করেছে-এখন সই-এর চ্যালাটাও করছে। ছিঃ! চলো চলো-

[বাইরে অটো রিকশার আওয়াজ।]

দিলীপ ∫∫ ঐ যে! ক্যাটারারের মালপত্র এস গেছে! ভেটকি পাতুড়ি খাবেন না, মোহনদাদু। দাঁড়ান, আনছি-

[দিলীপ চলে যায়। মোহনবাঁশি দাঁড়ায়।]

মোহনবাঁশি ∫∫ (লবঙ্গকে) একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে যাই কী বলো?

কিরীটি ∫∫ একটুক্ষণ না, অনেকক্ষণ। (মোহনবাঁশির হাত ধরে) ভাই নলিনাক্ষবাবু আমার প্রস্তাব আজকের অনুষ্ঠান প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করবেন শ্রীযুক্ত মোহনবাঁশি! যে মানুষটা কোনো আশা না রেখে সারাজীবন মিছেই ভালবাসল, মালা দেওয়া তারই সাজে! জানি না মোহনবাঁশি ব্যাপারটা কী চোখে দেখছেন।

মোহনবাঁশি ∫∫ ভালো চোখেই দেখছি। আমি রাজি। কী আছে, আমার মনে কোনো মালিন্য নেই। এমনকি আপনার গলাতেও আজ আমি মালা দিতে পারি কিরীটিবাবু...পাতুড়িটা আসছে না কেন?

কিরীটি ∫∫ (দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে) জীবনটা তচনচ করে দিয়েছ! (থেমে) চলো ভাই, পাতুড়ি টেসট করবে চলো। তুমি চারটে, আমি একগন্ডা। রাজি?

মোহনবাঁশি ∫∫ হোয়াই নট? আমার এখন কিছুতেই কোনো রেস্ট্রিকশান নেই।

[কিরীটি মোহনবাঁশিকে নিয়ে ভেতরে গেল।]

নলিনাক্ষ ∫∫ বসো লবঙ্গ! ওকি তোমার চোখে জল যে! না, না আজকে মোটেই দুঃখ নয়।

লবঙ্গ ∫∫ সুধার কথা বড্ড মনে পড়ছে নলিনদা, মনে হচ্ছে সে কাছেই রয়েছে!

নলিনাক্ষ ∫∫ সুধা নেই, তবু সুধাকে ঘিরেই আজ আমাদের যত আনন্দ যত কৌতুক! (লবঙ্গ হঠাৎ আঁচলে চোখ ঢেকে কেঁদে ওঠে) উঁহুঁ, কেঁদো না লবঙ্গ... হাসো হাসো... সুধার সঙ্গে দুঃখ যেন মানায় না।

[নলিনাক্ষ ভেতরে গেল। ছানা ও টুম্পা ঢোকে। টুম্পা সাজপোশাক বদলে এসেছে। ছানাও ফিটফাট। প্যান্ট সার্ট, কোমরে ঝকঝকে বেলট।]

লবঙ্গ ∫∫ বাব্বা, ছানা তুইও বাংলাদেশ থেকে এসে পড়েছিস!

ছানা ∫∫ এমন কথা কন, যেন বাংলাদ্যাশ সাত সমুদ্দুরপাড়ে। মাসি পা বাড়াইলেই বাংলাদেশ, হাত বাড়াইলেই বন্ধু৷ বাংলাদ্যাশের ইলিশ দেইখ্যা চমকান না, মানুষ দ্যাখলে ডরান ক্যান? (লবঙ্গকে প্রণাম করে) টুম্পা, লবঙ্গ খালিরে সালাম জানাও। (জিব কেটে) খালিরে প্রণাম জানাও।

লবঙ্গ ∫∫ অ্যাই খালি-খালি করবি না। গা জ্বলে যায়।

ছানা ∫∫ থুড়ি মাসি! লবঙ্গমাসি! তা মোহনখালু কই? থুড়ি...

লবঙ্গ ∫∫ বে-থা করলি কবে! (টুম্পার থুতনি ছুঁয়ে) বউটা তোর কোন দেশি?

ছানা ∫∫ বে-থা! হঠাৎ বে-সাদির কথা ওঠে ক্যান? বুঝছি, নাগো মাসি, সাদি করি নাই। এ হইল টুম্পা, আজকের অনুষ্ঠানের ঘোষিকা... আর আমি ঘোষক।

লবঙ্গ ∫∫ ঘোষক-ঘোষিকা!

ছানা ∫∫ হ। যারে কয় পদ্মাগঙ্গা উৎসব! টুম্পাই কইল, ছানাদাদা একা-একা ঘোষণা মানায় না, দুইজনে মিইলা করলে কালারফুল হইব।

লবঙ্গ ∫∫ তুই করবি ঘোষণা! আমি যা দেখলাম ছানাদা ভাষণ দেওয়ার সময় পুরো শুদ্ধ বাংলা... আর গানটা তো একেবারে শান্তিনিকেতনী উচ্চারণে! রিয়েলি ওয়ান্ডারফুল!

ছানা ∫∫ টুম্পা, স্মৃতিচারণার লোক চাইছিলে! লবঙ্গমাসিরে ধরো। ঝুড়ি ঝুড়ি মোটি রিয়ালস পাইবা। সুধামামির জীবনের হেন কথা নাই, মাসি যা জানে না! এমনকি আমার মামুও যা জানে না...

টুম্পা ∫∫ বলুন মাসি একটা বলুন। সবাইকে চমকে দেব আমরা।

লবঙ্গ ∫∫ একটা কথা আছে।...চমকে দেবার মত কথা! দুনিয়ার কেউ তা জানে না। জানতেন শুধু সুধার মা, আর আমি। কুমারী বয়েসে সুধা একবার... না থাক! এসব জানাজানি হয়ে গেলে-

ছানা ∫∫ মাসি! সাসপেন্স ক্রিয়েট কইরো না। বইলা ফ্যালো। বুকের ভার ঝাইড়া দাও... তেমন হইলে কথাটা আমরা গোপনই রাখুম। কী কও টুম্পা?

টুম্পা ∫∫ হ্যাঁ, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মাসি...

লবঙ্গ ∫∫ কুমারী বয়েসে সুধা একবার আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল।

[নলিনাক্ষ কিরীটি মোহনবাঁশি এ ঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়।]

টুম্পা ∫∫ আত্মহত্যা!

ছানা ∫∫ মামি!

লবঙ্গ ∫∫ ঐ হেদুয়ার পুকুরে!

ছানা ∫∫ পুকুরে তো মামি পা পিছলা...

লবঙ্গ ∫∫ না। মরবে বলে ঝাঁপ দিয়েছিল।

টুম্পা ∫∫ কারণ!

লবঙ্গ ∫∫ বার বার বিয়ে ভেঙে যাচ্ছিল! রূপের ডালি সুধা, তবু তার বর জোটে না। শেষ কালে কাণ্ডই বাঁধাল সুধা। এক বেলফুলওয়ালার সঙ্গে, রাজাবাজারে বেলফুল বিক্রি করত যে ছেলেটা... তার সঙ্গে বাড়ি ছেড়ে পালাবার ঠিক করল!

ছানা ∫∫ মাসি!

লবঙ্গ ∫∫ জানাজানি হয়ে পড়তে সুধাময়ীর মা পাগলের মতো এমন চড়চাপড় লাগালেন রাগে দুঃখে ঘেন্নায় সুধা সেদিন সন্ধের পর পার্কে ঢুকে...

নলিনাক্ষ ∫∫ কই আমি তো এসব জানতাম না।

[নলিনাক্ষর কণ্ঠস্বরে চমকে ওঠে টুম্পা লবঙ্গ ছানা।]

এসব কেউ আমাকে কোনোদিন বলেনি। আমি জানতাম, পুকুরে পড়াটা অ্যাক্সিডেন্ট! সুধাও কখনো আত্মহত্যার কথা বলেনি।

লবঙ্গ ∫∫ বলেনি লজ্জায়। নলিনদা, মেয়েরা এমন কতো কথাই গোপন করে, সেদিনকার সমাজে করতেই হত।

নলিনাক্ষ ∫∫ তা বলে আমাকেও বলবে না! সইকে বলতে পারে, স্বামীকে পারে না। আমি তার বন্ধু ছিলাম না!

লবঙ্গ ∫∫ ওর কোনো দোষ নেই। বোঝেন তো একটা কুমারী মেয়ে আত্মহত্যা করছিল শুনলে লোকে সত্য-মিথ্যা নানারকম ঘটনা রটনা করে! তাই আমরাই বলেছিলাম ব্যাপারটা কানাকানি না করতে।

নলিনাক্ষ ∫∫ পঞ্চাশ বছর কী অদ্ভুতভাবে গোপনীয়তা রক্ষা করেছে! একটা দিনের জন্যেও আমাকে তার বিশ্বাসযোগ্য কি নির্ভরযোগ্য মনে হয়নি। কিরীটি বাবু, আমরা কার স্মরণসভা করছি? যাকে আমরা কেউ ভালো করে জানি না, চিনিও নি-

কিরীটি ∫∫ অত তো জানার দরকার নেই ভাই নলিনাক্ষ। না জানার জন্যে কি তোমার পঞ্চাশ বছরের সুখ আহ্লাদের কোনো হেরফের ঘটেছে? তবে আজ ও নিয়ে ভাবা কেন?

টুম্পা ∫∫ অজানা বলেই তো আরো সুন্দর। এই ভুলভ্রান্তি আছে বলেই না ভুবন জুড়ে মোহিনীমায়া!

কিরীটি ∫∫ আচ্ছা একটা কথা বলো তো ভাই নলিনাক্ষ, এই যে কাজকর্ম বাড়ি ঘর ফেলে আমি একটা অদ্ভুত সম্পর্ক পাতিয়ে তোমাদের বাড়িতে তোমাদের লোক হয়ে গেছি, এ কি আমার গিন্নি জানবে, না আমার ছেলে মেয়েরা জানবে কোনদিন? নাকি আমিই তাদের বলতে পারবো? সবই তো আমাকে চাপতে হবে। তা বলে কাল থেকে কি আমি আবার তাদের লোক হয়ে যাবো না? বাকি জীবনটা কি তাদের সঙ্গেই হেসেখেলে কাটাতে পারবো না?

টুম্পা ∫∫ (গায়) যেন কোন্ ভুলের ঘোরে চাঁদ চলে যায় সরে সরে। পাড়ি দেয় কালো নদী, আয় রজনী দেখবি যদি-কেমনে তুই রাখবি ধরে, দূরের বাঁশি ডাকল ওরে।

মোহনবাঁশি ∫∫ ওঠো ওঠো। আরে তুমি হচ্ছ হিরো। পা পিছলে জলে পড়ল, না আত্মহত্যা করতে ঝাঁপ দিল-তাতে তোমার কি? তুমি বর্ষার রাতে হেদুয়ায় সাঁতরে ডুবন্ত মেয়েটিকে বাঁচিয়ে এনেছো এটাই বড় কথা! এটাই সত্য কথা!

[বাইরের দরজায় আরেকটা প্রবীণ মানুষ দেখা দিল। শক্ত পোক্ত পেশীবহুল শরীর তার। ট্রাউজার, রঙচঙা গেঞ্জি আর টুপি পরা লোকটার নাম ভেলটু।]

ভেলটু ∫∫ তাই নাকি? (সবাই তার দিকে তাকায়) সাঁতরে ডুবন্ত মেয়েকে বাঁচিয়ে এনেছে! কে! এখানে সাঁতার জানে কে?

টুম্পা ∫∫ আমরা নলিনদাদুর কথা বলছি। ডুবন্ত মহিলাকে উনি হেদুয়া থেকে উদ্ধার করেছিলেন তাই বলা হচ্ছে।

ভেলটু ∫∫ ডুবন্ত মানুষ উদ্ধার করতে পারে একমাত্র সুইমাররা। উনি কি সুইমার?

টুম্পা ∫∫ নিশ্চয়ই সুইমার।

ভেলটু ∫∫ ওঁকে কাটতে দেখেছেন সাঁতার? কে দেখেছেন, কে?

টুম্পা ∫∫ আমি যে দেখিনি সেটা বলতে পারি।

ভেলটু ∫∫ (কিরীটিকে) আপনি দেখেছেন?

কিরীটি ∫∫ বেহালা থেকে গোয়াবাগানে আসব ওঁর সাঁতার কাটা দেখতে?

ভেলটু ∫∫ (লবঙ্গকে) আপনি?

লবঙ্গ ∫∫ সই-এর বর সাঁতারু কিনা তা কেউ দেখতে যায় না। চুপ করুন তো আপনি। হচ্ছে অন্য কথা...

ভেলটু ∫∫ ঐ তো হেদুয়া। চলুন, উনি সাঁতার কাটবেন, আমরা দেখব।

ছানা ∫∫ ক্যান? বুড়া মানুষ সন্ধ্যাবেলা পুকুরে সাঁতার কাটবো ক্যান? আপনারে দেখাবার লাইগ্যা? নিউমোনিয়া হইলে আপনে ঠেকাইবেন? কোথাকার কে আপনে?

ভেলটু ∫∫ ভেলটু ভট্টর নাম শুনেছেন! সুইমার ভেলটু ভট্ট।

মোহনবাঁশি ∫∫ সোজাসুজি বলুন, আপনি সাঁতারু?

ভেলটু ∫∫ ইয়েস ফোর হানড্রেড মিটারস ফ্রি স্টাইলে অদ্বিতীয়। বাটারফ্লাইতে অদ্বিতীয়। ফ্লোটিং-এ অদ্বিতীয়।

লবঙ্গ ∫∫ সবেতেই অদ্বিতীয়!

ভেলটু ∫∫ ইয়েস! জীবনে কখনো দ্বিতীয় হইনি! প্রত্যেকবার থার্ড বা ফোর্থ কিংবা ফিফথ্ অথবা সিকসথ্ অথবা টুয়েলফথ্!

ছানা ∫∫ অদ্বিতীয়ের মানে বুঝছেন? (ভেলটুকে) চালাইয়া যান... ইয়ার পর শততম কিংবা দ্বিশততম হইবেন। এবং অদ্বিতীয়ই রইয়া যাইবেন।

কিরীটি ∫∫ টুম্পা, তাহলে ড্রেসটা বদলেই এসো। ঠিক হয়েছে মাল্যদান করছে মোহনবাঁশি, আমি না!

টুম্পা ∫∫ একটা ডিসিশন ফাইনাল করুনতো!

ভেলটু ∫∫ একবার অলিম্পিকে যাবার জন্যে তৈরিও হয়েছিলাম। ঐ হেদুয়ায় কতো প্র্যাকটিস করেছি।

মোহনবাঁশি ∫∫ ঐ প্র্যাকটিস পর্যন্তই। বাপের কালে শুনিনি ভারতের সুইমার অলিম্পিকে গেছে। নলিনাক্ষবাবু এই ভেলটু ভট্ট কি আজ আমাদের এখানে নিমন্ত্রিত?

নলিনাক্ষ ∫∫ বোধহয় না।

ছানা ∫∫ তাহলে আপনি এখানে ক্যান? দাওয়াত না পাইয়া আসেন কি কইরা এখানে! আশ্চর্য!

ভেলটু ∫∫ আমি অটো নিয়ে এসেছি।

মোহনবাঁশি ∫∫ অটো রিকশো!

ভেলটু ∫∫ হ্যাঁ, এ বাড়ির ক্যাটারারের খাবার দাবার অটো করে নিয়ে এলাম।

ছানা ∫∫ আপনে অটোচালক?

[ভেলটু ঘাড় নাড়ে।]

কিরীটি ∫∫ অলিম্পিক থেকে অটো।

ছানা ∫∫ তাহলে সাঁতারু কন ক্যান? কন ভেলটু ভট্ট অটো।

নলিনাক্ষ ∫∫ যান, বাইরে দেখুন দিলীপ আছে। ও ভাড়া দিয়ে দেবে!

ভেলটু ∫∫ ভাড়া পেয়ে গেছি!

কিরীটি ∫∫ তবে?

ভেলটু ∫∫ না ঐ কানে গেল কিনা জলে ডোবা থেকে বাঁচানোর কথা। তাই এলাম! আমি একবার একজোড়া মানুষ বাঁচিয়ে ছিলাম।

মোহনবাঁশি ∫∫ একজোড়া!

ভেলটু ∫∫ একটা ছেলে আর একটা মেয়ে। ঐ হেদুয়া থেকে। তা বছর পঞ্চাশেক আগে। অলিম্পিকে যাবো বলে তখন দিন রাত অনুশীলন করছি। বর্ষাকাল। সন্ধের কিছু পরে। বৃষ্টি হচ্ছে। হঠাৎ দেখি, একটা মেয়ে ঝুপ করে জলে লাফ দিল!

লবঙ্গ ∫∫ তারপর?

ভেলটু ∫∫ হাবুডুবু খেতে লাগল।

টুম্পা ∫∫ তারপর?

ভেলটু ∫∫ তারপর... আমি অনুশীলন চালাচ্ছি... ফোর হানড্রেড মিটারস টানছি...

কিরীটি ∫∫ আরে ধুত্তোর তোর ফোর হানড্রেড মিটারস। মেয়েটা ডুবে যাচ্ছে... সাঁতার টানা থামালেন না?

ভেলটু ∫∫ থামানো বল্লেই থামানো যায়? অলিম্পিকের নিবিড় অনুশীলন... টেনে চলেছি... টেনে চলেছি...

ছানা ∫∫ তখনো টাইনছেন! কি টাইনছেন? গাঁজা?

ভেলটু ∫∫ হঠাৎ দেখি, মেয়েটাকে বাঁচাতে একটা ছোঁড়াও জলে ঝাঁপ দিল...

লবঙ্গ ∫∫ যাক! সেই বাঁচালো।

ভেলটু ∫∫ কে বাঁচালো দেখার ফুরসৎ কোথায়? আমি টেনে চলেছি... হঠাৎ মনে হলো ছেলেটা মেয়েটা দুটোই হাবুডুবু খেতে খেতে ডুবে যাচ্ছে...

টুম্পা ∫∫ জোড়ায় ডুবছে...

মোহনবাঁশি ∫∫ থামো। আমার সুগার ফল করছে!

ভেলটু ∫∫ আমি টেনে চলেছি... সামনে অলিম্পিক... যেতেই হবে... পদক চাই... পদক চাই...

কিরীটি ∫∫ ধুত্তোর। নিকুচি করেছে তোর পদকের! ওরা যে ডুবে যায়...

ভেলটু ∫∫ যায়, গেল গেল... একেবারে যখন ডুবে গেছেই বলা যায়, তখন দুটোকে দু বগলে নিয়ে পাড়ের দিকে ফোর হানড্রেডড মিটারস টেনে চললাম।

মোহনবাঁশি ∫∫ লবঙ্গ... লবঙ্গ... মাথা ঘুরছে... পড়ে যাচ্ছি!

লবঙ্গ ∫∫ (ভেলটুকে) ও! টানা বন্ধ করুন!... ডুবে যাচ্ছে... টেনে তুলুন... (মোহনবাঁশিকে) চলো, শোবে চলো...

[মোহনবাঁশিকে নিয়ে লবঙ্গ ভেতরে চলে গেল।]

ভেলটু ∫∫ পাড়ে তুলে দেখি মেয়েটার জ্ঞান নেই, ছেলেটার খানিকটা আছে। দুটোর কোনটাই সাঁতার জানতো না।

টুম্পা ∫∫ হাসপাতালে নিয়ে যেতে হলো আপনাকে?

ভেলটু ∫∫ সময় কোথায়? সামনে অলিম্পিক! দুটোকে একটা রিক্সায় চাপিয়ে ফের ঝাঁপ দিয়ে টানতে লাগলাম ফোর হানড্রেড মিটারস!

ছানা ∫∫ আপনি তা দেখি টাইনাই চলছেন-

টুম্পা ∫∫ মেয়েটা বাঁচলো না মরলো, সেটাও শুনলেন না।

ভেলটু ∫∫ বেঁচে গিয়েছিল। দিন কয়েক বাদে আদিত্যদা-মানে আমার ট্রেনারের কাছে শুনেছিলাম, ছেলেটা নাকি বলেছে সেই বাঁচিয়েছে মেয়েটাকে। তাই তার সঙ্গেই বিয়ে হয়ে গেছে মেয়েটার। শ্বশুরবাড়ির সম্পত্তিও পেয়েছে ছেলেটা...! বুঝুন সে রাজত্ব পেল, রাজকন্যা পেল...

ছানা ∫∫ আর আপনে পাইলেন অটো।

ভেলটু ∫∫ তাই বলছিলাম সুইমার অতো সহজে হওয়া যায় না স্যার। তার জন্যে অনেক কিছু ছাড়তে হয়।

[ভেলটু চলে যাচ্ছে। নলিনাক্ষ যেন ঘুম থেকে জেগে ওঠে।]

নলিনাক্ষ ∫∫ দাঁড়াও ভেলটু!... আমার প্রস্তাব আজ সন্ধ্যার অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন ভেলটুবাবু।

টুম্পা ∫∫ আপনি কতোবার মত বদলাবেন বলুন তো। এভাবে অনুষ্ঠান সম্ভব না দাদু।

নলিনাক্ষ ∫∫ তর্ক করো না। ভেলটুবাবুই প্রতিকৃতির মুখের ঢাকা সরাবেন, আর সুধাময়ীর গলায় প্রথম মালা পরাবেন...

কিরীটি ∫∫ ভেলটু মালা পরাবে, সুধাময়ীকে!

ভেলটু ∫∫ তাই আবার হয় নাকি? জীবনে কারুর গলায় মালা পরাইনি... ব্যাচেলার লোক...মেয়ের ছবিতে মালা পরাতে পারব না। ও ব্যাপারেও আমি অদ্বিতীয় স্যার।

[ভেলটু ছুটে বেরিয়ে যায়।]

নলিনাক্ষ ∫∫ ভেলটু... ভেলটু... কিরীটি যাও যাও, তোমরা যদি আমার সত্যিই বন্ধু হও, অনুরোধ রাখো, ওকে দিয়েই অনুষ্ঠান শুরু করো... ছানা ওকে ধর ধর...

[কিরীটি ছানা ভেলটুকে ধরতে ছুটল। দিলীপ এদিকে আসছিল। সেও ওদিকে পিছু ধরল।]

নলিনাক্ষ ∫∫ (পালঙ্কে সুধাময়ীর কাছে এসে) আমি না... তোমাকে আমি বাঁচায়নি...তোমাকে আমাকে দুজনকে বাঁচিয়েছিল ঐ ভেলটু। একটা মিথ্যের ওপর দিয়ে কেটেছে গোটা জীবন... দীর্ঘ জীবন...! কাউকে বলতে পারিনি, তোমাকেও না... পাছে তোমার চোখে ছোট

হয়ে যাই!... তুমি যে আমায় বীর ভাবতে সুধা...

[নলিনাক্ষর গলা বুঁজে এলো। নলিনাক্ষ তাড়াতাড়ি চলে গেল। পর্দা সরিয়ে সুধাময়ী মুখ বাড়ালো।]

সুধাময়ী ∫∫ তাহলে শুধু আমি না, তুমিও গোপন করেছ! বাঁচলাম বাবা, কেবল আমাকেই দোষের ভাগী হতে হলো না।

[থামে, হাসে]

জীবন বড় অদ্ভুত না? আমি যাকে চাইলাম তাকে পেলাম না... আমাকে যে চাইল সে পাবে না জেনেই চাইল... যে আমাকে বাঁচালো সে আমাকে পেল না...যার পাবার কথা না, সে আমাকে সব দিল... ঘর সংসার সুখ শান্তি ছেলেমেয়ে নাতিপুতি বিত্ত বৈভব... কী আশ্চর্য জগত!

[কোলাহল এগিয়ে আসছে। সুধাময়ী পর্দার আড়ালে লুকোলো। ভেলটুকে নিয়ে হই হই করতে ফিরল সবাই-নলিনাক্ষ কিরীটি দিলীপ টুম্পা ছানা। মোহনবাঁশি ও লবঙ্গও ফিরছে।]

টুম্পা ∫∫ আর এক সেকেন্ড দেরি করব না ছানাদা। সাতটা বাজে। লোকজনের ভীড় বাড়ছে। এখুনি শুরু হবে অনুষ্ঠান। যত দেরি হবে তত তোমার মামুর মত বদলে যাবে। কই, এখানে আসুন সবাই। দেতো ভাই দিলীপ প্রত্যেকের হাতে একটা করে মালা ধরিয়ে...

[দিলীপ ফুলের মালা এনে প্রত্যেকের হাতে একটা একটা দিল।]

দাঁড়ান সব চুপ করে। সবাই দাঁড়ান। দিলীপ তুমিও।

[সকলে পালঙ্ক ঘিরে অর্ধ চন্দ্রাকারে দাঁড়িয়ে টুম্পা দর্শকের আসনের দিকে চেয়ে হাত-মাইকে বলতে শুরু করল-]

স্বাগতম! স্বর্গতা সুধাময়ীর স্মৃতিবাসরে উপস্থিত সকলকে স্বাগত। শুরু হচ্ছে অনুষ্ঠান। প্রথমে প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন ও মাল্যদান। সরি, আবরণটি ইতিমধ্যে সরে গেছে। শ্রীময়ী সুধাময়ী মাল্যদানের জন্য তাকিয়ে আছেন। সমাগত অতিথিবৃন্দের কাছে আমাদের অনুরোধ, আপনারাই বলুন, সে কাজটি করবেন কে? ফুলমালা নিয়ে অনেকেই সাগ্রহে অপেক্ষা করছেন দেখতে পাচ্ছেন। কে করবেন মাল্যদান? নির্বাচনের দায়িত্বটা আপনাদের হাতে ছেড়ে দিলাম। (থেমে) আপনাদের সিদ্ধান্তের জন্যে আমরা অপেক্ষা করছি।-তবে নীরবে নয়। এই ফাঁকে গান শোনাবে আপনাদের। তার আগে আপনাদের জন্যে আর একটা দারুণ খবর। আমাদের আসরে আজ এই মুর্হূতে এক আর্ন্তজাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গায়ক উপস্থিত আছেন। আমাদের অনুরোধ স্মৃতিসভার প্রথম গানটি তিনিই আমাদের গেয়ে শোনান-

[টুম্পা ছানার হাতে মাইক এগিয়ে দিল।]

ছানা ∫∫ দুই বাংলার কবিগুরুরে স্মরণ কইরা তাঁরই গান গাই।

[ছানা গলা ঝেড়ে নিয়ে শুরু করে রবীন্দ্রসংগীত।]

বনে যদি ফুটল কুসুম নেই কেন সেই পাখি।
কোন সুদূরের আকাশ হতে আনব তারে ডাকি∫∫
হাওয়ায় হাওয়ায় মাতন জাগে, পাতায় পাতায় নাচন লাগে গো
এমন মধুর গানের বেলায়, সেই শুধু রয় বাকি∫∫

যবনিকা

অষ্টধাতুঃ সাত

আকাশচুম্বন
চরিত্রলিপি
সুপ্রিয়
রূপা

রচনা-১৯৯৪
প্রথম প্রকাশ-যুগান্তর, শারদীয়া সংখ্যা ১৯৯৪

আকাশচুম্বন

[পর্দা ওঠার আগে-শব্দানুষঙ্গে শহর কলকাতার বিচিত্র রূপ। সব ধ্বনি মিলেমিশে কোহাহল। কোলাহল ক্রমশ সমবেত আর্তনাদের মতো ঠেকে। অতঃপর নীরবতার মধ্যে-]

অদৃশ্য ঘোষক কণ্ঠ ∫∫ তিনশো বছরের প্রাচীন এই কলকাতা শহরে পুরনো জীর্ণ বাড়ির দেয়াল কড়ি বরগা ঝুলবারান্দা ধসে পড়ায় প্রাণ হারানোর ঘটনা আখছার ঘটছে। কিছু সদ্য নির্মিত বহুতল অট্টালিকা রাতের অন্ধকারে হুড়মুড়িয়ে ভাঙছে, সুষুপ্ত বাসিন্দাদের চাপা দিয়ে মারছে-রাক্ষুসে এই নগরীর নবতম বীভৎসা। অনিকেতের আশ্রয় খোঁজা তাতে অবশ্য বন্ধ হয় না। এই তো আজই কলকাতার হৃৎপিণ্ডের ওপর আকাশচুম্বী এক বহুতল বাড়ির সাততলার তিন নম্বর ফ্ল্যাটে গৃহপ্রবেশ হলো আমাদের দুই বন্ধু সুপ্রিয় আর রূপার। কে জানে রাতটা তাদের কীভাবে পোহাবে?

[পর্দা উঠল। শোয়ার ঘরটা বেশ সাজানো গোছানো। নতুন ঝকঝকে আসবাবপত্র! চাদর বালিশ পর্দা সবই নতুন, মনোহর। রাত এগারোটা। রূপা গম্ভীর মুখে ড্রেসিংটেবিলের সামনে। সুপ্রিয়র এখনো অতিথি বিদায় শেষ হয়নি। ঐ শোনা যাচ্ছে পাশের গরে সুপ্রিয় ও তার বন্ধুর সহাস্য কণ্ঠ। অভিনন্দন, নিমন্ত্রণ, পাল্টা নিমন্ত্রণ, শুভরাত্রি জ্ঞাপনের মধ্যে সুপ্রিয় শেষ অতিথিকে বিদায় জানিয়ে পাশের ঘরের দরজা বন্ধ করল। রূপা রাগে গরগর করতে করতে খাটে উঠে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল। সুপ্রিয় এলো। ঠোঁটে সিগারেট, দুহাতে দুই ফুলের তোড়া।]

সুপ্রিয় ∫∫ বাব্বা! এইবার ফ্রি। অ্যাট লাস্ট....শেষ অতিথি বিদায়। ফুলগুলো কী করি বলোত? ওঠো না, খাটখানা সাজিয়ে ফেলি। ফুলও কিছু এলো বটে! তোমার ড্রইং-কাম-ডাইনিং তো ফুলে ফুলাক্কার। যে আসছে তারই হাতে এক গোছা! গৃহপ্রবেশে গাদা গাদা ফুল দেবার কী আছে? একটা টিউবলাইট দে, দুটো বালব দে, কিছু না পারিস দুখানা পাপোষ দে। তোদেরও খরচা বাঁচে, আমাদের কাজে লাগে। তা না, কাজ বাড়িয়ে গেলি! সকালে সব বাসি ফুল পলিথিনের ব্যাগে ঢুকিয়ে নিচে গার্বেজে নামিয়ে দিতে হবে। জানে না তো বহুতল ফ্ল্যাট বাড়ির সব সাহেবি ফর্মা!...আমাদের ওলাইচণ্ডীতলায় কোনো ব্যাপার ছিল না। বাসি পচা মাল জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলো, যেদিকেই ছোঁড়ো, পড়ছে গিয়ে ড্রেনে। শালা এতো ড্রেন...

[সুপ্রিয় নানাভাবে চেষ্টা করে শেষ খাটের শিয়রে দু কোণে ফুলের তোড়া দুটো বহু কসরৎ করে দাঁড় করায়...]

ব্যাস! দিবসে গৃহপ্রবেশ, নিশীথে ফুলশয্যা।...কীরে বাবা, ঘুমিয়ে পড়ল নাকি?
অ্যাই রূপা, রুপু, রুপুসোনা....সোনারুপো....

[সুপ্রিয় চাদর ঢাকা রূপাকে জড়িয়ে ধরে।]

রূপা ∫∫ (এক ঝটকায় সুপ্রিয়কে সরিয়ে দিল) ছাড়ো তো।

সুপ্রিয় ∫∫ (অপ্রস্তুত) কী হলো?

রূপা ∫∫ আমি এখন ঘুমুবো! আর কোনো কথা আছে? আলো নিভিয়ে দাও।

সুপ্রিয় ∫∫ মাইরি আর কি! নতুন বাড়িতে সারারাত জাগবো। (গুনগুন করে) তোমায় নূতন করে পাবো বলে....

[সুপ্রিয় রূপাকে টেনে তুলে বসাল।]

রূপা ∫∫ ওসব আদর-টাদর করতে হলে দশটার মধ্যে ফ্ল্যাট ফাঁকা করা উচিত ছিল।

সুপ্রিয় ∫∫ (হেসে) এই রে! পরিমলের ওপর রেগে গেছে রে!

রূপা ∫∫ আবার নাতো কী? আক্কেল আছে তোমার বন্ধুটির? রাত এগারোটা পর্যন্ত বসে বসে আড্ডা মারছে! দেখছে সারাদিন গৃহপ্রবেশের গেস্ট সামলাতে সামলাতে প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে....বাড়িটায় এলাম, সেটা ভালো করে দেখতেও পারছি না-তার মধ্যে একবার মোজাইক দেখছে, একবার গ্রিল দেখছে বাথরুম ফিটিং ধরে টানাটানি করছে! (সুপ্রিয় হাসে) নিজেও আরেক জন! তার সঙ্গে দিব্যি তাল মেরে যাচ্ছ....

সুপ্রিয় ∫∫ আরে বাবা নেমন্তন্ন করে ডেকে এনেছি। সে যদি নিজে না যায়, ঘাড় ধরে বার করে দিতে পারি?....পরিমলও একটা ফ্ল্যাট কিনবে কিনবে করছে। তাই সব বুঝে নিচ্ছিল।

রূপা ∫∫ এমন করে বেসিনে হাত ধুলো....সামনের আয়নাটায় লাগল একগাদা জল। তোমার এই পরিমল-বন্ধু একটা হিংসুটে লোক।

সুপ্রিয় ∫∫ ধ্যাৎ! ইচ্ছে করে জল লাগিয়েছে নাকি আয়নায়! মালটিস্টোরিডে উঠে তোমার যে চিন্তাভাবনা পাল্টে যাচ্ছে। কালও তো ছিল মাইরি ওলাইচণ্ডীর আট ফুট বাই আট ফুট বাসায়....কখনো এমন খুঁতখুঁতি দেখিনি।

রূপা ∫∫ কালকের তা কালকে চুকে গেছে। শোনো তোমারও অনেক বদ অভ্যেস আছে। দয়া করে সেগুলো ছাড়ো। আমি কিন্তু আমার ফ্ল্যাটে একদম টিপটাপ রাখব।

সুপ্রিয় ∫∫ ঠিক আছে। আমিও তোমার ফ্ল্যাটে পা টিপে টিপে হাঁটব।

[পা টিপে টিপে এগিয়ে এসে সুপ্রিয় রূপার গাল টিপে ধরল।]

রূপা ∫∫ একটা বাজে লোক। থার্ড ক্লাস!

সুপ্রিয়া ∫∫ কে?

রূপা ∫∫ তোমার পরিমল!

সুপ্রিয় ∫∫ ধুৎ! রাতটা কি পরিমলকে নিয়েই কাটাবে? সে তো চলে গেছে।

রূপা ∫∫ যাবার আগে জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে! আসা থেকে এক জিজ্ঞাসা-সুপ্রিয় তো কোচিংসেন্টারে পড়ায়। সামান্য থেকে এই ফ্ল্যাট করলো কি করে?

সুপ্রিয় ∫∫ বললে না কেন, বন্ধু লটারির ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছে।

রূপা ∫∫ তাতেও ছাড়ত নাকি? বলত, কাকে ধরলে লটারি পাওয়া যায় বলুন তো....

সুপ্রিয় ∫∫ (হেসে) লটারিও ধরাধরি! তা পরিমল বলতে পারে....

রূপা ∫∫ শেষে সত্যি কথাটা বার করে ছাড়ল।

সুপ্রিয় ∫∫ (চমকে) কী কথা?

রূপা ∫∫ মিস্টার ধানুকার কথা। সঙ্গে সঙ্গে একরাশ প্রশ্ন-কে ধানুকা? কতো বড় ব্যবসা? সুপ্রিয়র সঙ্গে এতো কী করে জমল যে বিনি সুদে এতো টাকা ধার দিল! (সুপ্রিয়র সিগারেট শেষ হয়ে গিয়েছিল। আবার ধরায়) এইসব লোকগুলোকে মোটে সহ্য করতে পারিনা। সব সময় চোখে সন্দেহের চশমা এঁটে ঘুরছে। কী করে হল, কী করে পারলি? কী করে কী হল-তাতে তোদের কী রে? গৃহপ্রবেশ নেমন্তন্ন করা হয়েছে, খেয়েদেয়ে বাড়ি যা। লোকের ব্যাপার এতো ছুকছুকনি কেন?....যাও, চান করে এসো।

সুপ্রিয় ∫∫ এখন? রাত সাড় এগারোটার সময়?

রূপা ∫∫ যা বলছি করো। ঘেমো গায়ে গড়াগড়ি দিয়ে চাদরটা নষ্ট করতে দেব না। অনেক খুঁজে কাশ্মির এম্পোরিয়াম থেকে এটা আনা হয়েছে।

সুপ্রিয় ∫∫ ঝড়ের বেগে আমাদের সব পাল্টে যাচ্ছে। চাদরটাও।

রূপা ∫∫ শখের জিনিস-এতকাল একটাও ব্যবহার করিনি! কোথায় করবো, ওলাইচণ্ডীতলায়? ছেঁড়া ময়লা নিয়ে কাটিয়েছি অ্যাদ্দিন। মনের মতো বাড়ি পেয়েছি, এবার চুটিয়ে শখ মেটাবো। যাও টয়লেটে ঢোকো।

সুপ্রিয় ∫∫ নির্ঘাৎ সর্দি হবে।

রূপা ∫∫ হলে হবে। (সংলগ্ন টয়লেটের দরজা খুলে) গরম জল আর ঠাণ্ডা জলের কল দুটো লাগানো হয়েছে কি লোক ডেকে দেখাতে?

সুপ্রিয় ∫∫ সাততলায় উঠে দেখছি সতেরো রকম অত্যাচার সইতে হবে।

রূপা ∫∫ হবে! এতোদিন অত্যাচার করেছ, এবার শোধ তুলে নেব। ব্রাকেটে জামাকাপড় দেওয়া আছে....

সুপ্রিয় ∫∫ টিপটপ....এভরিথিং টিপটিপ!

[সুপ্রিয় দুষ্টুমি করে পা টিপে টিপে টয়লেটের দিকে এগুচ্ছে-রূপা একটা নতুন সাবান এগিয়ে দিল তার হাতে।]

রূপা ∫∫ প্লিজ...

সুপ্রিয় ∫∫ আরে ব্বাস! এ যে নিউইয়র্কের গন্ধ! (সাবানটা নাকের সামনে ধরে গুনগুন করে) সখি ঐ কি গো বাঁশি বাজে....বনমাঝে না মনমাঝে ...

[পা টিপে টিপে টয়লেটে ঢুকে আস্তে আস্তে দরজা বন্ধ করল সুপ্রিয়। রূপা হেসে ফেলে।]

রূপা ∫∫ (টয়লেটের ফুলকাটা কাগজে মোড়া দরজার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে) ভূত ছিলে। ওলাইচণ্ডীতলার বাসায় ছিলে একটা অদ্ভুতুড়ে। সারাদিন কোচিং ক্লাশ। রাতে ড্যাম্পধরা পলেস্তারা খসা একতলার কুঠুরিতে ভোঁস ভোঁস। পাশে যে একটা মেয়ে রাতজেগে ছটফট করছে খবরও রাখতে না! ডাকলে সাড়া পর্যন্ত দিতে না। এখন থেকে আমি আর ডাকবো না। বুঝলে, নিজেকে ডাকতে হবে, পা ধরে সাধতে হবে। তাইতো?

[টয়লেটে সুপ্রিয় ছড়বড় করে চান করছে। উঃ আঃ বলে চেঁচিয়ে উঠছে।]

রূপা ∫∫ ধ্যাৎ! কী হচ্ছে কী?

সুপ্রিয় ∫∫ (টয়লেট থেকে) গা পুড়ে গেল!

রূপা ∫∫ কেন? মরেছে-শুধু গরম জলের কলটা খুলেছে বোধ হয়। আরে ঠাণ্ডা কলটা খুলে নাও না। ঠাণ্ডা গরম হাফ-হাফ করে রাখো। আর অতো আওয়াজ করো কেন চান করতে গিয়ে? গ্যাঁ-গ্যাঁ ভ্যাঁ-ভ্যাঁ...

[রূপা গানের সিডি চালিয়ে দিল। আওয়াজটা মৃদু মিঠে করে রাখল। তারপর জানলার পর্দাটা সরালো এবং বাইরে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল।]

উঃ! সুপ্রিয়! সুপ্রিয়!

সুপ্রিয় ∫∫ (চানঘর থেকে) কী হলো?

রূপা ∫∫ শিগ্‌গির এসো! দেখবে এসো! বিদ্যাসাগর সেতু!

সুপ্রিয় ∫∫ (চানঘর থেকে) দেখতে থাকো....

রূপা ∫∫ অপূর্ব! অনবদ্য! ঘুমন্ত নগরীর মাথায় আলোর টায়রা! আরব্য রজনীর স্বপ্নপুরী!

(গায়) স্বপন যদি মধুর এমন
হোক সে মিছে কল্পনা
আমায় জাগিয়ো না....জাগিয়ো না....

[চান সেরে বেরিয়ে এল সুপ্রিয়।]

সুপ্রিয় ∫∫ রূপা তোমার বাথরুমের দেয়ালে চুলের মতো একটা ফাটল।

রূপা ∫∫ (আঁতকে ওঠে) কী হয়েছে? ফাটল! কোথায়?

[রূপা বাথরুমে ছুটে যায়।[

সুপ্রিয় ∫∫ ডানদিকের কোণে-

রূপা ∫∫ (টয়লেটে) ঐটা?

সুপ্রিয় ∫∫ একটাই আছে।

[সুপ্রিয় সিডি বন্ধকরে। রূপা সুপ্রিয়র কাছে ফিরে আসে।]

রূপা ∫∫ হুঁ, একটা চিড়! ওটা ওপর-ওপর, না গভীর?

সুপ্রিয় ∫∫ এখনই বলা যাবে না।

রূপা ∫∫ কাল সক্কালে মিস্ত্রি ডেকে আনবে।

সুপ্রিয় ∫∫ বলোতো রাতেও যেতে পারি।

রূপা ∫∫ ইয়ার্কি দেবে না। নিজে কিছু দেখে শুনে নিলে না। সব করে দিলাম কিনা। একটা চুলচেরা দাগ পড়তে পারে না?

সুপ্রিয় ∫∫ নিশ্চয় পারে। দাগটা না বাড়লেই হলো!

[সুপ্রিয় জানালার পর্দাটা টেনে দেয়।]

রূপা ∫∫ ওকী! পর্দা টানছ কেন, দেখতে দাও।

সুপ্রিয় ∫∫ প্রথম দিনই অতো দেখতে নেই। আমরা মরা পর্যন্ত বিদ্যাসাগর সেতু থাকবে। সাততলায় কখনো উঠিনি। আমার মাথা ঘুরছে∫∫ চলো শুয়ে পড়ি।

রূপা ∫∫ আচ্ছা, কিছুতেই তুমি উত্তেজিন হও না কেন বলতো? আরে নতুন বাড়ি...আমাদের নিজের...একার...ভাবতে পারছ না...

সুপ্রিয় ∫∫ রূপা, তার চেয়ে বড় ভাবনা....ঘাড়ের দেনাপত্তর। মিস্টার ধানুকার দু লাখ টাকা!

রূপা ∫∫ ছাড়ো তো। সব শোধ হয়ে যাবে। অতো ভাবছ কেন? আমার শাড়ির বিজনেসেও কিছু না হোক মাসে হাজার দু আড়াই টাকা তো থাকে। এখানে আসার ফলে আমাদের কনেকশান্‌সও বাড়বে....বিজনেসও রমরম করে চলবে।....আর মিস্টার ধানুকা মানুষটাও ভালো। বিনি সুদে টাকা দিলেন তাই নয়, বলেছেন যখন খুশি দিলেও চলবে!

সুপ্রিয় ∫∫ সব ঠিক আছে। কিন্তু ধার নিয়ে সাততলায় ওঠা....

রূপা ∫∫ কী মুশকিল! সবাই ধার নিয়েই ওঠে। আর ধানুকা এমনি-এমনি ধার দেয়নি। তোমার কাছে তাঁর কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। তোমর কোচিং-সেন্টারে পড়ে ওঁর ঐ রামগবেট ছেলেটা মাধ্যমিকে পাঁচটা লেটার নিয়ে স্ট্যান্ড করেছে।

[রূপা জানালার পর্দা সরিয়ে দিল।]

কী বাতাস! উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছেগো।

সুপ্রিয় ∫∫ হুঁ, মশারি লাগবে না। একটা খরচ বাঁচল।

রূপা ∫∫ ধ্যাৎ! কোথায় কীসের খরচ বাঁচল, খালি তার হিসেব কষছে।

[রূপা সুপ্রিয়র গায়ে সেন্ট ছড়িয়ে দিচ্ছে।]

যারা যারা আজ এসেছে, সব্বাই ফ্ল্যাট দেখে ফ্ল্যাট! তোমার মেজো জামাইবাবু বলেছিলেন, আকাশটা এতো কাছে, হাত দিয়ে ছোঁয়া যায়ে-চাইলে গলা বাড়িয়ে চুমুও খাওয়া যায়।

সুপ্রিয় ∫∫ হুঁ...কোচিং সেন্টারে ছাত্তর পড়িয়ে ফ্ল্যাট কেনা যায়....শহরের মধ্যিখানে...যাকে বলে হার্ট অব দ্য সিটি ....হৃৎপিণ্ডের ওপর...তুমি মাথায় ঢোকালে বলেই না। এরমধ্যে ধানুকার ছেলে স্ট্যান্ড করল। পরপর কানেকটিং ট্রেন।

রূপা ∫∫ অনেক কথা শুনিয়েছে লোকে। পাঁচ বছর বিয়ে হয়েছে আমার-একদিনও একটা আত্মীয়-স্বজনকে ওলাইচণ্ডীতলায় আসতে দেখিনি। এঁদো গলি...পচা ড্রেন...কতো কথা! এবার কি করবি? লিফট আছে। বোতাম টিপলেই আমার ঘরের দোরে।

সুপ্রিয় ∫∫ খরচা বাড়ল।

রূপা ∫∫ কেন?

সুপ্রিয় ∫∫ এমন জায়গায় যেখানে লোকে যখন তখন টুঁ মারবে। চা আর জল খাবারে....

রূপা ∫∫ দশ লাখ টাকা দামের ফ্ল্যাটের মালিক হতে গিয়েও যখন মরোনি, সামান্য চা জলখাবার জোগাড় করতে গিয়েও মরবে না।

সুপ্রিয় ∫∫ আমার আর কি? তুমি ম্যানেজ করতে পারলেই হলো!

রূপা ∫∫ ম্যানেজটা কি খুব খারাপ করলাম এ পর্যন্ত? বলো-

সুপ্রিয় ∫∫ খারাপ কী করে বলি? দশ লাখের ফ্ল্যাট জোগাড় করলে এক লাখ পাঁচাত্তরে।

রূপা ∫∫ উঁহু! কখনো একলাখ পঁচাত্তরে কিনেছি বলবে না! দশ লাখ। সব সময় বলবে, দশ লাখ টাকায় কিনেছি! যে দাম, সেই দামেই

কেনা!

সুপ্রিয় ∫∫ পাগল নাকি? কেউ বিশ্বাস করবে? অতো টাকা দিয়ে ফ্ল্যাট কেনার ক্ষ্যামতা আছে আমাদের!

রূপা ∫∫ আরে বাবা একলাফ পঁচাত্তর শুনলে লোকে বলবে ফোকটে দাঁও মেরেছি। ওপরে ওঠার আনন্দটাই ভোগ করা যাবে না। আমি তো সব্বাইকে বললাম, দশ!

সুপ্রিয় ∫∫ দশ রটিয়ে দিয়ে ঝামেলাটা বুঝতে পারবে! এমনিতেই শহরের কোচিং সেন্টারগুলোর বদনামের একশেষ। প্রশ্নপত্র ফাঁস করা রাকেটে কাজ করে সব।

রূপা ∫∫ বদনাম যদি রটে, এক পঁচাত্তরেও রটবে। এই পজিশনে বারোশো স্কোয়ার ফিটের ফ্ল্যাট এক পঁচাত্তরে, পাগলেও বিশ্বাস করবে না।

সুপ্রিয় ∫∫ কী মুশকিল! যা সত্যি তাই তো বলবে....

রূপা ∫∫ সত্যি তো একরাশ ইতিহাস সুপ্রিয়! পাঁচাত্তর সালে কো-অপারেটিভ তৈরি হয়েছিল....আশি সালে ভিত তৈরি হয়ে পড়ে রইল...নব্বুইতে জমি গেল প্রমোটারের হাতে....ফের কনস্ট্রাকশন শুরু হলো....এর মধ্যে সেরিব্রাল স্ট্রোকে মূল কো-অপারেটিভের একজন ছিটকে গেল....একানব্বুইতে আমরা ঢুকে পড়লাম তার জায়গায়....পঁচানব্বুই-এ ফ্ল্যাট পেলাম আশি সালের দামে এক পঁচাত্তরে....

সুপ্রিয় ∫∫ ব্যস্। চুকে গেল। কারুর কিছু বলার কিছু বলার থাকল না।

রূপা ∫∫ থাকল। ব্যাপারটা অতো সোজা নয় সুপ্রিয়। পঁচানব্বুই সালে কী করে আমরা আশির সালের দামে ফ্ল্যাট পেলাম? আমরা তো মূল কো-অপারেটিভে ছিলাম না! তবে? যেখানে এ বাড়ির আর কোনো ফ্ল্যাটের মালিক সুবিধা পেল না....ব্যাপারটা নিয়ে জলঘোলা করবে না তারা? না, অতো জবানবন্দির মধ্যে আমরা ঢুকব না। সোজাসুজি দশ লাখ বলো, সবাই চুপ থাকবে।

সুপ্রিয় ∫∫ আমি কিন্তু ঝামেলায় পড়ব রূপা। কোচিং করে অতো টাকা জোগাড় করা যায় না।

রূপা ∫∫ সে তো কোচিং চালিয়ে দু লাখও হবার কথা না। কী করে হলো?

সুপ্রিয় ∫∫ হুঁ, হ্যাঁ....সেতো ধার দিয়েছেন মিস্টার ধানুকা।

রূপা ∫∫ এও ধার দিয়েছেন ধানুকা।

সুপ্রিয় ∫∫ দশ লাখ!

রূপা ∫∫ সুপ্রিয়, এ বাড়িতে আরো একত্রিশটা ফ্ল্যাটে আছে। কেউ লাখোপতি কেউ কোটিপতি। এক লাখ পঁচাত্তরে ফ্ল্যাটে ঢুকে পড়েছি শুনলে তারা আমাদের ইঁদুর ভাববে, ইঁদুর!

সুপ্রিয় ∫∫ কিন্তু দশ লাখ ভাবলেই যে গা শিউরে ওঠে -

রূপা ∫∫ টাকাটা আজকাল কোনো ফ্যাক্টর নয়! হিল্লিদিল্লি যত্রতত্র হানা দাও, বস্তা বস্তা টাকা বেরুবে, ডলার বেরুবে। কী করে হল, কে দিল না দিল-তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। শোন, তোমাকে ফ্ল্যাটের দাম নিয়ে কথা বলতে হবে না, যা বলার আমিই বলব। আমাকে দেখিয়ে দেবে....

সুপ্রিয় ∫∫ কী জানি, কী কাণ্ড পাকাচ্ছ।

রুপা ∫∫ কাণ্ড! কাণ্ড আবার কী পাকাচ্ছি?

সুপ্রিয় ∫∫ নাহলে তুমিই বা এতো জিদ ধরছে কেন?

রুপা ∫∫ (চিৎকার করে) বিকজ আই ওয়ান্ট টু ক্লোজ দ্য চ্যাপটার। রাত্তিরটা 'বোর' করে দেবে না তুমি! প্লিজ-

সুপ্রিয় ∫∫ (কাঁধ ঝাঁকিয়ে) ও-কে!

রুপা ∫∫ আলোটা অফ্ করো।

সুপ্রিয় ∫∫ নাইট ল্যাম্প জ্বলবে?

রুপা ∫∫ না।

[রুপা চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে।]

সুপ্রিয় ∫∫ ঘুমুবে নাকি? এরকম তো কথা ছিল না। অ্যাই রুপু....

রুপা ∫∫ (মুখের চাদর সরিয়ে উত্তপ্ত গলায়) একটা ভীরু কাপুরুষ। পেয়েও যারা ভোগ করতে জানে না-

[রুপা আবার চাদর মুড়ি দেয়।]

সুপ্রিয় ∫∫ আচ্ছা, ঠিক আছে বাবা-দাম দশ লাখ! এতে রাগারাগি করছ কেন? অ্যাই সত্যি ঘুমুবে? আমিও তাহলে ঘুমোই? সকালে কিন্তু আমায় দোষ দিতে পারবে না। ঠিক আছে, তাইতো।

[রুপা সাড়া দেয় না। সুপ্রিয় অগত্যা সব আলো নিভিয়ে দেয়। অন্ধকারে টর্চ জ্বালায় সুপ্রিয়। চুপচাপ বাথরুমের দরজা খুলে দেয়ালে আলো ফেলে। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে। সহসা ওদের ঘরের মধ্যে চলতি হিন্দি গানের কলি বেজে ওঠে।]

আরে! কী ব্যাপার হলো? ঘরের মধ্যে গান বাজছে কোথায়?

রুপা ∫∫ কে এসেছে দ্যাখো।

সুপ্রিয় ∫∫ কেসটা কী! বাজনাটা কি ডোরবেল নাকি? অ্যাঁ? কবে লাগানো হলো?

রুপা ∫∫ ঐ শুরু হলো, কবে হলো....কখন হলো....কী করে হলো....আমি জানতে পারলাম না কেন? ডিসগাসটিং!

সুপ্রিয় ∫∫ আরে সেই রাতের কড়ানাড়া, সেই-'সুপ্রিয় বাড়ি আছিস' আর শুনতে পাবো না?

[আর একটা গানের কলি বাজে।]

রুপা ∫∫ যাবে? না, আমি যাবো?

সুপ্রিয় ∫∫ দেরি করলে গান বদলে যাবে! আরো যে কতো চমক আছে আমার জন্যে! কোথায় কোন্‌টা লুকিয়ে আছে? (রুপার দিকে তাকিয়ে) যাচ্ছি যাচ্ছি! দেখি রাত বারোটার সময় কে এলো?

[সুপ্রিয় আলো জ্বালে।]

রূপা ∫∫ তোমার ইনকাম ট্যাক্সের ইনসপেক্টার!

সুপ্রিয় ∫∫ ইয়ার্কি না! যদি হয়? কিংবা কাগজের রিপোর্টের?....সুপ্রিয়বাবু, সামান্য কোচিং সেন্টার চালিয়ে আপনি যে এই স্বর্গসুখ ভোগ করছেন....নাঃ! আমাদের মতো লোকের এতো উঁচুতে না ওঠাই ভালো ছিল।

রূপা ∫∫ আকাশে চুমু দেবে সুপ্রিয়, ঠোঁটে একটু ছ্যাঁকা লাগাবে না?

[আবার একটা গানের কলি বাজে। রূপা রাগে গরগর করতে করতে খাট থেকে নামছে।]

সুপ্রিয় ∫∫ আরে যাচ্ছি যাচ্ছি। এ নিশ্চয় তোমার পাশের ফ্ল্যাটের মিস্টার সিঙ্ঘিয়া। বেহেড মাতাল। দারোয়ান বলছিল, রোজ রাত এর ওর বেল টিপে ঝামেলা পাকায়। দু একটা দামি শাড়ি তুমি কিন্তু সেই ফাঁকে গছিয়ে দিতে পারো রুপু। যে কোনো দামে....

রূপা ∫∫ অসহ্য!

[আবার একটা গান বাজে।]

সুপ্রিয় ∫∫ যাচ্ছি। কোথায় এলাম! বাকি জীবনটা এই মাতাল প্রতিবেশীকে ধরে ধরে তার ঘরে পৌঁছে দিয়েই কাটবে-

[সুপ্রিয় বেরিয়ে গেল। রূপা উঠে বসল। পাশের ঘর থেকে সজোর হাসি কথাবার্তা ভেসে আসছে। রূপাও এই ফাঁকে বাথরুমের ফাটল দেখতে লাগল। সন্তর্পণে। চোরের মতো। সুপ্রিয় ফিরে এলো। তার হাতে একটা চমক লাগাবার মতো ফুলের তোড়া। যেমন বড়, তেমনি বাহারি। কারুকার্য করা বাঁশের ঝুড়িতে রক্ত গোলাপের অভিনব কেয়ারি।]

আবার ফুল।

রূপা ∫∫ আরে বাঃ!

সুপ্রিয় ∫∫ বাঃ! বাঃ!

রূপা ∫∫ (তোড়াটা নিল) কে গো, কে আনল গো?

সুপ্রিয় ∫∫ ঐ মিস্টার সিঙ্ঘিয়া।

রূপা ∫∫ সত্যি! দ্যাখো....খামোখা ভদ্রলোককে গালাগাল দিচ্ছিলে। আমাদের প্রতিবেশী কী রকম সোশ্যাল দ্যাখো! সারাদিন কাজের পরেও ঠিক মনে করে এনেছেন! কতোই তো ফুলের তোড়া এলো, একটাও এর কাছাকাছি?

সুপ্রিয় ∫∫ সিঙ্ঘিয়া শুধু বয়ে এনেছে। মালটা দিয়েছে অন্য লোক।

রূপা ∫∫ কে দিয়েছো? কে?

সুপ্রিয় ∫∫ সিঙ্ঘিয়া তা জানে না। এক্ষুনি সিঙ্ঘিয়ার গাড়ি হাউসিং-এর গেটের মুখে ভিড়তেই পাশে আর একটা গাড়ি এসে দাঁড়ায়। ভেতর থেকে হাত বাড়িয়ে এক ভদ্রলোক এই তোড়াটা ওঁকে দিয়ে বলেছে, তোমায় পৌঁছে দিতে।

রূপা ∫∫ আহা সে গাড়ির লোকটা কে?

সুপ্রিয় ∫∫ সিঙ্ঘিয়া তা জানে না।

রূপা ∫∫ দেখতে কেমন? ধুতিপরা না প্যান্ট পরা?

সুপ্রিয় ∫∫ সিঙ্ঘিয়া তাও জানে না! ভাল করে দেখেনি! মানে এই সময়টা ওঁর আবার চোখ দুটো ঝাপসা থাকে তো!

রূপা ∫∫ কিন্তু অ্যাদ্দুর গাড়ি চালিয়ে এসে সে সিঙ্ঘিয়াকেই বা দিয়ে গেল কেন? এখানে আসতে কি হয়েছিল তাঁর?

সুপ্রিয় ∫∫ সিঙ্ঘিয়া তাও জানে না।

রূপা ∫∫ (বিরক্ত হয়ে) কী জানে কি তোমার সিঙ্ঘিয়া?

সুপ্রিয় ∫∫ শুধু এইটুকু যে, সে ভদ্রলোকও অপ্রকৃতিস্থ ছিল। মানে এ গাড়ির মাতাল ও গাড়ির মাতালকে রিকোয়েস্ট করেছে, তোড়াটা সেভেন-বাই-থ্রিতে পৌঁছে দিতে। প্রথম মাতাল বলেছে, উইথ প্লেজার। দ্বিতীয় মাতাল মালটা গছিয়ে দিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে বেরিয়ে গেছে। অতঃপর প্রথম মাতাল মালটা পৌঁছে দিয়ে গেল।

রূপা ∫∫ ওরকম গোয়েন্দা গল্পের মতো রহস্য করছ কেন? মিস্টার সিঙ্ঘিয়া কি দাঁড়িয়ে আছেন?

সুপ্রিয় ∫∫ না। তিনি সেভেন-বাই-ওয়ানে ঢুকে গেছেন।

রূপা ∫∫ সিঙ্ঘিয়া ভুল করেননি তো? মানে কার জিনিস কাকে দিয়ে গেলেন....এই তো বলছিলে উনি রাতে দরজা গোলমাল করে ফেলেন....

সুপ্রিয় ∫∫ তোমার সৌভাগ্য, আজ গোলমাল করেননি। এই যে কার্ডে তোমারই নাম লেখা। এই দুর্ধর্ষ পুষ্পস্তবক এসেছে তোমারই কাছে....তোমারই উপহার!

[রূপার চোখে পড়ে সুপ্রিয়র হাতে একটা শুভেচ্ছাবাহী কার্ড।]

রূপা ∫∫ কার্ডটা আগে দ্যাখো! দ্যাখো কে দিয়ে গেল। নিশ্চয়ই শ্রীলার বর। ভদ্রলোক মাঝেমধ্যেই এইরকম নাটক করেন।

সুপ্রিয় ∫∫ উঁহু। তোমার শ্রীলার বর হলে তাঁর তো কার্ডের নিচে নামটা লেখায় কোনো বাধা ছিল না। ইনি নামধাম কোনোটাই লেখেননি।

[সুপ্রিয় কার্ডটা দেখছে।]

রূপা ∫∫ কিছুই লেখেননি?

সুপ্রিয় ∫∫ না, কিছু তো লিখেছেনই। (থেমে) পড়ব?

রূপা ∫∫ বা রে, অনুমতি নেবার কী আছে?

সুপ্রিয় ∫∫ (থেমে থেমে পড়ে) পড়ছি-'রূপা....রুপু....সোনারুপো তোমার গৃহপ্রবেশে অভিনন্দন। আমাকে ভুলে যেয়ো না। ইতি তোমারই ডট ডট ডট....' (আবার পড়ে) ইতি তোমারই ডট ডট ডট....

রুপা ∫∫ (জোরে হেসে ওঠে) এবার বুঝলাম!

সুপ্রিয় ∫∫ কী বুঝলে?

রূপা ∫∫ কেন এতক্ষণ গম্ভীর মুখে সিঙ্ঘিয়াকে নিয়ে ন্যাকামো করা হচ্ছে।কার্ডটা পেয়ে বুকে একটু চোট পেয়েছ! তাই না?

[সুপ্রিয় জোরে হাসে।]

হাসছ যে!

সুপ্রিয় ∫∫ এবার আমিও বুঝলাম।

রূপা ∫∫ কী বুঝলে?

সুপ্রিয় ∫∫ রূপাকে রুপু, সোনারুপো বলার লোক আমি ছাড়াও আর একজন আছেন!

তিনি আবার 'ইতি তোমারই ডট ডট ডট....'

[রূপা কার্ডটা ছিনিয়ে নিয়ে সেটা সুপ্রিয়র গালে আলতো করে বোলায়।]

রূপা ∫∫ একটা মাতালের কীর্তি নিয়ে রাত কাটাবে নাকি? বিছানায় ওঠো...

সুপ্রিয় ∫∫ চলো তোড়াটা খাটের মাঝখানে রেখে দুপাশে শুয়ে পড়ি....

রূপা ∫∫ মানে?

সুপ্রিয় ∫∫ মানে এ বাড়িতে রূপার ফ্ল্যাট...সেভেন-বাই-থ্রিতে আজ রূপার গৃহপ্রবেশ...ইতি তোমারই সবই জানেন। না, এঁকে তো ছাড়া যায় না। একখাটে আজ তিনজনে শোব!

রূপা ∫∫ যাঃ!

সুপ্রিয় ∫∫ ডট-ডট-ডট ভদ্রলোকটি কে?

রূপা ∫∫ (হালকা করে উড়িয়ে দেয়) কে জানে কে! কাউকে তো মনে পড়ছে না।

সুপ্রিয় ∫∫ না, না, ভুলে যেয়ো না....ইনি তোমাকে ভুলতে বারণ করেছেন।

রূপা ∫∫ আরে কেউ দুষ্টুমি করে গেছে।

সুপ্রিয় ∫∫ দুষ্টুরও তো একটা পরিচয় থাকে। অবশ্য ইচ্ছে করলে নাও জানাতে পারো।

রূপা ∫∫ এক হতে পারে, নিমুদা।

সুপ্রিয় ∫∫ নিমুদা!

রূপা ∫∫ আরে ঐ যে নির্মাল্য ব্যানার্জি। ঐ যে বাড়ির কো-অপারেটিভে যিনি আমাদের নাম ঢোকালেন।

সুপ্রিয় ∫∫ তিনি তো জানি তোমার স্কুলের বন্ধুর দাদা?

রূপা ∫∫ তাইতো, সেইতো!

সুপ্রিয় ∫∫ তাইতো, সেইতো!

রূপা ∫∫ আরে ঐ যে কেশব সাহা....কেশববাবু সেরিব্রালে মারা গেলেন তো। নিমুদাই তো কেশববাবুর স্ত্রীকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাঁর জায়গায় আমাদের কো-অপারেটিভের মেম্বার করে নিলেন। নিমুদা না থাকলে হতো নাকি? একগাদা লোক তখন ফ্ল্যাটের জন্যে

লাইন দিয়ে রয়েছে! লাখ লাখ টাকা ঘুষ দিয়েও ঢুকতে চায় সব্বাইকে হাটিয়ে নিমুদা আমাদের পুশ করলেন বলেই না....

সুপ্রিয় ∫∫ ইতি তোমার নিমুদা বেশ করিৎকর্মা। সবাই হাটিয়ে তোমাকেই....

রূপা ∫∫ ব্যাপারটা কী জানো তো, কেশব সাহার স্ত্রীর আবার নিমুদার ওপর একটু দুর্বলতা ছিল কিনা....সেই সুযোগটা নিয়ে নিমুদাও....বুঝতে পারছ?

সুপ্রিয় ∫∫ চেষ্টা করছি।....কেশবের স্ত্রীর নিমুদার ওপর দুর্বলতা...সুপ্রিয়র স্ত্রীর আবার নিমুদার ওপর দুর্বলতা...দুই দুর্বলতার সূত্রে কো-অপারেটিভে ঢোকা এবং এই সাম্রাজ্য! না, নিমুদার এতো তথ্য আমার কাছে ছিল না।

রূপা ∫∫ একদম বাজে কথা বলবে না সুপ্রিয়। নিমুদার সঙ্গে তোমায় পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। নিমুদার ওপর আমার দুর্বলতা হতে যাবে কেন?

সুপ্রিয় ∫∫ একটু না থাকলে রাত দুপুরে ফুলের তোড়া আর ইতি তোমারই লেখা কার্ড তোমাকে পাঠাতে যাবেন কেন? তিনি ভাল করেই জানেন, কার্ডটা আজ আমার হাতে পড়তে পারে।...তাই নিজের নামটা লেখেননি।

রূপা ∫∫ ওটা যে নিমুদাই পাঠিয়েছে তা তুমি বলছ কী করে?

সুপ্রিয় ∫∫ আমি বলিনি। তুমিই বলেছ। সবার আগে নিমুদার নামটাই তোমার মনে পড়েছে।

রূপা ∫∫ আমি বলেছি, হতে পারে....

সুপ্রিয় ∫∫ তাহলে আমিও বলছি বিশেষ কোনো কারণও থাকতে পারে।

রূপা ∫∫ কারণ আবার কী! উনি আমাকে পছন্দ করেন। ব্যস্!

সুপ্রিয় ∫∫ ব্যস্! শুধু পছন্দ? ব্যস্?

রূপা ∫∫ (কড়া গলায়) সুপ্রিয়! (সামলে) আচ্ছা বলছি, একদিনের একটা ঘটনার কথা বলছি। রাগ করতে পারবে না।...একদিন নিমুদার গাড়িতে কেশব সাহার বাড়ি যাচ্ছি...গঙ্গার পাড় দিয়ে চলেছি....পাশাপাশি বসেছি...হঠাৎ মনে হলো...পা দিয়ে আমার পায়ের পাতায় চাপ দেওয়া হচ্ছে!

সুপ্রিয় ∫∫ ইতি তোমারই?

রূপা ∫∫ আমি আড়চোখে দেখলাম, হুঁ, ঠিক তাই। নিমুদা গঙ্গার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। বুঝতে পারলাম, আমি কী করি বুঝে নিতে চাইছেন! অ্যাই রাগ করছ না তো?

সুপ্রিয় ∫∫ (রূপার হাত ধরে নাটকীয় ভঙ্গিতে) আজ আমরা রাগারাগির ঊর্ধ্বে! সব কিছুর সাততলা ওপরে!

রূপা ∫∫ কী করি! উনিও পা তোলেন না, আমিও টেনে নিতে পারিনা। যদি রাগ করেন...কো-অপারেটিভে যদি না ঢোকান!

[সুপ্রিয় আর একটা সিগারেট ধরায় এবং হঠাৎ নিচু হয়ে লাইটারের আলোটা রূপার পায়ের পাতায় ঘোরায়।]

কী দেখছ?

সুপ্রিয় ∫∫ পায়ের পাতায় চিড় ধরেনি তো!

রূপা ∫∫ (চিৎকার করে) না। (সামলে) ঐ পর্যন্ত! আর কোনোদিন কিছু করেননি, বলেননি! এমনিতে দেখছো উনি বেশ গম্ভীর প্রকৃতির ভদ্রলোক।

সুপ্রিয় ∫∫ হুঁ ভদ্রলোক তো বটেই। কেশবের বিধবা স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক, আমার স্ত্রীর পায়ে পা ঘষছে! এর সম্পত্তিতে ওকে পুশ করছে....

রূপা ∫∫ আমার সঙ্গে ওঁর আর কোনো যোগাযোগ নেই। কো-অপরেটিভে ঢুকে পড়ার পর আমি আর ওঁকে পাত্তাই দিইনি। চ্যাপ্টার ক্লোজ্‌ড!

সুপ্রিয় ∫∫ ক্লোজ করো না...উনি জানিয়ে দিয়ে গেলেন, আমাকে ভুলে যেয়ো না।

রূপা ∫∫ না, না, নিমুদা কি এরকম করবেন? রাত দুপুরে ফুলের তোড়া দিয়ে...না...কক্ষনো না। এরকম ছেলেমানুষি কাণ্ড নিমুদা করতে পারেন না।....আচ্ছা, সিঞ্চিয়ার ফ্ল্যাটে চলো না একবার।

সুপ্রিয় ∫∫ আবার তাকে জ্বালাতন করা কেন?

রূপা ∫∫ জিগ্যেস করব, যে লোকটা ফুল দিয়ে গেল তার গাড়ির নাম্বারটা কতো?

সুপ্রিয় ∫∫ অন্য লোকের গাড়ির নাম্বার মুখস্ত করার অবস্থায় তখন সিঞ্চিয়া ছিল না! বসো চুপ করে।

রূপা ∫∫ (একটু পরে) গাড়ির রঙটা তো বলতে পারে। লালা রঙের মারুতি কিনা....

সুপ্রিয় ∫∫ জিগ্যেস করতে পারি, লাল মারুতির মালিকটি কে?

রূপা ∫∫ (হঠাৎ তেতে ওঠে) ফের যদি ঐভাবে খোঁচা দিয়ে কথা বলবে, আমি কিন্তু ফুলের তোড়া ছুঁড়ে ফেলব সুপ্রিয়।

সুপ্রিয় ∫∫ এতটা ক্ষেপে ওঠার মতো কথা আমি বলিনি।

রূপা ∫∫ বলেছ! অনেকক্ষণ ধরে বলছ! বিশ্রী বাঁকা গলায় আঁকাবাঁকা ইশারা করছ! লোকটা পায়ের ওপর পা চাপাচ্ছে, আমি খুব রেলিশ করেছি, তাই না? তোমারই ফ্ল্যাটের জন্যে সহ্য করতে হয়েছিল। নইলে ঐ পা দিয়ে ঠেলে আমি ওকে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিতাম!

সুপ্রিয় ∫∫ যাকগে, যা হয়নি...হয়নি! কিন্তু গাড়িটা যদি লাল মারুতিই হয়-লোকটাকে কে হতে পারে?

রূপা ∫∫ হিরন্ময় সেন। হিরন্ময়ের একটা লাল মারুতি ছিল। ডব্লু-বি-জিরো-টু-এ-জিরো-নাইন-টু...

সুপ্রিয় ∫∫ এবার জোর দিয়ে বলতে পারি, হিরন্ময় সেন আমার অচেনা! তার লাল মারুতির নাম্বারও অজানা।

রূপা ∫∫ তুমি কাকে বা চেনো, কতটুকুই বা খোঁজ রাখো? কোচিং-এ ছাত্তর পড়ানো ছাড়া করলেটা কী! এক ধানুকার কাছ থেকে দুলাখ টাকা ধার নেওয়া ছাড়া? টাকা থাকলেই হয় না! এই যে সাততলার ওপর বসে আছো, গায়ে বাতাস লাগাচ্ছো...তোমার মতো লাকি কে? বিনা ঝঞ্ঝাটে সব হাতে পেয়ে গেলে কিনা....

সুপ্রিয় ∫∫ সীমা ছাড়াচ্ছ রূপা। আমাকে পাল্টা আক্রমণ না করে, নিজেকে সামলাও। কে হিরন্ময়? কোত্থেকে ধুমকেতুর মতো সে আজ হাজির হলো?

রূপা ∫∫ উঁ! কে হিরন্ময়! পুলিশের জেরা হচ্ছে! আরে আমার মতো সতেরো বার যদি কর্পোরেশনে প্ল্যান পাশ করাবার জন্যে ছুটতে হতো, বুঝতে পারতে কে হিরন্ময়!

এই যে মালটিস্টারিড বিল্ডিং...এই বাড়িটাই তৈরি হতো না...যদি হিরন্ময়কে ধরে আমি প্ল্যানটা বার করে না আনতাম! এ বাড়ির

প্রমোটারের, এই বত্রিশটা ফ্ল্যাটের প্রত্যেক মালিকের আমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

সুপ্রিয় ∫∫ কেন অন্যদের জড়াচ্ছো? বলো, এঁদো পাড়ায় থাকতে তোমার ঘেন্না হচ্ছিল, তাই একে তাকে ধরে এখানে এসে উঠেছ। যা করেছ, নিজের গরজে করেছ...নিজের সুখের জন্যে।

রূপা ∫∫ নিজের সুখের জন্যে করেছি!

সুপ্রিয় ∫∫ ডেফিনিটলি! নিজের বড়লোক বাপের সঙ্গে তাল ঠুকতে করেছ। ভাব দেখাচ্ছ, যেন সব আমাকে পাইয়ে দিতে।

রূপা ∫∫ আচ্ছা!শুধু আমিই চেয়েছি? তুমি কিছু চাওনি? বলোনি আমি লাখ দুয়েক যোগাড় করতে পারি, এক জায়গা থেকে ধার পেতে পারি-যদি তাতে একটা ফ্ল্যাটট্ল্যাট যোগাড় করা যায়-

সুপ্রিয় ∫∫ আমি ছোটোখাটো একটা দু'কামরার আস্তানার কথা বলেছিলাম-দমদম বিরাটি কি সোনারপুর বারুইপুরে। নিজেদের মাপের বাইরে এইরকম একটা মার্বেল প্যালেসের কথা থোড়াই বলেছিলাম।

রূপা ∫∫ আচ্ছা। জায়গা বড় উঁচু হয়ে গেছে, এই তো! তাহলে চলো, যেখানে ছিলে সেখানে ফিরে যাই!

সুপ্রিয় ∫∫ আমি এক্ষুনি তৈরি! নিজে পারবে কিনা ভেবে দ্যাখো...

রূপা ∫∫ সুপ্রিয়!

সুপ্রিয় ∫∫ অনেক চেষ্টা করে লড়াই করে এটা জুটিয়েছ রূপা! নিমুদা, হিরন্ময় সেন। এতো কাণ্ডের পর এক কথায় সব ছেড়েছুড়ে গেলে তোমারই বুক জ্বলবে। হয়ত আমাকে খুনই করে ফেলবে!

রূপা ∫∫ তুমি এমন করে কথা বলবে না আমার সঙ্গে।

সুপ্রিয় ∫∫ যা বলছি সত্যি কিনা?

রূপা ∫∫ ভারি একেবারে সত্যি চিনেছো দেখছি!

সুপ্রিয় ∫∫ সত্যি এই, আমার বাপ টিউশনি করে দিন চালিয়েছে, আমিও তাই চালাই। আমার পক্ষে ঐ ওলাইচণ্ডীতলায় ফিরে যাওয়াই ভালো। ব্যাক টু প্যাভেলিয়ান।

রূপা ∫∫ বেচারি সুপ্রিয়! (থেমে, কর্কশ গলায়) তোমার অবস্থাটা ঐরকম! সব চাই, কিন্তু মাপের মধ্যে চাই! চান করব, হাঁটু জলে চান করব-মাথার ওপরে না ওঠে জল!

সুপ্রিয় ∫∫ থামো! যতো বাঁদর লম্পটের কাছে মান সম্মান খুইয়ে তুমি আমার জন্যে সুবৃহৎ সুখ জুটিয়ে আনছ-এ যদি আগে জানতাম...(থেমে) হিরন্ময়ের কাছ থেকে প্ল্যান পাশ করাতে গিয়ে তার লাল মারুতি চেপে তোমায় ঘুরতে হয়নি? সে কি নির্মাল্য ব্যানার্জির মতো অল্পতেই তোমায় ছেড়ে দিয়েছিল! নিশ্চয় না!

রূপা ∫∫ তুমি যা ভাবছ, ঠিক আর উল্টো।

সুপ্রিয় ∫∫ উল্টো!

রূপা ∫∫ হিরন্ময় শান্ত, সভ্য ভদ্র ছেলে।

সুপ্রিয় ∫∫ বুঝলাম না।

রূপা ∫∫ ভালো ছেলে, সৎ ছেলে!

সুপ্রিয় ∫∫ তবে প্ল্যানটা আটকে রেখেছিল কেন?

রূপা ∫∫ ওর মনে হয়েছিল, ঐ প্ল্যান পাশ করা যায় না। প্রমোটার টাকা খাইয়েও ওকে টলাতে পারে নি! যখন দেখল, হিরন্ময় সেন বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার ক্লাসমেট ছিল, তখন ন্যাচারালি আমাকেই ধরেছিল প্রমোটার! আমিও দেখলাম, ফ্ল্যাটটা পেতে হলে....(থেমে) হিরন্ময়কে দিয়ে আমি ওটা পাশ করিয়ে আনি।

সুপ্রিয় ∫∫ বিনিময়ে?

রূপা ∫∫ কিচ্ছুনা। বরং একদিন আমিই ওর মারুতি গাড়িতে উঠে...ওর বুকে মাথা রেখেছিলাম!

সুপ্রিয় ∫∫ রূপা!

রূপা ∫∫ বুঝতে ভুল করেছিলাম। আমি ওকে নির্মাল্য ব্যানার্জি ভেবেছিলাম! ও আমাকে নামিয়ে দিয়েছিল গাড়ি থেকে। জোর করে। বিশ্রিভাবে অপমান করে...

[রূপা জানালা দিয়ে বাইরে দূরে তাকিয়ে।]

পরের দিনই প্ল্যানটা অবশ্য বার করে দিয়েছিল। আর ওর মুখোমুখি হইনি। চ্যাপ্টার ক্লোজড!

সুপ্রিয় ∫∫ এই জন্যেই বোধহয় বলছিলে কী করে কী হয়েছে সে ইতিহাস আর ঘাঁটবে না! দ্যাট চ্যাপ্টার ক্লোজড!...

রূপা ∫∫ (দু চোখ টলটল করে) ফুলের তোড়াটা এসে সব গোলমাল করে দিল! সুপ্রিয়, আমাকে ক্ষমা করো।

সুপ্রিয় ∫∫ ....হিরন্ময় নয়। না, এ ফুলের তোড়া হিরন্ময়ের নয়। হতে পারে না। (থেমে) মারুতি না হয়ে গাড়িটা যদি সাদা অ্যামবাসাডার হয়, আমি বলতে পারি লোকটা আমাদের প্রমোটার চঞ্চল রায়!

রূপা ∫∫ অসম্ভব না! লোকটা আশি সালের দামে এক পঁচাত্তরে ফ্ল্যাটটা দিয়েছে বলে, গায়ে পড়ে বন্ধুত্ব ফলাতে আসে।...চঞ্চল রায় যদি এ অসভ্যতা করে থাকে, আমিও তাকে ছাড়ব না। ওর অনেক কথা আমি জানি। এ বাড়ির মালমশলায় কতো ভেজাল মেরেছে, কন্সট্রাকশানে কোথায় ফাঁকিবাজি, সব জানি। শুধু চুপ করে আছি কম টাকায় আগের দামে ফ্ল্যাটটা দিয়েছে বলে। সব ফাঁস করে দেব!

[বলতে বলতে রূপা বাথরুমের দেয়ালের ফাটলটা পরীক্ষা করে।]

সুপ্রিয় ∫∫ চঞ্চল রায়দের গায়ে হাত দেওয়া অতো সোজা না। ডাইনে বাঁয়ে দু পকেটে ডাকসাইটে নেতাদের পুরে রেখেছে। কিন্তু চঞ্চল রায় হোক বা যেই হোক...একটা জিনিস পরিষ্কার...ঐ ফুলটা যে দিয়ে গেল, মিস্টার সিদ্ধিয়াকে সে ভালমত চেনে। সিদ্ধিয়া যে আমাদের পাশের ফ্ল্যাটে থাকে, সেটাও তার জানা!

রূপা ∫∫ হুঁ...সবই তার জানা!

সুপ্রিয় ∫∫ হুঁ, তোড়াটা গার্বেজে ব্যাগে ঢুকিয়ে দি?

রূপা ∫∫ নষ্ট করবে! এতো সুন্দর তোড়াটা! ওর তো কোনো দোষ নেই। থাক্ না পড়ে যেমন আছে!

সুপ্রিয় ∫∫ আর সুন্দর লাগছে না। তোড়াটাকে এখন একটা শয়তান লাগছে!

রূপা ∫∫ শয়তান ঐ তোড়ার মালিকটাই! আচ্ছা সুপ্রিয়, দেবজিতবাবু দিয়ে গেলেন না তো?

সুপ্রিয় ∫∫ দেবজিত ঘোষ!

রূপা ∫∫ পাড়ার নেতা!

সুপ্রিয় ∫∫ নেতা কী, বলো মনসবদার।

রূপা ∫∫ পারে না?

সুপ্রিয় ∫∫ দেবজীতরা সবই পারে! রাত বারোটায় লোকের বউকে ফুলের তোড়া ছুঁড়ে দিয়ে যাবার মধ্যে একটা মস্তানি আছে। আর দেবজিত ঘোষের মস্তানি তো এখন তুঙ্গে।

রূপা ∫∫ আমার আরো কেন মনে হচ্ছে জানো?

সুপ্রিয় ∫∫ ইলেকশানের চাঁদার ব্যাপারে!

রূপা ∫∫ হ্যাঁ, ইলেকশানের আগে বাড়ির প্রত্যেকটা ফ্ল্যাটের মালিকের কাছ থেকে দশ হাজার করে চাঁদা তুলেছে।

সুপ্রিয় ∫∫ আমাদের কেন জানি না ছাড় দিল!

রূপা ∫∫ ছাড়! ছাড় আবার কী? মানুষ হাড়ভাঙা খেটেও তার মনের মতো একটা কিছু পাবে না এই দেশে! তেত্রিশ কোটি মস্তানের পায়ে সেলামি না দিয়ে কিছু হবে না? নিজের বাড়িতে ঢোকারও যোগ্যতা হয় না!

সুপ্রিয় ∫∫ বলছ, দেবজিত ঘোষই দিয়েছে?

রূপা ∫∫ হুঁ! কেন বলছি জানো, সেদিন মিন্টো পার্কের পাশে দাঁড়িয়ে আছি, একটা গাড়ি এসে থামল। দেবজিত ঘোষ! মুখ বাড়িয়ে বললে, তোমাদের চাঁদা মাপ করে দিলাম রূপা। আমাকে কিন্তু ভুলে যেয়ো না!

সুপ্রিয় ∫∫ (চমকে) আমাকে ভুলে যেয়ো না!

রূপা ∫∫ ঠিক এই কথাগুলো...আমার স্পষ্ট মনে আছে। ভুলে যেয়ো না রূপা, দরকার পড়লেই আমার কাছে আসবে। তুমি না এলে আমিই তোমার কাছে যাবো...যে কোনো সময় তোমার নতুন ফ্ল্যাটে হানা দেব।

সুপ্রিয় ∫∫ (ভয়ে) বলেছিল!

রূপা ∫∫ বলার মধ্যে একটা দাবি, এটা জমিদারি চাল। যেন বলতে চায়, আমার এলাকার ফ্ল্যাটে উঠছ...তুমি আমার প্রজা।

সুপ্রিয় ∫∫ (চমকে) ও কী!

রূপা ∫∫ কী হলো?

সুপ্রিয় ∫∫ কীসের যেন শব্দ হলো?

রূপা ∫∫ শব্দ! কই?

সুপ্রিয় ∫∫ হ্যাঁ! হ্যাঁ! কী যেন ফাটল! ফেটে চৌচির হল!

[সুপ্রিয় টর্চ নিয়ে ছুটে বাথরুমে ঢুকল।]

রূপা ∫∫ কী দেখছ?

সুপ্রিয় ∫∫ ফাটলটা...

রূপা ∫∫ দেখতে হবে না।

সুপ্রিয় ∫∫ বাড়ল কি না...

রূপা ∫∫ আরে না না, ক্রেনের শব্দ!

সুপ্রিয় ∫∫ ক্রেন!

রূপা ∫∫ রাস্তায় পাইপ বসাচ্ছে। ক্রেনট্রেন চলছে।

সুপ্রিয় ∫∫ রাস্তার শব্দ সাততলার ওপরে...?

রূপা ∫∫ রাতের শব্দ বহুদূরে যায়! ঐতো, শুনতে পাচ্ছো না?

সুপ্রিয় ∫∫ হুঁ! ক্রেন! হুঁ, গোড়াতে চাঁদটা মিটিয়ে দিলে এতোদূর গড়াতো না ব্যাপারটা।

রূপা ∫∫ থাক ফুলের তোড়াটা। কাল আমি ওর বাড়ি ছুঁড়ে দিয়ে আসব।

সুপ্রিয় ∫∫ ওসব করতে যেয়ো না। চেপে যাও। এবার কিন্তু আমায় ভয় করছে রূপা! ইচ্ছে করলেই যে কোনো সময় এরা আমাদের পাড়াছাড়া করতে পারে।

রূপা ∫∫ থামো তো। এদের ভয় করলেই এরা মাথায় চড়ে! একটা ধাক্কা মারো, কুপোকাত! যতো খড়ের কার্তিক!

সুপ্রিয় ∫∫ বোকার মতো কথা বলো না। ওরা যে কোনো সময় যে কারো দিকে পিস্তল টিপতে পারে-তুমি আমি পারি? এতোক্ষণ ভাবছিলাম কেউ বোধহয় হ্যাংলার মতো তোমায় প্রেম জানিয়ে গেল। তা কিন্তু না। এই কার্ডটা একটা থ্রেট। হুমকি!

রূপা ∫∫ হুমকি!

সুপ্রিয় ∫∫ ঐ যে! আমাকে ভুল যেয়ো না। মানে কী? মানে আমি সর্বশক্তিমান। আমাকে ভুলে গেলে সর্বনাশ হবে।

রূপা ∫∫ এখানে কি আমরা টিকতে পারব না সুপ্রিয়? কেবল ভয়...ভয়...ভয় তাড়া করে বেড়াবে! আশ্চর্য, একতোড়া ফুলকে আর ফুল বলে মনে হচ্ছে না-মনে হচ্ছে বোমা!

সুপ্রিয় ∫∫ (হঠাৎ টলে ওঠে) রূপু, বাড়িটা কি কেঁপে উঠল।

রূপা ∫∫ কখন?

সুপ্রিয় ∫∫ এক্ষুনি!

রূপা ∫∫ না তো!

সুপ্রিয় ∫∫ কী রকম দুলে উঠল। ভূমিকম্প!

রূপা ∫∫ তোমার মাথা! টেনশনে শরীর গরম হয়ে গেছে।

সুপ্রিয় ∫∫ রুপু, চলো কাল ভোরবেলা দুজনে মিলে যাই-

রূপা ∫∫ কোথায়? ওলাইচণ্ডীর বাসায়! ফিরে যাবো? মাথা নিচু করে...?

সুপ্রিয় ∫∫ না, না চলো দেবজিত ঘোষের কাছে যাই।

রূপা ∫∫ কেন?

সুপ্রিয় ∫∫ চলো, ধন্যবাদ জানিয়ে আসি। আচ্ছা, তুমি একাই যাও। গিয়ে বলবে, আমরা খুব খুশি আপনার উপহারে। বিশেষ করে আমার স্বামী! আমার নমস্কার জানাবে।

রূপা ∫∫ বাঃ! রাতদুপুরে বাড়ির দরজায় চড়াও হয়ে অসভ্যতা করে যাবে, আর আমি যাবো তাকে আমার স্বামীর হয়ে নমস্কার জানাতে? চোরটা কে? তুমি না সে?

সুপ্রিয় ∫∫ আমি! রুপু আমি! আমি চোর!...মনে হয় দেবজিত সব জানে। তাই এতো সাহস!

রূপা ∫∫ কী জানে! এই সুপ্রিয়, কাঁপছ কেন? আরে ঘামছ যে! কী হয়েছ বলবে তো...

সুপ্রিয় ∫∫ রুপু..মিস্টার ধানুকর টাকাটা...না, আমি বলত পারব না!

রূপা ∫∫ আরে! কী হয়েছে তোমার? ধানুকার টাকাটা?

সুপ্রিয় ∫∫ ধানুকার টাকাটা....টাকাটা ধার না!

রূপা ∫∫ ধার না?

সুপ্রিয় ∫∫ না, মাধ্যমিকের প্রশ্নপত্র ধানুকার ছেলের কাছে বিক্রি করেছি আমি।

রূপা ∫∫ সুপ্রিয়! কী বলছ তুমি!

সুপ্রিয় ∫∫ আস্তানা...একটা মাথা গোঁজার আস্তানা করব বলে...আমি ঐ প্রশ্নপত্র ফাঁস করার রাকেটে জড়িয়ে গেছি! ছেলের পাশের জন্যে ধানুকা দুলক্ষ টাকা দেবে-মাথা ঠিক রাখতে পারলাম না রুপু...(আচমকা রূপাকে আঁকড়ে ধরে)...কাঁপছে-বাড়িটা কাঁপছে। রুপু...রুপু...

রূপা ∫∫ চেঁচিয়ো না। লোকে পাগল বলবে। হাইরাইজে একটা ভাইব্রেশন উঠতেই পারে।

সুপ্রিয় ∫∫ আরে না, পড়েই যাচ্ছিলাম। তুমি কিছু টের পেলে না!

রূপা ∫∫ নতুন বাড়ি...কাঁপবে কেন সুপ্রিয়? কাঁপছি আমি! টের পাচ্ছো না? (সুপ্রিয়র হাত নিজের গায়ে চেপে) ভেঙে চুরে যাচ্ছে আমার মধ্যে! সুপ্রিয়, তুমি...তুমিও শেষে রাকেটে...

সুপ্রিয় ∫∫ আমার বাবার দরিদ্র শিক্ষক ছিলেন.....কিন্তু বড় তৃপ্ত মানুষ ছিলেন! আর আমি....

একটা লোভী! রুপু...(আর্তনাদ করে) ঐ! ঐ আবার দুলছে! বাড়িটা ভেঙে পড়বে!

রূপা ∫∫ না! পাগলামি করো না।

সুপ্রিয় ∫∫ পাগলামি কেন? পড়ছে তো ভেঙে। কলকাতায় পরপর কটা বহুতল ভেঙে পড়ল! সব এইরকম রাত্তিরে। বাড়ি ভর্তি মানুষ ইট কাঠ চাপা পড়ে মরল। (ছুটে বাথরুমে যায়) সর্বনাশ! ফাটলটা বেড়েছে! ডাকি, ডাকি, সবাইকে ডাকি...

রূপা ∫∫ কাউকে ডাকতে হবে না। যে যেমন ঘুমুচ্ছে ঘুমুতে দাও। কাঁপুনি আমরাই পেলাম! বাড়িটায় এত লোক! কাঁপলে একজনও কি জেগে উঠত না? চেঁচাত না?

সুপ্রিয় ∫∫ হুঁ। কোনো সাড়া শব্দ নেই যখন...। রুপু, সত্যি আমি যে কী করে এতো নিচে নামলাম।

রূপা ∫∫ তুমি একা না! তুমি আমি...আমরা সবাই!....শোবে এসো। রাত তো ফুরিয়ে এলো....

সুপ্রিয় ∫∫ না, বসেই থাকি! যদি আবার দুলে ওঠে। অন্তত আমরা জেগে থাকলে ডেকে দিতে পারব।

রূপা ∫∫ এতো আরেক ভয় জুটলো! রাতটা কি ভয় আর আতঙ্ক নিয়েই শেষ হবে!

সুপ্রিয় ∫∫ আচ্ছা, প্ল্যানটায় কোনো গোলমাল ছিল না তো? সব ঠিক ছিল!

রূপা ∫∫ সব ঠিক ছিল। সব ঠিক আছে।

সুপ্রিয় ∫∫ কন্সট্রাকশান? মাল মেটিরি়াল্স ঠিকঠিক ছিল তো!

রূপা ∫∫ সব জায়গায় যেমন ঠিক থাকে....আমাদেরও তাই আছে সুপ্রিয়, আমরাও তেমনি ঠিক আছি-

সুপ্রিয় ∫∫ (হঠাৎ) ঐ যে! আবার দুলছে। রূপা....রূপা....

রূপা ∫∫ সুপ্রিয়....সুপ্রিয়...বাইরে না, আমাদরে বুকের মধ্যে ভাঙচুর হচ্ছে!

[বাড়ি ভাঙার শব্দ। কোলাহল-আর্তনাদ! রূপা আর সুপ্রিয় পরস্পরকে জড়িয়ে পরিত্রাহি চিৎকার করছে।]

রূপা ও সুপ্রিয় ∫∫ বাঁচাও! বাঁচাও...

[সুপ্রিয় জানলা খুলে দেয়।]

সুপ্রিয় ∫∫ না....না....আমাদের না...ঐ যে, ঐ বিল্ডিংটা! ঐ দশ নম্বর বাড়িটা ভেঙে পড়েছে। ঐ যে...

রূপা ∫∫ আমাদের না! ঠিক বলছ বেঁচে গেছি? বেঁচে আছি আমরা?

[উত্তেজনায় কাঁদছে দুজনে-দূরের ভাঙা বাড়ির দিকে তাকিয়ে।]

যবনিকা

অষ্টধাতুঃআট

মঞ্চে চিত্রে
চরিত্রলিপি

চিত্রাভিনেতা

মঞ্চাভিনেতা

রচনা-১৯৮১

প্রথম প্রকাশ-আনন্দবাজার পত্রিকা ১৭ মার্চ ১৯৮৫

মঞ্চে চিত্রে

মঞ্চাভিনেতা মঞ্চে থাকেন,
চিত্রাভিনেতা চিত্রে
বিধির বিধানে বা কীসে কে জানে
মিলন হইল দুই মিত্রে

চিত্রাভিনেতা ∫∫ (এক ভুরু তুলে, এক চোখ ছোট করে) ওহে, শুনলুম কোন্ এক নাটকে চাষি-যুবকের পার্ট করে তুমি নাকি থিয়েটার ফাটিয়ে দিচ্ছ!

মঞ্চাভিনেতা ∫∫ (স্বগত) তোমার তো গা চিড়বিড় করবেই। (প্রকাশ্যে) তুমিই তো ভাই চাষি মজুরের পার্টে এক্সপার্ট! কত ছবি ফাটিয়েছ। (অনুচ্চ স্বরে) ধেড়িয়েছ।

চিত্রাভিনেতা ∫∫ কিছু মনে করো না ভাই, "থিয়েটারের চাষি" শুনলেই আমার হাসি পায়।

মঞ্চাভিনেতা ∫∫ কেন ভাই? থিয়েটারের চাষি তো তোমার পাকা ধানে মই দেয়নি।

চিত্রাভিনেতা ∫∫ কস্মিনকালেও না। মই দেবে কি, থিয়েটারের চাষি কি কোনদিন একগাছা ধানের শিষে কাস্তে ছোঁয়াতে পারবে? সেটাই তো আমার পয়েন্ট!

মঞ্চাভিনেতা ∫∫ পয়েন্টটা ধরতে পারছি না-

চিত্রাভিনেতা ∫∫ আরে বাপু, তোমাদের নাচনকোঁদন সব তো ঐ রঙ্গমঞ্চের মধ্যে-ঐ বিশ-বাই-ত্রিশের কাঠের কিংবা সিমেন্টের প্ল্যাটফর্মের বুকে। সত্যিকার ধানের শিষ সেখানে খোড়াই পাচ্ছ তুমি! চাষি হয়েছ-কোনদিন মাঠের ধুলোয় পা রেখেছ? জলে কাদায় হাঁটতে পেরেছ? সত্যিকার ভারী লোহার কোদাল দিয়ে মাটি কুপিয়েছ, কোপাতে পেরেছ মঞ্চে?

মঞ্চাভিনেতা ∫∫ মঞ্চের ওপর মাটি কোথায় পাবো ভাই? লোহার কোদাল চালানোরও পারমিশান নেই। মঞ্চটাই যদি কুপিয়ে রাখি, কোথায় গিয়ে করে খাবো?

চিত্রাভিনেতা ∫∫ তাই তো বলছি। একটা পলকা টিনের খেলনা-কোদাল নিয়ে তোমরা স্টেজের ওপরে মাটিকাটার অঙ্গভঙ্গি করো, বড-ল্যাংগুয়েজ প্রদর্শন করো। আরে রিয়েল কোদাল...অ্যাকচুয়াল কোদাল...এইরকম মাথার ওপর তুলে মাটিতে আছড়ে ফেলার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ...হ্যা হ্যা অ্যাকচুয়াল শিহরণ কোনদিন পেলে? বুক পিঠের পেশী ভেতরের টানে কেঁপেছে কোনদিন?

মঞ্চাভিনেতা ∫∫ তোমার কেঁপেছে?

চিত্রাভিনেতা ∫∫ আলবৎ। এই তো বোলপুরের মাঠে আউটডোর সেরে ফিরছি। মাটি কোপানোর দৃশ্য গ্রহণ করা হল। দশটা শট দিলুম। দ্যাখো, গায়ে হাত রেখে দ্যাখো, এসব জায়গা এখনো থথর করছে! এক্সপিরিয়েন্স! মাইম নয় ভাই, বাস্তব অভিজ্ঞতা। সিনেমায় রয়েছে জীবন-অ্যাকচুয়াল রিয়্যালিটি।

মঞ্চাভিনেতা ∫∫ (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) সে কথা যদি বলো, কেবল ড্রয়িংরুমের দৃশ্যেই এক কাপ অ্যাকচুয়াল চা খাবার অনুমতি মেলে কখনো সখনো। নইলে স্টেজের ওপর ঘোড়দৌড়ও যা-পাঁঠাকাটাও তাই-ঐ জাতীয় সব ক্রিয়াকলাপই বডি-ল্যাংগুয়েজে সারতে হয়। তোমাদের কথা আলাদা-তোমরা ক্যামেরা নিয়ে বনে জঙ্গলে মাটে ঘাটে চলমান বাস্তব জীবনে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারো। আমরা যে খাঁচার পাখিরে ভাই, বিশ-বাই-ত্রিশ প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে শেকলে বাঁধা।

চিত্রাভিনেতা ∫∫ খাঁচার পাখি, পাখি নয়রে ভাই-মঞ্চের চাষিও নয় সত্যিকারের চাষি! তোমরা জল থেকে নির্বাসিত বরফে-ঢাকা

চুপড়ির মাছ। বলি, কোনদিন নদীর স্রোতে গা ভাসিয়েছ?

মঞ্চাভিনেতা ∫∫ তুমি ভাসিয়েছ?

চিত্রাভিনেতা ∫∫ আলবাৎ। এই তো সেদিন মুর্শিদাবাদে গঙ্গা সাঁতরে পার হলুম। পরপর বারোটা শট দিলুম।

মঞ্চাভিনেতা ∫∫ (মরমে মরে গিয়ে) আমাদের গঙ্গা মহাদেবের জটা বেয়ে নামেনি ভাই, নেমেছে আলোকশিল্পীর মাথা থেকে। থান কাপড়ে আলো ফেলে গঙ্গা সৃষ্টি করা হয়। নেপথ্যে লুকিয়ে থেকে দুমড়ো ধরে দুজনে নাচায়-ঐ আমাদের ঢেউ!

চিত্রাভিনেতা ∫∫ আর তোমাদের গাছ? সে তো পেপার পালপের! ...ফুল? সে তো প্লাস্টিকের! ...লতাপাতা? সে তো ফোমের ন্যাতা!... আকাশ? সাইক্লোরামা! হ্যা হ্যা হ্যা... সব সাজানো, সব বনানো... থ্রাইস অফ দ্য ট্রুথ... বাস্তব থেকে তিনশো মাইল দূরে... বহু হাত ফেরতা! (খুচরো হাসির ফাঁকে দম নিয়ে) চলে এসো ভাই, ফিলমে চলে এসো... চলমান জীবনের মধ্যে নেমে এসো... গতির মধ্যে নেমে এসো! সিনেমা আসার পরে থিয়েটার অচল, নেহাৎ বালক্রীড়া! মিথ্যে!

মঞ্চাভিনেতা ∫∫ (খেপে) জ্ঞান দিয়ো না। ঐ মিথ্যেকেই একবার সত্যি বলে দাঁড় করাও তো দর্শকের চোখে...বুঝি তোমার কেরামতি! লোহার কোদাল চালালে সবারই গা-হাত-পা টনটন করে, টিনের কোদাল কাগজের কোদাল নিয়ে সেই টনটনানিটা জাগিয়ে তোল দেখি পেশীর ওপর... স্টেজে দাঁড়িয়ে তৎক্ষণাৎ! (পাল্টা হাসি ছুঁড়ে) তার জন্য ফিজিকাল অ্যাক্টিং জানা দরকার রে ভাই... মঞ্চমায়া সৃষ্টি করবার ছলাকলা শেখা চাই। অনুশীলন দরকার। খালি ঢুলুঢুলু চোখে নায়িকার দিকে ঘাড় বাঁকিয়ে মুচকি মুচকি হাসলেই হয় না। নাভির শেকড় থেকে দম টেনে নিয়ে বুক ফাটিয়ে একবার হাসতো শুনি! সে কলজে থাকা চাই। (দম নিয়ে) থিয়েটারে ঢোকা, সব শিখিয়ে দেব।

চিত্রাভিনেতা ∫∫ খামাকা নাভির শেকড় ধরে টানাটানি করতে যাবো কেনো? আমি তো সন্তযোগী না, কুস্তিগীরও না। আমি অ্যাকটর...

মঞ্চাভিনেতা ∫∫ তবে আমিও বা মাঠে ঘাটে জলকাদা ঠেঙাতে যাবো কোন দুঃখে? যেটা না করেও আমি কাজের কাজটা করতে পারি? একেই তো বলে অভিনয়....

চিত্রাভিনেতা ∫∫ দূর! অস্বাভাবিক অভিনয়! একটা কৃত্রিম পরিবেশের মধ্যে কৃত্রিম ক্রিয়াকলাপ...

মঞ্চাভিনেতা ∫∫ কৃত্রিমতা তোমাদের নেই? আজ না হয় আউটডোর সেরে গায়ের ব্যথাটুকু নিয়ে আদিখ্যেতা করছ-হলপ করে বলতে পারো বোলপুরের ঐ ধানক্ষেত কোনদিন ইনডোরে স্টুডিয়ো ফ্লোরে বানানো হবে না? কয়েক বস্তা বালি ছড়িয়ে কোন দিন মরুভূমি বানাওনি তোমরা? মাটির ঢিবির ওপর চুন ছড়িয়ে তৈরি হয়নি তোমাদের তুষারবৃত হিমগিরি? তখন কোথায় থাকে অ্যাকচুয়াল রিয়্যালিটির অকৃত্রিম প্রতিফলন? আরে অচল রেলগাড়ির পেছনে সিন টানাটানি করে যারা চিরকাল মুম্বাই একসপ্রেস চালিয়ে এলো-

চিত্রাভিনেতা ∫∫ অ্যাই, অ্যাই-ওটা আমরা তোমাদের থিয়েটারের কাছ থেকে শিখেছি। সিনেমার বয়স তো বেশি না-ছেলেমানুষ। তোমাদের ঐ বুড়ো স্টেজের দেখাদেখি তার মতো ক্রাচে ভর দিয়ে হেঁটে ফেলেছে। তবে হ্যাঁ, বুড়োর জাদু আমরা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছি, সর্বতোভাবে করছি-দ্রুত কাটিয়ে উঠছি-

মঞ্চাভিনেতা ∫∫ আগে পুরোটা ওঠো-তারপর বলো। হ্যাঁ, আমরা মঞ্চের ওপর কার্টবোর্ডের তৈরি খেলনা রেলগাড়ি চালাই-দর্শকের সামনেই চালাই-ঢাকাঢাকি করি না। আমরা বস্তুর বাহ্য চেহারা নিয়ে মাথা ঘামাই না। বস্তুর আদলটুকু দেখিয়ে জীবন্ত মানুষের রি-অ্যাকশান দেখাই। শুদু রেল কেন, মঞ্চে ঘোড়া তুলতে হলে মানুষকেই ঘোড়া সাজাই। দর্শক আপত্তি করে না। থিয়েটারের দর্শক বস্তুজগত দেখতে আসেনা, আসে মানুষের অন্তর্জগত বুঝতে।

চিত্রাভিনেতা ∫∫ আর্শ্চর্য! মানুষ সাজিয়ে ঘোড়া বানাও, তাও লোকে দেখে? ঘোড়ার বদলে মানুষ!

মঞ্চাভিনেতা ∫∫ তুমি সাঁতার জানো?

চিত্রাভিনেতা ∫∫ জানতুম। অনেকদিন অভ্যাস নেই। কেন?

মঞ্চাভিনেতা ∫∫ বল্লে কিনা মুর্শিদাবাদের গঙ্গা পার হয়েছ?

চিত্রাভিনেতা ∫∫ আমি না, আমার ডামি পার হয়েছে। (চারিদিকে চোরা দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে) ধরা যাবে না, ক্যামেরা এমন অ্যাঙ্গেলে বসানো হয়েছিল-

মঞ্চাভিনেতা ∫∫ আমরা মানুষ সাজিয়ে ঘোড়া বানাই-তোমরা মানুষকে মানুষ বদলে দাও। না, এতো সুবিধে আমাদের নেই ভাই। ইনটারভ্যালে ভেদবমি হলেও দ্বিতীয় অঙ্কে ঐ নিয়েই আমাকে নামতে হবে, নামতেই হবে। কিন্তু সাবধান ভাই, তোমাদের ক্যামেরা একদিন এমন অ্যাঙ্গেলে বসবে, তোমার অভিনয় তোমার ডামিই সেরে দেবে। তোমাকে আর ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতেই দেবে না। যাক, আসল-নকল, সত্য-মিথ্যা, স্বাভাবিক-কৃত্রিম নিয়ে আর তর্কাতে চাই না-শুধু একটা কথা জিগ্যেস করি। যখন তোমার সামনে কামানের মত ক্যামেরা বসেছে-ক্যামেরাটির পেছনে কালোকাপড় মুড়ি দিয়ে গোলন্দাজের মতো হুমড়ি খেয়ে আছেন ক্যামেরাম্যান-ডাইনে বাঁয়ে সামনে পেছনে আরো দশজন তোমার মুখের ওপর রিফ্লেকটার ধরে আছেন, পরিচালক হাঁক দিচ্ছেন 'স্টার্ট সাউণ্ড-স্টার্ট ক্যামেরা-অ্যাকশন'-তখন কোন্‌টা আসল গাছ কোন্‌টা প্লাস্টিকের-পায়ের তলায় মাটি না সিমেন্ট-এ বোঝার মত জ্ঞান কি থাকে তোমার? থাকে কোনো অভিনেতার? না বুকের মধ্যে একঝাঁক চড়াইপাখি তখন চান করতে শুরু করে?

চিত্রাভিনেতা ∫∫ আঃ চেঁচাও কেন? থিয়েটার করে কিছু না পাও, হেঁড়ে গলাটি পেয়েছ। হচ্ছে সমপেশার ভাইয়ে ভাইয়ে কথা, তাও সপ্তম পর্দায়! (দামি সিগারেট বার করে ঠুকতে ঠুকতে) সব ব্যাপারটাই তোমাদের লাউড! যেমন কণ্ঠস্বর তেমনি মেকআপ... সবটাই জ্যাবড়া! আবেগ প্রকাশে বাড়াবাড়ি... হাসবে একরাশ... কাঁদবে একরাশ... অকারণে মাথা-হাত-পায়ের ঝাঁকাঝাঁকি... লম্ফঝম্ফ! বেড সিনে মনে হয় লাঠিখেলা করছ। না-না তোমাদের দিয়ে সূক্ষ্ম মিহি অন্তরঙ্গ অভিনয় এ জন্মে সম্ভব নয়।

মঞ্চাভিনেতা ∫∫ (গলা নামিয়ে) মেনে নিচ্ছি। (একজোড়া পান গালে ঢুকিয়ে) নিত্য হাজার দুহাজার দর্শকের মুখোমুখি হতে হয়-তার মধ্যে কেউ হাসছে, কেউ কাশছে, কেউ বাচ্চা থাবড়াচ্ছে... গলা না চড়িয়ে উপায় কী ভাই? আমরা থিয়েটারের লোকেরা ধরে নিই দর্শক মাত্রই শত্রু-আর পেছনের সারির দর্শক হলো অন্ধএবং বধির। বাড়াবাড়ি না করলে তাদের কাছে পৌঁছুবো কেমন করে?

চিত্রাভিনেতা ∫∫ সেদিকে আমাদের কতো সুবিধে ভাবো। ফিসফিসানি, ছোট্ট গলা ঘড়ঘড়ানি, খাটো দীর্ঘশ্বাস, চাইকি জিবের সঙ্গে ঠোঁটের সংস্পর্শে যে তুত্‌তু আওয়াজটি হয়-সব পরিস্কার পরিচ্ছন্নভাবে টেপ রেকর্ডারে ধরে রাখা হয়। পিঁপড়ের পায়ের মতো চোখের কোণের ক্ষুদে ক্ষুদে ভাঁজ... মায় চিবুকের তিলটি পর্যন্ত ক্লোজআপে ধরা থাকে।

মঞ্চাভিনেতা ∫∫ আমাদের তিল ভাই তুলো দিয়ে তালের আকারে বানাতে হয়। (লম্বা করে পানের পিক ফেলে) নইলে দূরের দর্শক ঠাহর করতে পারে না। আমাদের তো তোমাদের মতো অত যন্ত্রপাতির ব্যাকিং নেই-ক্যামেরার জুম লেনসও নেই।

চিত্রাভিনেতা ∫∫ তাই তো বলছি, চলে এসো সিনেমায়। দেখবে ঝুঁকি কতো কম। একটা শট-এর পাঁচরকম টেকিং হবে... পরিচালকমশাই পাঁচটা থেকে একটা বেছে নেবেন... তার মধ্যেও যদি একটু আধটু গোলমাল চোখে পড়ে-সম্পাদক মশাই কয়কেটা ফ্রেম ছেঁটে বাদ দিয়ে দেবেন। ধরো আজ তোমার গলা ভেঙে গেছে, কোই বাত নেই, যেদিন গলাটি ঝকঝকে তকতকে হবে সেদিন সাউণ্ড স্টুডিয়োর নিঃশব্দ ঘরে শব্দযন্ত্রী মশাই তোমার সংলাপ ফের রেকর্ড করে নেবেন।

মঞ্চাভিনেতা ∫∫ হুঁ! আমাকে কিন্তু সেই ভাঙা গলা নিয়েই থিয়েটারে চেঁচাতে হবে।

চিত্রাভিনেতা ∫∫ তবে? সিনেমা কখনো থিয়েটারের মতো নাড়িবাঁধা নয়। আমার ছবি চলবে প্রেক্ষাগৃহে, আমি বাড়ি বসে ঘুমোব। সত্যি ভাই, রোজ রোজ গাদা গাদা লোকের সামনে দাঁড়িয়ে কী যে সুখ পাও!

মঞ্চাভিনেতা ∫∫ (উদ্দীপ্ত কণ্ঠে) ওটাই আমাদের চ্যালেঞ্জ! আমি মঞ্চে গিয়ে দাঁড়াবো, আমার পরিচালকও তখন পাশে থাকবেন না,

সম্পাদকও না, শব্দযন্ত্রীও না। আমি একা। একদিকে নিজের অভিনেয় চরিত্রটি ফোটাবো আর একদিকে শত্রুভাবাপন্ন দর্শকদের বশ করব, সহশিল্পীদের ভুলচুকও সামলাবো। একটা-আমি অভিনয় করবে, আর একটা-আমি চারদিকে পাহারা দেবে। আমিই আমার সম্পাদক, আমিই আমার শব্দযন্ত্রী। আমিই আমার ভাগ্যনিয়ন্তা। আমার সার্বভৌম কর্তৃত্ব। অর্জুনের মনোযোগ, ভীষ্মের সহনশীলতা, কর্ণের বিক্রম আর শ্রীকৃষ্ণের রিফ্লেকস বা তাৎক্ষণিক প্রত্যুৎপাদন ক্ষমতা নিয়ে গড়ে ওঠে একজন মঞ্চাভিনেতা, একটি বহুমুখী ব্যক্তিত্ব। তোমাদের মতো সব দায়দায়িত্ব পরিচালক সম্পাদক শব্দযন্ত্রী কি প্রর্দশকের কাঁধে চাপিয়ে আমরা বাড়ি বসে ঘুমোই না। প্রতি রাত্রে সরাসরি দর্শকের মোকাবিলা করি। এক দারুণ উন্মাদনা। ঢুকেই দ্যাখো না থিয়েটারে-

চিত্রাভিনেতা ∫∫ মাপ করো ভাই-হাজার হাজার লোকের ভীড়ে অভিনয়ের ছোট ছোট কাজ মার খাবে-

মঞ্চাভিনেতা ∫∫ না না খুলবে। যখন হাজার হাজার দর্শকের হাততালি শুনতে পাবে, কিংবা যখন পূর্ণ রঙ্গালয় হাসি কাশি ভুলে স্তব্ধ হয়ে তোমার কথা শুনবে... দেখবে লম্ফঝম্ফ ছেড়ে কত ছোট ছোট কাজ করছো তুমি। নাটকের মধ্যে ডুবে গিয়ে কতো অজস্র বিন্দু বিন্দু মণিমুক্তো তুলে আনছ-যার হিসেব নাট্যপরিচালকও তোমাকে দিতে পারেননি। সে যে কী অভিজ্ঞতা তুমি বুঝবেন। পর্দায় ছায়া হয়ে আছো-জ্যান্ত দর্শক আর জ্যান্ত অভিনেতার মধ্যেকার জলজ্যান্ত লেনদেনের আনন্দ তুমি আন্দাজ করতে পারবে না। এ সুখ পাবেন সেই গায়ক-সমঝদার শ্রোতার সমাবেশে যিনি নিজেকে মেলে ধরেন। পাবেন একজন অধ্যাপক, কৌতূহলী ছাত্রের তৃষ্ণা মেটাতে যিনি নিজেকে নিঃশেষিত করতে প্রস্তুত।

চিত্রাভিনেতা ∫∫ বড় বেশি কথা বলো তুমি। সব সময় যেন থিয়েটার করছ! (হাঁ করে সিগারেটের ধোঁয়ার চাকা ছুঁড়তে ছুঁড়তে) নাটকে তোমাদের গাদা গাদা কথা থাকে কেন? বলে বলে শেষ করা যায় না।

মঞ্চাভিনেতা ∫∫ সিনেমায় তোমাদের অতো ছবি কেন?

চিত্রাভিনেতা ∫∫ যাব্বাবা, ছবিই তো সিনেমা। সিনেমায় ছবিই তো কথা বলে-

মঞ্চাভিনেতা ∫∫ আমরা কথা দিয়েই ছবি আঁকি, তাই অতো কথা! অদৃশ্য নেপথ্য, দূর অতীত, অনাগত ভবিষ্যৎ-সব কিছুকে কথার সুতোয় সেলাই করে আমরা নকশিকাঁথা বানাই। তোমাদের আছে ছবির মন্তাজ, আমাদের কথার মন্তাজ!

চিত্রাভিনেতা ∫∫ যাই বলো, ও আড়াই ঘণ্টার নাটকে একটানা অভিনয় করা বেশ ক্লান্তিকর! আমাদের তো ধরো, একটা ছবির শুটিং চলে মাস কয়েক ধরে। দিনে বড়জোর পাঁচ সাতটা শট দিই। টোটাল সময় বড় জোর পনেরো মিনিট।

মঞ্চাভিনেতা ∫∫ এত টুকরো টুকরো করে কাজ করো কি করে ভাই? খেই হারিয়ে যায় না?

চিত্রাভিনেতা ∫∫ ওটাই যে আমাদের কাজের চ্যালেঞ্জ! আজকের আবেগ, আজকের অভিব্যক্তি এক মাস বাদে ফিরিয়ে আনতে হবে। নিমেষে ডুব দিতে হয় অতীতে। মাছের মতো বিনা প্রস্তুতিতে ডুব দেবার ক্ষমতা অর্জন করতে হয়। (সিগারেটে ঘনঘন টান দিয়ে) এই আমাকেই ধরো না-আজ মাটি কেটেছি-কাল সকালে মরব-পরশু শালির সঙ্গে রসিকতা করব-বিয়ের সিনটা ধরা হবে তার দুমাস পরে-

মঞ্চাভিনেতা ∫∫ বিয়ের আগেই তোমরা শালি পেয়ে যাও-আমরা বিয়ে করেও পাই নারে। ভাই ফিল্ম-অ্যাকটর।

চিত্রাভিনেতা ∫∫ তবে? তাও যে বিয়ের দৃশ্যটা একটানা গ্রহণ করা হবে, তাও না। সকালবেলায় ও মালা দিল, সারাদিন পুরুত নাপিতে রি-অ্যাকশন টেক করা হলো-সন্ধেবেলা আমি মালা দিলুম। আগু পিছু... এগিয়ে পিছিয়ে...

মঞ্চাভিনেতা ∫∫ বুঝেছি বুঝেছি। ছাতে ওঠার সিঁড়িতে পঁচিশখানা ধাপ। আগে চোদ্দো নম্বরে পা দেবে... তারপর তিন নম্বরে... তারপরে তেরো নম্বরে...

চিত্রাভিনেতা ∫∫ ধরেছ ঠিকই... তবে না বুঝেই ধরেছ। ঐ যে বললে পা দেওয়া, ঠিক তাই। কখনো একটা শটে পায়ের ক্লোজ আপ

নেওয়া হলো-কখনো বা হাতের, কখনো কাঁধের গামছাটায়। মানে সব সময় যে শটের মধ্যে গোটা আমাকেই থাকতে হবে, তাও নয়। আমার হাত পা আঙুলের ডগাটুকু থাকলেও চলবে। (মঞ্চাভিনেতার চোখ কপালে ওঠে) কী? মনে হচ্ছে ব্যাপারটা এবার তোমার মনে ধরেছে?

মঞ্চাভিনেতা ∫∫ না ভাই, দেহটাকে খণ্ড খণ্ড করে অভিনয় করতে পারব না। সর্বাঙ্গ দিয়ে অভিনয় করি। এক পা গ্রিনরুমে, আর এক পা স্টেজে-এমন কখনো আমাদের হয় না। নাটক ধাপে ধাপে এগোয়। ক্লাইম্যাকসের ছাতে উঠতে সিঁড়ির ঐ পঁচিশটা ধাপ ক্রমানুসারে পার হতে হবে। আচ্ছা ভাই, এই যে কতো মাস ধরে টুকরো টুকরো শট দিয়ে যাও, এতে কি অভিনয়ে চরিত্রের পূর্ণ জীবনের পরিপূর্ণ স্বাদ তুমি কখনো পাও?

চিত্রাভিনেতা ∫∫ তার কি খুব দরকার আছে?

মঞ্চাভিনেতা ∫∫ নেই? যে চরিত্রটা আমার মধ্যে ভর করেছে, তার সমগ্র আস্বাদন আমি নেব না। আমার সৃষ্ট মানুষটার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ গভীরতার মাপ রাখব না? তার সুখ আহ্লাদ দুঃখ বেদনা, তার রুচি অরুচি বোধবুদ্ধি, তার সামাজিক রাজনৈতিক অবস্থানের সঙ্গে সর্বাত্মক আত্মীয়তা পাতাবো না? শিল্পীর বড় পাওনা যে সেটাই। না ভাই, জীবনের এখানে ওখানে ছোঁ মেরে তোমরা একটা বড় সুখ থেকে বঞ্চিত হচ্ছ। খণ্ড জুড়ে কখনো কি পূর্ণকে ধরা যায়? একটা কবিতা খণ্ড খণ্ড করে পড়া আর গোটাটা এক টানা পড়ার মধ্যে ঢের ঢের তফাৎ!

চিত্রাভিনেতা ∫∫ ওরে মাঝপথে পার্ট ভুলে গেলে সব তফাৎ-ই উবে যাবে। আমাদের ভুল হলে দৃশ্য পুনর্গ্রহণ করা হয়। তোমাদের সে সুযোগ আছে? যা বলবে যা করবে-একবারই। ভুল হলে ভুলটাই রয়ে যাবে, শোধরাতে পারবে না।

মঞ্চাভিনেতা ∫∫ তোমার তাই মনে হচ্ছে-কিন্তু আমার ধারণা, ভুল শোধরানোর সুযোগটা থিয়েটারেই বেশি। ধরো তোমার ছবি রিলিজ করল... আর লোকে তোমাকে ছ্যা ছ্যা করতে শুরু করল। তখন তুমি নিজেকে শোধরাচ্ছো কী করে? ঘরে বসে আঙুল কামড়াবে। কিন্তু থিয়েটারে? আজকের ভুল কালকে শুধরে নেব। না পারি, পরশু নেব। রাতের পর পাত শোধরানোর চেষ্টা চালিয়ে যাবো। প্রতি রজনীতে নিজেকে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাবো। নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করব। বারে বারে নতুনতর হয়ে ওঠার সম্ভাবনা আমারই আছে, তোমার নেই।

চিত্রাভিনেতা ∫∫ আমারই আছে। এ ছবিটা দেখে নিয়ে পরের ছবিতে সামলাবো। বার বার পর্দায় নিজের কাজ দেখে, নিজেকে বুঝে নেব। তুমি কি তা পারো? পারবে কোনদিন নিজেকে নিজে প্রত্যক্ষ করতে? পরের মুখে সমালোচনা শুনে বেড়াও। অপরে যে তোমাকে ভুল পথে চালিত করছে না, বুঝছ কী করে? আরে ভাই নিজের কীর্তি নিজে দেখার মধ্যে যে একটা মাদকতা আছে, সেটা মানবে তো? আমার অভিনয়করা ছবি পঞ্চাশ বছর পরে আমার পরপুরুষ দেখবে, তোমার পরপুরুষ পারবে তোমার মঞ্চাভিনয় দেখতে? পরের মুখে ঝাল খেয়ে চুকচুক করবে। ভেবে দ্যাখো ভাই হলভরতি দর্শকের মাঝে বসে তুমি বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে সামনের পর্দায় তোমার কাজ দেখছো-বিশ্লেষণ করছো-তারিফ করছো, বাতিলও করছো-

মঞ্চাভিনেতা ∫∫ হ্যাঁ, তোমার মতো নিজের কীর্তি দেখতে দেখতে নিজের থুতনি ধরে আদর করতে পারি না ঠিকই। তবে যত যাই করো ভাই, ভুলেও বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে নিজের কীর্তি দেখতে যেয়ো না। স্ত্রীপুত্রের সামনে একঘর লোকের হাতে মারধোর খাবে, সেটা কি খুব সুখের হবে?

চিত্রাভিনেতা ∫∫ (আধপোড়া সিগারেট পা দিয়ে পিষে) ইচ্ছা করছে, তোমার নাকে একটা ঘুষি চালাই!

মঞ্চাভিনেতা ∫∫ ছিঃ! তুমি চালাবে কেন? বিকেলে থিয়েটারে থাকব, তোমার ডামিকে পাঠিয়ে দিয়ো।

যবনিকা